মতিউর রহমান মল্লিক

র•চ•না•ব•লী

৩য় খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ

মোশাররফ হোসেন খান

সোলায়মান আহসান

তাফাজ্জল হোসাইন খান

সাইফুল্লাহ মানছুর

সাবিনা মল্লিক

কামরুন্নেসা মাকসুদা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

নাঈম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক

আফসার নিজাম

ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক

মনোয়ারুল ইসলাম

দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),

জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯

মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,

ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com

ISBN : 978-984-98985-8-0

মূল্য : ৬৩০/ (ছয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র)।

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেক্যুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, 'জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়'। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, 'চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা'। জগতের বিস্ময়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ইসলামের লাল মশাল,' 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথেয়, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আধা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি 'রঙীন মখমল দিন' এর শেষ ঘোষণা করে 'মাঝি সিন্দাবাদ'কে 'নতুন পানিতে' সফরের জন্যে 'হালখুলে' দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

www.nagorikpathagar.org

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে 'পূর্ণ ইসলামী সমাজ' দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে 'রাশেদার যুগ' ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়নি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক 'মা' উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিণত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ১টি কবিতার বই– নিষণ্ন পাখির নীড়ে; ২টি ছড়ার বই– মুন্নার পান্ডা, ঘোর কাটুক; এবং ১টি উপন্যাসের বই– পাহাড়ি এক লড়াকু সংকলিত হয়েছে।

আবুল আসাদ

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ

কবিতার বই

নিষণ্ন পাখির নীড়ে ১১

ছড়ার বই

মুন্নার পান্ডা ৫৭
ঘোর কাটুক ৮১

উপন্যাস

পাহাড়ি এক লড়াকু ১০১

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নিষণ্ণ পাখির নীড়ে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রকাশিত পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে।' প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। বেরিয়েছিলো ২০০৯ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায়। বইটি প্রকাশ করে- আত্মপ্রকাশ। বইটির মূল্য- সত্তর টাকা। স্বত্ব: সাবিনা মল্লিক। লেখক বইটি উৎসর্গ করেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দকে। উৎসর্গপত্রটি 'তাঁহারে চিনেছি' শিরোনামের একটি কবিতা। কবিতাটি গ্রন্থের শুরুতেই রাখা হলো। বইটির ফ্ল্যাপে- কবি সাজ্জাদ হোসাইন খান লিখেছেন, 'মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত। এই সমর্পণ কবির কাব্যভাষাতে উচ্চকিত, বহমান। বিষয় বিন্যাস ও শব্দ ব্যবহারের চলমান টেকনিক সময়কে স্পর্শ করলেও বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতা মতিউর রহমান মল্লিককে একটি ভিন্ন উপত্যকায় হাজির করেছে। উপস্থাপনের সারল্য, শব্দ আবিষ্কারের অনুসন্ধানী মস্তিষ্ক তাঁর কবিতাকে আরো গ্রহণীয় করেছে এবং আরো আগ্রহী করে তুলেছে পাঠক সমাজে।

ঐতিহ্য-ইতিহাস আর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা সমকালকে ধারণ করেই উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়, শিল্প সুষমায়। তাঁর গীতিময় কাব্যভাষা গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিককে স্মরণে নিয়ে আসে। উন্মোচিত করে তাঁর আরো একটি পরিচয়। ভাষার সরল্য, বিষয়ের গভীরতা আর শব্দ বুননের আধুনিক কৌশল তাঁর কবিতাকে ঐশ্বর্যের চৌকাঠ অবধি পৌছে দিয়েছে ইতিমধ্যে। কাব্যবৃক্ষে মতিউর রহমান মল্লিক এক মুখর পাখি। 'নিষণ্ন পাখির নীড়ে সেই মুখরতারই কলধ্বনি।'

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

তাঁহারে চিনেছি/ ১৭
সন্নিহিত না'তের পংক্তি বিশেষ / ১৮
সিংহাবলোকন ন্যায় / ১৯
অভিশপ্ত অসুন্দরের প্রতি/ ২০
তুমি কি এখন/ ২২
বৃষ্টি : নিষণ্ন পাখির নীড়ের ওপর/ ২৫
গরম/ ২৬
ধৃষ্ট/ ২৭
এই অন্ধকার / ২৮
একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্যে/ ২৯
বৈধ নারীর মতো/ ৩০
অনেক বিজয়/ ৩২
প্রকৃতি ও ব্যথার বর্ণনা/ ৩৪
জন্মদিবসের একাংকিকা/ ৩৫
আগুন চেপে রাখার ক্ষমতা/ ৩৬
শাহাবুদ্দীন ভাই/ ৩৭
বাগেরহাটের সারাবেলা/ ৩৮
জংগলের মতো অসভ্য/ ৪০
চলে যায়/ ৪১
যৌতুক/ ৪২
নবীয়সী মর্ত্য/ ৪৩
তোমাকে নিয়ে/ ৪৪
রক্তাক্ত স্বপ্নের কথা/ ৪৫
ঈদ: পুষ্পিত বনের বৃত্তান্ত/ ৪৬
ইতিবৃত্ত/ ৪৮
ট্রানজিট/ ৪৯
সিডর/ ৫২

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

তাঁহারে চিনেছি

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ-কে

তাঁহারে চিনেছি আধেক। আধেক
আকণ্ঠ চিনি নাই :
পৃথিবী কতোটা কেনা যায় বড়?
কতো তাঁর কিনি নাই।

দিগন্তে আমারই চোখ : দৃষ্টি
কতো দূর যায় বলো?
অধিক প্রপাতে দেখে না কিছুই;
উৎসৃষ্টি ছলোছলো।

কতোটা ডুবেছি অহ্রদ সাগরে
কুড়ালাম মোতি তাঁর?
নামতে চেয়েছি অথৈ-অতলে
যদিও বারংবার।

কাব্য-কথায় তাঁর কালেংড়া
ছুঁয়ে যায় অমরতা :
আমার বিলোল বারতা এ-নয় :
কালেরি অমোঘ বার্তা।

তাঁর বাগানের অমিত পাখির
অমন আমিও পাখি;
তাঁর ফুলে-ফুলে, ঘুরে-ঘুরে উড়ে
ঋক্থীয় ছবি আঁকি।

www.nagorikpathagar.org

সন্নিহিত না'তের পঙক্তিবিশেষ

হাসসান বিন সাবিতের অলৌকিক স্বর্ণালংকার
আমি দেখেছি এবং
আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার অশ্বারোহণও।
তারপর কোনো সন্নিহিত গতি উদ্ধার করার
সমস্ত কলাকৌশলই অনাবিষ্কৃত থাকতে
থাকতে একটি উদিত সূর্য অনুবাদ করতে গিয়ে
দেখি–
সমবেত সূর্যমণ্ডলী তাঁকে অতিক্রম করতে পারলো না।

কে সেই সূর্যমণ্ডলীরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি?
তাঁকে আর তাঁর নিদর্শনাবলীও
সমর্থন করলেন বলে
পৌত্তলিকতার সমস্ত জৌলুসই কবি লবিদ
গলিত বর্জ্যের মতো কবরস্থ করতে লাগলেন।

হায়! আমি যদি তার একটি নগণ্য এবং
উৎকীর্ণ সূর্যমুখীও হতে পারতাম!

www.nagorikpathagar.org

সিংহাবলোকন ন্যায়

সৌন্দর্য আবিষ্কারের অর্থই হলো
ভালোবাসাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয়া।
যেমন কোনো শিল্পকলাকে বারবার স্পর্শ করলেও
অতৃপ্তি থেকে যায়।
যেমন কোনো কথা ও সুরের গায়ে
লগ্ন হয়ে থাকে
উপর্যুপরি ভালোলাগার অনবরত সংসক্তি।

মূলত রমজানের কৃচ্ছ্রসাধনার ভেতরে লুকিয়ে আছে
প্রতিরোধের অনিবার্য দাপট।
যা যাবতীয় শিল্পচর্চার জন্য
এবং যাবতীয় স্বাধীনতার সংবিত্তির জন্য
চিরকাল অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকলো।

কী এমন সে-সৌন্দর্য
যে-সৌন্দর্য হৃদয়ের কাছে পরাজিত নয়?
কী এমন সে-পবিত্রতা
যে-পবিত্রতা চরিত্রের কাছে পরাভূত নয়?
কী এমন সে-মানবতা
যে-মানবতা তিতিক্ষার কাছে পরাবৃত্ত নয়?
ধৈর্যের কাছে পরাহত নয়?
এবং সংগ্রামের সৌপক্ষে পারতপক্ষ নয়?

বস্তুত রমজানের মতো কৃচ্ছ্রসাধনার কোনো পরাবর্ত হয় না
এবং সওম কখনো পরাঙ্মুখ বিষয় নয় বলে
সিংহাবলোকনের মতো চিরকাল অবিসংবাদিত হয়ে রইলো।
অথবা নিয়ড়ে-নিয়ড়ে নিমজ্জমান দৃষ্টিরা ঊর্জস্বল বৃষ্টি
এবং ঊর্জস্বান সওমের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না।

www.nagorikpathagar.org

অভিশপ্ত অসুন্দরের প্রতি

অভিশপ্ত অসুন্দর
তুমি এখন দুর্ভাগ্যের মতো চোখের কোটরে দাঁড়িয়ে আছো
সমস্ত ভাবনার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো তুমি এখন অজগরের মতো

সংসদ ভবনের সমস্ত গাছপালা
যেনো দুঃস্বপ্নরা তাড়া করে ফিরছে
এবং কুসুমিত প্রাঙ্গণ
অথবা চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত লাশের
যে সংবাদ গ্রাস করছে সমগ্র বাংলাদেশ
হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখি
তুমি সেখানেও দাঁড়িয়ে আছো।

মনে হয় বাংলাদেশের সমস্ত নদীতে
তুমিই আগুন ধরিয়ে দেবে
তুমিই উৎপাটিত করবে সমস্ত বৃক্ষ, সমস্ত সুন্দরবন
অতঃপর তুমিই কেড়ে নেবে
সমস্ত বধূদের লাজনম্র ঘোমটা।

যেখানে সত্য আছে
সেখানেও তুমি তোমার বীভৎস কণ্ঠ থেকে
ঢেলে দিয়েছো মিথ্যার গরল।

অভিশপ্ত অসুন্দর
তোমার জন্যেই ঘরে ফেরার আগে
উৎকণ্ঠিত থাকি। ঘরে ফিরেও পাবো না বুঝি
আমার প্রিয়তমা
অথবা আমিও আর
ঘরে ফিরবো না কখনো
যেনো আমার সন্তানের

www.nagorikpathagar.org

চোখের শীতলতাও হারিয়ে ফেলেছি
অথবা আমি আমার ঘরে ফেরার পথই
আর খুঁজে পাই না

অভিশপ্ত অসুন্দর
তোমার সমস্ত ভয়ঙ্কর থেকে
আমার হৃদয়কে, আমার ঘরকে, আমার স্বদেশকে
রেহাই দাও

অথবা তুমি
ফিরে যাও তোমার বীভৎস উৎসের কুৎসিত ভেতরে।

www.nagorikpathagar.org

তুমি কি এখন

তুমি কি এখন স্বপ্নভঙ্গ কেউ
একাকী কোথাও আহত পাখির শোক
ছলছল চোখে এলোমেলো করো ঢেউ
তুমি কি এখন শরাহত কোনো লোক!

তুমি কি ভেবেছো সূর্যটা ডুবে গেছে
তুমি কি ভেবেছো নেই আর কোনো আলো
তুমি কি ভেবেছো শিলীভূত হয়ে আছে
অনন্ত এক আকাশের ঘনকালো

রাত্রির পরে সকাল যে ফিরে আসে
সে কথা জানো কি তুমি
শেষাবধি কোনো লোকালয় উদভাসে
দৃঢ়পদভারে পার হলে বনভূমি

মানুষের নামে যারা কলঙ্ক তারা মানে পরাভব
যোগ-গুণ-ভাগ নিয়েতো অঙ্ক বিয়োগ নয়তো সব
তবুও তুমি কি উঠে দাঁড়াবে না আজ
বুক টান করে নামবে না পথে আর
পাড়ি জমাবে না আকাশের শাহবাজ
ছিঁড়বে না টুটি দুরন্ত ঝঞ্ঝার

একটু আঘাতে সিংহের বাড়ে ক্ষোভ
একটু আঘাতে বাঘ ছাড়ে হুংকার
একটু আঘাতে জ্বলে ওঠে বিক্ষোভ
বজ্রসভায় বিদ্যুৎ বারতার

www.nagorikpathagar.org

এসব খবরে তুমি কি হও না দ্বিগুণ
উৎসাহী কোনো পুরুষোত্তম কেউ
অথবা কেবল নিজেকে করছো খুন
বিষের পাত্রে স্বেচ্ছায় তুলে ঢেউ

হতাশ হয় না জিহাদের জঙ্গীরা
হতাশ হয় না কোনো খাঁটি বিপ্লবী
হতাশ হয় না শহীদের সঙ্গীরা
বুকে নিয়ে ফেরে ঈমানের দুন্দুভি

চলে অবিরাম চির মুজাহিদ বীর
সত্যের পথে সেনানী অকুতোভয়
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাশার জিঞ্জির
সে শের-দিলীর মানে নাকো পরাজয়

এখনো এখানে মাদানীর খুন মাখা
শহীদ মালেক এখনো এখানে শুয়ে
মানুষের মনে কোরানের ছবি আঁকা
তবু কেনো তুমি পড়বে বন্ধু নুয়ে

তোমার সামনে তিতুমীর আছে
আছেতো খানজাহান
হাজী শরীয়ত আছে আরো কাছে
আছে শাহজালাল অম্লান

www.nagorikpathagar.org

নূর কুতুবুল আলম যেখানে
প্রেরণার প্রিয় মহাপুরুষের নাম
কিসের ভাবনা তোমার সেখানে
বরং চেতনা আরো করো উদ্দাম

বখতিয়ারের ঘোড়ার শব্দ ঐ
লোকালয়ে যেনো অবিকল শোনা যায়
তাই কি আমিও দুই কান পেতে রই
সতেরো সওয়ার কবে আসে দরজায়

তুমি কি এখন স্বপ্নবিভোর কেউ
মুক্তপক্ষ কোনো বিহঙ্গ শ্লোক
রঙধনু চোখে ছুঁয়ে যাও যতো ঢেউ
তুমি কি এখন জাগরিত কোনো লোক

দুর্বল ভীরু আনে না দ্বীনের জয়
খানিক বিপদে ভয়ে কাঁপা তার কাজ
ঈমানের তেজে পৃথিবীর বিস্ময়
শুধু সেই পারে গড়তে হেরার রাজ

তবে তুমি ছুটে চলো বেগে আরো বেগে
বন্যার মতো দুরন্ত দুর্বার
চলো তাকবীর জোরে আরো জোরে হেঁকে
পড়ে থাক পিছে পচা লাশ মুর্দার।

রচনাকাল : ১৯৯৬

www.nagorikpathagar.org

বৃষ্টি : নিষণ্ণ পাখির নীড়ের ওপর

মেঘমালার দিকে
তাকাতে-না-তাকাতেই
উড়ে এলো প্রথম প্রভাত
উড়ে এলো আকাশের
অবশিষ্ট
সজল
প্রলেপনিচয়

এবং তাকাতে-না-তাকাতেই
হালকা-পাতলা নেকাব
নেমে এলো–
নেমে এলো
অবগুণ্ঠনের তৃপ্তি
নিষণ্ণ পাখির নীড়ের ওপর–
দূরের বাঁশরীর কোমল আগ্রহের সুর
ক্রমাগত যেমন কাছে আসে
এবং পত্রপল্লবের ঠোঁটেরা
এখন
ভেজা মুখমণ্ডলের জন্য
উন্মুখরতার অন্তরাল
খুঁজে বেড়াচ্ছে

আজ সারাদিন
সমুদ্রের শুভ্র-শুভ্র
অনিশেষ মৌমাছিরা
আমাকে কবি না-বানিয়ে
ছাড়লো না।

www.nagorikpathagar.org

গরম

গরম পড়েছে পাতায় পাতায়
শাখায় ও বল্কলে
গরম পড়েছে মারুলি-মৃত্তিকায়

গরম পড়েছে জন-গণ-মনে
মনন ও মনীষায়
গরম পড়েছে বিদ্রোহী সত্তায়

দড়া-দড়ি ছিঁড়ে যে কোনো সময়
জনতা নামবে পথে
বিরাগু পড়বে ফেটে

গরম পড়েছে মগজের ছাদে
হৃদয়ের চত্বরে
গরম পড়েছে ধৈর্যের চামড়ায়।

রচনাকাল : ২০০৮

www.nagorikpathagar.org

ধৃষ্ট

ধৃষ্ট মূলত সজারু নাকি গো
সজারু মূলত ধৃষ্ট?
অথবা সে-কোনো শুয়োপোকা নাকি
তারও চেয়ে নিকৃষ্ট?
কাজের তালিকা আছে কি এদের?
অজুহাত-পটু পষ্ট!
শঠতার নানা ঘুণপোকা দড়ো
পরিবেশ করে নষ্ট।
পরচর্চার ইবনে উবাই
পোষানি মেনেছে বিদ্বেষ
গায় জ্বালা ধরে– যখনি তাদের
করেছো নীতির নির্দেশ!
গড়ার কর্মকাণ্ডে অচল
কাম্য কেবলি ধ্বংস;
কড়ির হিসেবে মহাগোলমেলে
লেনদেনে ফাঁকা মস্ত।

বিভীষণ কভু ছিলো না সরল
কথাটা যেমন সাচ্চা;
যে-কোনো সময় ধৃষ্ট সে হয়
মীর জাফরের বাচ্চা।

রচনাকাল : ২০০৮

www.nagorikpathagar.org

এই অন্ধকার

এই অন্ধকার, বিশ্বসিত আকাশের পরপার থেকেও নামতে পারতো
কিন্তু তা না নেমে
এই অন্ধকার একটি কেন্দ্রীকৃত অবস্থান থেকে
লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
ছড়িয়ে পড়েছে পথ ও প্রান্তরে
ছড়িয়ে পড়েছে পল্বল ও পথপ্রান্তে
ছড়িয়ে পড়েছে নদী, নন্দন ও নান্দনিকতায়

এই অন্ধকার, এই অনির্বাচিত অন্ধকার দিনেশের পরের
নিয়মিত অন্ধকারের মতো হতে পারতো
কিন্তু তা না হয়ে
এই অন্ধকার অন্ধ করে দেয়া
এক দৃশ্যাতীত গহবর থেকে হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়েছে
ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য ও রাজধানীর ওপর
ছড়িয়ে পড়েছে গঞ্জ ও গন্তব্যের ওপর
ছড়িয়ে পড়েছে বরুয়া, বাজার ও বাণিজ্যের ওপর

বস্তুত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখন আজীবন থাকলে
এই তালাঝোলানো অন্ধকারের
একটি সমুচিত বিসর্গপত্র তৈরি করতে পারতেন
কিন্তু আমার জবানবন্দী শুধু এতটুকু যে
এই বিগর্হ অন্ধকার বহু দূরদেশ থেকে এসে
অথবা কোনো নিকটতর প্রতিবেশ থেকে এসে
ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার পুরনো অন্ধকারের সঙ্গে
সমাক্ষ হয়ে গেছে

না না না আমি এই অন্ধকার ও অনিশ্চয়তা
একেবারেই বরদাশ্‌ত করতে পারছি না।

রচনাকাল : ২০০৮

www.nagorikpathagar.org

একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্যে

একটি ধ্রুপদ বিজয় আমার ভেতরে আগুনের মতো উস্কে দিয়েছে
অনেক অনেক ধ্রুব বিজয়ের নেশাগ্রস্ততা
অথবা নেশারও অধিক এক উদগ্র অতৃপ্তি
তাছাড়া আমার কেবলই মনে হয় যে
একটি ধ্রুপদ বিজয়ই প্রথম বিজয় নয় কিংবা শেষ বিজয়ও হতে পারে না

প্রভাত কি একবারই হয়?
সূর্য কি একবারই ওঠে?
জোয়ার কি একবারই আসে?
মূলত একটি অকাট্য বিজয় মানে হচ্ছে অসংখ্য বিজয়ের নাম-ভূমিকা
না হয় তারও আগের শুদ্ধতম পরিকল্পনাসমূহের একেকটি অবিশ্রান্ত খসড়া
যেমন কোথাও যেতে হলে মানচিত্রের খুবই দরকার হয়ে পড়ে
তার মানে এই নয় যে ইতিহাসের একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই

বিভীষণ কিংবা মীর জাফরের কথা সম্পূর্ণ আলাদা
অর্থাৎ তারাও তাদের সাঙ্গাতদের নিয়ে
একদা উপদ্রুত উৎসবে মেতে উঠেছিলো

বস্তুত একটি ধ্রুব বিজয়ের জন্যে এখন আমি
এক সিরাজুদ্দৌলা ছাড়া আর কাউকেই সহ্য করতে পারছি না।

রচনাকাল : ২০০৮

www.nagorikpathagar.org

বৈধ নারীর মতো

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো নদী নেই
নদী নিরবধি নেই
স্রোত ধ্রুপদী নেই
তর-তরু-বোধি নেই

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো খেয়া নেই
খেয়া ভরা কেয়া নেই
মেঘমতি দেয়া নেই
তরুলতা নেয়া নেই

বৈধ নারীর মতো
নেই কোনো প্রকৃতি
নিশ্চিত প্রতীতি
চিত্রল প্রমিতি
প্রদ্যোত প্রনীতি

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো দেশ নেই
শোভিত স্বদেশ নেই
সুরভী অশেষ নেই
নীল পরিবেশ নেই

www.nagorikpathagar.org

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো পাখি নেই
শত ডাকাডাকি নেই
চারু আঁকাআঁকি নেই
তৃষ্ণা ও সাকি নেই

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো ফুল নেই
মধুময় ভুল নেই
অমোঘ দু-কূল নেই
শিকড় ও মূল নেই

বৈধ নারীর মতো
আর কোনো নারী নেই
সুর-সঞ্চারী নেই
গান-জারী-সারি নেই
মধু মহামারী নেই

বৈধ নারী-ই চির শিল্পকলা
কবিতার মতো মীড়; নীড় চঞ্চলা।

www.nagorikpathagar.org

অনেক বিজয়

অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে–
অনেক বিহান হেসেছে আবার
অনেক বিহান হাসেনি যে!

পেরিয়ে এসেছি অনেক অনেক পথ
ছিঁড়েছি অনেক গোলামীর দাসখত্
ভেঙেছি অনেক লৌহকপাট-কারা
অনেক ঝরেছে তপ্ত-রক্ত-ধারা
অনেক হয়েছে মহাজীবনের ক্ষয়
অনেক হয়েছে বেদনার সঞ্চয়–
তবুও পূর্ণ জয়ের সূর্য
এখনো আকাশে ভাসেনি যে;
অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে!

অনেক স্বপ্ন দু'হাতে পেয়েছি
পাইনি অনেক আবার
অনেক চাওয়ার তবু বাকি আছে
এখনো অনেক পাওয়ার!

ঈমানের ঘর ক্রমাগত শুধু নড়ে
স্বদেশ-প্রেমের জিজ্ঞাসা কেঁদে মরে
গণতন্ত্রের বেড়ে চলে ঝন্‌ঝাট্
অর্থনীতির থামে যে-নান্দীপাঠ
জনতার দাবি অপূর্ণ রয়ে যায়
ধৈর্যের বাঁধ ক্রমাগত ক্ষয়ে যায়–
তাইতো নতুন যুদ্ধের নেশা

www.nagorikpathagar.org

বিজয়ের দিন নাশেনি যে;
অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে!

বিজয়ের অরি চিনেছি অনেক
চিনেছি যে–বিভীষণ
তবুও অনেক আঁধারে পড়েনি
দৃষ্টির বিকিরণ!

নদীর শত্রু যাচাই হলো না আজো!
দেশের শত্রু বাছাই হলো না আজো!
জাতির শত্রু এখনো অনেক ভিড়ে
কলিজা চিবায় বক্ষ দু'হাতে চিরে–
ন্যায়ের শত্রু হয়নি অনেক চেনা
অনেক মুক্তি হয়নি এখনো কেনা
এখনো স্বদেশ অনেক জমিনে
আজাদির চাষ চাষেনি যে;
অনেক বিজয় এসেছে আবার
অনেক বিজয় আসেনি যে
অনেক বিহান হেসেছে আবার
অনেক বিহান হাসেনি যে!

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতি ও ব্যথার বর্ণনা

প্রকৃতির সংগে সেই কবে থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছিঃ
= যাবতীয় ক্লান্তির পর অমিত অবহারের সান্ত্বনার মতো
= যাবতীয় পরিশ্রমের পর একখণ্ড ঠাণ্ডা বরফের মতো
= যাবতীয় অপ্রাপ্তির পর একঝাঁক পায়রার পরিতৃপ্তির উড়ালের মতো
এবং প্রকৃতির সংগে সেই কবে থেকে উন্নিদ্র হয়ে আছি আমি!

তাছাড়া এখনতো সম্পৃক্ত হয়েছে নিষেক ও নীলিকা
এবং বেদনার মতো অস্ত্র-নাশক-নার, বিরতিহীন বীতিহোত্র।

বস্তুত প্রকৃতি এবং আতীব্র ব্যথার মতো এতো আপন আর কেউ হয় নারে!

www.nagorikpathagar.org

জন্মদিবসের একাংকিকা

জন্মদিবসে মাটি উড়ে হলো নীল
আকাশের ভিড়ে মরা কবুতর কাঁদে
ধোঁয়ায় ধোঁয়া খড় করে কিলবিল
অথবা বাঁশরী চোখের সালুন রাঁধে

জন্মদিবসে কবরেরা নড়ে ওঠে
অথবা নিভাঁজ ঝোড়োকাক ভাঁজ করা
কোকিলের গানে কাফনের মতো ফোটে
এদিকে নদী ও বৃক্ষরা আধমরা

জন্মদিবসে কাঁটায় জড়ালো খাতা
পথের ওপরে হেসে ওঠে কালো নুড়ি
অথবা পোড়ায় বনমালী তাজাপাতা
গরম হাওয়ারা হঠাৎ পোড়ায় ঘুড়ি

জন্মদিবসে মাটি উড়ে হলো নীল
ধোঁয়ায় ধোঁয়ার খড় করে কিলবিল।

রচনাকাল : মার্চ ২০০৭

www.nagorikpathagar.org

আগুন চেপে রাখার ক্ষমতা

এবং আগুন চেপে রাখার
কতোটুকুইবা ক্ষমতা রাখে
 একটি নিয়মিত পাহাড়?

একটি ধারাবাহিক সাগরও কি পারে
সমগ্র আগুনের সকল কিছুই
হাত নাড়িয়ে বিদায় না দিতে?
তাছাড়া তৌর্যত্রিক মৃত্তিকাও কি পারে
আগুনের ভেতরের আগুনকে
 অনন্তকালের উত্তরে
নিরুপদ্রব রাখতে?

অথচ একজন বেদনাবিদ্ধ
মানুষেরই কেবল আছে
সমস্ত আগুন চেপে রাখবার মতো
 অসংসক্ত ক্ষমতা।

www.nagorikpathagar.org

শাহাবুদ্দীন ভাই

আত্মভোলা বলুক আর যাই বলুক
মস্করা করে না হয় আমাকে দার্শনিক বলে পরিকীর্ণ করুক
কিংবা পরিতপ্তই করুক
তবুও কিছু-কিছু বিষয় আছে শাহাবুদ্দীন ভাই যে
নিজের নামের নামতার মতো
আসলে আমি সেসব একেবারেই বিস্রস্তস্মৃতি করতে পারি না
যেমন বিস্মরণ করতে পারি না সেইসব তুমুল বৃষ্টির কথা–
যেদিন আমি আপনার মালিবাগের বাসায় প্রথম ধর্ণা দিয়েছিলাম
যেমন ভুলতে পারি না সেইসব বড়-বড় ফোঁটায় ফোঁটায়
মুষলধারার বর্ষার বিষয়–
যেদিন আমি আপনার গ্রামের বাড়ি
চব্বিশপরগণার বাদুড়িয়ার আরশুল্লায় এক বিনম্র ও
বিবাসিত শিষ্যের মতন প্রথমবারের মতো উপস্থিত হয়েছিলাম
এবং যেমন ভুলতে পারি না সেই যে একটানা প্রশান্ত প্রপাতের কথা
ঠিক যেদিন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপনাকে
সংজ্ঞাহীন পেয়েছিলাম এবং শেষবারের মতো

বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টির মধ্যে
আপনার বাসা এবং আপনাদের গাঁয়ের আপনাদেরই জমিদারবাড়ি পর্যন্ত
আমি যে অনির্বচনীয় কোঙর-সেতু নির্মাণ করেছিলাম
তা আবারও ঐ বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে একাকার হয়ে গেলো

হায়! আমি এখন এতো অথৈ বৃষ্টির ভড় বইবো কি করে শাহাবুদ্দীন ভাই
অবশ্য কৃতঘ্ন কোনো মানুষ সমাজ এবং জাতির কথা সম্পূর্ণ আলাদা।

www.nagorikpathagar.org

বাগেরহাটের সারাবেলা

দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমার আর দাঁড়ানোই হলো না
শ্বাস নিতে পারলাম না স্বপ্নের দোরগোড়ায়ও
ষাটগম্বুজের মেঘমালায় না
ঘোড়াদীঘির অতলতায় না
অন্ধকারেও না, রোদ্দুরেও না
অমাবশ্যায়ও না, পূর্ণিমায়ও না
শোকেও না, সুখেও না।
বস্তুত খানজাহান আলীর বারান্দায় কিংবা
উঠোনেও আমি আর উদাত্ত হলাম না
উদীর্ণ হলাম না।
তবুও ভালোবেসে যাই বাগেরহাটের সারাবেলা।

এখনও শটিবন আমাকে কাঁদায়
কাউওডিম গাছের পাতায় আমার মন পড়ে থাকে
ধোপাকোলার বিহ্বলতায় হঠাৎ আমি দীর্ঘ হয়ে উঠি
সোনার ভিটের ছায়ায় বাড়তে থাকে
আমার শৈশবের সোনালি বয়স
এবং এখনও বাঁশবাগানের সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডাকতে থাকে।

আমার চারপাশে বটগাছ
কেতাদুরস্ত সুপারি-নারকেল-জামরুলের বাসনা
আম-জাম এবং আবর্তিত তৃণলতার ঝালর-ঝালর ছায়া
আমার চতুর্দিকে মহীরুহের অধিক 'বর্ষাবৃক্ষে'র উহ্যমান ভূ-গোল
এবং আমার সমস্ত অস্তিত্বের কণায় কণায় বারোপাড়া
অর্থাৎ বারুইপাড়ার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র
আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে জড়িয়ে আছে পুবের ঢরের হাওয়া
শাপলা ফুলের বাড়াবাড়ি, কচুরিপানার আনুগত্য
গলা-সমান ধানের ক্ষেতের স্বাধীনতা
কালো ফিঙের দাপট, মাছরাঙার অনুধ্যান
ঝাঁক-ঝাঁক শাদা-শাদা বকের নিয়মিত তপস্যা।

আমার বাম চোখে শোতাল, কাঁটাখালী, বাগদিয়া, লাউপালা
এবং ঠিক বাম হাতে মরিচের ক্ষেত, মুলোর ভুঁই, আলু-কপির খামার
এবং ক্রমাগত ফসলের জমি।
আমার ডান চোখে কাঁঠালতলা, পাইকপাড়া, কোমরপুর, মসিদপুর
এবং আমার ঠিক ডান হাতে লিচুর নিক্ষ, কাঁঠালের নিষ্কাশ, বাতাবির বিক্ষেপ
এবং পাতাবাহারের অসংখ্য প্রজাপতি।
তাছাড়া ভৈরব নদের শিল্পকলা আমার সমাহৃত আত্মা হয়ে আছে।

তারপর ভোররাত্রের ফকিরহাট, শেষ-সকালের মোংলাপোর্ট
ভরদুপুরের মোরেলগঞ্জ, মধ্যরাতের শরণখোলা
এবং তারও পরের দিন উদ্ভিন্ন কচুয়ার ঔদার্য ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
আজও আমি চলে যাই স্বপ্নতাড়িত চিতলমারি
অথবা মোল্লাহাটের সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

অথচ এখন আমি কেবলই অদৃষ্টের পাতা উল্টাতে থাকি।

হায়! দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমার আর দাঁড়ানোই হলো না
শ্বাস নিতে পারলাম না স্বপ্নের কাছাকাছিও
তবুও ভালোবেসে যাই, ভালোবেসে যাই, ভালোবেসে যাই
বাগেরহাটের সারাবেলা, বাগেরহাটের সমস্ত সময়।

www.nagorikpathagar.org

জংগলের মতো অসভ্য

[ইরাকে আগ্রাসী শক্তি কর্তৃক কুরআন অবমাননার সংবাদে]

আকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো উদ্ধত ছাড়া
বাতাসকে অস্বীকার করার মতো কোনো বেয়াদব ছাড়া
নক্ষত্র-মেঘমালা-নদীনালা
এবং তরঙ্গের কোনো চিহ্নিত শত্রুরা ছাড়া
বস্তুত বৃক্ষ-বিহঙ্গ-প্রাণীকূল
এবং মায়াময় মৃত্তিকার প্রকাশ্য দুশমনরা ছাড়া

অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় উজ্জ্বল উদযাপনের হত্যাকারীরা ছাড়া
মানবতার নানাবিধ উপঢৌকনের অনবরত হন্তারকরা ছাড়া
স্বাধীনতা-স্বাধিকার-
ইতিহাস-ঐতিহ্য-
শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি
এবং গণতন্ত্রের নিয়মিত খুনীরা ছাড়া

অর্থাৎ ফুলের বিরুদ্ধে
ফলের বিরুদ্ধে
নারীর বিরুদ্ধে
শিশুর বিরুদ্ধে
জমিনের বিরুদ্ধে
ফসলের বিরুদ্ধে
প্রভাতের বিরুদ্ধে
এবং যাবতীয় আলোর বিরুদ্ধে অবস্থানকারীরা ছাড়া
কোরানের অবমাননা করার মতো কোনো হিংস্র হতে পারে না
হতে পারে না জংগলের মতো কোনো অসভ্য।

www.nagorikpathagar.org

চলে যায়

চাওয়া-পাওয়া থেকে পাওয়া চলে যায়
খাওয়া-দাওয়া থেকে দাওয়া চলে যায়
নাচা-গাওয়া থেকে গাওয়া চলে যায়
নেওয়া-দেওয়া থেকে দেওয়া চলে যায়
সংসার থেকে সার
সম্ভার থেকে ভার।

সম্প্রীতি থেকে প্রীতি চলে যায়
রাজনীতি থেকে নীতি চলে যায়
যথারীতি থেকে রীতি চলে যায়
খোদাভীতি থেকে ভীতি চলে যায়
সংগীত থেকে গীত
তবু কি মানুষ ফিরে পাবে নাকো
তার সেই সম্বিৎ।

www.nagorikpathagar.org

যৌতুক

ভয়ানক লোভীরাই-চায় যৌতুক;
নেই কোনো ভদ্রতা যৌতুক চাওয়াতে-
যেমন স্বাস্থ্য নেই বিষ গিলে খাওয়াতে।
[সরাসরি বিবেকের সাথে কৌতুক!]

সংসারে দুর্যোগ আনে এই রোগ-
অশান্তি সে ছড়ায় প্রতি অন্তরে;
অহেতুক ডাকে পদে পদে দুর্ভোগ-
যেমন ঘি-এর ধারা আগুনের ঘরে।

অসভ্য সমাজের এই কালো দাগ-
আজো কলুষিত করে আমার ভূ-ভাগ।

www.nagorikpathagar.org

নবীয়সী মর্ত্য

দুর্দিনে মানুষের নিয়ড়ে দাঁড়াও
মহাবৃক্ষের মতো দুহাত বাড়াও।
দাও ছায়া, দাও মর্মর
পাখিদের কণ্ঠস্বর;
বর্তিত-বর্ফান-সাক্ষাৎ দাও।

একদা তুমিও পাবে তার পরাবর্ত
উদিত উদ্যান ও নবীয়সী মর্ত্য।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে নিয়ে

খুব বেশি আকাশ হয়ে যাচ্ছো তুমি
মেঘ এবং বিদ্যুতের মতো সংঘর্ষ
তোমাকে ছাড়বে না
খুব বেশি বটগাছ হয়ে যাচ্ছো তুমি
ঝড় এবং বজ্রপাত তোমাকে ছাড়বে না।

রচনাকাল : ২০০৮

www.nagorikpathagar.org

রক্তাক্ত স্বপ্নের কথা

খাটের উপর শুয়ে থাকা স্বপ্ন
খাবারের টেবিলের অগোছালো কিংবা গোছালো স্বপ্ন
অথবা জানালার ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়া স্বপ্ন

তাছাড়া অফিসের কর্মতৎপর পরিশ্রান্ত স্বপ্ন
যাবতীয় সম্বন্ধযুক্ত স্বপ্ন
জনসভা সাহিত্যসভা আলোচনা অনুষ্ঠান এবং
প্রয়োজনীয় গমনাগমনের স্বপ্ন

সব স্বপ্নই এখন রক্তাক্ত!
তবুও শরাহত সিংহ কেবল
লড়াই, লড়াই, লড়াই করতেই ভালোবাসে।

www.nagorikpathagar.org

ঈদ : পুষ্পিত বনের বৃত্তান্ত

অশ্রুর ভিড়ে তবুও দেখেছি
পুষ্পিত বন;
তবুও ঈদের চাঁদকে জানাই
অভিনন্দন।

মুদ্রার ঘোড়া বাজারের বেড়া
ক্রমাগত
জ্বালায়ে জ্বালায়ে দুর্দিন করে
সমাগত;
পকেট এবং থলের ভেতরে
ইঁদুরেরা;
মধ্যবিত্ত বলের শেকড়ে
ইঁদুরেরা;
রান্নাঘরের বিষণ্নতায়
হাঁড়ির তলা
কিংবা কড়াই অবাক এবং
অচঞ্চলা।

তবুও ঈদের চাঁদকে জানাই
অভিবাদন;
সর্বহারার সঙ্গে স্বাগত
সম্ভাষণ।

মানুষের মনে নানা শঙ্কার
অধিগ্রহণ :
সন্দেহনীল খরপ্রশ্নের
অধিগমন—
কংকালসার গণস্বার্থের
কফিনে শেষ
পেরেক ঠোকার আয়োজকদের
দুলছে কেশ—
বাবরিদোলানো সিংহের মতো
সহিংস;

www.nagorikpathagar.org

এক থাবাতেই সাবাড় করছে
যে, ত্রিংশ!
দেশে-কি-বিদেশে অসহ্য এক
দাবাগ্নি–
অসহ্য এক যুদ্ধের ধ্বনি
ওঠে রণি।

অশ্রুর ভিড়ে তবুও দেখেছি
পুষ্পিত বন;
তবুও ঈদের চাঁদকে জানাই
অভিনন্দন।

মীর জাফরের পদভারে দেশ
জর্জরিত;
ক্লাইভ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া
সব-জড়িত
বাংলাদেশের সর্বনাশের
পেছনে আজও;
জগৎ শেঠেরা হয়নিতো শেষ :
তাদের কাজও।
অধিক অংশ পণ্ডিত তবু
ঘুম-কাতুরে
বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী প্রায়
জড়-পাথুরে :
সময়ের চোখ লজ্জায় নত
নিষ্পলক
ইতিহাস দেখো দাঁড়িয়ে একাকী
করছে শোক!

সর্বহারার সঙ্গে স্বাগত
সম্ভাষণ;
তবুও ঈদের চাঁদকে জানাই
অভিবাদন।

www.nagorikpathagar.org

ইতিবৃত্ত

পালরাজারা যে-শিশুকে দিয়েছিলো
খোলা উঠোন
পূর্বাচলের দিগন্ত নীল
তাঁকে আর স্পর্শ করবে না বলে সেনরাজারা
থুতু ছুঁড়তে লাগলো
যেমন ব্রাহ্মণরা তাদের পৈতাভাগ্যের
ভেতর দিয়ে ছড়াতে লাগলো
হত্যাযজ্ঞের খবরাখবর;
অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়ং শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

মুসলমানরা প্রথমাবধিই মানুষের
স্বভাবের পতাকায় মিলিয়ে দিয়েছে প্রগাঢ়
সবুজ অথবা বিশাল বৃক্ষের পূর্ণদৈর্ঘ্য কারুকাজ
এবং প্রগাঢ় সবুজ মিশিয়ে দেয় বলে
বখতিয়ার খিলজিও ডেকে আনে
ভাষা ও মানুষের 'সুবর্ণ যুগ'।

মূলত ইসলাম ছাড়া আর কোনো
রক্ষাকবচ নেই
নেই আর কোনো পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসংগ্রামও।

www.nagorikpathagar.org

ট্রানজিট

ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।
নাইবা দিলাম জল
নাইবা দিলাম
চালের মতোন বাঁচবার সম্বল।
রাখি-বন্ধন-ঘোড়াতো দিয়েছি
    পাঁচ-ছয়টার মতো–
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও বন্ধুরা আপাতত।

সীমান্তে কাড়ি প্রতিদিন বিডিআর
সাধারণ লোক? তাও গাড়ি বর্ডারে
কৃষক-মজুর-গ্রাম্য নির্বিচারে।
গাড়বো না কেনো?
কেনো গাড়বো না?
যা খুশি করতে কেনো পারবো না?
পারবো না কেনো?
পাকওয়ালাদের বারোটা বাজিয়ে
হানাদারদের পাঁজরে ঘা দিয়ে
এইতো সেদিন তোমাদের হাতে
দিয়েছি যে তুলে পতাকা স্বাধীনতার!
ভোলো তাই যতো
বিধিসম্মত
চিরঅক্ষত
বিমল ভাষ্য একাত্তরের যুদ্ধের
চেতনার!
এখনি সময়– এবং সময় মতো
ট্রানজিট দাও ভ্রাতৃরা আপাতত।
একাত্তরের বিনিময় দাও
কৃতজ্ঞতার এটাই ক্রান্তি– প্রান্তীয় বস্তুত–
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও ভৃত্যরা আপাতত।
ভেঙেছি না হয় কলসীর কাণাকোণা;
তাই বলে কি গো প্রেম দেবে না?

www.nagorikpathagar.org

প্রেম দেবে না?
দেবে না বাজার?
দেবে নাকো গ্যাস?
দাবি মানবে না নিত্য বড় দাদার?
ভালোয় ভালোয় তবু সব শেষে
এঁটোভোজী ভীরু ভক্তের বেশে
করো সোনা মাথা নত।
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও পোষ্যরা আপাতত।

তোদের জন্য কম্‌তো করিনি;
বল্‌, আজো করি কম?
অনন্তকাল আশ্রয় দেই
তোদের দেশের যতো সন্ত্রাসী : যম।
গোপন অস্ত্রধারীদের রাখি
জামাই আদরে
অতিথি বানাই ঢাকিয়া চাদরে
চলে হরদম
দহরম
বহরম–
তবু কি তোদের হবে না রে বোধ ক্রমাগত উন্নত?
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে বশ্যরা আপাতত।

গেঁথেছি কতো যে রাজনীতিবিদ
বুদ্ধিজীবী ও লেখক
হোমরা-চোমরা কতো যে বেঁধেছি
তোদের
হাঁ-হাঁ-হাঁ বেশক;
কিনেছি বিবেক–
মান-সম্মান-অহং-আত্মবোধের।

www.nagorikpathagar.org

প্রচারপত্র তাও তো কিনেছি–
মন্ত্রমুগ্ধ মিডিয়া কিনেছি কতো।
আমাদের গড়া নফররা দেখ্
কতো বেশি– হা-হা-হা– কতো বেশি সংহত
এবং তা হলে–
ট্রানজিট দে, ট্রানজিট দে
বিকলাঙ্গ ও নস্যরা আপাতত।

দেবে না এখন?
কিছু-দিন-পর পারতপক্ষে স্বাধীকার দেবে
ভূগোলনিহিত স্বাধীনতা দেবে
মানচিত্রের পাতা ছিঁড়ে দেবে
ছল-বল-কল বোঝো না যখন–
চাতুর্য কার্যত;
ট্রানজিট দাও, ট্রানজিট দাও
ম্লেচ্ছ-যবন-চোষ্যরা আপাতত।

www.nagorikpathagar.org

সিডর

সিডর দিয়েছে ডর
বিপন্ন অন্তর
সিডর দিয়েছে স্বজন-হারানো গুমরিত প্রান্তর
দিয়েছে করুণ মৃত্যুর হাহাকার
দিয়ে গেছে খুলে ভয়াল সিডর
বেদনার যত অশ্রুসিক্ত দ্বার
আর দিয়ে গেছে বুকফাটা চিৎকার
ধ্বস্ত বিরান বিবর্ণ সংসার।

বৃক্ষ উজাড়
দুমড়ে-মুচড়ে গেছে বনভূমি। ভার
বইবার নেই সেই প্রকৃতিও
অবিরাম কান্নার
হরিণ চিত্রা নেই
বাঘ বিচিত্রা নেই
থেমে গেছে কবে
বনমোরগের ডাক
অজানা কত যে প্রাণী
গিলেগিলে খেলো ক্রূর বিষখালি বাঁক
তৃণলতা নেই
ধানক্ষেত নেই
পুষ্পের প্রিয় অভিপ্রেত নেই
ফসলের গান-সমবেত নেই
দিক সে চিহ্নহীন
পাখি মরে গেছে–
দীপ্ত মুয়াজ্জিন
নিচে নেমে এলো
বন্যাপীড়িত নিষ্ঠুরতম দিন।

www.nagorikpathagar.org

দু-হাজার সাত তছনছ-করা
এলো উদ্‌মাদা ডর
ভয়ের চেয়েও ভয়ানক ভয়
সিডর ভয়ংকর।

জড়াজড়ি করে পড়ে আছে গাছ
জড়াজড়ি করে পড়ে আছে লাশ
অথবা পশুর মড়ার সংগে
নিত্য আদম ভেসে যায় অজানায়
গাছের ডালেও ঝোলে তার লাশ
বিষণ্ন বিভীষিকায়
অশ্রু থামে না, বাতাস এখানে থামে
এক কবরেই অনেকের লাশ নামে
কাফন মেলে না, তবুও দাফন হয়
অসহ বেদনা তবুও মানুষ
বেদনার বোঝা বয়
সান্ত্বনাহীন বিবশ-বিষ-ব্যথায়।

দুপুর-বিকাল-সন্ধা-রাত্রী-ভোর
এলোমেলো করে দিয়ে গেছে ঘোর
দারুণ দুর্বিনীত
নিরেশ-নার-সিডর।
কোথায় আমার শরণখোলার নন্দিত জনপদ
আনন্দিত সে-বাগেরহাটের সমুদ্রগামী পথ
বরগুনা-ভোলা-পটুয়াখালীর
গুঞ্জরিত ও নিকুঞ্জ উপকূল–
সু-সজ্জিত সে-সুন্দরবন
সাগর-মেখলা, নদী-বিধৌত

www.nagorikpathagar.org

আমার জন্মভূমি;
কোথায় নম্র নয়নাভিরাম নীড়-মৃত্তিকা-মূল?
কঠোর সিডর নিয়ে গেছে সব স্বপ্নের মৌসুমি।
এ-কোন গজব কর্মফলের ভেদ
নিয়ে আসে সম্মুখে

তবুও মানুষ বোঝে নাকি তার
খররহস্য চরম দুখে ও শোকে?
খোঁজে নাকি তার পরম পন্থা
নিকষ উদ্ধারের?
অধ্যাত্ম অথবা মানব
সম্বন্ধীয় অন্তত প্রতিকারের?
জবাব মেলে না
কবে যে-জবাব মিলবে জানি না
শক্তি ও ক্ষমতার?
কোন্ কর্মের দায় যে এখন তার?
উত্তর মেলা ভার;
তার পরিচয় রক্ষক নাকি ভক্ষক জনতার?
নাগরিক নাকি রয়ে গেছে প্রজা?
রাজা রয়ে গেছে নন্দ নির্বিকার?
তলাহীন ঝুড়ি রয়ে যায় দেশ?
হয় না আকাশে আশা-ভরসার
বিকীর্ণ কোনো বিপ্লবী উন্মেষ!
কঠোর সিডর তবু আসে বারবার
বীভৎস–ক্রূর–উন্মার্গ–কলঙ্ক–কংকাল–সার!

ক'জন এসেছে সাউথখালির বাঁকে
কাকচিড়া, তালতলী

www.nagorikpathagar.org

যেখানে নিঃস্ব বাদ্রবানুরা থাকে!
ক'জন এসেছে জানাজাবিহীন
মাঝের চরের কাছে?
সরমহলের হারানো রিয়ার
হারানো প্রিয়ার
পাগলিনী মা'র পাশে?
ক'জন এসেছে বাইন চুটকি, চলাভাঙ্গায়?
পদ্মা, রুইতা, কালমেঘা, টেংরায়?
গলাচিপা থেকে চরবদনায়?
শরণখোলার দলিত-মথিত নির্মূল বগি গাঁয়।

মহামারি দেখা দিয়েছে দোরগোড়ায়
দুর্ভিক্ষের রোনাজারি শোনা যায়!

তবুও মূলত কজন এসেছে বিশুদ্ধ পানি বয়ে?
মতাদর্শের মতলব ছেড়ে অন্নবস্ত্র লয়ে;
সকল কষ্ট সয়ে
এই দুর্যোগে
এই দুর্ভোগে
অন্ধের লাঠি হয়ে?
মানুষের মতো মানুষের কথা কয়ে?

ক'জন এসেছে ত্যাগী–সাথী–আখতার
ত্রাণ দিয়ে দিয়ে
কেটেছে দিবস
কেটেছে রাত্রী যার
অথচ করেছে নিজে সে উপোস
উপোস করেছে তার গোটা পরিবার।

www.nagorikpathagar.org

নিঃস্ব জনতা জানে সবকিছু জানে
জানবে জালিমও আসন্ন ঐ জনতার উত্থানে।

তখন এ-মাটি হবে আরো উর্বর
তখন এ-ঘাঁটি হবে আরো উর্বর
আল্লা'র নামে কথা কবে অন্তর
আল্লা'র নামে দেশ হবে তৎপর
কদম পড়বে পথে-পথে পর-পর
জাগবে উঠোন জাগবে বাড়ি ও ঘর
ধরবে ফসল মাঠ-ঘাট প্রান্তর
ভরবে শহর-হাট-বাট-বন্দর
যতোই আসুক ঝঞ্ঝা-সুনামি সর্বগ্রাসী বন্যা ভয়ংকর
যতোই হানুক কঠিন আঘাত
ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ-কঠোর দুর্সিডর।

তবুও এ-মাটি হবে আরো উত্তম
তবুও এ-ঘাঁটি দেবে আরো উপশম
ভাটি বাংলার আকাশে উঠবে
পূর্ণিমা চাঁদ, শুক্লা দ্বাদশী চাঁদ
জোসনা সরাবে সকল আঁধার–
আঁধারের সব বাঁধ।

www.nagorikpathagar.org

মুন্নার পান্ডা

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

মুন্নার পান্ডা। কবির অপ্রকাশিত একটি ছড়ার-সমষ্টি। এখানে ১৪টি ছড়া স্থান পেয়েছে। আমাদের সমাজের চারপাশের কোন বিষয়ই বাদ যায়নি কবির চোখ থেকে। প্রকৃতি নিয়ে শরতের গান এবং বসন্ত বিষয়ক ছড়া লিখেছেন। মাতৃভাষাকে নিয়ে লিখেছেন– বাংলা ভাষার নাম। 'সুন্দর নাম' শিরোনামে লিখেছেন একটি অনবদ্য গীতিকবিতা তাঁর একমাত্র পুত্রকে নৈতিকতার সবক দিতে গিয়ে লিখেছেন বোধহয় 'কান কথাতে কান দিও না।' এ ধরনের জীবনমুখী মজার মজার ছড়া সন্নিবেশিত হয়েছে 'মুন্নার পান্ডা' পাণ্ডুলিপিতে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

শরতের গান/ ৬২
ফুলকুঁড়ি-এক/ ৬৪
ফুলকুঁড়ি-দুই/ ৬৫
ফুলকুঁড়ি-তিন/ ৬৬
কোকড়া চুলের সোনামনি/ ৬৭
বসন্তে/ ৬৯
বাবা ডাকলে ভাল্লাগে না/ ৭০
সুন্দর নাম/ ৭১
নববর্ষের পতাকায় লেখা/ ৭৩
বাদাম/ ৭৪
দূরের যাত্রী/ ৭৫
কানকথাতে কান দিও না/ ৭৬
লিখতে হলে পড়তে হবে/ ৭৭
মুন্নার পান্ডা/ ৭৮

www.nagorikpathagar.org

শরতের গান

সবুজ আরো স্নিগ্ধ হলো শরতে
ঠিক যখনই মেঘ-ভাঙা-রোদ
একটু তাপে সিদ্ধ হলো শরতে।

শরতে রাত সময় নিয়ে
নির্ভাবনায় রয় ঘুমিয়ে
দিনের বেলায় ফুরফুরে সে
হালকা হাওয়ার পরতে।

বর্ষাকালের পরেই পরে
আসলো শরত হঠাৎ করে
তাই বুঝি মেঘ শান্ত এখন
দূর আকাশের সড়কে।

পাখ-পাখালি নানান সুরে
সুর ছড়ালো নিকট দূরে
বটের ছায়া ঠায় দাঁড়ালো
ডোবার পানির মোড়কে।

শরৎ এলো ধানের ক্ষেতে
চাষীর সুখের স্বপ্নে মেতে
রঙ বিলিয়ে শরৎ এলো
নানান ঘাসের কোরকে।

শরৎ এলো নদীর তীরে
কাশবনের ঐ শুভ্রনীড়ে
আনলো সেথায় জোছনা যেন
তেপান্তরের চরকে।

www.nagorikpathagar.org

থোকায় থোকায় রক্ত রঙন
করলো রঙিন সকল অঙন
করলো রঙিন তার আড়ালে
লুকিয়ে থাকা খড়কে।

শেষ রাতে শীত দারুণ মজা
খুব সকালে শিউলি খোঁজা
এমনি করে মাতিয়ে দিতে
শরৎ আসে ধরকে।

এই প্রকৃতির যত্ন নিলেন,
যে খোদা এই শরৎ দিলেন
ডাকবো সবাই সেই খোদাকে
কেউ যাবে না নরকে।

www.nagorikpathagar.org

ফুলকুঁড়ি– এক

ফুলকুঁড়ি পুষ্পের সম্ভাবনায়–
প্রতিদিন মুখ ধোয় শিশির কণায়।

নিজেকে লুকিয়ে রাখে নিজের ভেতর
সবুজ পাতারা তবু দেয় যে আদর
প্রজাপতি চুমু খায়–
প্রকাশিত আলোকের উদ্দীপনায়।

ফুলকুঁড়ি একদিন ফুল হবে বলে
নেচে চলা ভ্রমরের হাত ধরে দোলে।

তখন পাপড়ি যতো ছড়িয়ে রঙিন
ফুলকুঁড়ি নিয়ে আসে পুষ্পের দিন
পৃথিবী ভরিয়ে দেয়–
রঙ-রূপ-গন্ধের আলিম্পনায়।

www.nagorikpathagar.org

ফুলকুঁড়ি- দুই

হাতে-হাত, কাঁধে-কাঁধ ফুলকুঁড়ি চলছে-
ফুল হবো, ফুল হবো, এক সাথে বলছে।

নকল রঙের মোহে, ওরা কভু চলে না
কাগজের ফুল হতে ওরা কভু বলে না;
তাই সব বাধা-ভয় দুই পায়ে দলছে।

পায়-পায় মিলিয়ে পা ফুলকুঁড়ি যায় গো
ঐক্যের সংগীত তালে-তালে গায় গো।

আগামী দিনের ওরা কাণ্ডারী জেনেছি
সত্যের সেনাপতি নিশ্চিত মেনেছি;
মিথ্যা ওদের ঘায়ে তাই দেখো টলছে।

www.nagorikpathagar.org

ফুলকুঁড়ি- তিন

ফুলকুঁড়িদের মাঝে আমার থাকতে লাগে ভালো
ফুলকুঁড়িরাই জ্বালছে দেশে জ্ঞান-গরীমার আলো
তারা তো নয় কাগজের ফুল মেকী ফুলের কুঁড়ি
আসল ফুলের মেলা বসায় সারাটা দেশ জুড়ি।
আশার আলো লুটছে তারা অনেক অনেক পড়ে
পৃথিবীকে গড়ছে তারা নিজকে আগে গড়ে।
তাদের বড় ভালোবাসি বড়োই আপন ভাবি
তারাই কভু তুলে নেবে দেশ চালাবার চাবি।
সকল মিথ্যা উৎপাটনে সত্য অবিচল
ফুলকুঁড়িরাই তাড়িয়ে দেবে সকল অমঙ্গল।

www.nagorikpathagar.org

কোকড়া চুলের সোনামনি

কোকড়া চুলের সোনামনির
হাসি মুক্ত ঝরা
কান্না যে-তার বাঁশির সংগে
সানাই যুক্ত করা।

রাজহংসির চলার মতো
তার যে চলার ভংগী
বাক্‌বাক্‌কুম্‌ কথার মতো
কথা যে তার সংগী।

কোকড়া চুলের সোনামনির
হাজার রকম বায়না
তার মা তারে না-খাওয়ালে
এক্কেবারেই খায় না।

যা পাবে সে হাতের কাছে
পুতুল ছাড়া সব–
মারবে ছুঁড়ে যেদিক খুশি
লাগিয়ে কলবর।

নানান কিসিম খেয়াল যে তার
নানান ঋতুর দেশে
গরমকালে খুঁজবে চাদর
চোখের জলে ভেসে।

www.nagorikpathagar.org

এই শীতে তার বাড় বেড়েছে
বিশেষ করে রাতে
লেপ বলো আর কাঁথা বলো
রাখবে না সে গা-তে।

কোকড়া চুলের সোনামনি
যতোই দুষ্টু হোক না!
ততোই সে যে মিষ্টি আরো
মোটেই আহাম্মক না।

www.nagorikpathagar.org

বসন্তে

পুষ্প হাসে বসন্তে ঐ
অনন্তে ঐ নীলিমা
অশান্ত মন বাজায় বাঁশী
হয় উদাসী দূরসীমা।

কোকিল ডাকে আগার ডালে
পাতার তালে সুর-মধুর
মন-মাঝিরা নদীর বুকে
গায় যে-সুখে, যায় সুদূর।

বনের বাতাস বাজিয়ে নুপুর
মাতিয়ে দুপুর বয় মৃদু
গাঁয়ের রাখাল কণ্ঠ খুলে
দোদুল দুলে ধায় শুধু।

কোথাও বাজে মেলার মাইক
বাজতে সে ঠিক বাধ্য যে
কোথাও বাজে বিয়ের মাদল
আবোল-তাবোল বাদ্য যে।

বসন্ত আজ দিকে দিকে
পদ্য লিখে জানাই তা
মুক্তপ্রাণের পর্দা ঠেলে
জানলা মেলে বানাই যা।

www.nagorikpathagar.org

বাবা ডাকলে ভাল্লাগে না

পাপা-বাবা ভাল্লাগে না
আব্বু ভালোই লাগে
মাম্ না বলে আম্মু বললে
মনের আবেগ জাগে।

দাদার চেয়ে ভাইয়া ভালো
দিদির চেয়ে আপু;
আঙ্কেল নয় চাচাই দারুণ
আন্টি থেকে ফুফু;
লক্ষ্মী বলে করলে আদর
গা জ্বলে যায় রাগে।

মাংস ও জল সে-ই বলুক
যা বলে তার সংস্কৃতি
আমি কেন করবো আমার
সংস্কৃতিরও বিকৃতি।

যে-সব শব্দ দেয় ঢেকে দেয়
আমার পরিচিতি
মূল্যবোধের মূল কেটে দেয়
হটায় নিয়ম-নীতি;
সে-সব শব্দ খারিজ করি
আমিই সবার আগে।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর নাম

সুন্দর নাম পায় খুব দাম;
ঠিক সব সুন্দর যেমন তা পায়
সুন্দর নাম ছড়ায় সুনাম
শহর নগর থেকে বহুদূর গাঁয়।

আল্লা'র সব নাম অর্থবোধক
শুনতেই ভালো লাগে খুব;
সব দিক দিয়ে তাই নবীদের
নামগুলো বড় অপরূপ।
নামের স্বভাব আর নামের প্রভাব
সম্মান-মর্যাদা নিত্য বাড়ায়।

সুন্দর নাম শুনে রসূলের মুখ তাই
ভরে যেতো অপূর্ব উজ্জ্বলতায়
ভরে যেতো তার বুক সুনামের প্রতি
আবেশ আর আবেগের উচ্ছ্বলতায়
আজেবাজে নাম দিতো না আরাম,
দিতো ছেয়ে অবয়ব তার বেদনায়।

সুন্দর নাম রাখা পিতা ও মাতার
গুরুতর গুরুভার এক–
সন্তানদের তরে প্রভাতের মতো যেনো
জীবনের স্বর্ণালী রেখ;
সুন্দর নাম দেয় আঞ্জাম
সুন্দর চেতনার মূল চেতনায়।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর নাম	গড়ে ভাগ্য দোয়া'র
তুলে ধরে আদর্শ-বোধ
তুলে ধরে নিজস্ব সংস্কৃতি
পলায়নতার করে রোধ।
সুন্দর নামে	ডাকে পরিণামে–
ফেরেস্তারাও ইহ-পরদুনিয়ায়।

শির্‌ক্ জড়ানো নাম শিরকের মতো
এনে দেয় আঁধারের ঘোর–
মরে যায় ধীরে ধীরে সামাজিকতার
কোমলতা ঘেরা অন্তর।
বিজাতীয় নাম	বাড়ায় না দাম;
বিষ ঢালে বিদেশের বিষের ধোঁয়ায়।

www.nagorikpathagar.org

নববর্ষের পতাকায় লেখা

নববর্ষের পতাকায় লেখা জেগে উঠবার গান
সমস্ত বাধা দু'পায়ে দলার উদাত্ত আহ্বান
পুরনো পৃথিবী আলো করে আসে নয়ালি নও বছর
জাগে যে আকাশ, বাতাস, ভূতল, জনপদ-প্রান্তর।

আগের সময় এমনি ধারায় পরের সময় ধরে
চলে অবিরাম, অনন্তকাল, হাত ধরাধরি করে;
পুরনো প্রকৃতি নতুন করে উজ্জ্বলতর হয়
নতুন প্রকৃতি পুরনো নিয়মে বয়ে আনে বিস্ময়।

আসলে নতুন নতুন বছর আলো করে মহাকাল
অচলায়তন সময়ের যতো ছিঁড়ে ফেলে জটাজাল
মহামিলনের এই মহামেলা চিরদিন বহমান
নব-নব রূপে ঘটে যায় তাই জীবনের উত্থান।

অতীত– বৃক্ষ বর্তমানের পাতায় সোনালি রেখা
এঁকে দিয়ে যায় ভবিষ্যতের মুখরিত কুহু-কেকা।

www.nagorikpathagar.org

বাদাম

কাঁচা হোক, পাকা হোক
তবু তো বাদাম;
কিনে আনো এক পোয়া
নিক না যা দাম।

ফট্‌ফট্‌ ফটাফট্‌
খাও খুব ধুমছে;
চোখ খুলে দেখবে না
কতোটুকু কমছে।

বালিটালি পড়ে যদি
ফেলে দাও থুথ্‌থু
পচাটচা তাও ফেলো;
খুব ভালো– তুত্‌-তু!

মাছি পড়া খাবারের
চেয়ে এই খাদ্য;
বেশ ভালো, বেশ ভালো
বুঝে নিতে বাধ্য।

কেননা এ বাদামে যে
শক্তি ও বল পাই–
বলেছেন; ডাক্তার
ও কবি রফিক ভাই।

www.nagorikpathagar.org

দূরের যাত্রী

ভয় যেখানে রাত সেখানে
কাটুক না
বাঘ সহসা দু-গাল চাটে
চাটুক না।

পথের বাধায় অগ্রপথিক
না থামে না
ফাঁদ পাতানো গর্তে কভু
না নামে না
যা-কিছু-ছাই হঠাৎ ফাটে
ফাটুক না।

দুষ্টলোকে যা খুশি তাই
যাক বলে যাক
হিংসুটেরা চায় যেখানে
যাক চলে যাক
ষড়যন্ত্র যতোই আঁটে
আঁটুক না।

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার
দাও ভেঙ্গে দাও
মুক্ত আলোর রঙিন আলোয়
নাও রেঙ্গে নাও
দূরের যাত্রী আবার উঠে
হাঁটুক না।

www.nagorikpathagar.org

কানকথাতে কান দিও না

কানকথাতে কান দিও না
হবে কিন্তু পস্তাতে
পরের কথায় যে কাজ করে
বিক্রি সে হয় সস্তাতে।

নিজের বুদ্ধি খরচ করো
হও যদি ভাই বুদ্ধিমান
ঠিকই তখন নিকট হবে
মস্ত বড় দূর-বিমান;
মাথায় তোলার আগেই দেখো
কি আছে ভাই বস্তাতে।

কানকথাতে কান দিলে ভাই
নষ্ট হবে সখ্যতা
কানাকড়ি বাড়বে না ছাই
সত্যিকারের দক্ষতা।

পরের হাতে খাবার কি খায়
বোকার হদ্দ বোকাও?
তালকানারাই খায় প্রতিদিন
ধুম্র এবং ধোঁকাও!
সোনার মুকুট হয় না কভু
লৌহ কিংবা দস্তাতে।

www.nagorikpathagar.org

লিখতে হলে পড়তে হবে

লিখতে হলে পড়তে হবে
পড়ার স্বভাব গড়তে হবে।

বইতে পাবে অনেক বিষয়–
মজার মজার শব্দ
খাতায় কিংবা মন-মগজে
সে-সব করো জব্দ;
তারপরে তায় রঙ লাগিয়ে
কাব্য-কথার সুর জাগিয়ে
লিখেই খাতা ভরতে হবে।
লিখতে হলে পড়তে হবে
পড়ার স্বভাব গড়তে হবে।

লিখতে হলে জানতে হবে
জানলে যা তা মানতে হবে।

জানতে হলে দুচোখ ভরে
দেখতে হবে বিশ্ব
হতেই হবে ভাবনা-বিভোর
আর প্রকৃতির শিষ্য;
নিবিড় করে খুঁজতে গিয়ে
হৃদয় দিয়ে বুঝতে গিয়ে
কষ্ট দারুণ করতে হবে;
অষ্ট প্রহর লড়তে হবে
লিখতে হলে পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

মুন্নার পান্ডা

মুন্নার পান্ডাটা
তুলো দিয়ে বানানো
কিনে দিয়েছিল যেটা
মুন্নার মা-নানু।

পান্ডাটা দেখতে যে
কিম্ভূতকিমাকার
দেখলে তা বুক কাঁপে
এমএ পাশ সীমা'পার
যদিও উচিত নয়
এ-খবর জানানো।

পান্ডার জন্যে তো
আগে থেকে খাঁচা নেই
তবু তাকে ছুঁতে গেলে
কারো আর বাঁচা নেই
মুন্নার দুই হাতে
লাঠি আছে শানানো।

মুন্না যেখানে যায়
পান্ডাটা সাথে রয়
কেউ যদি চুরি করে
সারাক্ষণ এই ভয়
পান্ডাটা ছুঁলে তাই
বলে ওঠে না না নো।

অবশেষে একদিন
কী করে যে মুন্নায়
পান্ডাটা খোয়া গেলে
ভেঙে পড়ে কান্নায়
খেলা ঘরে যেটা যেতো
পুরোপুরি মানানো।

www.nagorikpathagar.org

পান্ডার খোঁজে তাই
দিশেহারা সকলেই
খুঁজতে খুঁজতে গেলো
কটা দিন ধকলেই
হঠাৎ তা পাওয়া গেলো
আলনায় টানানো।

ফাঁসির কাপড়ে জামা
পরিয়েছে তাতে কেউ
ছোট-খাটো পেট্টায়ও
জড়িয়েছে তাতে কেউ
লিখেছে, 'হয় নি ঠিক
মূর্তিটা আনানো।

নিজের ইচ্ছে মতো
ফাঁসিতে দিলাম তাই
আসল পান্ডা ছাড়া
এর কোনো দাম নাই
চাই নাতো আর কিছু
এ রকম, না না নো'।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ঘোর কাটুক

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ঘোর কাটুক

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অপ্রকাশিত ছড়ার পাণ্ডুলিপি 'ঘোর কাটুক'। কবি তাঁর ছোট কন্যা নাজমী নাতিয়াকে বইটি উৎসর্গ করেন। বইটিতে মোট ১৩টি ছড়া সন্নিবেশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

পাতাবাহার/ ৮৭
ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি/ ৮৮
বকুল ফুলের আকুল হৃদয়/ ৮৯
মায়ের-বাপের কথা শোনা/ ৯০
যেসব ছেলে-মেয়ে/ ৯১
পুরস্কার/ ৯২
চরিত্র-বল/ ৯৩
পিকনিক/ ৯৪
বৈশাখী বৈশাখ/ ৯৫
পড়ালেখা করে না যে/ ৯৬
লেনদেনে যে ভালো নয় সে/ ৯৭
ভালো কাজের ভালো ফল/ ৯৮
সাহস করে নামলে পথে/ ৯৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পাতাবাহার

পাতাবাহার, পাতাবাহার
ও পাতাবাহার
তোমার খাতার শিল্পী সে কে?
রং-তুলিটা কার?
পাতাবাহার, পাতাবাহার
ও পাতাবাহার।

তোমার রঙের রঙিন ছটায়
নিবিড় আলিম্পন–
সেই রঙে যে রাঙে হৃদয়
রাঙে দুই নয়ন;
প্রজাপতির পাখার মতোন
পাখা যে তোমার।

তোমার পাতার বাহার দিয়ে
সাজাও বাড়ি-ঘর
ছোট-বড় সবাই আপন
কেউ না তোমার পর।

তোমার রূপে মুগ্ধ কবি
মুগ্ধ সাধারণ;
তাই কি তোমার ডালে ছোট্ট
পাখির আবাসন।
তোমার পাতার ভক্ত অশেষ
পাঠক বে-শুমার।

www.nagorikpathagar.org

ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি

ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি
ফুটবে কবে ভাই
তোমার কাছে মন মাতানো
ঘ্রাণ যে পেতে চাই।।

ফুটলে তুমি আসবে ভ্রমর
তোমার বাগান করবে মুখর
রঙে রঙে ভরবে হৃদয়
যার তুলনা নাই।।

তোমার জন্য দখিন হাওয়া
করবে শুরু গজল গাওয়া
আসবে পাখি নানান সুরের
খবর যে তার পাই।।

www.nagorikpathagar.org

বকুল ফুলের আকুল হৃদয়

গোলাপ ফুলে মন বসে না
বিলাপ শোনা যায়
বকুল ফুলের আকুল হৃদয়
ব্যাকুল হতে চায়
কেউ পায় বা না কেউ পায়
কল্প কথার মজার মজার
গল্প শোনা যায়।।

জুঁই চামলী কোথায় গেলি
শেফালীরে ডাক
চাপাডাঙ্গার বউ দেখেছে
মৌয়ালী মৌচাক
গুলী গুন গুন বলি গুন গুন
বাজে রুমঝুম নূপুর পায়।।

মন মজালি টগর বেলি
সেহেলীরা কয়
কুল হারালি মান পেলিনা
মানলি পরাজয়
গুলী গুন গুন বলি গুন গুন
বাজে রুমঝুম নূপুর পায়।।

www.nagorikpathagar.org

মায়ের-বাপের কথা শোনা

মায়ের কথা শোনো
বাপের কথাও শোনো
তোমার কথা শুনবে তবে
তুমি যখন বাপ-মা হবে
তোমার ছেলে-মেয়ে
তোমার সোহাগ তোমার শিক্ষা
তোমার তা'লিম পেয়ে।

মানলো না যে সম্মানিত
শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু
সত্যপথের দিশারী যে
মর্যাদাবান দীক্ষাগুরু
মুরব্বিদের থোড়াই কেয়ার
অপদস্থ করলো যে-আর
তাঁর দিকে তার সব আচরণ
আসবে আবার ধেয়ে।

মায়ের দোয়া, বাপের দোয়া
পেলো যে-সব সন্তানেরা
কালে-কালে তারাইতো হয়
জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা
আখেরাতে পায় যে তারাই
খোদার দেয়া সুখের ডেরা
নেয়ামতের সেই ঠিকানা–
নিত্য নতুন স্বপ্নঘেরা।

শিখলো না যে আদব-লেহাজ
শিখলো না যে ভদ্রতা হায়!

কি হবে তার লেখায়-পড়ায়
তুল্যবিহীন তুখোড় মেধায়
বুদ্ধিতে সে হোক না পাকা
থাক না বাপের অঢেল টাকা
তবু সে এক নষ্ট নটক
ফালতু সবার চেয়ে।

www.nagorikpathagar.org

যেসব ছেলে-মেয়ে

যেসব ছেলে ঝগড়াটে
যেসব মেয়ে রগচটা
ভাঙ্গে গ্লাস জগ্ কটা
থালা-বাসন সব ক'টা।

এটা ছোঁড়া ওটা ছোঁড়া
রাগের চোটে চরকি ঘোরা
সকলকিছু পণ্ড করাই
এদের আসল লক্ষ্যটা।

যেসব ছেলে বদরাগী
যেসব মেয়ে হিংসুটে
সামান্যতেই লাগায় চরম
তর্কাতর্কি বিদঘুটে।

এরা কারো আদর মায়া
পায় না পরম স্নেহের ছায়া
পায় না সোহাগ ভালোবাসা
উজাড় করা সখ্যতা।

www.nagorikpathagar.org

পুরস্কার

ছোট-বড় যে-কোনো পাপ
সরিয়ে রেখে বাঁচবে যে-জন–
অনেক দামি পুরস্কার তো
নিশ্চয় পাবে, পাবেই সে-জন।

পাপ-না-করার দৃঢ় শপথ
করবে তারা– যারাই যে সৎ
এই শপথের সওয়াব অনেক
অনেক দামী এমনই পণ।

পুরস্কারের আশায় এসো পাপ ছেড়ে দেই আজ
শুরু করি দ্বিগুণ বেগে সকল ভালো কাজ।

ভুল করে পাপ করার পরে পরে
খাঁটির খাঁটি তওবা করে করে
পুণ্য পথে ফিরলে আবার
আল্লাহ ভীষণ সদয় হন।

www.nagorikpathagar.org

চরিত্র-বল

চরিত্র-বল
বড় সম্বল
কর্ম–প্রেরণা–মূল
চরিত্র যেই হারালো কারোর–
ভাঙলো ভাগ্যকূল।

সৎচরিত্র আল্লার মহাদান
তাই তারে দেন, যখন যারে তা চান
রেজেকের মতো বণ্টিত হয়
এই মুক্তার ফুল।

আল্লার ভয়ে যথাযথ হয়ে
তার পথে চললেই
মহাজীবনের জীবনের মতো
চরিত্র ফলবেই।

অগুন যতো গুণ মানুষের মাঝে
সবকিছু তার লাগে আপনার কাজে
দূর করে দেয় চরিত্র তাই
যতো অযাচিত ভুল।

www.nagorikpathagar.org

পিকনিক

হাসি আসে খিকখিক
আজ নাকি পিকনিক
গাজীপুরে স্পট
চল যাই ঝটপট ।

হাসি আসে খিকখিক
আজ নাকি পিকনিক

পিকনিক কবিদের
হৃদয়ের ছবিদের
নেই কোন দ্বন্দ্ব
আছে শুধু ছন্দ
তাই হাসি খিকখিক
আজ নাকি পিকনিক

পিকনিকে চল যাই
যা খুশী বল তাই
গালাগালি দিওনা
মনে কিছু নিওনা
গাজীপুরে স্পট
দাও তাই চম্পট ।

www.nagorikpathagar.org

বৈশাখী বৈশাখ

হুড়মুড় করে এলো বৈশাখ
ঝরাপাতা খড়কুটো পালালো
দূর-দূর বহুদূর আকাশে
চোখ-ধাঁধাঁ-বিদ্যুৎ জ্বালালো।।

দমাদম দরজার দুদ্দাড়
প্রাণ যায় বুঝি নেড়ি কুত্তার
সারাবেলা মিঁউ মিঁউ করা সে
বিড়ালটা কোথায় যে হারালো।।

নারকেল গাছ হলো উন্মাদ
আচমকা আমগাছ কাঁপলো
হঠাৎ বজ্র-পাত ঘটলো কোথাও
জোরেশোরে দারোয়ান হাঁকলো।।

বৃষ্টিও এলো অস্বাভাবিক
চারদিক হয়ে গেলো আঁধারিক
তড়িঘড়ি করে বড় অসময়
বিকেলটা সন্ধ্যাই বানালো।।

মড় মড় মগডাল ভাঙতেই
ছেলেপেলে লেজ তুলে ছুটলো
কাছাকাছি বাড়ি ঘরে পেয়ে ভয়
পথচারী পথ ভুলে জুটলো।।

দূর থেকে ধমকানো পৃথিবী
মেঘে ঢাকা জমকালো পৃথিবী
বৈশাখী বৈশাখে এক্‌দম্‌
আশঙ্কা-আতঙ্ক বাড়ালো।।

www.nagorikpathagar.org

পড়ালেখা করে না যে

পড়ালেখা করে না যে
লাগুক না সে যতোই কাজে
আজ বাদে কাল
তার কপালে জুটবে অপমান
সময় থাকতে সতর্ক হও
দেশের সুসন্তান
জাতির সুসন্তান।

প্রথম হুকুম আল্লাহতালার
পড়া ও জ্ঞান রপ্ত করার
এই হুকুমই যে-জানে না
জেনেও আবার যে-মানে না
আল্লার পথে কি করে সে
হবে গো কোরবান।

এই জগতে পাই
পড়ালেখার মতোন বন্ধু
ত্রি-ভুবনে নাই।

মূর্খের কোনো নেইরে স্বদেশ
জ্ঞানীজনের নেইরে বিদেশ
জ্ঞানের আলো দেয় চিনিয়ে
ফেরেস্তাদের পর বিছিয়ে
বেহেস্তের বাগান।

www.nagorikpathagar.org

লেনদেনে যে ভালো নয় সে

লেনদেনে যে ভালো নয় সে
ভালো মানুষ নয়
শত্রু-মিত্র সবাই তারে
দুর্নীতিবাজ কয়।

লেনদেনে যার অস্বচ্ছতা
নেই হিসেবে পবিত্রতা
তারে নিয়ে সবখানে যে
দ্বন্দ্ব-দ্বিধা-ভয়।

টাকার কাছে দেয় যে বেচে
ঈমান-আমল সব
কে তারে কয় কামেল-মুমিন
সে-লাশ-মড়া-শব।

লেনদেনে যে এলোমেলো
সবার কাছে হয় সে খেলো
আজ বাদে কাল অবশ্য তার
হবেই পরাজয়।

www.nagorikpathagar.org

ভালো কাজের ভালো ফল

ভালো কাজের ভালো ফল
মন্দ কাজে মন্দ
ভালো কাজের মধ্যে আছে
মনের মত ছন্দ।।

বাতাস ভালো কাজ করে তাই
আমরা নিঃশ্বাস নেই
বিনিময়ে নিঃশ্বাসের বিষ
আমরা ঢেলে দেই
কিন্তু বাতাস করে না তো
কোন রকম দ্বন্দ্ব।।

নিজের কষ্ট সয়ে যারা
অন্যের কষ্ট তাড়ায়
তারাই বন্ধু এই সমাজের
সৌন্দর্যটা বাড়ায়।।

তুমি যদি না ভালো হও
তবে তোমর সঙ্গী
মিলে তোমরা দু'জন হবে
খারাপ পথের জঙ্গী
এমনিভাবে একে একে
আলোর পথ হয় বন্ধ।।

www.nagorikpathagar.org

সাহস করে নামলে পথে

সাহস করে নামলে পথে
দূর হয়ে যায় ভার
চলতে চলতে রয় না শেষে
পথের বাধা আর।।

পথের ভয়ে নামলো না যে
পথের কষ্টে ঘামলো না যে
চেনা জানা হবে না ভাই
গতির সাথে তার।।

চলতে চলতে চলার নেশা
যে করেছে ভাই
সবার আগে সেই চলে তার
জুড়ি কেউ তো নাই।

পথের ভাষা পথিক বোঝে
তাই তো সে তার অর্থ খোঁজে
তাই তো সে পায় চলার যত
অমোঘ উপহার।।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পাহাড়ি এক লড়াকু

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

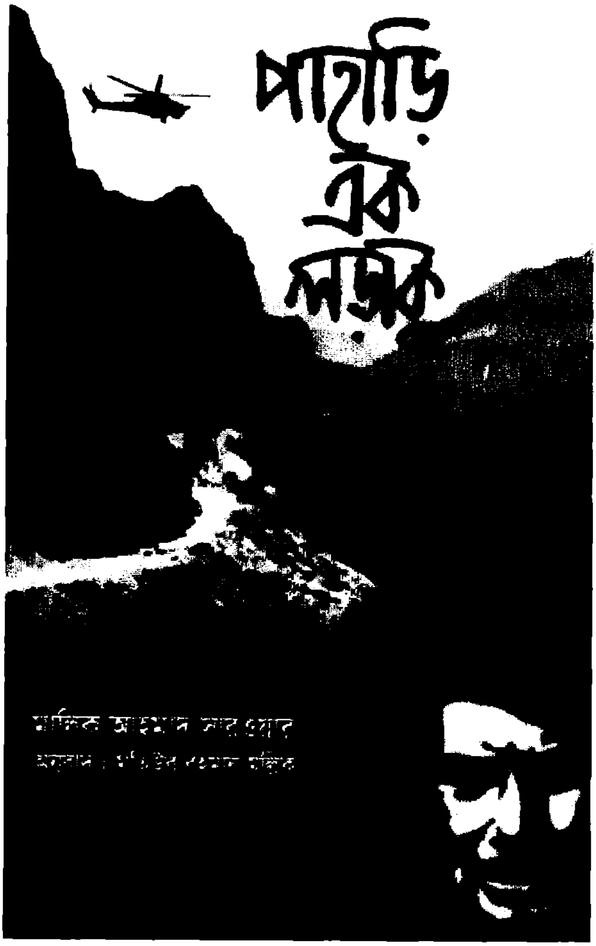

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

পাহাড়ি এক লড়াকু বইটি অনুবাদের মাধ্যমে মতিউর রহমান মল্লিকের অনুবাদ সাহিত্যে পারঙ্গমতা ও পারদর্শীতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পাহাড়ি এক লড়াকু বইটির মূল লেখক মালিক আহমাদ সারওয়ার।

আফগানিস্তানের মুজাহিদদের তুলনাহীন আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার অসংখ্য কাহিনী রয়েছে। যা আমাদের প্রেরণার; চলার পথে সাহসের পিদিম জ্বালিয়ে দেয়। তাদের আত্মত্যাগের ঘটনাবহুল কাহিনীগুলো হৃদয়স্পর্শী। সে রকম একটি কাহিনী নিয়ে নির্মিত পাহাড়ি এক লড়াকু।

পাহাড়ি এক লড়াকু বইয়ের ভূমিকায় বইটির অনুবাদক মতিউর রহমান মল্লিক উল্লেখ করেন– "মালিক আহমাদ সারওয়ার আফগানিস্তানের ওপর প্রায় একযুগ ধরে লেখালেখির পর, সেখানকার জেহাদকে প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন যুদ্ধরত মুজাহিদদের একান্ত সান্নিধ্যে এবং দেখেছিলেন, শুনেছিলেন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা।

মালিক আহমাদ সারওয়ার ঐ ঘটনাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, মনেই হবে না উপন্যাস পড়ছি। বরং মনে হবে– নিজের চোখেই এ যুগের আলী, খালেদ, তারেক ও মুসাকে যেন লড়াই করতে দেখছি। এ উপন্যাসটি পড়ার সময় বহুবার আমি আমার চোখের পানি সামলাতে পারিনি। ধরে রাখতে পারিনি আমার আবেগ। সেটি যখন পড়ে শেষ করেছি, ঠিক তখনই অনুবাদে হাত দিয়েছি বাংলাদেশের মুজাহিদদেরকে ওই ভয়ঙ্কর, বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর গল্পগুলো শোনানোর জন্য।

পাহাড়ি এক লড়াকু উপন্যাসের প্রতিটি শব্দদানায় অসীম সাহস, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের এক অনবদ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের জীবন– মৃত্যু সবকিছুই যে মহান আল্লাহর জন্য সে বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ঈমানের পথে অবিচল থেকে আমারই মরণ যেন হয়, এমন আকুতি ভরা কণ্ঠ প্রতিটি সৈনিকের ভেতর লক্ষ করা গেছে।

পাহাড়ি এক লড়াকু ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। বইটির মূল্য-১২০ টাকা মাত্র। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'প্রসঙ্গ-কথা' লেখেন কবির একান্ত স্নেহধন্য আশির দশকের আরেক খ্যাতিমান কবি মোশাররফ হোসেন খান। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন হামিদুল ইসলাম।

www.nagorikpathagar.org

পাহাড়ি এক লড়াকু

এটা একটা ছোট্ট পাহাড়। গাছগাছালিতে ঢাকা। পাহাড়ের পেছন দিকটায় আকাশছোঁয়া পর্বতমালা। পর্বতের উঁচু উঁচু পিঠগুলোয় খেলা করছে আদিগন্ত সবুজ। সবুজের পাদদেশে পরিত্যক্ত একটি গ্রাম, পরিত্যক্ত বাড়িঘর। গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে বয়ে গেছে ঝর্ণাধারা। ঝর্ণাধারার ওপারে রয়েছে দীর্ঘদেহী বৃক্ষরাজির গভীর জঙ্গল। দূর থেকে দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর আবার বিশাল প্রান্তর। তারপর আবার পর্বতমালা। মনে হয় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ডিত জমিজমা। বসবাসকারীদের এক ধরনের শস্য– জোয়ারের খামার, পরিত্যক্ত খামারের জায়গায় এখন শূন্যতা। শূন্যতার ওপারে আবার পাহাড়ের পাদদেশ। পাদদেশের ধার ধরে সুদূর পর্যন্ত সারি সারি মুজাহিদদের তাঁবু। তাঁবু থেকে আরো খানিক দূরে পাহাড়ের এক নির্জন ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিমানবিধ্বংসী কামান। কামান চালনার দায়িত্বে রয়েছে অল্প বয়সের এক মুজাহিদ। নাম আলী খান। ১৩ বছরের নওজোয়ান। মাত্র এক মাস আগে তার কামান দিয়ে ভূপাতিত করেছে দুশমনদের একটি যুদ্ধবিমান। আলী কামান ছাড়া রকেট লাঞ্চার চালানোর ব্যাপারেও খুব দক্ষ।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন তার দেশ আফগানিস্তান ছিলো মুক্ত– আলী খান, তার আব্বা-আম্মা এবং তার ছোট বোন সায়েমার সাথেই থাকতো। তাদের বাড়িটি ছিলো দারুণ সুন্দর। বাড়ির সামনে ছিলো বিশাল চত্বর। চত্বরে লাগানো ছিলো চমৎকার চমৎকার আঙুর আর আনারের গাছ। দেয়ালঘেরা চত্বরের চতুর্দিকে ছিলো বিশাল এবং লম্বা লম্বা সব সবুজ বৃক্ষ। গ্রাম থেকে একটু দূরে ছিলো তাদের খামার। জমাজমি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এবং খুব কাছ থেকে বয়ে গেছে পাহাড়ি এক খাল। তাদের জমিতে ছিলো আনার এবং শাহতুতের বাগান। কিছু জমিতে ছিলো গম এবং জোয়ারের চাষবাস। বয়ে যাওয়া আরো একটি ঝর্ণা ছিলো খামারের অন্য দিকে। সেচের কাজের জন্য দারুণ দরকারি।

www.nagorikpathagar.org

আলী স্কুলে পড়তো। স্কুল থেকে এসেই আব্বাকে সাহায্য করতে চলে যেতো খামারে। গরমের মওসুমে শাহতুত গাছের শান্ত শীতল ছায়ায় বসে সে ডুবে যেতো স্কুলের কাজে। এ সময় তার কোনো বন্ধু এসে পড়লে খাওয়াতো আনার, খাওয়াতো শাহতুত। কিন্তু সবচেয়ে সে বেশি খুশি হতো গরমের মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেলে। তখন ভরভর হয়ে যেতো পাহাড়ের নালাগুলো। এবং তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেদার গোছল করতো সে। গোছল করতো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে।

সায়েমা ছিলো সবচেয়ে ছোটো। ছোটো ছিলো বলে সবাই তাঁকে আদর করতো। দুষ্টুর একশেষ ছিলো সায়েমা। বিচিত্র সব দুষ্টুমি করতো সে। কিন্তু সবাই খুব খুশি হতো। বিরক্ত হতো না। আলীর ছিলো এক ফুফু আম্মা।

তাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে থাকতেন। একদিন একেবারে খুব ভোরে ভোরে এসে পৌঁছলেন তিনি। এই সাতসকালে তাঁকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তার সাথে ছিলো তার সাত বছরের ছেলে খলিল, একটি বকরি এবং বকরির একটা সুন্দর বাচ্চা।

আলীর আব্বাকে ফুফু আম্মা দেখামাত্রই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। আলীর আব্বুর বেশ বেগ পেতে হয় ফুফু আম্মাকে থামাতে। তারপর বলেন,

বোন তোমাকে কি কেউ মেরেছে? মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে?

আলীর ফুফু আম্মা জবাব দেন, না ভাইজান, খলিলের আব্বা আমাকে মারেওনি, তাড়িয়েও দেয়নি। আমার ওপর সেই জুলুমই রাশিয়ার জালেমরা করেছে– যে জুলুম তারা করছে হাজার হাজার আফগানের ওপর, লক্ষ লক্ষ আফগান নর-নারীর ওপর।

কথাগুলো বলে আলীর ফুফু আম্মা আবারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

আলীর আব্বা জানেন, যেদিন থেকে রাশিয়া আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন শুরু করেছে সেদিন থেকেই প্রতিটি মানুষ রুশ পশুদের চরমতম অত্যাচার অবিচারের শিকার। প্রতিটি মানুষের জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। রুশ সৈন্যবাহিনী যে গ্রামেই ঢুকছে, সেই গ্রামেরই পুরুষ-মহিলা এবং শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। মসজিদগুলোকে ধ্বংস করছে। এমনকি গ্রামের বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

আলীর ফুফু আম্মার কান্না থামে না, বলতে থাকেন–

গত সপ্তাহে রাশিয়ার সৈন্যরা আমাদের গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাংক এবং কামানবাহী গাড়ি দিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। তল্লাশি চালায় ঘরে ঘরে। সশস্ত্র সৈন্যরা ঢুকে পড়ে আমাদের বাড়িতেও। তল্লাশি চালানোর সময় মূল্যবান সবকিছুই লুট করে। হঠাৎ একজন রুশ সৈন্য হাত বাড়ায় আমার দিকে। গলার

www.nagorikpathagar.org

হার ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই। দেয়ালের সাথে আঘাত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে রাইফেল তাক করতেই খলিলের আব্বা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে রুশ পশুটাকে শেষ করে দেয়। এমন সময় অন্য একটি রুশ সৈন্য খলিলের আব্বুকে গুলি করে শহীদ করে দেয়। খলিলের ভাইয়াকেও শহীদ করে। আমি অনেক কষ্টে খলিলকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। রুশ হায়েনাদের কয়েকটি গুলি আমার কানের কাছ দিয়ে চলে গেছে। ভাগ্য ভালো যে, এখনো বেঁচে আছি। সাংঘাতিক বিপদের মধ্য দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। সঙ্গে বকরিটা না থাকলে মনে হয় মরেই যেতাম ক্ষুধায়-তেষ্টায়। গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে বকরিটা আমাদের পেছনে পেছনে ভেগে এসেছে। পথে ক্ষুধার তাড়ায় এই বকরির দুধই আমরা দুয়ে খেয়েছি। খলিলের আম্মার হৃদয়বিদারক বর্ণনা শুনে সবাই মর্মাহত। খলিলের আম্মাকে আলীর আব্বা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

আমার সাহসী বোন, ধৈর্য ধরো, কয়জন মহিলা এই দেশে এমন আছে– যাদের স্বামী, যাদের সন্তান রুশ হায়েনাদের হাতে শহীদ হয়নি?

ওরাতো খোদ রাশিয়ারই লাখ লাখ মুসলমান হত্যা করেছে। মসজিদগুলোকে বানিয়েছে পানশালা এবং নাচের ঘর। পুড়িয়েছে কুরআন শরিফ, জ্বালিয়েছে ইসলামী বইপুস্তক। এখনো রুশ হায়েনারা এই কাজই কেবল করে বেড়াচ্ছে।

রুশ সৈন্যদের অত্যাচার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছিলো। কিন্তু তখনো আলীদের গাঁয়ে তারা ঢোকেনি। অন্যান্য এলাকার জুলুমের খবর অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিলো। আলীর আব্বা তার বোনের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। সায়েমার বয়স ছিলো অল্প। চিন্তামুক্ত বকরির বাচ্চার দিনভর খেলার সঙ্গী হলো সে। খলিলও মাঝে মধ্যে অংশ নিতো।

তারা দু'জনে ছাগল দুটোকে পাহাড়ে নিয়ে যায় ঘাস খাওয়াতে। এই ভাবে তারা আপন হয়ে গেলো খুব। তারা কখনো ঢুকে পড়তো বাগানে। কখনো পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে বানাতো খেলাঘর। নিজেরা মারামারিও করতো কখনো। তাড়াতাড়ি আবার মিটমাটও হয়ে যেতো। সবাই তাদের দুষ্টুমিতে মজা পেতো। আস্তে আস্তে খলিলের আম্মা ভুলে যেতে থাকেন তার বেদনা। কিন্তু প্রত্যেক নামাজের পর অবশ্যই তিনি দেশের মুক্তির জন্য দোয়া করতে ভোলেন না। একদিন খলিল আর সায়েমা বাড়ি আসে কাঁদতে কাঁদতে। তাদের হাতে ছিলো বকরির বাচ্চাটা। বাচ্চাটার শরীর দিয়ে রক্ত পড়ছিলো। সায়েমা এবং খলিলের কাপড় চোপড়ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। বাচ্চাটা আসলে মারা গিয়েছিলো। বের হয়ে গিয়েছিলো নাড়িভুঁড়ি। এবং বকরিটা ওদের দু'জনের পেছনে পেছনে কেবল ছোটাছুটি করছিলো আর ডাকাডাকি করছিলো ভীষণভাবে।

www.nagorikpathagar.org

একবার এদিকে ছুটছিলো, একবার ওদিকে ছুটছিলো। নিজের মরা বাচ্চার দিকে তাকিয়ে বোবা প্রাণীটার দু'চোখে উপচে পড়ছিলো বেদনার অশ্রু। বোবা প্রাণীটার যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকতো তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতো– কে আমার বাচ্চাটাকে হত্যা করেছে? কী অপরাধ ছিলো আমার বাচ্চাটার? ও কখনো সায়েমা এবং কখনো খলিলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করছিলো যেনো সায়েমা এবং খলিল তো আমার বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসতো কিন্তু বাঁচানোর জন্য কিছুই করলো না কেন? সায়েমা এবং খলিলের চোখে বন্যাধারা। বকরির বাচ্চা হারানোর বেদনায় দু'জনেই ব্যথিত– সান্ত্বনাহীন।

খলিলের আম্মা খলিলের কান্না থামাতে থামাতে বললেন– বাচ্চাটাকে কে মেরেছে রে? সায়েমা বলতে লাগলো, বাচ্চাটা আমাদের থেকে বেশ দূরে গিয়ে ঘাস খাচ্ছিলো এবং আমি ও খলিল ভাই খেলছিলাম। হঠাৎ বিস্ফোরণ! আমরা ভড়কে গেলাম। বকরিটা দৌড়ে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। বিস্ফোরণটা যেখানে হলো, তার চতুর্দিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর খলিল সেখানে পৌঁছে দেখলো– বকরির বাচ্চাটা রক্তের মধ্যে তড়পাচ্ছিলো। কিন্তু কে যে খুন করলো, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। কোনো একটা মানুষও সেখানে নজরে এলো না।

বকরির বাচ্চাটার মৃত্যুরহস্য নিয়ে সবার মধ্যেই দুশ্চিন্তা কাজ করছিলো। বাচ্চাটাকে কবরে রাখা হলো। সায়েমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার আম্মা তাঁকে থামাতে গেলে সে বলে উঠলো : আম্মা, আমরা এখন কার সাথে খেলবো?

আম্মা বললেন– মাগো, আমি তোমাদের আর একটি বকরির বাচ্চা কিনে দেবো। খলিল পাশেই দাঁড়ানো ছিলো, বললো, কিন্তু মামানী জান, ঐ বকরিটা তার বাচ্চা ছাড়া থাকবে কী করে? এ কথা শুনে সায়েমার আম্মা চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না।

আলী পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো, সবই শুনছিলো। আলী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তো। অসম্ভব মেধাবী। তবুও সে বুঝতে পারছিলো না বিস্ফোরণটা হলো কী করে? এখনো তো রুশহায়েনারা গাঁয়ের দিকে আসেনি। যুদ্ধবিমানও উড়তে দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আলী তার আব্বাকে অনেক প্রশ্ন করেছে কিন্তু তার আব্বাও তেমন কিছু বলতে পারেননি।

ঘরের সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ রাস্তায় শোরগোল শোনা গেল। আলী এবং তার আব্বা বাইরে গিয়ে দেখলো কয়েকজন গ্রামবাসী একটি লোককে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটার মাথা এবং হাত বেয়ে রক্ত ঝরছে। আলী এবং তার আব্বা আহত লোকটির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ পর লোকটির হুঁশ ফিরে এলো। বলতে লাগলো ক্ষেতের কাজ সেরে সে গাঁয়ের দিকে আসছিলো। হঠাৎ দেখলো রাস্তার ওপর একটা চমৎকার ঘড়ি পড়ে আছে। সে যখনই একটু নুয়ে ঘড়িটাকে ধরেছে অমনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সে বেহুঁশ।

আলী দেখলো– লোকটির তিনটে আঙুলই উড়ে গেছে। কেউই বুঝতে পারছিলো না– ঘড়ি উঠানোর সাথে সাথে বিস্ফোরণ হলো কী করে। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করছিলো। কিন্তু সে একই জবাব দিচ্ছিলো– আমি তো ঘড়িই উঠিয়েছিলাম। লোকটির কথা কেউই বিশ্বাস করছিলো না।

বৃদ্ধ একটি লোক বললেন, আমার এই এতো বয়স পর্যন্ত তো শুনিনি কোথাও কোনো ঘড়ি বিস্ফোরিত হয়েছে। নিশ্চয়ই লোকটি কারো সাথে লড়াই করে এসেছে।

অন্য একটি লোক আরো খানিক অগ্রসর হয়ে বললেন, ঘড়ি উঠালেই যদি বিস্ফোরণ হতো তাহলে ভদ্রলোকেরা কি আর ঘড়ি পরতো?

রহস্যময় এই ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে বলতে লোকেরা ঘরে ফিরে গেল। আলী এবং তার আব্বাও ঘরে ফিরে এলেন। আলী তখনও বিষয়টি নিয়ে ভেবে চলেছে। সে তার আব্বাকে বলে– আব্বু, অবশ্যই এর মধ্যে একটা না একটা কিছু আছেই। বিস্ফোরণে লোকটার হাত একদিকে জখম হয়ে গেছে, অন্য দিকে বকরির বাচ্চাটাও ঐ একই কারণে শেষ হয়ে গেল কেন তা হলে?

আলীর আব্বা বললেন, যে-বিষয়টা বড়দের মাথায় ঢুকছে না। তুমি ছোট মানুষ, তুমি তা বুঝবে কেমন করে? ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আলী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি।

বকরির বাচ্চাটা মরে যাওয়ায় সায়েমা এবং খলিলের মন ছিলো ভীষণ খারাপ। সায়েমা তো খেলোই না রাতের খাবার। যতক্ষণ জেগে ছিলো, আম্মার সাথে কেবল বকরির কথাই বলে যাচ্ছিলো। এবং শেষ পর্যন্ত বকরির কথা স্মরণ করতে করতে সেও ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে ঘুম থেকে জেগে সায়েমার আম্মু দেখলেন– বকরির সামনে সমস্ত ঘাস পড়ে রয়েছে, সারা রাত কিছুই খায়নি।

একদিন সকালে আলী তাদের ক্ষেত হয়ে গেলো পাহাড়ে। দেখে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একেবারে কাছে গিয়ে দেখে আর কেউ না, আলীরই বন্ধু গুল খান। তখনও বেহুঁশ, একটা বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু পুরো হাতটাই আলাদা হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বাহুটায় পট্টি বেঁধে, ঘাড়ে উঠিয়ে আলী তাঁকে তাদের ক্ষেতে নিয়ে পৌঁছলো।

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যে সেখানে তার আব্বাও এসে হাজির। আলী সব কথা বললো তাঁকে। আলী এবং তার আব্বার চেষ্টায় হুঁশ ফিরে এলো আহমদ গুলের। সে বলতে লাগলো, এমনিই ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ে এসেছিলো। হঠাৎ দেখে একটা চমৎকার কলম পড়ে আছে। যেই মাত্র কলম উঠিয়েছে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! এবং সে বেহুঁশ হয়ে গেছে। এ দিনই দুপুরের দিকে সায়েমা এবং খলিল ঘর থেকে বেরিয়ে খেলতে গিয়েছে সেই পাহাড়ে, যে পাহাড়ে আহত হয়ে মারা গিয়েছিলো বকরির বাচ্চাটা।

তারা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করেছে সেখানে। হঠাৎ সায়েমার নজরে পড়লো কয়েক গজ দূরে একটি ভারী সুন্দর পুতুল। ঝকমক করছে। সায়েমা খলিলকেও দেখালো। এবং আনবার জন্য দিলো দৌড়। যেই মাত্র সায়েমা পুতুলটিকে উঠিয়েছে– সাংঘাতিক বিস্ফোরণ! মারাত্মক আহত হলো সায়েমা।

খলিল ঘাবড়ে গিয়েছিলো। সায়েমাকে ঘাড়ে করে চিল্লাতে চিল্লাতে সে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগলো। সায়েমার আব্বা পাহাড়ে পৌছে দেখলেন তার বাহু ছিন্নভিন্ন, মুখে এবং ঘাড়েও ভীষণ জখম। দারুণভাবে রক্ত ঝরছে। তিনি সায়েমাকে ঘাড়ে করে ঘরে ফিরলেন যখন, সৃষ্টি হলো এক মর্মান্তিক দৃশ্য! কয়েকদিন পর আলী এবং তার আব্বা আহত সায়েমাকে নিয়ে বরফের পাহাড়, ভয়ঙ্কর জঙ্গল পার হয়ে এবং রুশ-সৈন্যদের নজর এড়িয়ে মুজাহিদদের এক শিবিরের এসে পৌছলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা সায়েমাকে গাড়িতে উঠিয়ে হাসপাতালে পৌছে গেলেন। সায়েমার মারাত্মক জখম দেখে ডাক্তার হতাশা ব্যক্ত করে বললেন– আহত হবার সাথে সাথেই যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে পারতেন, বাঁচানো যেতো হয়তো! তবুও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো- বেঁচেও তো যেতে পারে।

সায়েমার হুঁশ ফিরলো তিন দিন পর। আব্বা এবং ভাইয়াকে দেখলো। সায়েমা চোখ খুলেছে দেখেই খুব খুশি হয়ে বাজার থেকে যেসব খেলনা কিনে এনেছিলো খলিল সবগুলোই তার সামনে রাখলো। প্লাস্টিকের একটা পুতুলও ছিলো তার মধ্যে। সায়েমা খুব পছন্দ করতো পুতুল। কিন্তু এখন সে যেই মাত্র পুতুল দেখলো, একটা চিৎকার দিয়েই দ্বিতীয়বারের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। চিৎকার শুনে ডাক্তার দৌড়ে এলেন। অনেক চেষ্টা করলেন হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা পর ডাক্তার বললেন– সায়েমার রুহ জান্নাতের পথে পাড়ি জমিয়েছে। আলী চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলো। তারপর সে আর তার আব্বা একটু শান্ত হলে ডাক্তার আসল ব্যাপারটা খুলে বললেন, বকরির বাচ্চা এবং সায়েমা দু'জনেই বারুদের তৈরি খেলনায় মারা গিয়েছে। যাকে খেলনা বোমাও বলা হয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক

www.nagorikpathagar.org

হাতিয়ার যা রুশবাহিনী আফগানিস্তানের নতুন প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা অন্তত পক্ষে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করছে। এই ঘটনার আগেও এই খেলনা বোমার আঘাতে আহত হয়ে অনেক শিশু-কিশোর চিকিৎসার জন্য এসেছিলো এখানে। আহতদের অনেকে শহীদও হয়ে গেছে। আর যারা বেঁচে গেছে তাদের অধিকাংশই পঙ্গু হয়ে গেছে। বারুদের এসব খেলনা নানান উপায়ে রুশ সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে দেয় রাতের আঁধারে। খেলনাগুলোত এতোটা বারুদ ভরিয়ে দেয়া হয় যে, বিস্ফোরিত হলে হাত, না হয় পা অথবা শরীরের কোনো অংশ উড়ে যাবেই। কখনো কখনো এই খেলনা বোমার আঘাতে বাচ্চারা মারা যায়। ঐসব বারুদের খেলনাগুলো যখন বাচ্চারা হাত দিয়ে ধরে, সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হয়। রুশ সৈন্যদের এ ধরনের তৎপরতার একমাত্র উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের বুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড চালানো। তারা নতুন প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় আর চায় পঙ্গু করতে, যাতে আফগান জাতি আর কোনো দিন হাতিয়ার ধরতে না পারে। বয়স বাড়লেও যেন সহজেই দাসত্ব বরণ করে নেয়। এইভাবে একটার পর একটা মুসলমান জাতিকে রুশবাহিনী গোলাম বানাতে চায়।

সব কথা আলী মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো আর তার মগজ প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। তার মেধায় এবং হৃদয়ে যেন আগুন ধরে গিয়েছিলো। সে ভেতরে ভেতরে প্রতিজ্ঞা করলো বোন সায়েমার রক্তের বদলা সে নেবেই। খুনের বদলে খুন তার চাই-ই।

যখন তারা সায়েমার লাশ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো, সে তার আব্বাকে বললো, আব্বু, রুশ সৈন্যরা আফগানদের মারছে কেন? আব্বা বললেন, বাপু, আফগানদের নয়, মারছে মুসলমানদের। আমরা আফগানিস্তানে আল্লাহ এবং রাসূলের নাম উচ্চারণ করি এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আলী আবার জিজ্ঞেস করলো, রুশরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে দুশমনি কেন করে, আব্বু? আল্লাহ তো আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য নানা ধরনের মজার মজার ফল উপহার দিয়েছেন আর আল্লাহর রাসূল তো সবার চেয়ে ভালো মানুষ।

তিনি তো কাফেরদের সন্তানও ভালোবাসতেন। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবাও করতেন। তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। যখন আল্লাহর রাসূল মক্কা জয় করেছিলেন, দুশমনদের মাফ করে দিয়েছিলেন। তাদেরকেও মাফ করে দিলেন, যারা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো রাসূলের ওপর।

আলীর কথা শুনে তার আব্বা বললেন, বাপু, রুশরা তো শয়তানকে মানে। আর শয়তান আল্লাহ এবং রাসূলের দুশমন। রুশদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহর কোনো

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্ব নেই। মানুষ, পশু-প্রাণী এবং গাছগাছালি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরকালের ওপর বিশ্বাসই রাখে না। এই জন্য জুলুম করার সময় চিন্তাই করে না যে, একদিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে। বাপু, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না, তারা জাতিগতভাবে সীমাহীন জালেম জাতিতে পরিণত হয়।

গাঁয়ে ফিরে এসে তারা জানতে পারলো আরো অনেক বাচ্চার খেলনা বোমার বিস্ফোরণে হাত-পা উড়ে গেছে, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে অনেকে, অনেকে শহীদও হয়ে গেছে। সায়েমার আম্মা এবং ফুফু সায়েমার লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারা কান্নায় সান্ত্বনাহীন হয়ে পড়লে আলী বললো, আম্মু চোখের পানি মুছে ফেলো। আমি আমার বোনের এক এক ফোঁটা রক্তের বদলে এক একটা রুশ হত্যা করে ছাড়বো। এবং আমি আল্লাহর দুশমনদের জানিয়ে দেবো যে-জাতি আল্লাহকে মানে না তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস অবধারিত।

অসংখ্য বাচ্চা শহীদ হয়ে যাওয়ায় এবং আহত হওয়ার ফলে পুরো গ্রামের ওপর হতাশা নেমে এলো। বাপ-মা ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। কিছু কিছু পরিবার তো পাকিস্তানে হিজরত করে চলে গেলো। ওপরে ওপরে আলীকে উদাসীন মনে হলেও প্রতিশোধের আগুন তার ভেতরে জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোনো কাজেই তার মন বসছিলো না। প্রায় প্রতিরাতেই সে তার বোন সায়েমাকে স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্ন দেখতো যে সায়েমা আহত অবস্থায় ছটফট করছে। সে কয়েকবারই তার আব্বার কাছে জেহাদে যাবার অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু তার আব্বা সবসময়ই বলেছেন– বাপু, তোমার বয়স তো খুব কম, তুমি তো বন্দুকই উঠাতে পারবে না। সে যখন তার আম্মাকে কাঁদতে দেখতো, সহ্য করতে পারতো না, নিজেও কেঁদে ফেলতো। খলিল আর কখনো পাহাড়ে খেলতে যেতো না। সারাদিন সে আম্মার কাছে মনমরা হয়ে বসে থাকতো। বকরিটা সায়েমা এবং তার বাচ্চার অভাবে বড় কাহিল হয়ে পড়েছিলো। একদিন সকালে দেখা গেলো সে লাশ হয়ে পড়ে আছে।

দুই

একদিন সবাই একসঙ্গে বসে সকালের নাস্তা করছে। হঠাৎ উড়োজাহাজের তীব্র আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। চতুর্দিক কেঁপে উঠলো। আলীরা সবাই নিরাপদ জায়গায় লুকোবে ভাবছে, এমন সময় একটা বোমা এসে পড়লো ওদের ঘরের ভেতরেই। সাথে সাথেই শহীদ হয়ে গেলেন

www.nagorikpathagar.org

আলীর আম্মা এবং ফুফু। আহত হলো আলী, আহত হলেন তার আব্বাও। প্রায় পুরো বাড়িটা ভেঙে পড়লো। অবশ্য আলীর আঘাতটা ততোবেশি না হলেও তার আব্বার জখমটা ছিলো মারাত্মক।

আলীর আব্বা আলীকে বললেন, বাছা, মুজাহিদদের সঙ্গী হওয়ার জন্য কতোবারই না তুমি আমার কাছে অনুমতি চেয়েছো। এখনই সেই অনুমতির সময় এসে হাজির, খলিলকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও।

আলী তার আব্বার জখম থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোনো দেখে বললো, আব্বা, আপনি তো এখন মারাত্মকভাবে আহত। এই সময় আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

আলীর আব্বা বললেন, আলী! আমার জন্য চিন্তা করো না, বেঁচে থাকলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। সময় একেবারে কম। দুশমনদের ট্যাঙ্ক এবং কামান এখনই গ্রাম ঘিরে ফেলবে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, প্রথমে বিমান হামলা করা, তারপর ট্যাঙ্ক দিয়ে ঘিরে সবকিছু শেষ করে দেয়া। বাছা, ওদের মোকাবেলা আমরা করবো। যদি মরতেই হয়, তো লড়াই করে মরবো। কিন্তু তোমার বয়স এখনও অনেক কম। বড় হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে। যদি দুশমনরা তোমাকে হাতেনাতে ধরতে পারে, বাঁচতে দেবে না। সেই কারণে যা বলছি, তাই শোনো। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। সদর রাস্তা দিয়ে যাবে না। দুশমনরা কিন্তু সদর রাস্তা ধরেই আসছে। পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে যাও, খেলনা বোমা আর মাটিতে পোঁতা বোমার দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলবে। তোমার ছোট ভাই খলিলের দিকেও নজর রাখবে। ওকে কোনো কষ্ট দেবে না কিন্তু।

তিনি আলীকে ছোট্ট একটা থলে দিয়ে বললেন, কিছু টাকা আছে এর মধ্যে, তোমাদের কাজে লাগবে।

তারপর আলীর আব্বা আলীর কপালে চুম খেয়ে বললেন, বাছা, ইসলামের পতাকা সবসময় উঁচুতে তুলে ধরবে এবং আমাকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত করবে না। আফগানিস্তানের সব ছেলেরাই যেন তাদের জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে। আমার জন্য চিন্তা করবে না। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি দুশমনের সাথে লড়াই করে যাবো।

আলীর চোখ পানিতে ভরে গেলো। ছিঁড়ে ফেললো সে তার রুমাল। তারপর তার একটি টুকরা দিয়ে আব্বার জখমে পট্টি বেঁধে দিতে লাগলো এবং পট্টি বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। শহীদ মা আর ফুফুর দিকে তাকালো। চোখে অশ্রু, হৃদয়ে প্রতিশোধের প্রজ্বলিত আগুন নিয়ে পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে গেল। লুকিয়ে

www.nagorikpathagar.org

লুকিয়ে সে খলিলকে সঙ্গে করে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছলো। এখানে বিমান হামলার ভয় ছাড়া অন্য কোনো ভয় ছিলো না।

তারা দু'জনে একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে, ব্যথাভরা চোখে নিজের গাঁয়ের দিকে তাকাতে লাগলো। কোনো কোনো ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছিলো। গাঁয়ের অধিকাংশ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তারা দেখলো, তাদের গাঁয়ের কিছু মহিলা সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে হিজরত করে চলে যাচ্ছে।

কিছুটা সময় যেতে না যেতেই, তাদের গাঁয়ের দিকে দুশমনদের গাড়ির বহর আসতে দেখলো। এবং দেখলো তাদের গ্রাম খুব দ্রুত ঘিরে ফেলছে। তারপর কামান দিয়ে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছে। একেবারে আগুনের বৃষ্টির মতো। দুশমনদের যখন বিশ্বাস হলো, মোকাবেলা করার মতো গাঁয়ে আর কোনো লোক বেঁচে নেই, তখন তারা ট্যাঙ্ক এবং কামানের গাড়ি থেকে বাইরে বেরুতে লাগলো। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত দুশমন সৈন্যরা গ্রামের ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেতেই হঠাৎ সামনের দিক থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ হলো। সাবধান হয়ে গেল দুশমনরা। এবং অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকলো। আলীর কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না বলে তার খুব দুঃখ হচ্ছিলো। এখন তার কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে, বেশ কয়েকজন দুশমনকে সে খতম করতে পারতো। অবশ্য কিছু কিছু দুশমন যখন গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তখন আলীর আনন্দের সীমা থাকলো না। সহসা গাঁয়ের দিক থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেল। আলী এবং খলিল দেখলো, দুশমনরা গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর দুশমনরা বেশ কয়েকজন পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের গ্রামের বাইরে খোলা ময়দানে এনে দাঁড় করালো। সবাইকে গুলি করে শহীদ করলো এবং গোটা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিলো।

আলীর হৃদয় চিৎকার করে উঠলো। এই সব কিছু দেখে, ওদিকে খলিল হয়ে গিয়েছিলো হতবাক। আর আলীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, তার আব্বাও শহীদ হয়ে গেছেন।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এবং দুচোখে অশ্রুর দু'টি ধারা নিয়ে আলী উঠে দাঁড়ালো। এবং খলিলকে সঙ্গে করে পাহাড়ের অন্যদিকে নেমে গেল। দু'জনে ক্রমাগত সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকলো। তারপর রাতে একটি নিরাপদ জায়গার আওতার মধ্যে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লো। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো দু'জনেই। এতো অল্প বয়সে, এতো দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে তারা চিন্তাই করতে পারেনি। না তাদের জানা ছিলো দুশমনদের আস্তানা, না জানা ছিলো বন্ধুদের ঠিকানা। সারাদিনের সফরের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। এই কারণে তাদের চোখে ঘুম নেমে এসেছিলো খুব তাড়াতাড়ি। ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখলো আলী। সকালে উঠে তারা আবারও পথ চলা শুরু করলো। প্রতিটি কদম তারা হিসেব

www.nagorikpathagar.org

করে ফেলছিলো। দূর থেকে যখনই কোনো মানুষ চোখে পড়ছিলো, রাস্তা বদল করে নিচ্ছিলো, এই জন্য যে, যদি এ মানুষটি কোনো দুশমন হয়ে থাকে।

এক জায়গায় তাদের নজরে এলো একটি পাহাড়ি ঝর্ণা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো ঝর্ণার ধারে। এবং সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো নানরুটি ঐ ঝর্ণার পানিতে ভিজিয়ে দু'জনে খেয়ে নিলো। তারপর ঝর্ণার পানি পান করে আবার চলা শুরু করলো। খলিল একেবারে ক্লান্ত হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেললে আলী তাঁকে কাঁধে তুলে নিচ্ছিলো। এবং দুশমনের যুদ্ধবিমান আসতে দেখলে কোনো ঝোপের আড়ালে অথবা পাথরের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিলো। এইভাবে তারা তিন দিন পর্যন্ত ক্রমাগত চলতে থাকলো। ইতোমধ্যেই সঙ্গের খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিলো। দু'জনের পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিলো। চলার শক্তি ছিলো না, খলিলের অবস্থা ছিলো সবচেয়ে করুণ। সে ক্ষুধায় কাহিল হয়ে গিয়েছিলো এবং বলছিলো, ভাইজান, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

আলী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিল এই বলে : আরো কিছু পথ এগিয়ে গেলে কিছু না কিছু খাবার পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

খোদ আলীর অবস্থাও নাজুক হয়ে পড়েছিলো ক্ষুধার তাড়নায়। কারোরই অবস্থা সামনে চলার মতো ছিলো না। তবু তারা পথ চলছিলো।

বেশ গরম পড়েছিলো। তবু মাগরিবের কিছু পরে মেঘে ঢেকে গেলো সারা আকাশ। নেমে এলো চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার, বিজলি চমকাচ্ছিল।

বজ্রের শব্দে থরথর করে কাঁপছিলো সমস্ত পাহাড়। ঝড়ও শুরু হয়ে গেল। খলিল ভীষণভাবে ভয়ে পেয়ে গেল। কাঁদতে লাগলো সে। আলী তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় সে এক কদমও এগোতে পারছিলো না।

এবং দেখতে দেখতে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পাহাড়ে লুকোবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। শিলগুলো সরাসরি মাথার ওপর পড়ছিলো। খলিলকে বাঁচানোর জন্য আলী তার চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলো। কিন্তু শিল ছিল বেশ বড় বড়। আলী প্রচণ্ড আঘাতে আহত হতে লাগলো।

শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি ঝোপে আশ্রয় নিলো তারা। শিলাবৃষ্টি অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে গেল। কিন্তু বৃষ্টির যেনো লক্ষণ নেই থামার। প্রথমে প্রচণ্ড গরমে খলিলের অবস্থা ছিলো খারাপ, এখন ঠাণ্ডায় সে ঠকঠক কর কাঁপতে লাগলো। রাত্রে বৃষ্টি থেমে গেল। পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো তখন খরস্রোতা হয়ে উঠেছে। এবং স্রোতের শব্দে চতুর্দিকে মুখরিত। এতো পানি, এতো তীব্র স্রোত, পার হওয়া আলীর জন্য এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়লো।

www.nagorikpathagar.org

খলিলের জ্বর এসে গেল এবং কেবলই বাড়তে থাকলো। একদিকে ক্ষুধা, অন্যদিকে প্রবল জ্বরে খলিল ছটফট করতে লাগলো শুধু।

খলিলের এই অবস্থা আলী সহ্য করতে পারে না। সে খলিলকে বলে,

যদি তুমি একটুখানি অপেক্ষা করতে এখানে, তাহলে কোথাও গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসতে পারতাম।

কিন্তু খলিল কোনোক্রমেই একা থাকতে রাজি নয়। আলী কী করবে ভেবে পায় না। অগত্যা আল্লাহর কাছে দোয়া করে, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সাহায্য করো, তাড়াতাড়ি ঝর্ণার পানি কমিয়ে দাও, যাতে সহজে পার হয়ে যেতে পারি।

আল্লাহ সব সময় নিষ্পাপ বাচ্চাদের দোয়া কবুল করে থাকেন। অল্প সময় পরেই আলীর ধারণা হয় খুব কাছ থেকে কারা যেনো যাচ্ছে। প্রথমে সে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু খলিলের কঠিন অবস্থা দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয়, দুশমন হলেও সে তাদের সাহায্য নেবে। অবশ্যই সাহায্য নেবে।

আলী যে দিক থেকে লোকজনের শব্দ এসেছে, সেদিকেই চিৎকার করে ওঠে। আলীর আওয়াজ শুনে লোকেরা থেমে যায়। আলী তাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখে, তারা সাতজন এবং সশস্ত্র। কোনো ভয় না করে আলী তাদেরকে সব কথা খুলে বলে।

অবশ্য পরে আলী বুঝতে পারে তারা মুজাহিদীন। দুশমনদের আস্তানায় হামলা করার জন্য যাচ্ছে। বাচ্চাদের এই অবস্থা দেখে মুজাহিদদের কমান্ডার সিদ্ধান্ত দিলেন ছয়জন মুজাহিদ যাবে অভিযানের কাজে, একজন এদেরকে নিয়ে ফিরে যাবে মুজাহিদ শিবিরে। কমান্ডার খলিলকে একটুখানি গুড় খেতে দিলেন। তার কাছে আর তো কিছুই ছিলো না।

আলী এবং খলিলের কাছে, সিদ্ধান্ত মতো একজন মুজাহিদ রয়ে গেলেন। আর ছয়জন চলে গেলেন হামলা করার জন্য। খলিল একটুখানি গুড় খেয়ে তাজা হয়ে উঠলো। তার ক্ষুধাও দূর হয়ে গেল খানিকটা। মুজাহিদ তার চাদর দিয়ে খলিলের শরীর ঢেকে দিলো এবং ঝর্ণার পানি কিছুটা কমে গেলে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলো।

খলিলকে ঘাড়ে করে কয়েক ঘন্টার পথ চলার পর মুজাহিদ আলীকে সাথে করে একটি জেহাদকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। এই কেন্দ্রটির অবস্থান হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতরে। সম্ভবত এখানে এক সময় হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বসবাস থেকে থাকবে। মুজাহিদরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকার জায়গা করে নিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদীন আলী এবং খলিলকে রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার খাওয়ায়। পান করতে দেয় গরম গরম চা। এক মুজাহিদ খলিলকে তারপর খাওয়ায় ওষুধের বড়ি। কিছুক্ষণ পরেই খলিল ঘুমিয়ে পড়ে। আলীও শুয়ে পড়ে।

খলিলের ঘুম ভাঙে সকালে। তখন তার একেবারে সুস্থ অবস্থা। সবেমাত্র মুজাহিদরা নাস্তা খেতে বসেছে। গত রাতে যারা গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে, তারাও ফিরে এসেছে। কমান্ডার প্রথমেই আলী এবং খলিলের খবর নিলেন। এবং বললেন রাতের অভিযানের সাফল্যের কথা, ২০ জন শত্রুসৈন্য খতম হয়েছে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধযান ধ্বংস করা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র দখল করা গেছে। কমান্ডার সেগুলো দেখালেনও।

কমান্ডার তাদেরকে একটি পূর্ববর্তী ক্যাম্পে পৌছে দেন। যেটা মুজাহিদদের হেডকোয়ার্টার। হেডকোয়ার্টারের কমান্ডার তখন প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। আলী এবং খলিলের কাহিনী শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এবং বললেন, বেটা, আফগানিস্তানের সমস্ত জায়গায় অত্যাচার চলছে। কোথাও খেলনা বোমা আবার কোথাও বিষমাখানো গ্যাসের দ্বারা মুসলমানদের কতল করা হচ্ছে। তবু চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহ মুজাহিদদের অবশ্যই বিজয় দান করবেন।

আলী জিজ্ঞেস করে, শত্রুদের তো বোমারু বিমান আছে, হেলিকপ্টার আছে, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু মুজাহিদদের তো তা নেই তাহলে মোকাবেলা করা কী করে সম্ভব?

আলীর প্রশ্নের উত্তরে কমান্ডার বললেন,

বেটা দুশমন যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর চেয়ে তো বড় নয়, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কী পরিমাণ হাতিয়ার ছিলো?

অথচ তিনগুণ শক্তিশালী ছিলো দুশমনেরা। তারপরও মুসলমানরা জয়ী হয়েছিলো। ইনশাআল্লাহ আমরাও খুব শিগগিরই শত্রুমুক্ত করবো স্বদেশ, পরাজিত করবো রুশ জালেমদের এবং আফগানিস্তানে ইসলামের পতাকা তুলে ধরবো সর্বোচ্চে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদদের সাথে একাত্ম হয়ে গেলো আলী। তারপর এক সময় সে কমান্ডারকে বললো,

আমাকে হাতিয়ার দিন, আমিও দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। কমান্ডার আলীকে বুঝালেন,

তুমি তো এখনো অনেক ছোটো। আমি তোমাকে এবং খলিলকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে আগে লেখাপড়া শেষ করো। তারপর ফিরে এসে অংশ নেবে জেহাদে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আলী বলে বসলো, আমি এতো ছোট না যে বন্দুক চালাতে পারবো না। আমার এখন প্রয়োজন হাতিয়ার চালানোর প্রশিক্ষণের। ঐ প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান তো নয়, এই মুজাহিদের হেড কোয়ার্টারই উত্তম।

কমান্ডার আলীকে খুব করে বোঝালেন। কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল। শেষ পর্যন্ত আলীর কথাই কমান্ডারকে মেনে নিতে হয়।

কমান্ডার আলীকে বললেন, এই কেন্দ্রে তুমি ছয় মাস পর্যন্ত অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের সাথে ট্রেনিং নেবে। গেরিলা যুদ্ধের কোনো অনুমতি তুমি আপাতত পাবে না। এই সময় তুমি হেডকোয়ার্টারে নানা কাজে সহযোগিতা দেবে। যেমন ঝর্ণা থেকে পানি এনে দেবে, রান্না বান্নার কাঠ জোগাড় করে দেবে। তারপরেই না বন্দুক পাবে।

আলী অত্যন্ত আনন্দের সাথেই সবগুলো শর্ত মেনে নিলো। খলিলকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিদায় বেলা সে খুব কাঁদলো। কিন্তু আলী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তাড়াতাড়িই সে পাকিস্তানে তার সাথে দেখা করতে যাবে।

ছয় মাস পর চিফ কমান্ডার আলীর হাতে হাতিয়ার তুলে দেন। আলীর আনন্দের সীমা থাকে না।

আলী বন্দুক এবং অন্যান্য হাতিয়ার চালানো শিখে ফেললে, কমান্ডার তাঁকে ছোটখাটো গোপন অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। এইসব ছোটখাটো অপারেশনে অংশ নিয়ে আলী অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ করে, অন্যান্য বয়সী মুজাহিদদের চেয়ে সে কম নয় আদৌ। আলী খুব কম সময়ের মধ্যেই বিমানবিধ্বংসী কামান, রকেট লাঞ্চার চালানো রপ্ত করে। এবং সব ধরনের লড়াইয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি তার মিলে যায়।

তিন

আলীর বয়স এখন ষোল। এই বয়সেই সে গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শিখে ফেলেছে। এবং গেরিলা যুদ্ধের নানা কলাকৌশল রপ্ত করেছে বলে খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। কমান্ডার তাঁকে মুজাহিদদের আরো গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। পাঠিয়ে দিলেন তার ওপর কমান্ডারের অগাধ আস্থা জন্মেছে বলে।

মুজাহিদদের এই ক্যাম্পটা এমন একটা জায়গায় যার চতুর্দিকে বিরাট বিরাট সব পাহাড়। পাহাড়গুলো গাছগাছালিতে এমনভাবে ঘেরা যে দূর থেকে গভীর

www.nagorikpathagar.org

জঙ্গলের মতোই মনে হয়। পাহাড়গুলো অনেক দূরে গিয়ে পরস্পরের সাথে মিশে গিয়েছে। যেখান থেকে বয়ে গিয়েছে ঝর্ণা। এবং ঝর্ণাগুলো বইতে বইতে পরিণত হয়েছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি খালে। এই পাহাড়ি খালের দুই তীরেই ছড়িয়ে রয়েছে মুজাহিদদের তাঁবু।

এই পাহাড়গুলো থেকে আট মাইলের মতো দূরে আরো উঁচু আরো বিশাল পাহাড়। যার একেবারে চূড়োয় বানিয়েছে দুশমনরা তাদের ঘাঁটি। মুজাহিদরা ঐ দুশমনদের ঘাঁটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নেয়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। আসমানে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। বিশজন মুজাহিদের মধ্যে একজন হচ্ছে কিশোর আলী। দুশমনদের ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা। তারপর এক সময় তারা তাঁবুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

রুশ হানাদাররা তাদের ঘাঁটির চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে। এই মাইনগুলো কয়েক রকমের ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধযানের জন্য এই মাইনগুলো বেশ বড় বড়। যখন এগুলোর ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক যেতে থাকে, প্রচণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। এবং ট্যাঙ্কের মারাত্মক ক্ষতি হয়। আরেক ধরনের মাইন হচ্ছে পদাতিক সৈন্যদের রুখবার জন্য। এগুলো আকারে একটু ছোট। যখন কারো পায়ের আঘাত লাগে এসব মাইনে তখন এগুলোও প্রকাণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হয় এবং মানুষ সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। না হয় উড়ে যায় কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঐ সব মাইন ছাড়াও রুশ হানাদাররা পাথরের টুকরোর মতো এবং পাথরের রঙের মতো মাইনও তৈরি করেছে। এগুলো মাটিতে পোঁতার দরকার হয় না। বরং পাহাড় এবং চলার পথে ছড়িয়ে রাখা হয়। বিশেষ করে ছড়িয়ে রাখা হয় মুজাহিদদের চলার পথে। মুজাহিদরা সাধারণত পাহাড় এবং পাহাড়ি খালের দুই তীর দিয়ে চলাফেরা করে।

এসব পথে এমনি পাথরের টুকরো পড়ে থাকে। ফলে পাথর এবং পাথরের মতো মাইনগুলো একাকার হয়ে থাকে এবং যখনই মুজাহিদদের কারো পা এসব মাইনের ওপর পড়ে তখন তাদের খুব সহজেই মারাত্মকভাবে আহত হতে হয়। আলীদের গ্রুপ ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দুশমনদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যায়। হঠাৎ এক মুজাহিদের পায়ে আঘাত লাগে মাটিতে পুঁতে রাখা মাইনে। প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায় মাইন।

বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠে দুশমনরা এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি শুরু করে। কয়েকজন মুজাহিদ পেছনে হটে আসে এবং কয়েকজন আহত হয়। নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেখে তাদের দুইজন সাথীর সন্ধান মিলছে না।

www.nagorikpathagar.org

কমান্ডার এ দুইজন মুজাহিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আবদুল্লাহ নামে এক মুজাহিদ বলে তারা দু'জন সবার আগেই মাইন পুঁতে রাখা এ অঞ্চল পার হয়ে যায়। ফলে মনে হচ্ছে তারা শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছে।

মুজাহিদরা কখনো শহীদদের লাশ দুশমনদের এলাকায় ফেলে আসে না। ফলে শহীদদের উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো হামলা করতে হয়। আরো দু'জন মুজাহিদকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হয়। কিন্তু তারপরও লাশ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। মুজাহিদদের ধারণা জন্মে দুশমনদের ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ না করা পর্যন্ত শহীদদের লাশ উদ্ধার সম্ভব হবে না। কমান্ডার আর তার পাঁচজন সহকর্মীকে দুশমনদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন। হানাদাররা লাশ নিতে নিচে এসে শহীদদের শরীর স্পর্শ করারও সুযোগ যেনো না পায়। তার আগেই যেনো তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়। কমান্ডার আলীদের এ নির্দেশ দিয়ে অন্য মুজাহিদদের নিয়ে ফিরে এলেন।

পরের দিন রাতে রুশ হানাদারদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে কামান দাগা শুরু করে। যেনো তারা বাধ্য হয়ে ঘাঁটি ত্যাগ করে। কিন্তু দুশমনদের ঘাঁটি রয়েছে অনেক উপরে। এবং মুজাহিদরা অনেক নিচে। ফলে দুশমনদের কোনো ক্ষতি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ মুজাহিদদের ব্যাপারে দুশমনরা সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের গোলায় একজন শহীদ হয়ে যায় এবং কয়েকজন মুজাহিদ আহত হয়। মুজাহিদরা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় আক্রমণ করলে পরিষ্কার দেখা যায় এবং দুশমনদের সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। কিন্তু রাতের বেলা গোলাগোলি করলে আগুন এবং শব্দের কারণে দুশমনরা ঠিকানা জেনে যায়। শেষ পর্যন্ত এ ঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে পারলে লাশগুলো উদ্ধার করা যাবে ঠিকই কিন্তু সে ঘাঁটি কী করে ধ্বংস করা সম্ভব? অন্যদিকে শহীদদের লাশ ফেলে যাওয়াটাও মুজাহিদদের রীতিবিরোধী। কেটে গেলো কয়েকদিন। হামলা করলে দুশমনদের চেয়ে নিজেদের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি এই চিন্তায়।

একদিন আলী মুজাহিদ কমান্ডারকে বলে, 'আমার মাথায় একটা বিষয় দোল খাচ্ছে। আমাকে যদি একটা কাজ করার অনুমতি দেন তাহলে প্রথম পর্যায়ে শহীদের লাশ উদ্ধার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দুশমনদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবো।'

মুজাহিদ কমান্ডার আলীর প্ল্যান সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে জানতে চান। আলী মোটামুটি একটা ধারণা দেয় এবং বলে বাকি কথাগুলো সাফল্য লাভের পরপরই বলবো। আর এ ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কেউ যেনো না জানে। কারণ আমাদের মধ্যেই গুপ্তচর থাকতে পারে। মুজাহিদ কমান্ডার আলীর সাথে আলাপ আলোচনা শেষে অভিযানের অনুমতি দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আলী এই অভিযানের নাম দেয় রাশিয়ার একজন মহান মুসলমান মুজাহিদ এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রথম গেরিলা নেতা ইমাম শামিল (রহ)-এর নামে শামিল অপারেশন।

আলী অপারেশনের জন্য তৈরি হতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আলী মুজাহিদ কমান্ডারের কাছে পাঁচজন মুজাহিদের সহায়তা চায়। মুজাহিদ কমান্ডার সাথে সাথেই তা মঞ্জুর করেন।

সূর্য ডুবে গেছে। চতুর্দিকে নেমেছে আঁধার।

আলী পাঁচজন মুজাহিদকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে নেয় মাটি থেকে মাটিতে মারার মতো বারোটি মিজাইল। মুজাহিদরা এগুলোকে রকেট মিজাইল বলে থাকে। রকেট বোমাও বলে। এ ছাড়াও সঙ্গে নেয় সম্পূর্ণ খালি তিনটি টিন (কেরোসিন তেলের খালি টিন)। এবং অন্যান্য কিছু ছোটখাটো জিনিসপত্র। বিষয়টি কয়েকজন মুজাহিদের মাথায় খেলে না। বুঝতে পারে না যে উদ্ধার করতে হবে লাশ! কিন্তু এই খালি টিন দিয়ে কী হবে! কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকে এবং সম্পূর্ণ সাফল্যের আশা পোষণ করে।

আলীরা দুশমনের ঘাঁটিতে পৌঁছানোর এক মাইল বাকি থাকতে যেদিকে লাশ ঠিক তার উল্টো দিকে যাওয়া শুরু করে এবং খালি টিনগুলো পানিতে ভর্তি করার জন্য নির্দেশ দেয়।

আলীর সঙ্গে আসা এক মুজাহিদ জামিল খান এসব কাণ্ড কারখানা দেখে হাসতে থাকে। সে যেতে যেতে আলীকে বলে, তুমি কি দুশমনদের কাক ভেবেছো না বক ভেবেছো যে টিন পিটিয়ে উড়িয়ে দেবে। আলীও হেসে উত্তর দেয়, নাতো! কাক ভাবিনি। ভেবেছি পাতি শেয়াল। ঐ মুজাহিদ আবারো বলে, না, না টিনের পানিতেই ডুবিয়ে মারো না হয়! আলী আবারো হেসে উত্তর দেয়, দুশমনদের গঠন-গাঠন এতোটা ছোট নয় যে টিনের পানিতে ডুবে মরবে বরং মারার আগে গোসল কারানো দরকার তো! সেই জন্যই এ পানির ব্যবস্থা, যেনো সসম্মানে দফারফা করা যায়। যাই হোক মুজাহিদরা টিনগুলো পানি দিয়ে ভরে নেয়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আলী একটা জায়গায় বসে পড়ে এবং মুজাহিদদেরকেও বসতে বলে। তারপর আলী তার ব্যাগ থেকে কিছু তার এবং কিছু অন্যান্য জিনিসপত্রের টুকরো বের করে। সে টুকরোগুলোর কিছু ধাতু জাতীয় এবং শিকলের মতো দ্রব্যবিশেষ। তারপর সে দুটো তারকে রকেট মিজাইল এবং শিকলের সাথে জুড়ে দেয়।

এবং অন্যদিকে একটি তাদের সাথে জুড়ে দেয় খালি টিন। এবং আরেকটি তার লোহার ধাতুর হালকা একটা টুকরোর সাথে জুড়ে দেয়। যার সাথে

www.nagorikpathagar.org

লেগে থাকে উপরের লটকানো এক টুকরো কাঠ। যার ফলে লোহার ধাতুটা পানির মধ্যে ঝুলতে থাকে। অন্য একটি টিনকেও এভাবে সাজায় সে। টিন দুটোর মাঝে একশ গজ পরিমাণ ফাঁক রাখে। এবং টিনগুলোর উপরিভাগে অনেকগুলো ছোটবড় ছিদ্র করে। এরপর মুজাহিদদেরকে বলে এক্ষুনি পেছনের দিকে চলে যান। জলদি শহীদদের লাশের কাছে কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় অপেক্ষা করেন।

মুজাহিদরা শহীদদের লাশ থেকে দু ফার্লং দূরে একটা ঘন জঙ্গলের দিকে গা ঢাকা দিলেন। আলীর দৃষ্টি ছিলো সেদিকেই নিবদ্ধ। যেদিকে রেখে দিয়েছে রকেট লাঞ্চার এবং খালি টিন। ঘন্টাখানেক বসে থাকে আলী এইভাবে এবং তার ধুকপুকানি দ্রুত বাড়তে থাকে। সে ভাবে, এই অভিযান ব্যর্থ হলে কমান্ডারকে কী জবাব দেবে। তার ধারণা অনুযায়ী এতোক্ষণে একটা কিছু হয়ে যাওয়ার কথা। অতিরিক্ত দশ মিনিট পার হয়ে গেছে তবু কিছু হচ্ছে না। আলী হতাশ হয়ে পড়ে। এক মুজাহিদ তো হাসতে থাকে বিদ্রূপের হাসি। এভাবে কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই রকেট মিজাইল চালু হওয়ার শব্দ আসে। অন্য রকেট মিজাইলটাও চলতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুশমনদের গোলাগুলিও শুরু হয়ে যায়।

আলী সঙ্গীদের বলে, এখন দুশমনরা এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং রকেট মিজাইলও থেকে থেকে চলতে থাকবে। এখন এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে। চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে শহীদদের কাছে চলে যেতে হবে। পুঁতে রাখা মাইনের কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে করে মুজাহিদরা পৌঁছে যায় শহীদদের লাশের কাছাকাছি। এ পর্যন্ত চালু হয়েছে আটটি রকেট লাঞ্চার। এই ফাঁকে মুজাহিদরা তাড়াতাড়ি শহীদদের লাশ উঠিয়ে সটকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সফলও হয়। সমস্ত রকেট মিজাইল চালু হয়ে যায়। এবং দুশমনদের গোলাগুলিও বাড়তে থাকে। তারা পুরোপুরি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। তারা ধারণা করে দুশমনদের চালু হয়ে যাওয়া রকেট মিজাইলের দিক থেকেই হামলা করেছে। ফলে সেদিকে লক্ষ্য করেই তাদের গোলাগুলি চলতে থাকে।

এই অভিযানে আলীরা সফল হওয়ায় মুজাহিদ কমান্ডার অত্যন্ত খুশি হলেন। এবং পুরো ঘটনা শুনতে চাইলেন। আলী বলা শুরু করে– প্রশিক্ষণ চলাকালে পরীক্ষামূলকভাবে সে এ ধরনের একটা উদ্যোগ নেয় কিন্তু ব্যর্থ হয়। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া এবার সাফল্য এসেছে। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে টাইম বোম বিস্ফোরণের প্রক্রিয়ায়। এবং এই খালি টিনগুলোকে ঘড়ির বিকল্প হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। এটা করতে হয়েছে মাথা খাটিয়ে। খালি টিনগুলোতে প্রথমে পানি ভরা হয়েছে তারপর টিনের উপরিভাগে করা হয়েছে নানা ধরনের ছিদ্র। টিনের পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভাসমান ধাতুর টুকরোগুলো খালি

www.nagorikpathagar.org

টিনের সমতল ভাগে আঘাত করতে থাকে এবং তখনি কারেন্টের সার্কিট পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং রকেট মিজাইল চলা শুরু করে। এই অভিযানে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে পদ্ধতিটিকে। ফলে বিস্ফোরণের কারণে হানাদাররা আমাদের অবস্থানকে অনুমান করেছে ঐ দিকেই। আর এদিকে আমরা পৌছে গিয়েছি শহীদদের লাশের কাছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমাদের চলার পথে কোনো মাইনের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমার ধারণা ঐ পথে যে আক্রমণ হতে পারে দুশমনরা ধারণাই করেনি। ফলে মাইনও পোঁতার চেষ্টা করেনি। অবশ্য মাইন যদি বিস্ফোরিত হতো তাহলেও দুশমনরা গোলাগুলি শুরু করতো। আমাদের দিকে নয় বরং আগের দিকেই, যেদিকে রকেট লাঞ্চারগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। দুশমনের মূল বাহিনী ঐ দিকে আছে মনে করেই তারা তা করতো।

মুজাহিদ কমান্ডারের খুব পছন্দ হলো আলীর এই নতুন কৌশল। এবং ঐ রাত্রে আলীর সাথে পরামর্শ করার পর মুজাহিদ কমান্ডার সরাসরি ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা কমান্ডারের একটা ধারণা জন্মে আক্রমণ করতে দেরি করে ফেললে দুশমনদের গোয়েন্দারা বিষয়টি জেনে ফেলতে পারে। রকেট মিজাইলগুলোর সবকিছু ঠিকঠাক করে মুজাহিদরা আগের রাতের পদ্ধতি অনুসারে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। সবার আগে আলী চলেছে বীরদর্পে। দুশমনদের মনোযোগ রকেট মিজাইলের দিকেই পড়ে থাকে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুশমনদের যুদ্ধবিমান পৌছে যায়। আজো দুশমনদের ধারণা মুজাহিদরা আক্রমণ করেছে সেদিক থেকেই যে দিক থেকে গত রাতে রকেটে মিজাইল নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে মুজাহিদরা মূল ঘাঁটিতে পৌছে যাওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে দুশমনরা। তারা পালানোর পথও খুঁজে পায় না। কিছু মারা যায় মুজাহিদদের হাত বোমার আঘাতে, কিছু মারা যায় সরাসরি ফায়ারিংয়ে আর কিছু পেছনের দিকে পালাতে গিয়ে নিজেদের পুঁতে রাখা মাইনের শিকার হয়। জীবন্ত বন্দী হয় বিশজন। আর দখলে আসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র।

দুশমনদের বানানো কংক্রিটের পরিখাগুলো ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেয় মুজাহিদরা। পরিখাগুলো দখলে আসায় মুজাহিদের খুশির সীমা থাকে না। একে অন্যের সাথে আনন্দে কোলাকোলি করতে থাকে ওরা। যদিও লড়াইয়ে তিনজন মুজাহিদ শহীদ হন এবং আহত হয় পনের জন। কিন্তু দুশমনদের ক্ষতি হয় বিশগুণ। মুজাহিদ কমান্ডার আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যদিও তোমার বয়স খুব কম তবু আল্লাহ তোমাকে বীরত্ব দান করার সাথে সাথে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তাও দান করেছেন। এতোদিন তো আমি তোমাকে বাচ্চা মনে করে বড় বড় অভিযানে

www.nagorikpathagar.org

পাঠাইনি। তো আমি এখন চিফ কমান্ডার সাহেবকে বলবো তোমাকে যেনো তিনি মুজাহিদদের পরামর্শ পরিষদের সদস্য করে নেন। জেহাদ পরিচালনার জন্য তোমার বুদ্ধি ও মেধার খুবই প্রয়োজন। আশা করি ভবিষ্যতে তুমিই হবে আমার প্রধান সহকারী। আলীর এই কৃতিত্বের খবর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেলে কমান্ডার দাঁড়িয়ে আলীকে স্বাগত জানান। চুমু খান ওর কপালে। ধন্যবাদ জানান। তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে বলেন। ইতোমধ্যে চিফ কমান্ডার আলীর বুদ্ধিমত্তায় এবং সাহসিকতায় অবাক হয়ে যান। সব মুজাহিদদেরকে কক্ষ ছেড়ে যেতে অনুরোধ করেন। সবাই চলে গেলে তিনি বলেন, আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাকে বিশেষ শক্তির অধিকারী করেছেন এবং বাহাদুর বানিয়েছেন। সাথে সাথে মেধাও দান করেছেন। আমি তোমাকে এখন একটি কঠিন দায়িত্ব দিচ্ছি। আশা করি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে পারবে।

আলী উত্তরের বলে, আপনি আমাকে যে প্রশংসা করেছেন আমি আসলে তার যোগ্য নেই। কিন্তু আপনি আমাকে বড় দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন এই কথা ভেবে খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমি জীবন বাজি রেখে হলেও এ দায়িত্ব পালনে চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এখন আপনি বলুন দায়িত্বটা কী?

চার

কমান্ডার বললেন যে, গারদিজের সেনাছাউনিতে ফাইয়াজ খান নামে আমাদের এক লোক আছেন ঠিক তাঁকেই একটা খবর তোমাকে পৌঁছাতে হবে এবং জবাবও নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিগত দুই মাস ধরে তার কোনো সন্ধানই মিলছে না। গারদিজের কাছাকাছি ক্যাম্পের দুইজন কমান্ডারকে অবশ্য এই ব্যাপারে আমরা দায়িত্ব দিয়েছিলাম কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। অতএব বিষয়টির গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছো। বুঝতে পারছি না, মেজর ফাইয়াজ বেঁচে আছেন নাকি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। সেই জন্য এই সেনাছাউনিতে অনুসন্ধান চালাবার আগে সবকিছুই তোমাকে ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। গারদিজ শহরে আমাদের কয়েকজন বন্ধু আছেন, এই ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে। আর গারদিজ শহরের বাইরে আমাদের মুজাহিদদের একটি মারকাজ আছে, যার নাম হলো হায়দার মারকাজ। হ্যাঁ, ঐ মারকাজ পর্যন্ত তোমার সাথে যাবে পাঁচজন মুজাহিদ। তোমার অস্ত্র কিন্তু সেখানেই রেখে যাবে। অবশ্য তোমার মিশন সম্পর্কে ওখানকার কাউকে কিছু বলবে না, দেয়ালেরও কান আছে। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়েই কাজটা সারতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমার মিশন সম্পর্কে দুশমনরা কোনো কিছু জানতে পারলে, শহরে ঢোকবার সাথে সাথেই তোমাকে গ্রেফতার করবে এবং

www.nagorikpathagar.org

তোমার জন্য তখন মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। তোমাকে শহরে ঢুকতে হবে একেবারে একাকী। না হলে দুশমনদের চোখ এড়ানো সম্ভব হবে না।

গারদিজ হচ্ছে এই মারকাজ থেকে ছয় দিনের দূরত্বে। সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক বসবাস করে। এটা আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী ও সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর এটি। এই মারকাজ থেকে যে রাস্তা গারদিজে গিয়ে পৌঁছেছে তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল, বিরাট বিরাট পাহাড় এবং গভীর খাল। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হলো দুশমনদের হামলা। দিনের বেলায় যাওয়া-আসাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। দুশমনদের চোখ এড়ানো অসম্ভব। যে কোনো মুহূর্তে বোমারু বিমানের হামলা হতে পারে। কিন্তু আলী, যার বিগত পাঁচটি বছর কেটেছে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল রাস্তায় রাস্তায়, জঙ্গলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে এবং শত্রুদের বোমারু বিমানের হামলায় হামলায়– তার কাছে এসব বিপত্তি কোনো ব্যাপারই না। গারদিজে যাওয়ার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি অব্যাহত রাখলো আলী।

আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও কয়েকদিনের খাবার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে নিলো। অভিযানে বের হওয়ার আজ দ্বিতীয় দিন। একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলো তারা। একটানা পরিশ্রমের পর একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে না নিতেই পাহাড়ের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসতে লাগলো গরর গরর আওয়াজ। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো অসংখ্য ট্যাঙ্ক এবং কামানবাহী বিরাট বিরাট যুদ্ধযানে ঘেরাও হয়ে আছে গ্রামগুলো। অধিকাংশ ঘরবাড়ি বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। কিছু কিছু ঘর থেকে এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিলো না যে, দুশমনরা আজই এই ধ্বংসকাণ্ড চালিয়েছে। না জানি কতো মাসুম এবং নিষ্পাপ, নিরপরাধ মানুষ শহীদ হয়ে গেছে। আলীর মনে পড়লো, একদা তাদের গ্রামগুলোও একইভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সে রাগে দুঃখে হতবাক এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য শপথদীপ্ত হয়ে উঠলো।

সে তার সঙ্গী মুজাহিদদের বললো, যদি আমার কাছে হাতিয়ার থাকতো তাহলে রুশ হায়েনাদের দেখিয়ে ছাড়তাম। উত্তরে তার সাথীরা বললো, আমরা তো যাচ্ছি আরো গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানে, সে কারণে উত্তেজিত না হয়ে অন্যকোনো পথে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

কিন্তু রুশ সৈন্যদের দেখেই আলীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। তার চোখে ভাসছে ছোট্ট বোন সায়েমার রক্তাক্ত দেহ, চোখে ভাসছে মায়ের এবং ফুফুর শাহাদাতের মুখচ্ছবি। ক্ষোভের প্রচণ্ডতায় আলী এখন অন্য মানুষ।

সাথীদের পরামর্শ সে মানতে পারলো না। দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলো বদলা না নিয়ে আমি এক পা-ও সামনে এগোবো না।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম

একজন মুজাহিদ বলে উঠলেন, আমাদের কাছে তো মোকাবেলা করার মতো হাতিয়ার নেই। সুতরাং এতোবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?

মুচকি হেসে আলী বললো, দোস্ত! সূর্য ডুবুডুবু; আঁধার নেমে এলো বলে, আমি হাতিয়ার ছাড়াই শত্রুদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছি। অন্য একজন মুজাহিদ বলে বসলেন, কিন্তু কিভাবে?

আলী বললো, এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবে না, আসার পথে দেখে এসেছি, শত্রুদের দুটো গাড়ি উল্টে পড়ে আছে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেখানে আমাদের তিনজন সাথী যাবে এবং টায়ার খুলে নিয়ে আসবে। আর আমাদের জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে।

আমি দুইজন সাথীকে অবশ্য সঙ্গে করে নিয়ে অন্য কাজে যাচ্ছি।

কেবলমাত্র টায়ার দিয়ে, কিভাবে শত্রুদের ধ্বংস করা সম্ভব? মুজাহিদরা বুঝতে পারছিলো না। অথচ শত্রুদের কাছে রয়েছে ট্যাঙ্ক আর কামানবাহী যুদ্ধযান। তবুও আলীর কথা অমান্য করলো না তারা। বরং টায়ার আনার জন্য রওনা করলো।

আলী আগেই দুইজন সাথীকে নিয়ে নিকটবর্তী একটি গ্রামে চলে গিয়েছে, যেখানে আছে বেশ কিছু পরিবার পরিজন যারা এখনও রয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানে হিজরত করেনি।

আলী গাঁয়ের এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের এখানে দোকান আছে না? কোন দিকে একটু বলবেন?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, এখানে তো কোনো দোকান নেই আর লোকজনও তেমন একটা নেই এখন।

আলী প্রশ্ন করলো, লোকজন নেই কেন? কোথায় গেছে?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি যদি এ দেশেরই লোক হয়ে থাকো, তাহলে তো নিশ্চয়ই জানো, কোথায় যেতে পারে তারা? আমরা কেবল কয়েকজন বুড়োই এখানে পড়ে আছি। ক'দিন পরে আমরাও চলে যাবো।

আলী বললো, একটু খুলেই বলেন, লোকজন চলে গেলো কেন?

বৃদ্ধ বললেন, পাহাড়ের ওপারের যে গ্রামটা ঐ গ্রামটাতেই আজ অত্যাচার চালানো হয়েছে। বোমারু বিমান থেকে প্রথমে ফেলা হয়েছে বোমা। তারপরে ট্যাঙ্ক দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

পুরো গ্রাম ঘেরাও করে চালানো হয়েছে গুলি। মাত্র কয়েকজনই বেঁচে ছিলো। তারা আমাদের গ্রামে এসেছিলো কোনো রকমে। তাদের কাছ থেকে অত্যাচারের করুণ কাহিনী শুনে আমাদের গাঁয়ের লোকেরাও চলে গেছে। হায়! কী পরিমাণ যে পুরুষ মহিলা বাচ্চা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শহীদ হয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই!

আলী বৃদ্ধকে বললো, আমরা মুজাহিদ, একটা বিশেষ অভিযানে আমরা এখানে এসেছি, আমাদের কিছু পুরনো কাপড় চোপড় আর কিছু মেটে তেলের খুব দরকার।

বৃদ্ধ উঠলেন, এ ঘরে ও ঘরে গেলেন, কিছু পুরনো কাপড় চোপড় এবং মেটে তেল যা পেলেন, নিয়ে এলেন।

দেখে আলী বললো, এতেই চলবে।

পাহাড়ে যখন পৌঁছলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে, তা এক ঘণ্টার মতো তো হবেই। কিন্তু অন্য সাথীরা এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি।

চূড়ায় পৌঁছে আলী পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাকিয়ে দেখে সামরিক যুদ্ধযান এবং ট্যাঙ্কের বহর ঐ পাহাড়ের দিকেই দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাঁবুও ফেলা হয়েছে এবং সম্ভবত তাঁবুর মধ্যে রুশ সৈন্যরাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টায়ার নিয়ে ফিরে এলো সাথীরা।

আলীর সাথী মুজাহিদরা বুঝতে পারছিল না যে, টায়ার শেষ পর্যন্ত কোন কাজে লাগবে? আলী পুরনো কাপড়গুলো টায়ারে পেঁচাতে লাগলো এবং কাপড়ের ওপরে ভালোমত মেটে তেল লাগাতে লাগলো। পেঁচানো কাপড়গুলো ভিজে গেলো একেবারে। আলী অন্য মুজাহিদদের বোঝাতে লাগলো এখানে যা কাজ তা শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথেই ভেগে যেতে হবে। বাদ বাকি কাজ করতে হবে অন্য জায়গায়। কেননা দুশমনরা গোলাগুলি শুরু করতে খুব একটা দেরি করবে না।

আলী সাথীদের বললো, আর দেরি নয়, টায়ার কাঁধে তুলে নাও এবং চূড়ায় পৌঁছে যাও।

পাহাড়ের চূড়ায় এখন সবাই পৌঁছে গেছে। আলী ম্যাচ বের করলো এবং তাড়াতাড়ি টায়ারগুলোতে আগুন লাগাতে শুরু করেলো। কাজ শেষ হয়ে গেলেই মুজাহিদরা দৌড়ে পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেলো এবং পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিলো।

মুজাহিদরা অবশ্য ব্যাপারটা এবারই বুঝতে পারলো। জ্বলন্ত টায়ারগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে রুশবাহিনীর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

যেতে লাগলো। আগুন ধরে যেতে লাগলো যুদ্ধযানগুলোতে, ট্যাংকগুলাত। আতঙ্কে রুশবাহিনী এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো তারা বুঝাতে পারছিলো না যে কোথায় যাবে?

ষষ্ঠ

দুশমনদেরকে মৃত্যুর ভয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে দেখে আলী এবং তার সহযোগী মুজাহিদরা অত্যন্ত খুশি হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ আসতে লাগলো। যেনো কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি রুশ সেনাদের গাড়িগুলোতেও আগুন ধরে গেলো। এবং গাড়িগুলোর মধ্যে গোলাবারুদও বিস্ফোরিত হতে লাগলো। আগুনের আলোয় নিচের দিকে অন্য এক দৃশ্য ফুটে উঠলো; রুশ সেনাদের শরীর তাদের গোলাবারুদের বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ভাসতে দেখা গেলো।

কয়েকজন রুশ অফিসার এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেই দিকেই ছুটে যেতে লাগলো, যেদিকে ওঁৎ পেতে রয়েছে আলী এবং তার সহযোগী মুজাহিদরা। রুশ অফিসাররা আলীদের কাছাকাছি পৌছতেই গুলি খেতে লাগলো। এবং পাহাড়ের পাদদেশে তাদেরই জ্বলন্ত খিমার মধ্যে পড়তে লাগলো। সে সময় অন্যদিক থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ ভেসে এলো। সম্ভবত মুজাহিদদের দ্বিতীয় গ্রুপটিও হামলা শুরু করেছে।

ফায়ারিং-এর আওয়াজ ভেসে আসতেই আলী তার সহযোগী মুজাহিদদের লুকিয়ে থাকতে বললো নিঃশব্দে। এবং নির্দেশ দিলো, কোনো রুশ সৈন্য এদিকে আসলে জীবন্ত ফিরে যেতে দেবে না।

সবাই যার যার জায়গায় পজিশন নিয়ে নিলো। এখন কোনো রুশ সৈন্যের পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকলো না। কয়েকজন রুশ সৈন্য এদিকে আসতে থাকলে আলী এবং তার সহযোগী মুজাহিদদের গুলি খেয়ে উল্টো দিকে ভাগতে গিয়ে পটল তুলতে লাগলো।

অনেকক্ষণ ধরে গুলির আর কোনো আওয়াজ না পেয়ে এবং পাহাড়ের পাদদেশে নীরবতা লক্ষ্য করে আলী এবং তার সঙ্গীরা বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে পাহাড়ের পূর্ব দিকে এসে হাজির হলো। কিছুক্ষণ পর এমন একটা আওয়াজ শোনা গেলো, যার অর্থ কেবল মুজাহিদরাই বুঝতে পারলো।

মুজাহিদদের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে চেনার জন্য এই আওয়াজ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকে। এই আওয়াজের মর্ম মুজাহিদরা ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

আলী আওয়াজ দিলো এবার অন্য দিক থেকে তার জবাবও এলো। তারপর তারা সবাই মিলে একত্রিত হবার জন্য পাহাড়ের পাদদেশের দিকে যাত্রা করলো।

তারা নিচে এসে দেখলো, একশোরও অধিক রুশ সৈন্য বন্দী হয়েছে। মারাও পড়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি। আগুনের মধ্যে জ্বলে গিয়েছে এমন দুশমনদের সংখ্যাও কম নয়।

অন্য গ্রুপের মুজাহিদরা আলীকে বলতে লাগলো আমরা রাত্রে দুশমনদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য মৃত্যুপণ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এবং আমরা এখানে গোপনে অবস্থান নিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের গোলা নিচের দিকে ছুটে চলছে। দুশমনদের পুরো ক্যাম্পে আগুন। তারপর বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেলে দুশমনরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক তখনই তাদের ওপর গুলির বৃষ্টি। আলী সব ঘটনা খুলে বলার পর মুজাহিদ কমান্ডার তাঁকে জাপটে ধরলো। এবং বলতে লাগলো, যে জাতির মধ্যে আপনার মতো অল্প বয়সী এবং মেধাবী মুজাহিদদের জন্ম হয়েছে, সে জাতিকে গোলামির শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা অসম্ভব।

মালে গনিমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল দুশোরও বেশি ভারী মেশিনগান এবং অনেকগুলো ট্যাঙ্ক মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। ১৭টি ট্যাঙ্ক, ২৫টির বেশি বিমানবিধ্বংসী কামান ও অন্যান্য অসংখ্য সমরাস্ত্র চুরমার হয়ে গেছে। মুজাহেদীন কমান্ডার বললেন, আলী, এই সময় তো আমাদের কাছে নগদ টাকা পয়সা তেমন একটা নেই, ভারী অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবো না। সুতরাং আমাদের ক্যাম্প পর্যন্ত যেতে হবে এবং ওখান থেকেই টাকা পয়সা যতদূর দেয়া যায়, দেয়া হবে। আর দেরি নয়, চলুন তাহলে।

আলী বললো, মালে গনিমাতের লোভ আমাদের নেই, আর কোনো রকম লোভে পড়েও এ কাজ আমরা করিনি।

আলী অস্বীকার করলেও মুজাহিদীন কমান্ডারের কাছে যা ছিলো, পুরোটাই আলীর হাতে তুলে দিলেন।

রাতে আলী ওখানেই থেকে গেলো। ভোর না হতেই তারপর সাথীদের নিয়ে রওনা হলো। প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করার পর, তাদের নজরে পড়লো জন তিনেক মুসাফির। আলীদের দেখেই গা ঢাকা দিয়ে, অন্য পথে পা বাড়ালো। মুসাফিরদের একজন বুড়ো, একজন মহিলা এবং অন্যজন আহত এক বাচ্চা।

আলী চিৎকার করে ডাকলো বুড়োকে। তারা কাছে আসতেই বোঝা গেল, ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ছে। বাচ্চাটি ভীষণভাবে আহত।

www.nagorikpathagar.org

আলী জিজ্ঞেস করলো, তোমাদেরকে এমন ভীতসন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে, কারণটা কী বলবে? আর বাচ্চাটাইবা এতো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে কিভাবে?

বুড়ো নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন।

আলী তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললো, আমরা মুজাহিদ, ভয়ের কিছু নেই, আমরা তোমাদের সাহায্যে সবকিছু করতে পারি। বুড়োর চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। তারপর মুছতে মুছতে বললেন,

এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে আমাদের গ্রাম। যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গতকাল সকালবেলায় যখনই আমরা মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়েছি, অমনি হঠাৎ করে পাঁচটি রুশ বিমানের আগমন ঘটলো। লোকজন পালাতে লাগলো। একেবারে পাহাড়ের দিকে।

বোমা পড়া শুরু হলো সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো। গ্রামের অল্প কয়েকজনই পাহাড়ে উঠতে সক্ষম হলো। সর্বগ্রাসী বোমার মারাত্মক আঘাতে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল। বিশেষ করে নাপাম বোমার কারণে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বহু এলাকা। অসংখ্য গ্রামবাসী শহীদ হয়ে গেল।

বোমারু বিমান আকাশে থাকতে থাকতেই চতুর্দিক থেকে শুরু হয় ট্যাঙ্কের আক্রমণ। হানাদার বাহিনী যখন বুঝতে পারলো আর কেউ বেঁচে নেই, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তখন তারা লাশের সন্ধান করতে লাগলো। তারপর লাশ এবং আহত গ্রামবাসীদেরকে এক জায়গায় জমা করতে লাগলো। এবং জমা করে বিশাল একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

যখন রুশ হানাদাররা চলে গেলো, তখন আমরা যারা লুকিয়েছিলাম, নিচে এলাম, যাতে করে শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো আমরা তা-ও করতে পারলাম না। আমরা পুরুষরা মিলে অনেকগুলো কবর খুঁড়লাম। কিন্তু যে-ই লাশ উঠানো শুরু করলাম, অমনি প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হতে লাগলো। লাশ উঠাচ্ছিল এমন অনেকেরই হাত-পা উড়ে গেলো। কারো বা উড়ে গেলো অন্য কোনো অঙ্গ। আমরা আরো ঘাবড়ে গেলাম। আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না যে, কী হচ্ছে এসব! আমার ছেলেটা শহীদ হয়ে গেল। এবং আমার ছেলের ছেলেটাও এতিম হয়ে গেল।

আমরা সারারাত পাহাড়েই কাটালাম। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম দু'জন দু'জন করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো, যাতে আমাদের ওপর রুশ বোমারু বিমানগুলো আক্রমণ করতে না পারে।

www.nagorikpathagar.org

বুড়ো অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে লাগলেন, হায়! আমাদের কলিজার টুকরোগুলোকে আমরা দাফন করতে পারলাম না।

আলী জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের ওপর এই অকথ্য নির্যাতনের কারণটা কী? বলবেন?

বুড়ো বললেন, আমাদের অপরাধ আমাদের কিছু যুবক জেহাদে গিয়েছে, আর আমাদের মেয়েরা মুজাহিদদের জন্য খাবার তৈরি করে দেয়।

আলী বুড়োর সঙ্গী, আহত পৌত্রকে ব্যান্ডেজ করতে করতে বললো, মুরব্বি, আপনি আমাদেরকে আপনাদের গ্রামে পৌছে দিন, শহীদদের দাফনের কাজ আমরাই সম্পন্ন করবো।

বুড়ো বললেন, এই জুলুম করতে পারবো না। কেননা যে-ই লাশ স্পর্শ করবে, সে-ই শহীদ হয়ে যেতে পারে।

আলী বুড়োকে বললো, আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ, চিন্তার কিছুই নেই। তবুও বুড়ো অমত করলো।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদরাও আলীকে বিপদের মধ্যে না যেতে পরামর্শ দিলো কিন্তু আলী কারো কথা না শুনে, একা একাই গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলো। বাধ্য হয়ে বুড়োও সঙ্গী হলো আলীর।

আলী গ্রামে পৌছে দেখলো, এখনও কিছু লোক আছে। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা, একত্রিত হতে শুরু করলো সবাইকে বললো, আপনারা পেছনের দিকে চলে যান, আমি একলাই লাশের দিকে যাচ্ছি। আলী গ্রামে ঢোকার পথে দেখলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনো লাশের হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মাথা নেই, কারোর বা রান উড়ে গেছে। আর গর্তের ভেতরের লাশ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে কেবল পড়ে আছে হাড়গোড়। বাড়িঘর থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য চতুর্দিকে।

আলীর মনে পড়তে লাগলো, একদিন তাদের গ্রামও এইভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো।

তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইলো। না সে কাঁদলো না। নিজেকে সামলে নিলো। এবং লাশগুলোর কাছে এগিয়ে গেলো। গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলো– না, না লাশের কাছে যেও না, কথা শোনো, ফিরে এসো। কিন্তু আলী কারো কথাই কানে তুললো না।

www.nagorikpathagar.org

আলী একটি কামিস উঠিয়ে দেখলো, তার পেট চেরা, চাকু দিয়ে চিরেছে। আলী খুব সাবধানতা অবলম্বন করে পেটের চামড়া এবং গোস্ত সরিয়ে দেখলো ভেতরের ছোট্ট একটা বোমা।

এই ধরনের বোমার ব্যাপারে আলীর প্রশিক্ষণ ছিলো বলে সে এর নাম জানতো। নাম হলো প্রেসার বোম। লাশ উঠানোর সময় অথবা লাশের ওপর মাটি ঢালার সময় চাপ পড়তেই বোমাটা ফেটে যায় এবং এটা এতো শক্তিশালী যে, লাশ উদ্ধারকারীদেরও আহত করে ছাড়ে।

আলী চিৎকার করে দূরের লোকজনের কাছে একটা থলি চাইলো।

থলি নিয়ে এলো এক মুজাহিদ। আলী খুব সাবধানে লাশের পেটের ভেতর থেকে বোমা বের করে থলিতে রাখতে লাগলো। এভাবে তন্ন তন্ন করে প্রতিটি লাশের পেট বোমামুক্ত করলো আলী। বুকের ভেতরেও ভালো করে দেখলো, সেখানেও বোমা আছে কি না।

তারপর গাঁয়ের লোকদেরকে বললো, এখন আপনারা লাশগুলো দাফন করতে পারেন, ভয় নেই। কিন্তু লোকেরা বোমা ফাটার আতঙ্কে লাশগুলো ছুঁইতেই চাচ্ছিলো না। আলী সাহস দিয়ে বললো, কোনো বোমাই এখন তার পেটের মধ্যে নেই, সুতরাং কোনো ভয়ও নেই।

যখন সমস্ত লাশ দাফন করা হয়ে গেলো, আলী গ্রামবাসীকে উদ্দেশ করে বক্তব্য রাখলো,

সুধীমণ্ডলী এবং বন্ধুগণ! এটাই প্রথম গ্রাম নয়, যেখানে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই রকম অত্যাচার আমার নিজের গ্রামের ওপরও চালানো হয়েছে। সম্ভবত আফগানিস্তানের কোনো গ্রামই রেহাই পায়নি। মনে রাখবেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য সবকিছুই কোরবানি করতে হবে। এই গ্রামও যে কোরবানি দিয়েছে, আমি তার জন্য গ্রামবাসীকে সালাম জানাই। আমাদের চতুর্দিকে আজ জালেম, খুনি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন দুশমন। এই দুশমনরা মুজাহিদদের হাতে মার খেয়েই তার প্রতিশোধ নেয় নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর। ওরা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নাস্তানাবুদ করতে চায়, নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু আমরা এক একজন পাহাড়ি লড়াকু, পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের চেয়েও মজুবত হয়ে দুশমনের দাঁতভাঙা জবাব দেবো ইনশাআল্লাহ। দুশমনরা জানে না যে, বোমার আঘাতে পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে, আমাদের শরীরের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের হিম্মতে, আমাদের দৃঢ়তায় এবং গতিশীলতায় কখনো ভাটা পড়বে না ইনশাআল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধুগণ! এই গ্রামের জীবন এবং সম্পদের কোরবানি আমাদেরকে স্বাধীনতার সুসংবাদ দিচ্ছে, শহীদি মৃত্যুর। সেই কারণে, যারা স্বাধীনতার জন্য, আল্লাহ দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের জন্য কেউই চোখের পানি ফেলবেন না। বরং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের শপথ নিতে হবে। তাদের পথই সাফল্য এবং সম্মানের পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে লোকেরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

আলীর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আকাশে উদিত হলো বোমারু বিমান। সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

আলী ঐ রাতটা মজলুমদের সাথেই কাটালো। এবং অন্যান্য সবাইকে চলে যেতে বললো। কয়েকজন নওজোয়ান আলীর সাথে যাবার জন্য জেদ করতে লাগলো কিন্তু আলী তাদেরকে হেডকোয়ার্টারে যাবার জন্য পরামর্শ দিলো। আগে সেখানে গিয়ে ট্রেনিং তারপরে আর সব। আলী খুব সকালেই তার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো। সঙ্গে গেল মুজাহিদরা। সাথে করে সে প্রেসার বোমের থলিটাও নিয়ে নিলো। এক মুজাহিদ বললো, এই ঝামেলার বোঝা বয়ে কোনো লাভ আছে? আলী বললো! পথে কোনো কাজে লাগতেও তো পারে! তা ছাড়া সুযোগ পেলে দুশমনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবো।

অন্য একজন মুজাহিদ মন্তব্য করলো, ঘটনাক্রমে রাস্তায় ফেটে গেলে হয়, সবাই একেবারে কিমা হয়ে যাবো। আলী তার কথা শুনে হাসলো এবং বোঝালো যে লাশের পেটের মধ্যে আবার না রাখা পর্যন্ত ফাটবে না, দেখে নিও। সুতরাং কোনো চিন্তা নেই, এগিয়ে চলো।

সূর্য ডুবতে এখনও খানিকটা দেরি। একটি পাহাড় পাড়ি দিতে গিয়ে আলীর চোখে পড়লো- কয়েকজন লোক। আলী পাথরের আড়ালে তার সঙ্গী মুজাহিদদের লুকিয়ে পড়তে বললো।

তারপর তারা ঐ লোকদের সন্দেহজনক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

লোকগুলো বসে বসে গল্প করছিলো। আলী এবং তার সঙ্গীদের প্রতি খেয়ালই করেনি।

আলী পরামর্শ করে মুজাহিদের বিশেষ ধরনের আওয়াজ দেবার জন্য বললো। আওয়াজের জবাবে আওয়াজ এলো। বোঝা গেলো যারা গল্প করছে, তারা মুজাহিদ। একত্রিত হলো সবাই।

www.nagorikpathagar.org

পরস্পর পরিচিত হলো। যেসব মুজাহিদরা আলীর কথা বলছিলো, তাদেরই কমান্ডার বললেন, আগামীকালই দুশমনদের একটি কনভয় ভোর নাগাদ এদিকে এসে যাবে। এবং এই পাহাড়ের পূর্বদিকের গ্রামগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা রাত্রির অপেক্ষায় আছি, ঘন অন্ধকারের মধ্যেই মাইন পোঁতার কাজটা শেষ করতে চাই। আমরা ঠিক সেই রাস্তার ওপর মাইন পুঁতবো, যে রাস্তা দিয়ে ওরা কনভয় নিয়ে আসবে।

সাত

আলী জানতে চায় কনভয় কতটা বিরাট হতে পারে?

কমান্ডার বলেন, আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, কনভয় খুব একটা বড় হবে না; কেননা, তাদের লক্ষ্য কেবল এ অঞ্চলের গ্রামগুলোই। তারা চাচ্ছে– গ্রামবাসীদের এমনভাবে শাস্তি দিতে, যাতে প্রাণভয়ে আমাদের আর সাহায্য না করে। ধারণা করছি– ওতে কিছু ট্যাংক, কিছু কামানবাহী গাড়ি আর দুশোর মতো সৈন্য রয়েছে।

আলী জানাল, যদিও আমাদের যাত্রা অনেক দূরের, তবুও আজকের রাতটা আপনাদের সাথেই কাটাবো।

আলী জানতে পারলো, মুজাহিদদের কাছে গোলাবারুদ খুব একটা নেই, এই অভিযানে অবশ্য গোলাবারুদ তেমন বেশি লাগবেও না– বলে আলী। কমান্ডার আলীর কথা মনোযোগের সাথে শোনেন। আলী আরো বলল, আমার মাথায় অভিযানের একটা নতুন কৌশল কাজ করছে, এ ধরনের অভিযানে গোলাবারুদের খুব একটা দরকারও হয় না

আলী অভিযানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ায় কমান্ডার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন। বললেন, এতো অল্প বয়সে তোমার এতো বুদ্ধি! আলহামদুলিল্লাহ। তোমার পরিকল্পনা শুনে তো মনে হচ্ছে– এ ধরনের অভিযানে গোলা বারুদ ছাড়াই কামিয়াব হওয়া সম্ভব।

আলীর পরামর্শ অনুযায়ী কমান্ডার জোগাড় করলেন কয়েকজন কৃষক এবং মাটি খোঁড়ার কয়েকটি হাতিয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই দুশমনদের আসার পথে তারা বোমা পুঁতে দিল। এরপর সেখান থেকে তিন ফার্লং দূরে একটা গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল। রাত দশটার মধ্যে কয়েক ফুট চওড়া এবং কয়েক ফুট গভীর গর্তটি খোঁড়া শেষ হল। কয়েকজন মুজাহিদ কাঠ কেটে এনে গর্তের ওপর বিছিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেয়। তার ওপর ওরা এমনভাবে মাটি দিলো যে, এখানে কোনো গর্ত খোঁড়া হয়েছে বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়লো। বাড়তি কাঁচা মাটিগুলো পর্যন্ত দূরে ফেলে দেয়া হলো। ফলে এতটুকু সন্দেহের আর কোনো অবকাশ রইল না।

এ জায়গা থেকে দু-ফার্লং দূরে নিম্নভূমি। আলী কমান্ডারকে পরামর্শ দিলো, এই নিচুতেও যদি বিশাল আর একটা গর্ত খোঁড়া যায়, তাহলে দুশমনদের কমসে কম দুটো ট্যাংক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কেননা নিম্নভূমির কারণে ট্যাংক যে গর্তের দিকে পতিত হতে যাচ্ছে তা পেছনের ট্যাঙ্ক বুঝতেই পারবে না। অন্যরা বুঝতে পারলেও ব্রেক কষার সুযোগ পাবে না। একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড হয়ে যাবে।

কমান্ডার ইব্রাহীম আলীর কথায় একমত হয়ে এখানেও একটা গর্ত খোঁড়ার ফয়সালা নিলেন। যদিও মুজাহিদরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো এবং ঘুম পাচ্ছিল তাদের। তবুও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশাল এক গর্ত খুঁড়ে তার ওপর ছাদ দিয়ে রাস্তাটাও পুরোপুরি সমান করে ফেললো তারা।

মুজাহিদরা কেবল ঘণ্টা খানেক শুয়েছে। কমান্ডার ইব্রাহীম তাদের জাগিয়ে দিলেন ফজরের নামাজের জন্য। আগের রাতে তিনি গ্রামবাসীদের বলে দিয়েছিলেন– সেহরি খাবার সময়ই তারা যেন গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। এই কারণে দেখা গেল সকাল হতে না হতেই পুরো গ্রাম খালি হয়ে গেছে। সকালের দিকে যখন বিমানগুলো বোম্বিং করতে এলো তখন সেখানে একটি প্রাণীও আর নেই, চলে গেছে সবাই। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে লাগলো গ্রাম, কোথাও কোথাও আগুনও লেগে গেছে। কিন্তু বোমায় কোনো জানের ক্ষতি হলো না।

আলী এবং অন্যান্য মুজাহিদ ফজরের নামাজ শেষ করার পর রাস্তার দুই ধারে ওঁৎ পেতে দুশমনদের অপেক্ষা করতে লাগলো। দুশমনদের হামলার একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– যে গ্রামের ওপর তারা চড়াও হবে সর্বপ্রথম সেখানে বিমান থেকে বোমা হামলা চালাবে, তারপর ট্যাঙ্ক-কামান দিয়ে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে বাদবাকি মানুষজন শেষ করে ফেলবে, গণহত্যা চালাবে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের কনভয়গুলো আসা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক থেকে আশপাশের পাহাড়ে গোলাগুলি অব্যাহত থাকলো– যেনো পাহাড়ে যদি কোনো মুজাহিদ সৈন্য লুকিয়ে থাকে তো পালিয়ে যাবে, কনভয়ের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু মুজাহিদরা তো লুকিয়ে আছে বিরাট বিরাট পাথরের টুকরো দিয়ে ঘেরা মোর্চার মধ্যে, বড় বড় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। দুশমনেরা তাদের ঠাহর করতে পারল না। মুজাহিদরা দুশমনদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখার জন্য দারুণ উতলা। এমনি মুহূর্তে প্রথম ট্যাঙ্কটা বারুদের সুড়ঙ্গের কাছাকাছি এসে গেল।

www.nagorikpathagar.org

আবার বুকে উত্তেজনার টিপ-টিপ। তারপর। দেখতে না দেখতেই ট্যাঙ্কের চাপে প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হলো। ট্যাঙ্ক যেন টুকরো টুকরো হয়ে আকাশে উড়তে লাগলো।

কনভয়ের প্রথম অংশ থেমে গেলো। আশেপাশের পাহাড়ের ওপর গুলিও শুরু হলো। যখন দুশমনদের ধারণা হলো– কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তখন তারা গাড়ি থেকে নেমে নিহদের সরাতে লাগলো। সামনের দিকের রাস্তায় বোমা পোতা আছে কি না তা-ও চেক করতে লেগে গেল।

আলী প্রথমেই মুজাহিদদের বলে দিয়েছিলো দুশমনদের ওপর আক্রমণ চালানো হবে একেবারে শেষের দিকে। এই জন্য কোনো মুজাহিদ যেন আগে ভাগে গুলি না চালায়। যদি প্রথম দিকে গুলি চালানো হয়, দুশমনরা ভেগে যাবার সুযোগ পাবে এবং তাদের কোনো বড় ধরনের ক্ষতিও আমরা করতে পারবো না।

সার্চ-টার্চ করে এবং হামলার জবাব না পেয়ে দুশমনদের একিন হল, সামনের দিকের রাস্তা সাফ এবং পাহাড়ের ওপরও কোনো মুজাহিদ নেই। ফলে ওরা সামনের দিকে এগোতে থাকলো। কিন্তু খুব একটা দূরে যেতে না যেতেই, ওদের অগ্রবর্তী ট্যাংক খুঁড়ে রাখা গর্তের ছাদের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি আশপাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গ্রামের দিকে দ্রুত ধাবিত হলো। ট্যাঙ্ক এবং কনভয়ের অন্যান্য গাড়ি গর্তে পড়ার ভয়ে রাস্তা ছেড়ে চলতে লাগলো। কিন্তু নিম্নভূমিতে তো খুঁড়ে রাখা আছে গর্ত! তা এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিলো না। কিছু সৈন্য নিম্নভূমি পর্যবেক্ষণের জন্য নেমে গেল। আলী এইসব জায়গায় গর্ত গভীর করে খোঁড়ার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিয়েছিলো, নজর দিয়েছিল কেউ যেন বুঝতেই না পারে যে, এখানে গর্ত করা হয়েছে। ট্যাংক নিম্নভূমি পার হয়ে যেইমাত্র সামনে অগ্রসর হয়েছে, অমনি ডিগবাজি খেয়ে গর্তে পড়ে গেল। পেছনে চলতে থাকা ট্যাঙ্কটিও পড়ল। আলী এবং ইব্রাহীম মুজাহিদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, যেইমাত্র দুশমন কামানবাহী গাড়ি থেকে নামবে, অমনি ফায়ার শুরু করবে। দুশমনরা চিন্তামুক্ত অবস্থায় রাস্তা তৈরির জন্য বাইরে এলো।

মুজাহিদরা দুই দিক থেকে গুলি শুরু করলো। গুলি খেয়ে মাটিতে ছটফট করতে লাগলো দুশমনগুলো। অনেকেই পটোল তুললো। কেউবা গাড়িতে আশ্রয় নিলো। ওদিকে মুজাহিদদের কাছে অবশ্য এতটা গোলাবারুদ ছিলো না, যা দিয়ে ট্যাঙ্ক কিংবা কামানবাহী গাড়ির ক্ষতি করা যায়। তবুও তিন তিনটি ট্যাঙ্ক আটকে গেলো গর্তের মধ্যে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো একটা। অন্তত বিশজন শত্রুসৈন্য খতম হলো। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ফায়ারিং শেষ হলে দুশমনরা লাশ ওঠানোর কাজ শুরু করলো।

www.nagorikpathagar.org

কমান্ডার ইব্রাহীম এবং আলীর খুশির সীমা নেই এই জন্য যে, এই অভিযানে তারা দুশমনদের জান এবং মাল দুই দিক থেকেই ভালোমত ক্ষতি করতে পেরেছে। তারা তিনটি ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ফেলে রেখে ভেগে গেছে। তাদের চলে যাবার পর পাহাড়ে ধ্বনিত হতে লাগলো নারায় তাকবির। তবুও আলীর মধ্যে একটা দুঃখ, যদি হাতিয়ার পরিমাণমতো থাকতো তাহলে আজকে বিরাট সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিলো, বিপুল পরিমাণে শত্রুসৈন্য খতম করা যেতো। মুজাহিদদের হাতিয়ার কম থাকার কারণেই বেশ কিছু শত্রুসৈন্য হাতিয়ারসহ ভেগে যেতে পারলো। জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আলী তার নিজের মুজাহিদ গ্রুপের কেন্দ্রে এসে পৌছলো। টহলরত মুজাহিদরা তার পরিচয় নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিলো। এই কেন্দ্রের কমান্ডার হচ্ছেন ওমর। আফগান সরকারের সামরিক বাহিনীর যিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট।

যখন রুশ সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করলো, ঠিক তখনই তিনি আফগান সামরিক বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে মুজাহিদ বাহিনীতে ঢুকে পড়েন এবং যখন থেকে এখানে কেন্দ্র করা হয়েছে, তখন থেকেই এখানকার তিনি ইনচার্জ। এই কেন্দ্রের অধীনে অবশ্য আরো কয়েকটি ছোট ছোট কেন্দ্র আছে।

কমান্ডার ওমর আলীকে চট করে ভেতরে ডেকে নিলেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজখবর নেয়ার পরই বললেন, ওয়ারলেসের মাধ্যমে তোমার আসার খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি। কিন্তু আসতে তোমাদের দু'দিন দেরি হয়ে গেছে।

আলী আসার পথের সব ঘটনা কমান্ডারকে খুলে বললো। যে কারণে পৌছতে পৌছতে দুইদিন দেরি হয়ে গেছে। কমান্ডার ওমর সব ঘটনা শোনার পর বললেন : সত্যিই তোমরা বিরাট ধরনের কাজের আঞ্জাম দিয়ে এসেছো। কিন্তু চিফ কমান্ডারের হুকুমে হুবুহু আনুগত্য করে সময়মতো এখানে পৌছানোর দরকার ছিলো। গত দুই দিনই আমরা তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমরা তোমাদের হায়ার কেন্দ্রে পৌছে দেবো। তোমরা কাজ কিভাবে করবে এবং কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে করবে সেটা অবশ্য সেখানে পৌছানোর পর বুঝতে পারবে। যাও, এখন বিশ্রাম করো গিয়ে। রাত ৪টার দিকে গণ্ডগোল হইচইয়ের কারণে আলীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই দেখতে পেলো সমস্ত মুজাহিদ বুট পায়ে দিচ্ছে এবং এমনটা মনে হলো যে, কোনো গোপন অভিযানে যাচ্ছে সবাই যেন।

সে তড়াক করে উঠে গেল। অস্ত্র হাতে নিলো। গুলিগোলা চেক করে কমান্ডার ওমরের কাছে এলো। এবং ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করতেই কমান্ডার ওমর বললেন, একটু আগেই ওয়ারলেসে খবর এসেছে– আমাদের একটা গ্রুপ সম্পূর্ণভাবে শত্রুবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে তারা। যদি এই মুহূর্তে আমরা তাদের সাহায্য না করি তাহলে সবাই

www.nagorikpathagar.org

শেষ হয়ে যাবে। কেননা সেখান থেকে ভেগে যাবার কোনোই পথ নেই। আলীও সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলো কিন্তু কমান্ডার বললেন, একেতো সবেমাত্র বিশ্রাম নিচ্ছো, তা ছাড়া তোমরা তো আমাদের মেহমান, সেইজন্য আরামই করো আপাতত। কিন্তু আলী বারবার অনুমতি চাইতে লাগলে শেষ পর্যন্ত ওমর অনুমতি না দিয়ে পারলেন না।

প্রায় দেড় ঘন্টা চলার পর একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে আলী থামলো। কমাণ্ডার ওমর ওয়ারলেসে ঐ ঘেরাও হয়ে থাকা গ্রুপের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। কমান্ডার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা ভোর হওয়ার আগেই তিনি তাদেরকে মুক্ত করতে চাচ্ছিলেন। দেরি হয়ে গেলে ঘেরাও ভাঙা যাবে না। তিনি আলীকে ওয়ারলেস দিতে দিতে বললেন, চেষ্টা করতে থাকো যোগাযোগ করা সম্ভব হয় কি না?

অষ্টম

কমান্ডার মুজাহিদদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, এই প্রথমবারের মতো অন্য একটি গ্রুপ আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে, আমরা যদি তা সময়মতো পৌঁছাতে না পারি, তাহলে তো লজ্জায় কাউকে মুখ দেখানোরও সুযোগ থাকবে না।

হঠাৎ ওয়ারলেসে সংযোগ সম্ভব হলো। আলী ওয়ারলেস কমান্ডারের হাতে তুলে দিতেই ঘেরাও হয়ে থাকা গ্রুপের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলেন এবং জানতে চাইলেন দুশমনদের পজিশন সম্পর্কে। সাথে সাথে লিখেও নিলেন সবকিছু। কথা শেষ করেই কয়েকজন দক্ষ মুজাহিদকে কমান্ডার ডাকলেন। তারপর টর্চের আলোয় তাদেরকে একটি নকশা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এদের মধ্যে আলীও আছে।

কমান্ডার বলতে লাগলেন, মুজাহিদদের ঐ ঘাঁটির দশজন ইতোমধ্যেই শহীদ হয়ে গেছেন। পনেরজন আহত হয়েছেন। বাকি ১৮ জন এখনও প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন। কিন্তু তাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বড়জোর ঘন্টাখানেক লড়াই করতে পারবে। ঘাঁটিটির দক্ষিণ প্রান্তে দুশমনদের সংখ্যা বেশি। ট্যাঙ্কও আছে তাদের সঙ্গে। দুশমনরা ধারণা করেছে মুজাহিদরা সাহায্য পেলে এ প্রান্ত থেকেই পাবে। তাদের এ ধারণা অবশ্য ঠিকও। পূর্ব প্রান্ত থেকে সাহায্য পৌঁছানো সম্ভবও নয়। কেননা এদিকে তো শত্রুসৈন্যরা আগে থেকে মোর্চা তৈরি করে আছে। দক্ষিণ দিকে শত্রুসৈন্য কম থাকলেও মুজাহিদদের এমন কোনো ঘাঁটি সেদিকে নেই যেখান থেকে সাহায্য পাঠানো যায়। আর এই

www.nagorikpathagar.org

দুর্বলতার খবরও দুশমনরা জানে। উত্তর দিকে শত্রুরা যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই কারণে সব দিক থেকে দুশমনদের ওপর হামলা চালানো আত্মহত্যার শামিল। কেননা ওদিক থেকে মাত্র চার মাইল দূরে রয়েছে দুশমনদের বিরাট ঘাঁটি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখান থেকে তারা বিদ্যুতের গতিতে হাজির হয়ে যাবে। দুশমনদের পরিকল্পনাও তাই।

তারা চাচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকে মুজাহিদদের সাহায্য আসা বন্ধ করতে, সেই সাথে মুজাহিদদের উত্তর দিকে ভাগিয়ে দিতে, ভাগতে বাধ্য করতে। যাতে করে উত্তর দিকে ভাগতে থাকা মুজাহিদদের গ্রেফতার করা যায়। বাকি থাকে পশ্চিম দিকটা। প্রথমত এ দিকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে; দ্বিতীয়ত এদিকের পাহাড়গুলো একেবারে খোলামেলা উদোম থাকে বলে লুকিয়ে থাকবার মতো কোনো জায়গাই নেই মুজাহিদদের জন্য। তাছাড়া এদিকে রাতের বেলায় দুশমনরা নিক্ষেপ করে আলোক বোমা– মুজাহিদরা ভাগতে গেলেই যেন চোখে পড়ে এবং দমাদম গুলি করা যায়। অন্য দিকে কোনো রাস্তা নেই বললেই চলে, যা-ও বা আছে তা একেবারেই দুর্গম। কেননা পাহাড়গুলো খাড়া খাড়া। আমাদের কাছে এখন মাত্র ৬০ জন মুজাহিদ আছে। আর দক্ষিণ দিকেই দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা হবে ৫০০ থেকে ৭০০-এর মতো। এখন এই অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কোন দিক থেকে চড়াও হবো।

এক একজন মুজাহিদ মতামত দিচ্ছিলেন এক এক রকম। শেষ পর্যন্ত আলী বললো, আমি যদিও আপনাদের মতো অভিজ্ঞ নই তবুও আমার পরামর্শ হচ্ছে যেহেতু শত্রুরা ধরেই নিয়েছে ঘেরাও করে রাখা মুজাহিদদের সাহায্য আসতে পারে দক্ষিণ দিক থেকেই। সুতরাং ৬০ থেকে ৪০ জন হামলা করুক দক্ষিণ দিক থেকে এবং বাকি ২০ জন উত্তর দিক থেকে ঘাঁটির ওপর সরাসরি অভিযান চালিয়ে ভেগে যাবার পথ তৈরি করুক।

কিন্তু উত্তর দিক থেকে হামলা করাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। কেননা সেখানে তো দুশমনদের সৈন্য সংখ্যা ১০০-এর কম হবেই না।– কমান্ডার ওমর বললেন।

আলী বললো, দুশমনরাও এরকমই ভাবছে যে, কোনো অবস্থাতেই উত্তর দিক থেকে হামলা হবে না। এ জন্য হামলা হবে অনির্ধারিত। দুশমনরা আমাদের শক্তির আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু যখন আন্দাজ করতে পারবে তখন তো আটকে পড়া মুজাহিদরা আমাদের সাথে এসে মিলে যাবে। আলীর এ কথা শুনে কমান্ডার চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারপর বললেন, অভিযানটা ভয়ানক বটে। কিন্তু উপায়ও তো দেখছি না। আচ্ছা বলোতো ভাগতে থাকা মুজাহিদরা যদি পূর্বপ্রান্তের দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই যায়, কী হবে তখন!

www.nagorikpathagar.org

পূর্বপ্রান্তের রুশ-সৈন্যরা আক্রমণ করবে না। কেননা আমরা যখন হামলা করবো, তখন দুশমনরা ঐ পূর্বপ্রান্ত থেকেই ভেগে যাবার তালে থাকবে। আর যদি ওরা ফায়ারিং করেও তবু ওদের লোক ঐ দিকেই বেশি বলে, ওরাই মরবে। এবং বেশি করে মরবে ওদের নিজেদের গুলিতে।

আলীর কথা শুনে কমান্ডার বললেন, বয়স তোমার কম কিন্তু কুদরত তোমাকে মেধা দিয়েছেন অনেক। আমি তো একজন সামরিক অফিসার তবুও তো আমার মাথায় খেলেনি ব্যাপারটা। যাই হোক, এ এক ভয়ানক অভিযান। তোমাদেরই অভিযান সুতরাং সর্বোত্তম পন্থা তোমাদেরই অনুসরণ করতে হবে। ঠিক আছে ২০ জনের পরিবর্তে ৩০ জনই নিয়ে যাও।

বাকি ৩০ জনের সহযোগিতায় দুশমনদের আমাদের দিকেই মনোযোগী করে রাখবো আমিই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে– নিজেদেরকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলবে না। আলী বললো, আমার খুব ভালো লাগছে এই জন্য যে, দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করেছেন আমাদেরকে। দোয়া করুন আমাদের জন্য, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসবো। আর ওয়ারলেসটা আমাদেরকেই দিন, কেননা আটকে পড়া মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ আমাদেরকেই করতে হবে। কমান্ডার ওয়ারলেস সেট দিতে দিতে বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমাদের সাফল্য দান করুন।

আলী এবং সঙ্গী মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে গেল। এবং যেতে যেতে কমান্ডারের উদ্দেশে আলী আহ্বান জানালো– আপনি গিয়েই হামলা শুরু করে দেবেন। কেননা সূর্য ডোবার আগেই আমাদেরও কাজ শুরু করতে হবে।

আল্লাহরই নাম নিয়ে আলী যাত্রা করলো। বিপদসংকুল রাস্তা। পদে পদে ভয়। দু'জন মুজাহিদ আগে আগে চলেছ। বাকিরা খানিক পেছনে। এরা দু'জন জংলী জানোয়ারের মতো আওয়াজ তুলে ইশারা করতেই অন্যরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে ধীর ধীরে হেঁটে, বসে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে তারা গিয়ে পৌঁছলো একটা পাহাড়ি খালের কাছে। যেখানে আছে অনেকগুলো ঝোপ-ঝাড়। সকল মুজাহিদকে আলী এখানে বসতে বললো। আর মাত্র তিনজন মুজাহিদকে নিয়ে আলী দুশমনদের মোর্চার দিকে চলে গেল।

কিছু দূর যেতেই আলীদের চোখে পড়লো দুশমনদের তাঁবু। একটি তাঁবুর ভেতর থেকে তখন একজন রুশ সৈন্য বেরিয়ে আসছিলো। আলী সবাইকে সতর্কতার সাথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে বললো, এবং দুশমনদের পজিশন দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে নির্দেশ দিলো। আলী নিজেও হামাগুড়ি দিয়ে রওনা

www.nagorikpathagar.org

দিলো। কিছু দূর অগ্রসর হওয়া মাত্র তার চোখে পড়লো একটি তাঁবু থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে এবং তার আশপাশেও রয়েছে অনেকগুলো তাঁবু। বাইরে সৈন্য। ভারী অস্ত্রসহ টহল দিচ্ছে। আলীর বুঝতে কষ্ট হলো না, যে, আলো ঠিকরে পড়া তাঁবুতে কোনো বড় অফিসার রয়েছেন।

আলী চিন্তা করতে লাগলো– কোনো কায়দায় যদি সৈন্যদের বিভ্রান্ত করা যায়, তাহলে দুশমনদের সমস্ত পজিশনের খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু আলী এটাও ভাবতে থাকলো যে, যদি ওদেরকে বিভ্রান্ত না করা যায় তাহলে গোটা অভিযানটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তবুও তার মগজে একটা চমৎকার সমাধান এসে হাজির হলো– দুশমন সৈন্যরা রাত জেগে জেগে এখন ক্লান্ত, তেমন কোনো বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তাছাড়া অফিসার তো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে হয়তো। আশপাশে খুব বেশি সৈন্য টৈন্য নেই। যে কয়েকজন এদিকে আছে, একেবারে অসতর্ক অবস্থায় আছে। অসতর্ক যদি না হবে, তাহলে তো পাহারা এতোটা ঢিলেঢালা গোছের হতো না। আলী দুশমন সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার সিদ্ধান্ত নিলো।

সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহারারত সৈন্যটির পেছনে গিয়ে পৌঁছলো। তারপর লাফ দিয়ে তাঁকে জাপটে ধরে, চিৎকার করার আগেই মুখ চেপে ধরলো। সাথে সাথে অন্য হাত দিয়ে মাথায় এমন জোরে আঘাত করলো যে সৈন্যটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলো। আলীর কৌশল কাজে লাগলো। তারপর সৈন্যটিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নালার কাছে নিয়ে এলো।

নয়

ইতোমধ্যে অন্য মুজাহিদরাও পৌঁছে গেছে। বেহুঁশ রুশ সৈন্যটিকে হুঁশ করার চেষ্টা শুরু হলো। খুব দেরি হলো না হুঁশ করতে। হুঁশ ফিরতেই মুজাহিদদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিতভাবে ঘাবড়ে গেলো সে। আলী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– আমাদের সহযোগিতা করলে, তোমাকে কিছুই বলা হবে না। আর যদি এতটুকু ক্ষতি করার মতলব তোমার এখনো থেকে থাকে, তাহলে মুখ দিয়ে একটা চিৎকার বেরোবার আগেই তোমার জান কবজ করে ছাড়বো।

আপনারা যদি আমাকে না মেরে ফেলেন এবং অক্ষত রাখেন তাহলে সবধরনের সহযোগিতা করতে রাজি আছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি বাধ্য হয়ে আছি ওদের সাথে, প্রাণের দায়ে আছি।

www.nagorikpathagar.org

আলী রুশ সৈন্যদের সমস্ত পজিশনের খবর এ রুশ সৈন্যটির কাছ থেকে পেয়ে গেল। যে ক'জন মুজাহিদকে পজিশনের খবর আনার জন্য আগেই পাঠানো হয়েছিলো তারাও এসে ঐ একই ধরনের খবর বললো।

আলী রুশ সৈন্য এবং ফিরে আসা মুজাহিদদের সাথে আলাপ করে এবং আরো তথ্য সংগ্রহ করে বুঝতে পারলো– আলীরা এদিকে যে কী ঘটাতে যাচ্ছে তার কোনো খবরই দুশমনদের কাছে নেই। আরো বুঝতে পারলো– এই দিকটায় দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা একশ'র মতো হবে। কিছু আফগান দালাল সৈন্যও আছে, একজন দালাল অফিসারও আছে– যে তাঁবুর মধ্যে এখন আরামে নাক ডাকছে। দুশমনদের প্ল্যান হচ্ছে আটকে পড়া মুজাহিদদের তারা ভোরের দিকে বন্দী করবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্য তখনও পাহাড়ের চূড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে।

আলী হঠাৎ সাংঘাতিক রকমের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। এই আওয়াজের অপেক্ষায় ছিল আলী। আলী বুঝতে পারলো– কমান্ডার ওমর কাজ শুরু করেছেন। এদিকের দুশমনেরাও যেন একটু সতর্ক হলো– মুজাহিদদের কেউ বাইরে এলেই যেন বন্দী করতে পারে।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদদের সে তিন ভাগে ভাগ করলো। এক এক গ্রুপে ৫ জন করে মুজাহিদ। আলী একটা গ্রুপকে নির্দেশ দিলো সৈন্যদের গাড়ির ওপর আক্রমণ করতে হবে ঝটপট। তারপর চলে আসতে হবে নালার কাছে (পাহাড়ি খালের কাছে)। অন্য দশজনের গ্রুপকে নির্দেশ দিলো তাঁবুগুলোতে আগুন লাগাতে। সেই সাথে অস্ত্রের গুদামেও আগুন লাগাতে বললো আলী– এমনভাবে যেন নিজেদের কোনো ক্ষতি না হয়। এসব কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা যেন পূর্বপ্রান্ত থেকে আসতে থাকা দুশমনদের পথরোধ করে। এবং দুশমনদের ঘেরাওয়ের মধ্যে না পড়ে।

দুটো গ্রুপই রওয়ানা দিলো। আলী দেরি না করে আটকে পড়া মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করলো এবং তাঁকে বললো, আপনারা ঐদিক থেকে পালানোর চেষ্টা করুন।

আটকে পড়া কমান্ডার ওয়ারলেসে বললেন, উত্তর দিকে গেলে তো দুশমনরা আমাদেরকে জীবন্ত বন্দী করবে। তারা তো ওঁৎ পেতে বসে আছে।

আলী বললো, আপনি মুজাহিদদের নিয়ে অগ্রসর হোন; দশ মিনিটের মধ্যে রাস্তা সাফ পাবেন। এবং দুশমনদের পূর্ব দিকে ভাগতে দেখবেন। ওরা এখন আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে। এর চেয়ে বেশি বলার সময় এখন না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন– সময় একেবারেই নষ্ট করবেন না। আটকে পড়া কমান্ডারের

www.nagorikpathagar.org

সাথে আলাপ করে আলী অন্য ১৫ জন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুশমনদের মোর্চার দিকে অগ্রসর হলো। অগ্রসর হলো হামাগুড়ি দিয়ে যাতে দুশমনরা তাঁকে দেখতে না পায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অভিযান শেষ করতে না পরলে আটকে পড়া মুজাহিদরাও বাঁচবে না, আলীর সাথীরাও বাঁচবে না। এই জন্য প্রতিটি কদম বুঝেসুঝে ফেলতে হচ্ছে। বন্দী রুশ সৈন্যটিকে পাঠানো হয়েছিলো আগুন লাগাবার দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রুপের সাথে। যেন সে ভালোমত সাহায্য করতে পারে। এবং ঐ গ্রুপকে এ-ও বলে দেয়া হয়েছিলো যে, দুশমনদের পেলে একটাও জীবন্ত রাখা যাবে না। কেননা আমাদের সাথে এতো মুজাহিদ তো নেই যারা দুশমনদের বন্দী করে পাহারা দেবে।

আলীরা একটা পাহাড়ের আধাআধি চড়াও হলো, যেখান থেকে দুশমনদের মোর্চা সাফসাফ দেখা যায়। আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা অল্প অল্প দূরত্বে বড় বড় পাথর এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। মোর্চার ওপর রকেট লাঞ্চার দিয়ে হামলা করার কথা। কিন্তু আক্রমণ শুরু হবে তাঁবুতে আগুন লাগানোর পর। আলীর চোখ তাঁবুর দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলো মুহূর্তের মধ্যে সারা তাঁবুতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সে দুশমনদের গাড়িগুলোকে খালের দিকে যেতে দেখল। ইতোমধ্যে অস্ত্রাগারে আগুন লেগে গেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে গেল। আলী এ সময়টারই অপেক্ষায় ছিল। পাহাড়ের ওপর দুশমনদের মোর্চা। আলী মুজাহিদদের নিয়ে সেখানে রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করতে লেগে গেলো খুব হঠাৎ করে।

দুশমনরা ছিল বেখবর। মুজাহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। তাই প্রতিরোধের চিন্তা বাদ দিয়ে ওরা ভেগে যাবার মতলব করল। আলীর ধারণা মতোই পূর্ব দিকে সব ভাগতে লাগল লেজ তুলে।

আটকে যাওয়া মুজাহিদদের সাথে আলী ওয়ারলেসে যোগাযোগ করল। পূর্ব দিকের রাস্তা পরিষ্কার। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। দেরি করবেন না। সিগন্যাল দিয়ে আলী আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সামনের মোর্চা দখলে এগিয়ে গেল।

বন্দী মুজাহিদদের ভেতর শহীদ ছিল। আহতও প্রচুর। আলী বুঝতে পারছে ওদের বেরোতে দেরি হবে। তাই সে ওয়ারলেসে পুনরায় সিগন্যাল পাঠালো। ব্যাকুল হয়ে তাদেরকে বোঝালো হাতে আর দশটা মিনিট সময় আছে। এরই মধ্যে আপনারা পুবের খালের খাড়িতে পৌছে না গেলে ভয়াবহ অবস্থার শিকার হতে হবে আপনাদেরকে এবং আমাদেরকেও। আমরা সংখ্যায় এত কম যে এখান থেকে দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারবো না। আমরা মূলত আপনাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

ভাগিয়ে নেবার জন্যই এ পথে এসেছি– ওরা বুঝতে পারলে আমাদের পিছু নেবে। নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। খালের খাড়িতে পাঁচজন মুজাহিদ অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য। এক্ষনি ওদের কাছে পৌছে যান।

পলায়নরত রুশ-আফগান সৈন্যদের বেশ কয়েকজন মারা গেল। আহত হলো অনেক। আলীর যখন ধারণা হলো বন্দী মুজাহিদরা মুক্ত হয়ে খাল পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং দুশমনদের আর আক্রমণ করার সুযোগ নেই, তখন সে সাঙ্কেতিক একটি ফায়ারিং করে অন্য দশজন মুজাহিদকে খালের কাছে পৌছে যাবার নির্দেশ করলো। এবং নিজে দুশমনদের অস্ত্রগুলো অকেজো করার কাজ শুরু করে দিলো।

আলী প্রেশার বোমের কথা ভোলেনি। সে মৃত দুশমনদের পরীক্ষা করে দেখলো। ভেগে যাওয়া দুশমনরা সেসব পেটে ঠিকই প্রেশার বোমা রেখে গেছে। তার সংগের দশ জন মুজাহিদের পাঁচজন ছাড়া বাকি পাঁচজনকে ফিরে যেতে বললো। যারা থেকে গেলো তাদেরকে আলী অবিরাম গোলাগুলি চালাতে বললো। (ঘটনাক্রমে এইসব গোলাবারুদ সবই ছিলো দুমমনদের থেকে পাওয়া গোলাবারুদ।) এতে করে একদিকে গোলাবারুদও ধ্বংস হবে, অন্য দিকে ভয়ও পাবে দুশমনরা।

আর দেরি না করে পাঁচজন মুজাহিদসহ প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলো আলী। খালের কাছে এসে সব মুজাহিদকে ছোটো ছোটো গ্রুপ করে বেরিয়ে যেতে বললো। কেননা এমনও হতে পারে দুশমনরা খালের পাড় ধরে মাইন পুঁতে রেখেছে। বিচিত্র নয় যে, তারা হয়তো ওঁৎ পেতেও আছে। আলী আবারও তাদেরকে সতর্ক হয়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো।

আলী এবং মুজাদিরা গ্রুপ করে করে পাহড়ের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছিলো– এমন সময় দুশমনদের বিমান হামলা শুরু হয়ে গেল। মুজাহিদরা পাহাড়ের পাথর এবং ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিতে লাগলো। দুশমনদের মূল লক্ষ্য ছিলো গাঁয়ের বসতি। সুতরাং সেখানেই তারা বোম্বিং শুরু করলো। কিন্তু কিছু বোমা মুজাহিদদের মধ্যে পড়লো। দু'জন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল।

আলী আহত, শহীদ এবং অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে ঘাঁটিতে পৌছে গেল। কিন্তু তখনও কমান্ডার ওমর এসে পৌছেননি। বন্দী মুজাহিদদের (এখন মুক্ত) কমান্ডার আলীর প্রশংসা করে বললো, আমরা এমনভাবে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম যে, কারোই বাঁচার কথা ছিলো না। কিন্তু আপনারা আমাদেরকে এভাবে যে উদ্ধার করবেন– বিশ্বাসই করতে পারিনি। এখন বিষয়টা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তিনি আরো বললেন, যখন আমি মোর্চার ভেতর থেকে আপনাকে পাহাড়ের ওপর দেখি তখন আপনাকে কিন্তু কমান্ডার হিসেবে ভাবতেই

www.nagorikpathagar.org

পারিনি। মনে করেছিলাম, কমান্ডার হয়তো অন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। আমি খুব আনন্দিত এই জন্য যে, আমাদের জাতির মধ্যে আপনার মতো অল্পবয়স্ক অথচ বড় বীর বাহাদুর আল্লাহ দান করেছেন। শুধু বীরই নন আপনি, মেধাবী সেনাপতিও। আপনার মতো আমারও একটি ছেলে ছিলো। গত বছর সে শহীদ হয়ে গেছে।

সমস্ত মুজাহিদ ক্লান্তির ঘুমে ঢুলছিলো। সতীর্থদের আহত এবং নিহত হবার বেদনাও তাদের মধ্যে জাগ্রত ছিলো। কিন্তু এসব তো মুজাহিদদের জীবনের নিত্যদিনের ঘটনা। সুতরাং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর নাস্তা সেরে নিলো সবাই। তারপর বিছানায় চলে গেল, যে বিছানায় অসম্ভব কষ্ট করে কেবল মুজাহিদরাই ঘুমাতে পারে।

তখন জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মুজাহিদরা ঘুম থেকে জাগলো। কমান্ডার ওমর এখনও এসে পৌঁছাননি। আলী ভাবছিলো যে কমান্ডার ওমরকে সে খবর পাঠাবে যে, আলীরা এসে গেছে। কিন্তু খবর পাঠানো লাগলো না। কমান্ডার ওমরের ফেরার খবর এক মুজাহিদ চিৎকার করে জানিয়ে দিলো।

সব মুজাহিদ কমান্ডারকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে এলো। এবং নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগলো। কয়েকজন মুজাহিদ তো আনন্দে ব্লাঙ্ক ফায়ারিং শুরু করলো। ওমর আলীকে দেখেই বুকের মধ্যে নিয়ে নিলো। এবং ধন্যবাদ দিতে লাগলো। সদ্যমুক্ত কমান্ডারও আলীকে জড়িয়ে ধরলেন।

কমান্ডার ওমর সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানাতে চাইলেন। এবং বললেন, আমি তোমাদের পাঠানোর পর থেকে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়োছিলাম, আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছি, সহিসালামতে তোমরা যেনো ফিরে আসো। কমান্ডার ঘটনা বলা শুরু করলেন, আমরা গিয়েই হামলা করি, দুশমনরাও জবাব দিলো, গোলাগুলি সোজা আমাদের ওপর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। ৫ মিনিটের মধ্যে ৫ জন শহীদ হয়ে গেল। তারপর আমরা আমাদের পজিশন পাল্টালাম এবং সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেলাম। ইতোমধ্যে আমরা এক মুজাহিদকে পাহাড়ের ওপরে পাঠিয়ে দিলাম যেনো সে দেখে আসে, আমাদের গুলি ঠিকমতো পড়ছে কি না? তখন অবশ্য সূর্য উঠছে মাত্র।

যখন ঐ মুজাহিদ নিচে নেমে এলো, তখন আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, দুশমনরা ট্যাঙ্ক এবং কামানসহ ভাগতে শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই দৌড়ে নিজেই পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম। এবং দূরবীন লাগিয়ে দেখলাম, কথা ঠিকই। আমরা ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যে বিমান থেকে বোম্বিং শুরু হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আমরা পিছু হটলাম। আমাদের কাছে বিমান বিধ্বংসী কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। যদি থাকতো তাহলে দুশমনদের সমস্ত কিছু তছনছ কর দিতে পারতাম। এই জন্য যে তারা বোম্বিং করছিল অনেক ওপর থেকে। সুতরাং পিছু হটতে আমাদের দেরি হচ্ছিল। কিন্তু তোমরা যে অভিযান চালিয়েছো তা দীর্ঘকাল স্মরণে রাখার মতো।

আলী কেন্দ্রে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। হঠাৎ আফগান বাহিনী থেকে দুই বন্দী সৈনিক হাজির হলো। তারা স্বপক্ষ ত্যাগ করে ভেগে এসেছে। তারা জানালো, গতকাল সকালে আপনারা যখন হামলা করেছিলেন, আমাদের অফিসাররা ধারণা করেছিলো, বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ আক্রমণ করেছে এবং সবাইকে ঘিরে ফেলেছ। এটা বোঝার কারণ হলো উত্তর দিক থেকে প্রচণ্ড হামলার আশঙ্কা। যখন তাঁবুতে আগুন ধরে গেল, তখন আর মোকাবেলা করার কথা কেউ ভাবেনি। আবার মোর্চায় যখন আগুন ধরে গেল, তখন উর্ধ্বশ্বাসে সব পালাতে শুরু করলো। মূল ঘাঁটি থেকেও সবাইকে পালানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু দুপুরের পরে যখন সবাইকে একত্রিত হতে দেখা গেল তখন সবাই বলাবলি শুরু করলো মুজাহিদরা সংখ্যায় বেশি হলে তো আমাদের পিছু নিতো, চলে যেতো না। কক্ষনো মুজাহিদরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবার পাত্র না।

নিশ্চয়ই তারা আমাদের ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। আর আমরা বোকার মতো পালানো শুরু করলাম। আমাদের ছাউনি পর্যন্ত রক্ষা করলাম না। আসরের ওয়াক্তে যখন তারা নিশ্চিত হলো যে, আপনারা চলে গিয়েছেন! তখন তাদের সামনে তাদের সমস্ত বোকামি স্পষ্ট হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় রুশ-আফগান বাহিনী ট্যাঙ্ক এবং কামানবাহী গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। আর এলো লাশ উদ্ধারের জন্য। এসে দেখলো অক্ষত অবস্থায় অনেক অস্ত্র তখনো আছে। এসব দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। কিন্তু যখনই লাশ উঠানো শুরু করলো– শুরু হয়ে গেল বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠলো সমস্ত এলাকা। বেশ কয়েকজন রুশ-আফগান সৈন্য হালাক হয়ে গেল। ফলে লাশ ফেলে পালানো শুরু করলো তারা। আমরা দু'জন সিদ্ধান্ত নিলাম আর না, জালেমদের বাহিনী থেকে পালানোর এটাই সময়। তাই পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম। রাতে ঝোপের মধ্যেই ছিলাম। সকালে এদিকে চলে এসেছি এই মনে করে যে– কোনো মুজাহিদের সাথে দেখা হলে, কেন্দ্রের ঠিকানা জেনে নেবো।

এই আবস্থায়ই আমরা মুজাহিদ ভাইদের হাতে ধরা পড়েছি। এবং আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। আলী সবার কথা শুনে খুব খুশি হলো এবং বলতে লাগলো আল্লাহর কী রহমত!

www.nagorikpathagar.org

শত্রুদের চোখে মাত্র ত্রিশজন মুজাহিদকে এক হাজর মুজাহিদ বানিয়ে দেখিয়েছেন। সম্ভবত আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরা খানিকটা ভীরুতার পরিচয় না দিলে অসংখ্য হাতিয়ার হস্তগত করতে পারতাম। হায় আফসোস! আল্লাহর মদদ আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলাম না।

কমান্ডার ওমর বললেন, আল্লাহ যে সাহায্য করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। আল্লাহ ভীরুদের সাহায্য করেন না। তোমার দুঃখ করার কিছুই নেই, সত্যিই তোমরা আল্লাহর অপার সাহায্য পেয়েছো, সন্দেহ নেই। কিন্তু লাশ- বিস্ফোরণের মোজেজাটা কী? এ আবার কোন কারিশমা দেখালে? বুঝতে পারছি না যে! আলী বললো, ঐ বোমাগুলো আমরা সাথে করেই নিয়ে এসেছিলাম।

দশম

আলী হায়দার মারকাজ গিয়ে পৌঁছলো। এশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে তখন। মোহাম্মাদ হানিফ খান মারকাজের ইনচার্জ। হানিফ খান তার গোত্রেরও প্রধান। এই হানিফ খানের গোত্রের একশরও বেশি মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছেন।

হানিফ খানের এ মারকাজটি খুব বিশাল নয়। এখানকার মুজাহিদানের বর্তমান সংখ্যা চল্লিশের মতো। মুজাহিদদের এই মারকাজে আছে ৪টি গুহা। এ গুহাগুলোতে মুজাহিদদের অবস্থান। গুহার সামনে রয়েছে নালা– যা খুব গভীর এবং সবসময় পানি থাকে যেখানে। নালার অপর পাড়ে রয়েছে বিরাট বিরাট বৃক্ষ। ফলে মারকাজটি প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত। হানিফ খান ধারণা করেছিলেন, বিশেষ মিশন নিয়ে যে ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটতে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই তিনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কেউ হবেন, হবেন কোনো বিখ্যাত মুজাহিদ। কেননা, হেডকোয়ার্টার থেকে যাকেই পাঠানো হবে, তার সম্পর্কে এ রকম ধারণা করা স্বাভাবিক এবং তিনি এমন কাজের আঞ্জাম দিতে আসছেন যা আমরা পারছি না।

আলীকে দেখে হানিফ খান বিস্মিত হলেন। ১৬-১৭ বছরের এই যুবক কী অভিযান চালাবেন। কিন্তু আলীর সাথে আসা মুজাহিদদের কাছে আলী সম্পর্কে যা শুনলেন, তাতে হানিফ খান আরো বিস্মিত হলেন। এবং এই কথা ভেবে খুশি হলেন যে, এমন মুজাহিদও আফগানিস্তানের মাটিতে জন্মেছে!

আলী দিন তিনেক এই মারকাজে অবস্থান করলো। এই সময় সে গারদেজ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলো, পথঘাটের খোঁজখবর নিলো। চতুর্থ দিন

www.nagorikpathagar.org

যাত্রা করলো গারদেজের দিকে। যাত্রকালে হানিফ খান তাঁকে ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে কিছু করতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন, যা কিছু করবে ভেবে-চিন্তে করবে।

গারদেজ পৌঁছে আলী এক হোটেলে চা খেতে বসেছে। হঠাৎ তার নজরে এলো এক পরিচিত মুখ। আলীরই গ্রামের নূর মুহম্মদ। নূর মুহম্মদ আলীকে চিনে ফেলতে দেরি করলো না। আলী আর নূর মুহম্মদ একই স্কুলে পড়তো। নূর মুহম্মদ আলীর চেয়ে অন্তত ছয় বছরের বড়।

দু'জনেই খুব ঘনিষ্ঠভাবে হোটেলের এক কোনায় গিয়ে বসলো। নূর মুহম্মদ আলীকে দেখে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগলো, আমি তো ধরে নিয়েছিলাম শহীদ হয়ে গেছো। আমার সত্যিই খুশি লাগছে যে, তুমি বেঁচে আছো। আরো দু-একজন তোমার মতো বেঁচে গিয়েছে।

মাঝে-মধ্যে ভাবি, আফগানিস্তানে রুশবাহিনী আসার আগে কতো সুন্দর পরিবেশ ছিলো। গ্রামের মানুষের মধ্যে কতো চমৎকার সম্পর্ক ছিলো। একে অপরের শোকে-দুঃখে শরিক হতো। কতো না ধুমধাম করে ঈদ করতো। আমরা ছুটি কাটাতাম।

বর্ষাকাল এলে অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠতো বর্ষাস্নাত পাহাড়ে পাহাড়ে। তারপর যখন বসন্ত আসতো এবং ফুলে ফুলে ভরে যেতো পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, কত না সুন্দর দেখাতো। কিন্তু কার কুদৃষ্টিতে সব তছনছ হয়ে গেল! উজাড় হয়ে গেল বাগবাগিচা। পুষ্পশূন্য হয়ে গেলো পাহাড়-পবর্তমালা। নূর মুহম্মদ কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠলো। এবং বললো; দোস্ত, যা কিছু বললাম কাউকে বলবে না ভাই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আফগানিস্তান এখন পরাধীন। যা বলেছি তা চেপে যাবে। কী করবো, দীর্ঘ ছয় বছর পরে আমার গ্রামের কাউকে প্রথম দেখলাম এবং তোমাকে দেখলাম। ফলে, আবেগের লাগাম টেনে ধরতে পারিনি। অনেক কথা বলা হয়ে গেল। আলী বললো, তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো। আমি সরকারের চাকরি করি না। আমি আমাদের গ্রাম ঘেরাও করার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাই নূর মুহম্মদ, গ্রামের কথা কিছু বলো না! আমার বেরিয়ে আসার পরে কী অবস্থা হয়েছে? আমি তো শুধু দেখে এসেছিলাম আমাদের গাঁয়ের সবাই একত্রিত হচ্ছে– মোকাবেলা করার জন্য। গোলাগুলি শুরু করেছে। কিন্তু তারপরে যে কী হয়েছে কিছুই জানি না।

নূর মুহম্মদ বললো, এ হোটেলের ওপর ভরসা নেই। মালিক সরকারের গুপ্তচর। অন্য কোথাও চলো। কথা বলা যাবে। নূর মুহম্মদ আলীকে নিয়ে অন্য হোটেলে গেলো। আলাদা জায়গা বেছে নিয়ে নূর মুহম্মদ আলীকে বলতে লাগলো :

www.nagorikpathagar.org

রুশবাহিনী ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। খুব কম লোকই তোমার মতো বেরিয়ে যেতে পেরেছিলো। বোমারু বিমানের উপর্যুপরি আঘাতে সমস্ত গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। তারপরও চলে ট্যাঙ্কের আক্রমণ। গ্রামের সবাই বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে। মজার ব্যাপার হলো, রুশবাহিনী যখন ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলো ঠিক তখনই আমরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছিলাম। অনেক অনেক দুশমন সৈন্য খতম হয়ে গেলো। বাকিরা ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়িতে উঠে আশ্রয় নিলো।

কিন্তু এদিকে আমাদের সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলো। তারপর আমাদের এই অবস্থা টের পেয়ে গ্রামের সমস্ত পুরুষ-নারী এবং শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত বন্দী করে এক জায়গায় একত্রিত করলো। আহতদের আলাদা করে তাদের ওপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলো এবং অন্যদেরকে গুলি করে শেষ করে দিলো। পরে সমস্ত গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সেই আগুনে সমস্ত লাশ নিক্ষেপ করে ছারখার করে দিলো।

রুশ-আফগান বাহিনীতে আমার আব্বার এক বন্ধু ছিলেন। যিনি আফিসার। তার চেষ্টায় আমি মুক্তি পাই এবং তারই প্রচেষ্টায় আমি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে একটা চাকুরিও পেয়ে যাই।

আলী সজাগ হলো, নূর মুহম্মদ যে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক এটা জানতে পেরে। কথায় কথায় নূর মুহম্মদ আলীকে বললো, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আজ পর্যন্ত কোনো নিরপরাধের কোনোরকম ক্ষতি করিনি। আমি জানি আফগান সরকার আফগান জনগণের ওপর কতটা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার অন্তত আমাকে ভয় করার দরকার নেই। সে যাক, তো কী করছো এখন তাই বলো। তা এই গারদেজে কী জন্য এসেছো?

আলী তো প্রথমে প্রায় বলেই দিয়েছিলো যে, কেনো সে এখানে এসেছে! কিন্তু নূর মুহম্মদের আসল পরিচয় পেয়ে আলী এখন মুখ খুলতে চাইলো না। মুখ খোলাটা উচিত হবে না মনে করে শুধু বললো, এই বেড়াতে এলাম আর কী!

নূর মুহম্মদ প্রশ্ন করলো, তাহলে থাকবে কোথায় এ ক'দিন। করবেই বা কী?

আলী ভাবতে লাগলো কী উত্তর দেয়া যায়? উত্তর তো দিতেই হবে একটা। কিন্তু মিথ্যা বলা যাবে না। সত্য বলতে গেলেই ধরা পড়তে হবে। তাই সে বলতে লাগলো, ভাইরে তুমিতো আমার চেয়ে বয়সে বড়। সুতরাং অবশ্যই এ কথা জানো যে, যার কোনো ঘর নেই সে কোথায় যাবে? আফগানিস্তানে আছে পাহাড়, আছে শহর। কিছু দিন কাটলো পাহাড়ে পাহাড়ে। এখন ঘুরছি শহরে শহরে।

আলীর কথা শুনে নুর মুহম্মদের মুখে মুচকি হাসির রেখা দেখা গেল। এবং বললো, আলী এড়িয়ে যাচ্ছো। আসল কথা বলতে চাচ্ছো না। তবু মনে রেখো,

www.nagorikpathagar.org

এ শহরে নতুন লোকদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সতর্ক হয়ে চলাফেরা করো। আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু প্রথমত আমাদের সাথে কাউকে রাখা নিষেধ। দ্বিতীয়ত তুমি যা করতে চাচ্ছো তাতো আমার কাছে থেকে করতে পারবে না।

আলীর সন্দেহ হলো, নূর মুহম্মদ হয়তো সবকিছু জেনে ফেলেছে যে, কেনো আলী এখানে এসেছে। অথবা কথায় মারপ্যাঁচে ফেলে আমার সবকিছুই জেনে নিতে চাচ্ছে। সাত-পাঁচ ভেবে আলী কোনো কিছু আর না বলার সিদ্ধান্ত নিলো। নূর মুহম্মদ আলীকে আবারো সতর্ক থাকার জন্য বলে বিদায় নিলো।

আলী শেষমেশ ঐ হোটেলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলো, যে হোটেলের মালিক গুপ্তচর। আলী চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার থাকে মনে করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। সে ভাবলো যেখানে গুপ্তচরদের আনাগোনা বেশি– সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানেই নিরাপত্তা পাওয়া যাবে বেশি।

আজ নিয়ে তিনদিন হলো আলী গারদেজে এসেছে। কমান্ডার যাদের নাম বলে দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত কারো সাথেই আলীর দেখা হয়নি। কমান্ডারের নির্দেশ মতো তাদেরকে কাজে লাগানো যেতো। অথচ তাদের কেউই বাড়িতে নেই। তাছাড়া তারা যে কোথায় আছে কেউই জানে না। শেষ পর্যন্ত আলী সেনাশিবিরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। অবশ্য মেজর ফাইয়াজ যদি সেখানে থাকেন তবে সরাসরি তার সাথে সাক্ষাৎ করাই ভালো।

ফাইয়াজ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গেলে সবাই বললো, অন্য কোনো রণাঙ্গনে তিনি যুদ্ধ করছেন। এইভাবে খোঁজখবর নিতে নিতে আলী কর্নেল মুসা সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলো। কর্নেল মুসা আলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করলেন এবং আলীকে এক ডজনেরও বেশি প্রশ্ন করলেন। শেষমেশ প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে এসেছো? কী নাম তোমার? মেজর ফাইয়াজের সাথে তোমার সম্পর্ক কী? দেখা করতে চাও কেনো বলো তো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানসিকভাবে, আগে থেকেই এমন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আলী প্রস্তুতি নিয়েছিলো। তারপর আলী যখন প্রশ্ন করলো, মেজর ফাইয়াজ কোথায় বদলি হয়েছেন? উত্তর পাওয়া গেলো– যেহেতু এখন যুদ্ধের কাল, সেই জন্য বলা যাচ্ছে না ঠিক কোথায় বদলি হয়েছেন।

সে সেনাছাউনি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এখন শুধু এক ব্যক্তিই বাকি আছে, যার কাছে হয়তো কোনো খবর পাওয়া যাবে, নাম তার আবদুল করীম। আলী আবদুল করীমের বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টায় লেগে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

আলী আবদুল করীমের ঘরের দরজার নক করতেই এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো- কে, কে তুমি?

আলী সালাম দিয়ে বললো- আমি আলী, আবদুল করীমকে খুঁজছি।

বৃদ্ধা বললেন, এই ছেলে ভেতরে এসো।

ভেতরে বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আবদুল করীমের মা বয়সী মানুষ। ষাটের উর্ধ্বে হবে বয়স তার। আলী আবারও আবদুল করীম সম্পর্কে জানতে চাইলে বৃদ্ধা বললেন, দুই মাসেরও বেশি হয়ে গেলো সে বাসায় আসে না। আমি তার বন্ধুবান্ধব সবার কাছেই খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু কেউই বলতে পারে না যে, সে কোথায় আছে। এর আগে সে কখনো এতোদিন পর্যন্ত বাইরে কাটায়নি। জানি না ছেলেটা কী অবস্থায় আছে! তার সঙ্গী সাথীরাও অনেকে বাসায় নেই কিন্তু তুমি কোত্থেকে এসেছো বাছা?

আলী বললো, আমি একটা জরুরি কাজে তার কাছে এসেছি। আলীর কথা শেষ না হতেই বৃদ্ধা বললেন, তুমি বসো বাছা, কিছু খাবার নিয়ে আসি তোমার জন্য। আমি এ ব্যাপারটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এ কথা বলেই তিনি বাইরে গেলেন। বৃদ্ধা পাশের বাসার লোকদের যা বলছিলেন তা আলী শুনতে পাচ্ছিলো।

তিনি বলছিলেন, আমার ছেলের মেহমান এসেছে, সে এসেছে অন্য শহর থেকে। আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দাও। আবদুল করীম এলেই আমি পরিশোধ করবো।

পড়শিকে খুব বদমেজাজি লোক বলে মনে হলো। সে কোনো কিছু তোয়াক্কা না করেই বলতে লাগলো, তোমার ছেলে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। আমি তোমাকে আর ধার দিতে পারবো না। তোমার ছেলে একটা ডাকাত বাহিনীর সদস্য। এতো দিনে সরকার তাকে জেলে পুরেছে দেখো গিয়ে।

আবদুল করীমের মা ভেতরে ভেতরে খুব ক্ষেপে গেলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। শুধু এটুকু বললেন যে আমার ছেলেটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং নামাজী। সে কখনো ডাকাত হতে পারে না। দেখো, ঘরে আমার মেহমান, তুমি আমার গলার রুপার হারটা রাখো এবং এর বদলে কিছু দাও। ছেলেটা এলেই টাকা পরিশোধ করবো। এখন তো আমার ছেলের ইজ্জত বাঁচাই। না হলে ছেলের বন্ধুটা কী ভাববে? সে তার বন্ধুর কাছে এসেছে অথচ তার মা কিছুই খেতে দিলো না।

তাছাড়া আমাদের বাসায় গত দুই মাসে কোনো মেহমানই আসেনি। আবদুল করীম চলে যাবার পর এই প্রথম কোনো মেহমান এলো। লোকদের যে কী হলো?

www.nagorikpathagar.org

কেউই বলতে পারে না যে ছেলেটা কোথায়? নাও আমার এই হারটা রাখো এবং যা হয় কিছু দাও। না চাচী তোমাকে দেবার মতো কিছুই নেই। অন্য কোথাও কিছু পাও কিনা দেখো।

বৃদ্ধার মুখের ওপর ঐ কথাগুলো বলে পড়শি দপদপ করে পা চালিয়ে ভেতরে চলে গেল। আলী দেয়ালের আড়াল থেকে সবই শুনলো। এবং সে নিশ্চিত হলো যে, আবদুল করীমকে সরকার বন্দী করেছে। কেননা মতলববাজরা মুজাহিদদের ডাকাত বলেই আখ্যায়িত করে। করে তাদের বদনাম ছড়াবার জন্য।

আলীর কাছে বেশ কিছু টাকা ছিলো। তা থেকে সে কিছু টাকা আবদুল করীমের মাকে দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু কিভাবে দেবেন। হয়তো নিতেই চাইবে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

আবদুল করীমের মা যখন ফিরে এলেন, তখন আলী খুব বিনয়ের সাথে বলতে লাগলো– আম্মা আমার হাতে খুব সময় নেই।

তাড়াহুড়োর মধ্যে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার আব্বা আবদুল করীমের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমি সে টাকাটাই ফেরত দিতে এসেছিলাম। তারপর সে পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের করে আবদুল করীমের মায়ের হাতে দিতে দিতে বললো– আবদুল করীম এলে আপনি বলবেন, টাকাগুলো আমান পাঠিয়েছে। আর বাকি টাকা কিছু দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। আবদুল করীমের মা টাকাগুলো নিলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে কিছু না খেয়ে যেতে দেবো না।

তারপর তিনি তাড়াহুড়ো করে বাজারে গেলেন এবং সওদা করে বাসায় ফিরেই খাবার তৈরি করতে লেগে গেলেন।

আলী খেয়ে বাইরে বের হতেই চারজন ছদ্মবেশী তাকে গ্রেফতার করে খাদ ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

খাদ তাঁবেদার সরকারের একটা গোপন বাহিনীর নাম। যে বাহিনীকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষিত করা হয়েছে রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার লোকদের দিয়ে। এই বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদ এবং মুজাহিদদের সঙ্গী সাথীদের তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। সেই সঙ্গে তাদেরকে গ্রেফতার করা। এ ছাড়াও পাকিস্তানের ভেতরে প্রবেশ করে গোয়েন্দাগিরি করা। ড. নাজিবুল্লাহ ছিলেন প্রথম খাদবাহিনী প্রধান। আর এখন প্রধান হচ্ছেন বারবাক কারমাল।

খাদবাহিনীর দফতরগুলো হচ্ছে পাশবিক নির্যাতন কেন্দ্র। এই জিন্দানখানায় লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর অকথ্য অত্যাচার চালানো

www.nagorikpathagar.org

হয়। বহু লোক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। বিগত আট বছরে এদের হাতে শহীদ হয়েছে এক লাখেরও বেশি লোক, এদের কর্মপদ্ধতি একেবারে রাশিয়ার কেজিবির মতো।

এগারো

আলীকে গ্রেফতার করার পর এক ব্যক্তির বিশাল এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। এবং একটা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বাঁধা হলো।

আলীর সাথে জেরার সময় একটা প্রশ্নের ওপর বারবার জোর দেয়া হলো :

মুজাহিদদের সাথে তোর সম্পর্ক কী? মুজাহিদদের কোন গ্রুপের সাথে তুই আছিস? কোথায় কোথায় মুজাহিদদের ঘাঁটি? গারদেজে কেন এসেছিস, মেজর ফাইয়াজের সাথে তোর কী সম্পর্ক?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই সে নীরব থাকায় দানবের মতো এক লোক আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বৃষ্টির মতো চালিয়ে যেতে থাকলো কিল ঘুষি। তবুও আলী থাকলো নির্বাক। এবার শুরু হলো জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া। এটা বড় কষ্টের শাস্তি অসহনীয়। আলী সবই সইতে লাগলো। এমনকি আঙুলের নখে সুই ফোটানোর সময়ও আলী থাকলো নির্বাক।

অবশ্য নির্যাতনে আলীর অবস্থা ক্রমাগতভাবে খারাপ হতে থাকলো তবুও আলী মুখ খুললো না। এরপর আলীকে মাটিতে ফেলে দেয়া হলো এবং কাঁটাওয়ালা লাঠি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করা হতে থাকলো। তারপরও আলী যখন মুখ খুললো না তখন তাঁকে উল্টো করে ছাদের সাথে ঝোলানো হলো। এবং তার সালোয়ারের মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দেয়া হলো। ইঁদুর ছেড়ে দেয়া হলো সালোয়ারের মুখ বেঁধে। তারপর আবার ঝোলানো মাথার কাছে পোড়ানো হলো শুকনো মরিচ। হাঁচতে হাঁচিতে কাবু হতে থাকলো আলী। এ বড় কঠিন শাস্তি একেবারে অসহনীয়।

আলী বেলাল (রা)-এর কষ্টের কথা স্মরণ করলো। কলমা পড়ার অপরাধে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। তবুও বেলাল (রা)-এর মুখে ছিলো আহাদ আহাদ। এ ঘটনা স্মরণ করতেই আলীর বুকে নেমে এলো প্রশান্তি, ফিরে পেলো বুকের বল।

ছাদে উল্টো করে বাঁধা অবস্থা থেকে আলীকে যখন নামানো হলো, তখন আলী সম্পূর্ণ বেহুঁশ। হুঁশ ফিরতেই আলী অনুভব করলো চোখে অসম্ভব জ্বালা, শরীরের সর্বত্র প্রচণ্ড ব্যথা। কোনো কোনো অংশ থেকে রক্ত ঝরছে।

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ পরে দুই ব্যক্তি এসে আলীর চোখ বাঁধলো এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলো এক অন্ধকার ঘরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরে যেখানে বিন্দুমাত্র আলোও নেই। দানবের মতো একটা মানুষ দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ঘরের অন্য দিকের একটা লোক আলীকে তুলে নিয়ে আর একদিকে শুইয়ে দিলো। একটু হুঁশ ফিরলো আলীর তারপর আবার চেতনাহীন হয়ে পড়লো।

এ ঘরে ঐ ব্যক্তি ছাড়া আরো দু'জন ছিলো।

সবাই মিলে আলীর হুঁশ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। কিন্তু সকাল পর্যন্তও তার হুঁশ ফিরলো না।

সকালের দিকে যখন হুঁশ এলো, তখনও চোখে জ্বালা করছে এবং সমস্ত শরীরেও ব্যথা করছে। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার তবু ঐ চারজন আলীর কাছে এলো এবং আলীকে উঠতে সাহায্য করলো। এক ব্যক্তি এক গ্লাস পানির সাথে কিছু শুকনো রুটি নিয়ে বললো :

– নাও, খেয়ে নাও।

আলী চিবোতে পারছিলো না। মুখেও প্রচণ্ড মার মেরেছে। মুখও খুলতে পারছিলো না। সে শুকনো রুটির টুকরোগুলো পানিতে ছেড়ে দিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নরম হয়ে গেল। এবং আলী আস্তে আস্তে খেতে শুরু করেলো। তারপর এক ব্যক্তি পকেট থেকে একটি বড়ি আলীর হাতে দিয়ে বললো,

নাও, খেয়ে নাও, ব্যথা একটু কমে যাবে।

ঘন্টা আধেক পরে আলীর ব্যথা একটু কমলো। ঘরের ভেতরের লোকদের উদ্দেশ্য করে আলী ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো :

– আপনারা কারা? আমি কোথায়?

ঐ লোকটি আলীকে উঠতে সহযোগিতা করেছিলো সে বললো :

– আমরা কয়েদি, তুমিও তো কয়েদি, কিন্তু তোমার অপরাধটা কী?

– আমার অন্যায় একটাই আমি আল্লাহকে ডাকি। এখন তো আফগানিস্তানে চুরি ডাকাতি করলেও মাফ করে দেয়া হয় কিন্তু আল্লাহকে ডাকাটাই এখানে মহা অপরাধ। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কেননা আল্লাহর নাম নিলেই সরকার মনে করে তাদের খুনি বিপ্লব বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেলো। এবং এই উভয়েই আমাদের গ্রেফতার করে, জেলে পাঠায়। এবং কষ্ট দেয় এই জন্য যে, আমরা যেনো আল্লাহর পরিবর্তে নমরুদের সেজদা করি। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, সেকালের ইবরাহিম যখন নমরুদের সেজদা করেনি তখন এ কালের ইবরাহিমের সন্তানরা কী করে নমরুদের সেজদা করতে পারে? আলীর কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠলো,

www.nagorikpathagar.org

– মেজর ফাইয়াজ, এর অপরাধ তো আমাদের অপরাধের মতোই। সেই কারণে বন্দী রেখেছে আমাদের সাথেই।

আলী মেজর ফাইয়াজের নাম শুনেই চমকে উঠলো এবং জিজ্ঞেস করে বসলো,

– আপনি মেজর ফাইয়াজ?

– হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি আমাকে চেনো?

– হ্যাঁ, আমি চিনি। আলী জবাবে বললো।

– কিন্তু কিভাবে চেনো, সেটাতো আমাকে বলবে!

প্রথম দিকে তো কিছু কথা আলী বলেই ফেলেছে। এবার সে একটু সতর্ক হলো। ভাবলো, দুশমনদের একটা চাল না তো? অতএব নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাড়তি আর কিছু বলা যাবে না। এবং এই কথাই মেজর ফাইয়াজকেও সে বললো।

মেজর ফাইয়াজ বললেন,

– আমিই যে মেজর ফাইয়াজ এটা তোমাকে কী করে বোঝাই। এই যে আমার সাথে মাসুদ সারতাজ এবং সাইফুল্লাহ আছেন, এদের সাথে কথা বলো।

আলী ঐ নাম শোনামাত্রই মনে পড়লো– এদেরকেই তো শহরময় খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু আলী সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য একটু বাড়তি প্রশ্ন করলো,

– আপনার তো আরো একজন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী আছেন, তিনি কোথায়?

মেজর ফাইয়াজের কণ্ঠ থেকে একটি ঠাণ্ডা আহ শব্দ বেরিয়ে এলো এবং বললেন,

সম্ভবত তুমি আবদুল করিমের কথা বলছো।

– হ্যাঁ, এখন আমার বিশ্বাস হলো আপনিই মেজর ফাইয়াজ। কিন্তু আবদুল করিমের কী হয়েছে বলবেন কি? কোথায় আছেন তিনি?

– সে এখন আমাদের মধ্যে নেই। তার ওপরে রুশি পশুরা এমন অত্যাচার চালিয়েছিল যে তার হাড়গুলো ভেঙে গেছে। চোখে লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রুশ হায়নারা অগ্নিকুণ্ডে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আবদুল করীম একটি উহ শব্দও উচ্চারণও করেননি। তিনি ছিলেন মহান। আমাদের ধারণা থেকেও মহান।

ঐটুকু বলেই মেজর ফাইয়াজ মাথা গুঁজলেন এবং হু হু করে কান্না শুরু করলেন। আলীও কাঁদতে লাগলো। অশ্রু বইতে লাগলো। আলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো :

– আবদুল করীমের আম্মা এখনো তার ছেলের ইন্তেজার করছেন।

www.nagorikpathagar.org

আলী তারপর তার বন্দী হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বললো। মেজর ফাইয়াজ বললেন,

– তার অর্থ ওর প্রতিবেশী ইয়াসিন তোমাকেও ধরিয়ে দিয়েছে। সাংঘাতিক বদমায়েশ এবং নীচু প্রকৃতির লোক তো! কমিউনিস্ট! সেই সাথে সীমাহীন লোভীও বটে।

মেজর ফাইয়াজকে আলী তার সব কথাই খুলে বললো। এবং কমান্ডার সাহেবের মেজর ফাইয়াজ সম্পর্কে উদ্বেগের কথাও বললো। আরো বললো, সে (আলী) এসেছে তাঁকে (মেজর ফাইয়াজকে) উদ্ধারের জন্য।

আমি ছাউনিতে গিয়েছিলাম এবং জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি কোথায়? ওরা বলেছিলো,

– আপনি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করেছিলাম কোথায় বদলি হয়েছেন তখন আর উত্তরই দেয়নি।

তারপর আলী কমান্ডারের লেখা চিঠিটা তার জুতোর চামড়ার ভেতর থেকে বের করে মেজর ফাইয়াজকে দিলো। আলীর জুতো ছিলো মোটা চামড়ার। সে চমড়া চিরে তার মধ্যে চিঠি ঢুকিয়ে সল্যুশন দিয়ে আটকিয়ে দিয়েছিলো যাতে করে তল্লাশি চালাবার সময় অন্য কেউ ধরতেই না পারে। ইতঃপূর্বে যারা আলীর সবকিছু তল্লাশি করেছে তারা এ ব্যাপারটা একেবারে বুঝতেই পারেনি। মেজর আলীর বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

চিঠি পড়ার পর মেজর ফাইয়াজ আলীকে বললেন, তাহলে এখন থেকে তিন মাস আগেই রুশবাহিনী আমার ওপর সন্দেহ করেছিলো। এবং এই জন্য দেড় মাস আগে আমাকে গ্রেফতার করেছে। আমি মুজাহিদদের সমর্থন করি এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করি এই অজুহাতে। কিন্তু ওদের কাছে তো আমার ব্যাপারে কোনো প্রমাণই নেই। তবু আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে এরা। যেমন তোমার ওপর চালালো। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো তথ্যই বের করতে পারেনি। আর ঐ আবদুল করীমের প্রতিবেশী ইয়াসিনের কারণে আমার অন্য এক সঙ্গীও বন্দী। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি শুধু এই কথা ভেবে যে, এখনও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?

এক সপ্তাহের মতো হয়ে গেলো আলী এখানে বন্দী। ঘা শুকিয়ে গেছে। এই খানিকটা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠার পেছনে আছে মেজর ফাইয়াজের চিকিৎসা ও সেবা। তাছাড়া এতোদিন ফাইয়াজ তার নিজের খাবারের অর্ধেকটা আলীকেই খাইয়েছেন– আলীর খাবার তো আলী খেয়েছেই।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম দিনের দিন এক রুশ জেনারেল এলো যখন, মেজর ফাইয়াজ এবং আলীকে বলতে লাগলো, এখনো সময় আছে, মুখ খোলো এবং আমাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও, তা না হলে তোমাদের অন্য জেলে পাঠিয়ে দেবো– যেখানে তোমাদের গোস্তগুলো কিমা বানানো হবে এবং কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হবে। মেজর ফাইয়াজ রুশ জেনারেলকে জবাব দিতে গিয়ে বললেন,

– এই পাষণ্ড রুশ, তুই কি আমাদের শহীদ আবদুর করীমের সবর এবং দৃঢ়তা দেখিসনি? সুতরাং আমাদের ওপরও আরো অত্যাচার বাড়িয়ে দিতে চাইলে দে না? ইনশাআল্লাহ আমাদেরকেও আবদুল করীমের মতো ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবি। এবং আমরাও তারই মতো ইসলামের জন্য শহীদ হয়ে যাবো। তবু তোর মতো হিংস্র জানোয়ারের কথা শুনে আখেরাত বরবাদ করবো না।

আল্লাহ এবং ইসলামের কথা শুনে রুশ জেনারেলের মাথা গরম হয়ে গেল। সে আল্লাহর রাসূলকে গালিগালাজ করতে করতে মেজর ফাইয়াজকে থাপ্পড় মারতে লাগলো। আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করছে দেখে আলী আর সহ্য করতে পারলো না। জেনারেলের কলার ধরে উপর্যুপরি ঘুষি চালাতে লাগলো। ঘুষির চোটে কয়েকটা দাঁত ভেঙে পড়ে গেল জেনারেলের। বাইরে থেকে কিছু সৈন্য হুড়মুড় করে ঢুকে না পড়লে আলী জেনারেলকে আজ জাহান্নামেই পাঠিয়ে দিতো।

জেনারেল গালি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল এবং হুকুম দিলো :

– যাও, নিয়ে যাও এগুলোক অন্য জেলে এবং কুত্তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

রুশ জেনারেল বেরিয়ে যাবার পর মেজর ফাইয়াজ বললেন :

– দোস্ত, মনে হচ্ছে আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। সবধরনের অত্যাচার সইবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নাও। যে জেলের কথা ঐ রুশ জেনারেল বলে গেলো, সে জেল আমি দেখেছি। এ জেল ছাউনি থেকে একটু দূরে, একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে করা হয়েছে এবং এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে অত্যাচার করার সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সংগ্রহ করা হয়েছে রাশিয়া থেকে। এখানে সেই যন্ত্রও আছে যার এক মাথা থেকে একটা মানুষ ঢুকিয়ে দিলে অন্য মাথা থেকে কিমা হয়ে বেরিয়ে যাবে। এখানে এমন কুত্তাও রাখা হয়েছে যে, এক মিনিটে একটা আস্তা মানুষ ছ্যারাভ্যারা করে দিতে পারে। সাপও আছে যেগুলো এমন বিষধর যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। গরম গরম তেলের কড়াই আছে এখানে। এইসব কড়াইয়ে এক একটা মানুষ তখনই ছুঁড়ে মারা হয়, যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে তার তেল। কখনো কখনো এখানে কয়েদিদের এমন টিকা দেয়া হয় যে, পাগলের মতো নিজেদের শরীর নিজেরাই খামচিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। চিমটি দিয়ে নক উপড়ে ফেলা হয়। মোটকথা, এখানে শাস্তির যতো কলাকৌশল আছে সবই প্রয়োগ করা হয়।

সে যাই হোক, তবু বন্ধু মনে রাখতে হবে, আমাদের পূর্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুজাহিদকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। তাদেরকে জ্বলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, চামড়া তুলে মরিচ লবণ দেয়া হয়েছে, একটা একটা করে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তবু তারা রাশিয়ার কমিউনিজমের সামনে মাথা নত করেনি। তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু একটা কথাই বলেছে, ইসলাম ছাড়া মিথ্যা সবই, চিরসত্য দ্বীনের রবি। যতো দিন থাকবে একটা আফগান, মানবে না সে কোনো রাশিয়ান। সুতরাং এসো বন্ধুরা আমরা শপথ করি আমরাও তাদের পথ অবলম্বন করবো। আর এসো আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি, তিনি যেনো আমাদের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি সৃষ্টি করে দেন।

মেজর ফাইয়াজের দোয়ায় সবাই শরিক হলো এবং আমিন আমিন বললো।

রাত ৯টা বাজতেই পাঁচজন বন্দীকে গাড়িতে উঠানো হলো। গাড়ি চললো গারদেজের দিকের সড়ক বেয়ে। মউতের জেলখানার উদ্দেশে। রুশবাহিনী আফগানিস্তানে আসার পর থেকে সূর্য ডোবার সাথে সাথে গারদেজ শহরমুখী রাস্তা নির্জন হতে শুরু করে। রুশবাহিনীর ভয়ে সাধারণ মানুষ এমনকি কমিউনিস্টরাও সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘর দরজা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেয় মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করার তাকিদে। আর গাড়ির শব্দ শোনার সাথে সাথে এক ভৌতিক নীরবতা নেমে আসে ঐ সময় সারা শহরে।

আহত জেনারেল মৃত্যুর এক ভয়ানক দৃশ্য দেখার জন্য এ জেলখানায় অপেক্ষা করছিলো। এবং জল্লাদদের বলছিলো যে, কয়েদিরা আসার সাথে সাথেই তাদের একজনকে যেনো সাপের ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। দু'জনকে দেয়া হয় কিমা বানানো মেশিনের মধ্যে। আর যে তাকে ঘুষি মেরেছে তাকে ফেলতে হবে জ্বলন্ত তেলের কড়াইয়ের মধ্যে। মেজর ফাইয়াজকে ফেলতে হবে রক্তখেকো কুত্তার সামনে। যাতে সে বুঝতে পারে রুশ জেনারেলের গায়ে হাত দেওয়ার মজাটা কী? আজ আমি দেখতে চাই, আমার হাত থেকে ওদের খোদা ওদেরকে কিভাবে বাঁচায়?

এদিকে রুশ জেনারেল অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং এক সময় চিৎকার করা শুরু করলেন। ওদিকে গাড়ির ড্রাইভার রাস্তা বদল করলো। এবং শহরের সড়কের পরিবর্তে এসে উঠলো দূরদিগন্তের বড় রাস্তায়। সে গাড়ি হাঁকালো প্রচণ্ড গতিতে। একটা সংরক্ষিত এলাকায় এসে বড় রাস্তা পরিত্যাগ করে

www.nagorikpathagar.org

সে ধরলো অন্য পথ। এবং দুই ফার্লং পথ যাবার পর গাড়ি থামালো। থামিয়ে গাড়ির পেছনের দিকের দরজা খুললো। এবং সশস্ত্র সৈনিকদের নিচে নামার জন্য বললো। আসলে গাড়ি ছিলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ সেই জন্য সৈন্যরা বুঝতেই পারেনি যে, গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে জেলখানার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক নির্জন জায়গায়। সৈন্যরা আনন্দ করতে করতে নিচে নামতেই ড্রাইভার খুব দ্রুত দু'জন সৈনিকের অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো এবং তাদের তাড়াতাড়ি বন্দীদের বাইরে আনার জন্য হুকুম করলো, হুকুম করলো তাদের হাত খুলে দেয়ার জন্য এবং চোখ থেকে পট্টি ফেলে দেয়ার জন্য।

বন্দীরা যখন বাইরে এলো তখন হালকা হালকা জ্যোস্না চতুর্দিকে। ঐ আলোতেই আলী চিনে নিলো ড্রাইভার আর কেউ নয়– সেই নূর মুহম্মদ। দুই সৈনিক যারা একটু আগে বন্দী হয়েছে, ভয়ে কাঁপতে লাগলো (শীতলাগা ছাগলের মতো)।

আলী নূর মুহম্মদকে মেজর ফাইয়াজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। সবাই একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলো এবং নতুন জীবন ফিরে পাবার আনন্দে একে অন্যকে ধন্যবাদ জানালো।

নূর মুহম্মদ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। এবং এদিক ওদিক কী যেন খুঁজতে লাগলো। এক সময় বিড় বিড় করে বলা শুরু করলো,

– এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিলো তো এখানে আসার।

আলী জিজ্ঞেস করলো,

– বিড় বিড় করে কাদের আসার কথা বলছো?

– আপনাদের সাহায্যের জন্য এখানেই একদল মুজাহিদের আসার কথা।

ওইসব কথা বলতে না বলতেই পাখি ডাকার শব্দ ভেসে এলো। নূর মুহম্মদও পাখির মতো আওয়াজ তুললো। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালো মুজাহিদদের দশজনের একটা গ্রুপ। এদের মধ্যে দেখা গেল হায়দার মারকাজের কমান্ডার হানিফ খান।

নূর মুহম্মদ বললো, – আমাদের এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া জরুরি।

কিন্তু আলী বলে উঠলো, শহীদ আবদুল করীমের হত্যাকারীকে আমি ধরে না নিয়ে যেতে পারি না। যাবোই না।

আবদুল করীমকে হারানোর বেদনায় মেজর ফাইয়াজও কাতর ছিলেন। তিনি আলীর কথায় সায় দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো নূর মুহম্মদ, আলী এবং অন্য চারজন মুজাহিদ গাড়িতেই থাকবে। দু'জন মুজাহিদ দুই বন্দী সৈনিকের পোশাক পরবে। যাতে পথে গাড়ি যদি থামায়ও তবু সন্দেহ করার সুযোগ পাবে না।

www.nagorikpathagar.org

গাড়ি আবদুল করীমের বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো। রাত ১১টা তখন। আলী আবদুল করীমদের দরজায় খটখটালো। দরজা খুলে দিলেন আবদুল করীমের মা। আলী ভেতরে গেল। অন্য দিকে নূর মুহম্মদ এবং আরো দু'জন মুজাহিদ ঢুকে পড়লো ইয়াসিনের বাড়ির মধ্যে।

আলী খুব দ্রুত বর্তমান ঘটনার কথা বলে অনুরোধ করলো :

যত তাড়াতাড়ি পারেন তৈরি হয়ে নেন, যা যা নেবার খুব দরকার নিয়ে নেন। সময় একেবারেই নেই। রুশ জালেমরা এখনই বাড়ি ঘিরে ফেলতে পারে।

– কিন্তু আমার আবদুল করীম কোথায়?

বারো

আলী বললো, আবদুল করীমের ব্যাপারে পরে বলবো। এখন একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

আবদুল করীমের মা নির্বাক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তবুও বললেন,

– বাপু, আমার কিছুই বুঝে আসছে না। তুমি যা বলবে তা-ই হবে। আবদুল করীম বললো রুশরা ভয়ানক জালেম। আমার ঘরে তো মূল্যবান কিছুই নেই। মূল্যবান বলতে এক আবদুল করীমই ছিলো। কিন্তু সেতো এখন ঘরে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।

– কুরআন মজীদ। ঐ মূল্যবান জিনিসটা রেখে যাওয়া যাবে না। নিয়ে নাও। যাচ্ছি তো। এখন আবদুল করীম আর ফিরে আসতে দেয় কি না দেয় কে জানে! তাছাড়া রুশরা ঘরে ঢুকে কুরআনের বেইজ্জতি করতে পারে।

আবদুল করীম আমাকে বলেছিলো রুশরা কোনো কোনো জায়গায় মসজিদ শহীদ করে দিয়েছে। কুরআন মজিদও শহীদ করে দিয়েছে। তাই তো কুরআন মজিদ রেখে যাওয়া যাবে না।

এইসব কথাবার্তা চলতে না চলতেই নূর মুহম্মদ এসে হাজির হলো। এবং সে বললো,

– জলদি করো ভাই, নইলে আমরা সবাই অ্যারেস্ট হয়ে যাবো।

ভালোয় ভালোয় গাড়ি তার নিজের মঞ্জিলে পৌঁছে গেল। দু-এক জায়গায় গাড়ি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু নূর মুহম্মদ তার কার্ড দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। মুজাহিদরা বড়ই অস্থিরভাবে বিচরণ করছিলো। যখন গাড়ি তাদের সামনে এসে

www.nagorikpathagar.org

থামলো তখনই তারা আশ্বস্ত হলো। দুই রুশ সৈনিককে যারা বন্দী হয়েছিলো মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল করা হলো। কেননা তারা জেহাদ করার অঙ্গীকার করেছে। গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সামনের সমস্ত পথ হেঁটে যেতে হবে বলে।

তারা সবাই হায়দার মারকাজের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দিলো। ইয়াসিনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে এবং চোখে পট্টি বেঁধে সঙ্গে নেয়া হলো।

আবদুল করীম শহীদের মাকে আলী সঙ্গ দিচ্ছিলো। তিনি বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল করিম কোথায়? ইয়াসিনকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছো কেন?

উত্তরে আলী জবাব দিতে লাগলো:

– আম্মী, মারকাজে পৌছে সবই বলবো আপনাকে।

পথে যেতে যেতে নূর মুহম্মদ আলীকে এবং মেজর ফাইয়াজকে বললো :

– আলীর সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম নিশ্চয়ই আলী কোনো বিশেষ মিশন নিয়ে এখানে এসেছে। খাস করে যখন সে বলেছিলো– এই প্রথম দিকে একটু এদিক ওদিকে ঘুরেছি, তারপর আছি এই শহরে এখন। আলীর এ জবাবের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো তার আসল উদ্দেশ্য। আজকাল তো মুজাহিদরাই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর শহরে আসে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তবুও আলী আমাকে সব কথা খুলে বলেনি এই জন্য যে, আমার সম্পর্ক ছিলো গোয়েন্দা বিভাগের সাথে। আমি অবশ্য আলীর দিকে নজর রাখছিলাম কিন্তু সে একটি মারাত্মক ভুল করে বসে। ছাউনি থেকে সোজা সে আবদুল করীম শহীদের বাসায় চলে যায়। আবদুল করীমের বাসার দিকে গোয়েন্দা বিভাগের তো পর্যবেক্ষণ ছিলো। ওদিকে কর্নেল মুসা পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলো। ঘটনাক্রমে ইয়াসিনও বাসায় ছিলো সেদিন। ফলে আলী অ্যারেস্ট হয়ে গেল খুব সহজেই। অথচ আমি কোনো সাহায্যই করতে পারলাম না। আজ দুইজন ড্রাইভারের ছিলো ছুটি। সেই কারণে আমাকেই ডিউটি করতে বলা হয়েছিলো। এবং বলা হয়েছিলো রাত ৯টায় যেনো বন্দীদেরকে মরণজেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি এই নির্দেশ পেয়েছিলাম বেলা দুটোয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মরণজেলে যেসব বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে আলী থাকবে। হাবীবুল্লাহ সম্পর্কে আমি জানতাম যে তার সম্পর্ক রয়েছে মুজাহিদদের সাথে। আমি ছুটে গেলাম তার কাছে এবং সবকিছু বুঝিয়ে বললাম। দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, গাড়ি আমি এখানে নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করবা কিন্তু যদি ব্যর্থ হই, তাহলে মুজাহিদরা মরণজেলের ওপর গেরিলা আক্রমণ করবে। মরণজেলের সমস্ত নকশা আমি

www.nagorikpathagar.org

হাবীবুল্লাহকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদরকেই সাহায্য করেছেন এবং আমরা সফলকাম হয়েছি।

এদিকে এসব লোক ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলো। আর ওদিকে রুশ জেনারেলের অবস্থা হচ্ছিলো আরো খারাপ। সে রাগে ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে গেলো। রাত ১২টা বেজে গিয়েছে তবু বন্দীদের খবর নেই। জেনারেলের মাথায়ই ঢুকছিলো না যে বন্দীরা গেল কোথায়?

সে কখনো রক্তপিপাসু কুত্তাগুলোর খাঁচার দিকে, কখনো সাপের আস্তানার দিকে আবার কখনো টগবগ করা তেলের কড়াইয়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। ক্ষোভের চোটে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলো। এমনকি একজন আফগান সিপাহিকে কষে থাপ্পড় মারা শুরু করে দিলো। আফগান সিপাহি পেছনে হটতে গিয়ে ধাক্কা খেলো। এক পর্যায়ে রুশ জেনারেল টাল সামলাতে না পেরে ধাড়াম করে জ্বলন্ত তেলের কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। উঠতে না উঠতেই জেনারেল কয়েক মিনিটের মধ্যে রোস্টে পরিণত হয়ে গেল।

প্রকৃতি দেখিয়ে দিলো– আল্লাহকে চ্যালেঞ্জকারী নমরুদ অথবা ফেরাউনদের কী হতে পারে! পথে এক জায়গায় নূর মুহম্মদ তার গ্রামে যাবার জন্য অনুমতি চাইলো এবং বললো যতো শীঘ্র পারি আমি আমার পরিবার পরিজনকে পাকিস্তানে হিজরত করিয়ে দিচ্ছি। তা না হলে সবাইকেই অ্যারেস্ট করবে। হানিফ খান মেজর ফাইয়াজ এবং আলী নূর মুহম্মদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

রাত চারটা বেজে গেল। হায়দর মারকাজে পৌছাতে পৌছাতে। ইয়াসিনকে পাহারাদারদের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে অন্যরা ঘুমিয়ে গেল। সকালে উঠে সবাই নাস্তা করলো। তারপর আবদুল করীমের শাহাদাতের সমস্ত খবর তার আম্মাকে শোনানো হলো। শুনে তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। না কাঁদলেন, না কোনো মন্তব্য করলেন।

ইয়াসিনকে আনা হলো তারপর। আলী এবং মেজর ফাইয়াজের শপথ ছিলো তাঁকে জ্বালিয়ে দেবার। কেননা সে গ্রেফতার করিয়েছে বহু মুজাহিদকে। তাদের মধ্যে কায়েকজনকে তো জেন্দা পুড়িয়ে দিয়েছে।

মেজর ফাইয়াজ বিস্তারিতভাবে, মুজাহিদদের সামনে আবদুল করীমের শাহাদাতের ঘটনা পেশ করলেন। তারা আলী এবং মেজর ফাইয়াজের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হলো।

ইয়াসিনকে জেন্দা জ্বালিয়ে দেবার জন্য মাটির তেল আনা হলো, কাঠও সংগ্রহ করা হলো। এ ব্যবস্থা দেখে কাঁপতে লাগলো ইয়াসিন। সে মেজর ফাইয়াজ,

www.nagorikpathagar.org

আলী এবং হানিফ খানের পা জড়িয়ে ধরে মাফ চাইতে লাগলো। কিন্তু তারা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

এই জন্য যে, সেই হচ্ছে একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের জালেম। সে কিনা ঈমান এবং দেশপ্রেম দুটোই রুশদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর না জানি সে কি পরিমাণ মুজাহিদ ধরিয়ে দিয়েছে। নির্যাতন করিয়েছে তাদের ওপর।

নির্যাতনে শহীদ হয়ে গেছে অনেকেই। এ ধরনের লোকদের ওপর দয়া করা মানে হচ্ছে ঘরের মধ্যে বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়া।

ইয়াসিন আবদুল করীমের আম্মার পা ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। আবদুল করীমের আম্মা বলেন, ওকে মাফ করে দাও।

মেজর ফাইয়াজ অবাক হলেন এই ভেবে যে, যে লোক তার ছেলেকে গ্রেফতার করিয়েছে এবং যে ছেলেকে রুশ হানাদাররা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই শহীদ সন্তানের মা কি করে বলতে পারলেন, ওকে মাফ করে দাও, এ কেমন নারী! বিস্মিত কণ্ঠে মেজর ফাইয়াজ আবদুল করীমের মাকে বললেন,

– আম্মা, আপনি হয়তো জানেন না যে আবদুল করীমকে কিভাবে শহীদ করা হয়েছে।

– আমি জেনে গেছি। কিন্তু আবদুল করীম তো একজন মুজাহিদ ছিলো। সে তার জীবন উৎসর্গ করে গেছে ইসলামের জন্য। আর ইসলাম মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। মক্কার অধিবাসীরা কি তার সাথে খারাপ আচরণ করেনি? তবু তিনি কি তাদের মাফ করে দেননি? যদি তোমরা আমাকে মা বলে মনে করে থাকো তাহলে ওকে ছেড়ে দেও। এবং মনে রেখো জাহান্নামের আগুন এ আগুন থেকেও অনেক অনেক গরম যা আল্লাহর আজাব হিসেবে তার জন্য বরাদ্দ করেছেন, যে আগুনের শাস্তি তোমাদের পক্ষে দেয়া কখনো সম্ভব নয়।

আবদুল করীমের আম্মার অনুরোধে ইয়াসিনকে ছেড়ে দেয়া হলো। হানিফ খান দুই মুজাহিদকে বললেন, 'ইয়াসিনের চোখে পট্টি বেঁধে মারকাজ থেকে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসো। তার যাওয়ার সময় আলী শুধু বললো, যদি তুমি আবার কোনো মুজাহিদকে ধরিয়ে দাও তাহলে মনে রেখো, উত্তপ্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে তোমাকে কাবাব বানানো হবে।

আলী এবং মেজর ফাইয়াজ দিন পাঁচেক হলো এখানে আছেন। পঞ্চম দিনে জোহর পড়ে বেরুচ্ছিলেন হঠাৎ দেখলেন ইয়াসিন স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে মারকাজে হাজির। হাজির হয়েই হানিফ খানকে সে বললো, 'আমি মুজাহিদদের ওপর যে

www.nagorikpathagar.org

বাড়াবাড়ি করেছি এবং যে পরিমাণ গোনাহ আমাকে পুড়িয়ে মারছে প্রতিদিন তাতে করে এখান থেকে যাবার পর আমি এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি আর যে কতো দিন বাঁচবো জেহাদের পথেই বাঁচবো। হয়তো তাহলেই আল্লাহ আমার গোনাহ মাফ করে দেবেন।

তারপর সে আবদুল করীমের আম্মার পায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়লো এবং বলতে লাগলো,

– আম্মা আমি তো আবদুল করীমকে আর কোনো দিন ফিরিয়ে আনতে পারবো না, আবদুল করীমের স্থানও পূরণ করতে পারবো না কিন্তু যে রাস্তায় সে জীবন দিয়ে গেছে, আমিও সে রাস্তায় জীবন দিতে চাই। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে আপনার সাথে পাকিস্তান যাবে। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার খেদমত করবে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে মাফ করে দিন। লোভ আমার দু'চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলো। আম্মা আমি আমার ঘরবাড়ি বিক্রি করে এসেছি। আমি আর কখনো সেখানে ফিরে যেতে চাই না, যাবো না। আপনি যেখানে থাকবেন, আমার বাচ্চারাও সেখানে থাকবে।

তারপর টাকার একটা থলে আবদুল করীমের আম্মাকে দিয়ে বললেন,

– এই সব টাকা আমি আমার জমি-জমা বাড়িঘর বিক্রি করে জোগাড় করেছি। ঐসব টাকাও এর সাথে আছে যেগুলো আগের থেকেই আমার কাছে ছিলো। এখন এগুলো আপনি পাকিস্তানেও নিয়ে যেতে পারেন অথবা মুজাহিদদের দিয়ে দিতে পারেন। সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছে। সে যখন আবদুল করীমের আম্মাকে এইসব কথা বলছিলো, তখন তার দু'চোখ দিয়ে বইছিলো অশ্রু। তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী আবদুল করীমের মায়ের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলো। আবদুল করীমের মা দয়া'দ্রচিত্তের মানুষ। তিনি তার বাচ্চাদের কোলে তুলে নিলেন। এবং সমস্ত অর্থ হানিফ খানের কাছে সোপর্দ করলেন। হানিফ এখান থেকে অর্ধেকটা মুজাহিদীদের জন্য রাখলেন এবং বাকিটা আবদুল করীমের মায়ের হাতে দিয়ে বললেন :

– পাকিস্তানে আপনাদের এবং বাচ্চাদের কাজে লাগবে।

ছয় দিনের দিন আলী, মেজর ফাইয়াজ, আবদুল করীমের আম্মা ইয়াসিনের স্ত্রী ছেলে মেয়ে এবং আরো পাঁচজন মুজাহিদ মারকাজের দিকে যাত্রা করলেন। ইয়াসিন থেকে গেলো হায়দার মারকাজেই। চিফ কমান্ডারের কাছে পৌঁছেই মেজর ফাইয়াজ এবং আলী সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। চিফ কমান্ডার তাদের সাহস এবং বীরত্বের খবর শুনে মিষ্টি করে হাসলেন। এবং বললেন, তোমরা ইসলামের প্রথম

www.nagorikpathagar.org

যুগের মুজাহিদীনদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি তোমাদের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলাম। আল্লাহর শোকর তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছো।

আবদুল করীমের আম্মা এবং ইয়াসিনের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মেজর ফাইয়াজও এখানে কিছু দিন থেকে হায়দার মারকাজে ফিরে গেলেন। যাতে শহরের কাছাকাছি থেকে গোপন আক্রমণের তদারকি করা যায়।

তেরো

শীত বিদায় নিতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে বসন্তের পদধ্বনি। পাহাড়ের শীর্ষদেশের জমে থাকা বরফও গলতে শুরু করেছে। মুজাহিদদের মারকাজে এমনি সময় সাংঘাতিক এক খবর এলো– কাবুলে রুশীয় তাঁবেদার সরকারের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মুজাহিদদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে ঘাঁটিতে অবস্থান করছে আলী সে ঘাঁটিও ঐগুলোর একটি। আলীদের এই ঘাঁটিটির তিন দিক থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। শুধু উত্তর পশ্চিম দিকের একটি রাস্তাই পৌঁছে গেছে ঐ ঘাঁটি পর্যন্ত। এই রাস্তাটি আবার প্রদেশের অন্যান্য রাস্তাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে মিলিত হয়েছে কাবুলের সাথে। মুজাহিদরা যার নাম রেখেছে রাহে উমমিয়ে আফগানিস্তান। প্রথম থেকেই এ রাস্তাটি মুজাহিদদের কবজায়। দুশমনরা বহুবার চেষ্টা করেও রাস্তাটিকে দখল করতে পারেনি। মুজাহিদদের এই মারকাজটি তৈরি করা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে। পাহাড়ের ভেতরে বড় বড় গুহা খোঁড়া হয়েছে। বিশাল এই সব গুহায় রয়েছে আহতদের জন্য হাসপাতাল। সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে। এমনকি একটি গুহার মধ্যে রেডিও স্টেশনও সংস্থাপন করা হয়েছে। গোটা আফগানিস্তানের জন্য এই রেডিও স্টেশন থেকে আনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। রাশিয়ার মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও রুশভাষায় এখান থেকেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কাজ করা হয়। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিমানবিধ্বংসী কামান। এই মারকাজের একদিকে রয়েছে হোটেল। যেখানে মুজাহিদদের কাফেলা আসে একের পর এক। এখানে একদিকে যেমন নতুন সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়া হয় অন্যদিকে অন্যান্য মারকাজ এবং প্রদেশগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করা হয় এখান থেকেই। তাছাড়া এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এই জন্যও যে দুশমনরা সবচেয়ে বেশি মার খায় এই ঘাঁটির আশেপাশে। ফলে ঘাঁটিটির প্রতি শত্রুদের ভয়নক আক্রোশ। এবং সেই কারণে ঘাঁটিকে ধ্বংস করার জন্য দুশমনরা এক পায়ে খাড়া। হামলা করার বিশেষ প্রস্তুতিও তাই তারা নিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

www.nagorikpathagar.org

মার্চের প্রথম সপ্তাহে খবর পাওয়া গেল– শত্রুদের একটি বিশাল কনভয় মারকাজের নিকটবর্তী ছাউনির দিকে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়িসহ এগিয়ে আসছে। দুশমনদের পরিকল্পনা হচ্ছে– প্রথমে তারা তাদের সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাবে এই ছাউনিতে। তারপর মারকাজের ওপর করবে প্রচণ্ড হামলা। কনভয়টিকে সাহায্য করবে যুদ্ধবিমান।

মুজাহিদরা অগ্রযাত্রা রুখবার জন্য কয়েক ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পথে পথে বিছিয়ে দেয়া হয় ট্যাঙ্কবিধ্বংসী বোমা; গর্তও খোঁড়া হয়।

ওঁৎ পেতে থেকে গুপ্ত হামলা চালানো হলো কয়েক জায়গায়। এইভাবে পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো কনভয়। সম্মুখীন হলো মহা ক্ষতির। সেই কারণে কনভয়টির ঘাঁটিতে পৌছানোর কথা ছিলো এক সপ্তাহের মধ্যে, সেখানে পৌছতে লাগলো ছয় সপ্তাহ। এই অভিযানের প্রতিটি গুপ্ত আক্রমণে আলীর ছিলো বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মুজাহিদদের ধারণা ছিলো দুশমনদের জানমালের ক্ষতি হয়েছে অপরিমিত। সুতরাং আমাদের ঘাঁটির ওপর হামলা না-ও করতে পারে। কিন্তু কালবিলম্ব না করে তারা আক্রমণ করে বসলো। দিনটা ছিলো শুক্রবার। এবং মাসটা এপ্রিল। বেশকিছু সংখ্যক মুজাহিদ পাকিস্তান গেছে তাদের আপনজনদের সাথে দেখা করতে। ফলে মারকাজে অবস্থানরত মুজাহিদের সংখ্যা শতখানেকই হবে।

সকাল বেলায় হঠাৎ করে বিশটিরও বেশি বোমারু বিমানের আগমন ঘটলো। তার সাথে এক ডজনের মত হেলিকপ্টার। বোমারু বিমানগুলো বোম্বিং শুরু করলো এবং মারকাজের তিন দিকেই হেলিকপ্টার থেকে নামা শুরু করলো ছত্রীসেনা। যাতে করে মুজাহিদরা কোনো দিক থেকে সাহায্য না পায়। চতুর্থ দিকে তারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এমন ভয়াবহভাবে আক্রমণ করলো যাতে করে কেউ তাদের গতিরোধ করতে না পারে। সুতরাং মারকাজের নিকটবর্তী উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর সবই তাদের দখলে চলে গেল।

সমবেত হলো মারকাজের অবশিষ্ট মুজাহিদরা। তারা অঙ্গীকার করলো– শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবার। মুজাহিদদের প্রতিটি বিমানবিধ্বংসী কামান শুরু করলো গোলাবর্ষণ। কিন্তু তা দূরপাল্লার ছিলো না বলে দুশমনদের যুদ্ধবিমান খুব উঁচু থেকে এলোপাতাড়ি বোম্বিং করতে থাকলো। যার একটি বোমার ওজনই হবে এক হাজার পাউন্ড। মনে হতে লাগলো একটি প্লেনের ভেতর থেকে যেনো আর একটি প্লেন বেরিয়ে আসছে। এক এক করে মুজাহিদদের বিমানবিধ্বংসী সবগুলো কামান খতম হয়ে গেল। নাপাম বোমার আঘাতে মারকাজের বেশকিছু জায়গায় আগুন ধরে গেল।

www.nagorikpathagar.org

বোম্বিং থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুজাহিদরা দোজগার পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক বোমা বিস্ফোরিত হয় একেবারে দোজগার পাহাড়ের গুহার মুখে। মুখ বন্দ হয়ে যায়। ৭০ জন মুজাহিদ ছিলো এ গুহাতে। ৪৫ জন শহীদ হলে গেল। বাকিদের জন্য বেরোবার কোনো পথ থাকলো না।

গুহার মধ্যে এখনও যারা বেঁছে আছে আলী তাদের অন্যতম। কেউ জানে না বেঁচে থাকা মুজাহিদরা গুহায় বন্দী অবস্থায় কতক্ষণ জীবন নিয়ে থাকতে পারবে। এই রকম ধ্বংসাত্মক বোম্বিংয়ে বাইরে থেকে সাহায্য করা অসম্ভব ব্যাপার। সাহায্য করা গেলেও গুহার মুখের মাটি সরাতে সরাতে ভেতরের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে। এবং বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরাও শহীদ হয়ে যাবে। এই সব বিষয় নিয়ে ভেতর থেকে আলী অব্যাহতভাবে চিন্তা করো যাচ্ছিলো। অন্যরাও হয়তো এই একই চিন্তা করছিলো। কিন্তু ভেতরের অন্ধকারে কারো মুখ কেউ দেখতে পারছিলো না।

দুই ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন মুজাহিদরা অনুভব করতে পারছে যে, তাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মুজাহিদদের চিফ কমান্ডার যিনি নাপাম বোমার আঘাতে দারুণভাবে আহত হয়েছেন– সবাইকে ডাকলেন তিনি এবং বললেন,

হে ইসলামের মুজাহিদীন, হতে পারে কিছুক্ষণ পর একে একে আমরা শহীদ হয়ে যাবো।

এবং মিলিত হবো তাদের সাথেই যারা আমাদের সামনে বোমার নিচে পড়ে কুরবান হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তারা শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, আমরাও তেমনি শহীদ হয়ে যাবো তারই রেজামন্দি হাসিলের জন্য।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিহত হয়েছে অথবা মারাও গিয়েছে তারই পথে– আল্লাহ তো তাদেরকে দেবেন চমৎকার রেজেক। মূলত আল্লাহই সর্বোত্তম রেজেকদাতা। আল্লাহ তাদেরকে সেই সব জায়গায় প্রবেশ করার অধিকার দেবেন– ঠিক যেসব জায়গায় তারা প্রবেশ করাটা পছন্দ করে। (আল কোরআন)

যদি তুমি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মারা যাও তাহলে মানুষ যেসব মাল এবং সামান জমা করে আল্লাহর দান এবং রহমত তার চেয়েও অনেক অনেক উত্তম। (আল কোরআন)

আল্লাহর পথে জান কুরবান লড়াইয়ে জয় পরাজয় বড় কথা নয়। আল্লাহ আমাদের নিয়তের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আল্লাহ অবশ্যই জানে আমাদের এ জেহাদে আমরা দুনিয়ার কোনো লোভের জন্য তৎপর নই।

www.nagorikpathagar.org

আমরা জেহাদ শুরু করেছি কেবল ইসলামের পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরার জন্য এবং জালেমদের উৎখাতের জন্য। আল্লাহর কাছে আমাদের সাথীদের মৃত্যু এবং হতে পারে আমাদেরও মৃত্যু এভাবেই মঞ্জুর ছিলো। অবশ্য আমাদের একটি মাত্র চাওয়া ছিলো আমরা অন্তত আর একবার দেশকে শত্রুমুক্ত দেখে যাবো এবং দেখে যাবো যে সারা আফগানিস্তানে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছে। আর এ চাওয়া তো সব শহীদেরই ছিলো যারা ইতোমধ্যেই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন।

বন্ধুগণ, এসো আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেনো আমাদের মাফ করে দেন। এবং আমাদের শাহাদাতকে কবুল করেন। আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করে দেন।

কমান্ডারের মোনাজাতের উত্তরে সবাই আমিন বললো।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবই নির্বাক। চুপ। হঠাৎ একদিক থেকে কথা বলে উঠলো আলী, সম্মানিত কমান্ডার সাহেব, শাহাদাত তো আমাদের কাম্য। আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। কিন্তু আফসোস যে আমরা অসহায়ের মৃত্যুকেই বরণ করছি। কেন আমরা আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি না। তিনি তো সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান তো ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ তা'লায়া কি বদরের ময়দানে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেননি? এবং আবাবিল পাঠিয়ে কি তিনি আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করে দেননি? তবুও আমরা আল্লাহর রহমত এবং সহায্যের ব্যাপারে নিরাশায় নিমজ্জিত থাকবো? আলীর কথা বন্ধ করতেই কমান্ডার বলে উঠলেন। বন্ধুগণ, আলী ঠিকই বলেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাহ্যত আমাদের বাঁচার কোনো পথই খোলা নেই। কিন্তু আমাদের তো ঈমান আছে, বিশ্বাস আছে– আল্লাহ সবই করতে পারেন। কেন হজরত ইউনুস (আ) কে কি আল্লাহ ঠিক ঐ সময় সাহায্য করেননি যখন তিনি সাগরে ডুবে গিয়েছিলেন এবং মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিলো।

তারপর যখন তিনি দোয়া করেছিলেন আল্লাহর কাছে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন কি আল্লাহর হুকুমে মাছ তাঁকে কূলে নিক্ষেপ করেনি? হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির একটি কিসসা রাসূল (সা.) সাহাবীদের শুনিয়েছিলেন যা ঠিক এই ধরনেরই। তাদের গুহার মুখও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ঘটনাটির বিবরণ খানিকটা এই রকম :

বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তি সফরে বেরিয়েছে। পথে রাত্রি নামলো। আবহাওয়া ছিলো খুবই খারাপ। শুরু হয়েছিলো বৃষ্টি এবং ঝড়। ঐ তুফান থেকে বাঁচার জন্য তারা একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলো। ঝড় তুফানের চাপে বিরাট

www.nagorikpathagar.org

একটি পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে ঠিক গুহার মুখে এসে পড়লো। এবং গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। চিন্তিত হয়ে পড়লো তিনজনই। ভেবে ভেবে ক্লান্ত তবু কূলকিনারা পাচ্ছিলো না যে কিভাবে বের হওয়া যাবে। তিনজন একত্রিত হয়ে পাথরটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো, পারলো না। এতো প্রকাণ্ড পাথর সরানোও সম্ভব ছিলো না। সুতরাং তারা ধারণা করছিলো এ মুসিবত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। তবু একজন বলে উঠলো, যদি আমরা আমাদের নেক আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলে হয়তো আল্লাহর সাহায্য আমরা পাবোই পাবো। সবাই তার কথায় একমত হলো।

তারপর তাদের ভেতর থেকে একজন দোয়া করলো, হে আল্লাহ আমার মা-বাপ ছিলো বৃদ্ধ। আমি তাদের আন্তরিকভাবে খেদমত করতাম। তারা না খাওয়া পর্যন্ত আমি আমার সন্তানদের এবং আমি আর আমার স্ত্রীও খেতাম না। একদিন রেজেকের সন্ধানে চলে গিয়েছিলাম বহুদূর। যখন ফিরে এলাম তো ততোক্ষণে আব্বা আম্মা শুয়ে গেছেন। দুধ দুয়ে আনলাম কিন্তু তখনো তারা ঘুমে। জাগিয়ে তোলা পছন্দ করলাম না, তাদের আগে অন্য কারো খাওয়াও পছন্দ করলাম না। আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম যাতে জেগে উঠলেই খাওয়াতে পারি। বাচ্চারা ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে আমার পায়ের ওপরই ঘুমিয়ে গেলো। এমনকি ইতোমধ্যে সকালও হয়ে গেল। আব্বা আম্মা জাগলেন এবং দুধ খেয়ে নিলেন। হে আমাদের মালিক, প্রভু এসবই যদি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তো আপনি গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিন।

তার দোয়া শেষ হয়ে যেতেই গুহার মুখ থেকে পাথরটা খানিকটা সরে গেল।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাত তুললো এবং বলতে লাগলো, হে আমার প্রভু, আমার চাচার ছিলো একটি মেয়ে। অসাধারণ সুন্দরী, আমি তাঁকে গভীরভাবে পেতে চেয়েছিলাম এবং খারাপ নিয়তেই তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার ছিলো অসম্মতি। কেননা সে ছিলো পুণ্যবতী এবং সত্যিকার অর্থে আপনার ভয়ে ভীতু মেয়ে। সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। একদা আমাদের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। মেয়েটির কাছে খাবার, এমনকি পান করা মতনও কিছুই ছিলো না যখন; তখন সে এলো সাহায্যের আশায় আমারই কাছে। আমার নিয়ত ছিলো খারাপ। তাই তাঁকে কুকাজের শর্তে ১২০ দিনার দান করলাম। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় সে এতোটা কাহিল হয়ে পড়েছিলো যে, আমার এ জঘন্য শর্তও সে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলো। তারপর আমি যখন তাঁকে ভোগ করতে যাবো– তখনই সে বলে উঠলো।

আল্লাহকে ভয় করো এবং গোনাহ করো না।

www.nagorikpathagar.org

আমি সাথে সাথেই উঠে গেলাম এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খারাপ কাজ করলাম না। এবং দিনারগুলোও ফেরত নিলাম না। হে আল্লাহ আমি যদি এসব কিছু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তো আপনি আমাদের এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন।

সে দোয়া শেষ করতেই পাথরটা আরো খানিকটা সরে গেল। কিন্তু বের হবার মতো অবস্থা তখনো হলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া শুরু করলো এই বলে :

হে আমার খোদা, তুমি জানো যে, আমি কিছু সংখ্যক মজুর মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছিলাম। এবং একজন ছাড়া সবাই তাদের মজুরি নিয়ে গিয়েছিলো। যে মজুর তার মজুরি রেখে গিয়েছলো সেই মজুরি আমি ফেলে না রেখে কাজে লাগিয়েছিলাম। এবং প্রচুর লাভ করেছিলাম। সেই লাভ দিয়ে বেশ কিছু উট, গাভী, ভেড়া এবং দাসও ক্রয় করা সম্ভব হয়।

কিছুকাল পরে সেই মজুর তার মজুরির জন্য আসে। আমি তার সামনে তার উট, ভেড়া গাভী এবং গোলাম সবই হাজির করি। মজুর হতবাক হয়ে যায়। বলতে থাকে– আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না। আমি কেবল আমার মজুরিই চেয়েছি। আপনার সম্পদ সম্পত্তি চাইনি। আমি তাঁকে খুব করেই বুঝাই যে মোটেই ঠাট্টা করছি না। এসবই তোমার মজুরির টাকা খাটিয়ে তার লাভ থেকে সংগৃহীত। সে সব সম্পদই গ্রহণ করে এবং বিদায় নেয়। হে আল্লাহ! এসবই যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তো এই কঠিন মুসিবত থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তার দোয়া শেষ হয়ে যেতেই গুহার মুখ থেকে পাথরটা সম্পূর্ণভাবে সরে গেল এবং তাদের সন্ধান মিললো নতুন এক জীবনের। এই ঘটনা বর্ণনা করে মুজাহিদদের কমান্ডার বললেন : বন্ধুগণ! এসো আমরাও আজ আল্লাহর কাছে দোয়া করি– আমাদের ভেতরের কারো নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ যেন আমাদের মুসিবত থেকে নাজাত দেন।

এ কথার পর এক মুজাহিদ দোয়া করা শুরু করলো, হে আল্লাহ তুমি জানো যে আমি কলেজে পড়ালেখা করতাম। একদিন দেখি আমাদের শহরে কমিউনিস্টরা মিছিল বের করে। এবং কমিউনিজমের পক্ষে জোর শ্লোগান দিয়ে চলেছে। মিছিল একটি মসজিদের সামনে গিয়ে থামলো এবং শুরু করলো ইসলামের বিরুদ্ধে যতো শ্লোগান। কেননা, মসজিদের ইমাম সাহেব বক্তৃতা করেন ইসলামের পক্ষে এবং রাশিয়ায় মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার চিত্র তুলে ধরেন। ইমাম সাহেব শ্লোগান শুনে বাইরে এলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

শ্লোগান দেয়ায় কঠোরভাবে প্রতিবাদ করলেন। কমিউনিস্টরা সাথে সাথে তাঁকে হত্যা করলো এবং মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিলো। কুরআন মজিদ ছিঁড়ে কুটে দুইভাগ করে পায়খানার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। উপস্থিত লোকেরা প্রতিবাদ করে বললো, আল্লাহকে ভয় করো। এ কথা শুনে এক কমিউনিস্ট উত্তেজিত হয়ে বলে বসলো: যা যা যা, তোদের আল্লাহকে ডেকে নিয়ে আয়। এই বলে সে ছেঁড়া খোঁড়া কুরআনের ওপর পেশাব করে দিলো। আমার আর সহ্য হলো না। দৌড়ে বাড়ি গেলাম এবং বন্দুক নিয়ে মিছিলের কাছে পৌছে গেলাম। তারপর ঐ কমিউনিস্টকে এবং আরো কয়েকজনকে গুলি করে মেরে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিলাম। হে আল্লাহ আমি যদি এ কাজ তোমার রেজামন্দি হাসিলের জন্য করে থাকি তাহলে মদদ দাও।

সব মুজাহিদ আমিন বললো। তারপর দ্বিতীয় মুজাহিদ দোয়া শুরু করলো এই বলে, হে আমাদের প্রভু, তুমি জানো যে হামেদ আর আমি একসাথে পড়ালেখা করতাম। হামেদ ছিলো আমার ছোটবেলার সাথী এবং আমাদের বন্ধুত্ব ছিলো খুবই গভীর। যখন আমরা কলেজে এলাম তখন হামেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলো এবং সে কমিউনিস্ট হয়ে গেল। আমি তাঁকে বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তার ওপর কোনো আছর হলো না। সে তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো, কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলতো যে তা খ্রিস্টানদের তৈরি করা বই, আর তোমার রাসূলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করতো। তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ফিরে এলো না।

একদা ভরা ক্লাসের মধ্যে কুরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলো। শুরু করলো রাসূলে পাকের বিরুদ্ধেও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য। প্রথমে আমি তাঁকে কথা দিয়ে বাধা দেই কিন্তু সে বাধা মানলো না বরং ঝগড়া শুরু করে দিলো। আমি এই রাসূলের অবমাননাকারী এবং এই মুরতাদকে যে ছিলো আমার প্রাণের দোস্ত বেদম পিটান পিটালাম। এবং রাসূলকে অবমাননাকারীর জিহবা কেটে ফেললাম এবং দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। হে আল্লাহ এই কাজ যদি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তো আমাদের মাফ করে দাও এবং এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করো।

চৌদ্দ

সব মুজাহিদই আমিন বললেন। এইভাবে এক এক করে দোয়া করলেন সবাই। সবশেষে কমান্ডার মুনাজাত করতে গিয়ে বললেন :

www.nagorikpathagar.org

হে খোদা! তুমি জানো, এই দেশে যখন রুশ সৈন্য অনুপ্রবেশ করে, তখন তারা শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। মসজিদ এবং মাদরাসা শহীদ করে ফেলে। এমনকি কেবল তোমার নাম উচ্চারণের কারণেই অনেককে হত্যা করা হয়। আমি এসব সহ্য করতে না পেরে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কেবল বন্দুক চালিয়ে দিয়েছিলাম। সুতরাং এসবই যদি তোমার খোশনোদি হাসিলের জন্য করে থাকি তো তুমি আমাদের মাফ করে দাও এবং এখান থেকে নাজাত দাও।

কমান্ডারের দোয়ার সাথে সাথে যেইমাত্র সব মুজাহিদ আমীন বলে উঠেছেন, ওমনিই শোনা গেলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শব্দ। পাহাড় কেঁপে উঠলো এবং অদ্ভুত ধরনের শব্দ হতে লাগলো। মনে হলো যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। এবং যখন মুজাহিদরা চোখ খুললো, দেখলো গুহার মধ্যে আলো ঠিকরে পড়ছে। গুহার মুখও খুলে গেছে। এবং হাজার টন ওজনের বোমা বিস্ফোরিত হয়ে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এতো তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হওয়ায় হতবাক হয়ে গেল মুজাহিদরা। সবার চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। সেজদায় লুটিয়ে পড়লো সকলে।

মূল ঘটনা হলো এই রকম, শত্রুসৈন্যরা কমপক্ষে এক ডজন যুদ্ধবিমান নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো হামলা করে। মারকাজের ওপর ভয়াবহ রকমের বোম্বিং করে। দুটো বড় বড় বোমা বার্স্ট হয় গুহার একেবারে মুখে। এবং অনেক দূর পর্যন্ত আক্রান্ত করে। ফলে গুহার এক দিক সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়। আর আল্লাহ এভাবেই তার বান্দাদেরকে সাহায্য করেন তার দুশমনদের মাধ্যমে। এবং কুদরতের ঘোষণা দেন যা দুশমনেরা বুঝে উঠতে পারে না। মুজাহিদরা বাইরে বেরিয়ে দেখলো তাদের সব বিমানবিধ্বংসী কামান ধ্বংস হয়ে গেছে। মাত্র তিনটি স্থলকামান অক্ষত রয়েছে এবং যারা এগুলো চালাচ্ছিলো তারা অবশ্য দুমশনদের অগ্রাভিযান ঠেকিয়ে দিয়েছে।

তবু যুদ্ধবিমানগুলোর আঘাতে এবং অগণিত তোপের গোলায় যেখানে সবাই এবং সবকিছু শেষ হয়ে যাবার কথা ছিলো, সেখানে ঐ তিনজনসহ ৩০ জন অক্ষত রইলো, ২০জন হলো আহত। এবং শহীদের সংখ্যায় থাকলো বাকি মুজাহিদরা।

চিফ কমান্ডারের সামনে এখন দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক. আহতদের এবং নিহতদের সংরক্ষিত এলাকায় পৌছানো। দুই. রেডিও স্টেশনের সরঞ্জামাদি অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা। অবশ্য মারকাজকে রক্ষা করা কোনোক্রমেই এখন আর সম্ভব না।

মুজাহিদদের সাথে পরামর্শক্রমে কমান্ডার সিদ্ধান্ত দিলেন, তোপের সাথে থাকবে ছয়জন মুজাহিদ, পাঁচজন থাকবে আমার সঙ্গে, আর বাকিরা রেডিও স্টেশনের

www.nagorikpathagar.org

সরঞ্জামাদি, আহত এবং নিহতদের নিয়ে অতি দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। মারকাজ থেকে কোনো কিছুই অক্ষতভাবে নিয়ে যাওয়াটা দৃশ্যত অসম্ভব ছিলো। কেননা তখনো আকাশে উড়ছে যুদ্ধজাহাজগুলো এবং বৃষ্টির মতো বোম্বিংও করছে। কমান্ডোবাহিনী সমস্ত পথঘাট ঘিরে রেখেছে। তা সত্ত্বেও দু'জন মুজাহিদ রেডিও স্টেশন ওয়াগনে উঠে পড়লো। বাকিরা আহত এবং শহীদদের নিয়ে, পিকআপ গাড়িতে করে, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, সতর্কতার সাথে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু মারকাজ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই দুশমনদের যুদ্ধবিমানগুলো তাদের ওপর বোম্বিং শুরু করলো। ড্রাইভাররা অসম্ভব দক্ষতার সাথে গাড়িগুলো নিয়ে সরে পড়তে সক্ষম হলো। তারা দেখলো অনেক অনেক লাশ তখনো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। লাশগুলো মুজাহিদদের নয়, রুশ কমান্ডো বাহিনীর। মুজাহিদদের অন্য একটি গ্রুপ যাদেরকে মাটিতে অবতরণ করামাত্রই খতম করে দিয়েছে। এবং ঐ মুজাহিদদের গ্রুপটি যে এখনো গোপন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে তা চিফ কমান্ডারের জানা নেই।

চিফ কমান্ডারসহ এখন মারকাজে মাত্র বারোজন মুজাহিদ। তাদের মধ্যে আলীও অন্তর্ভুক্ত। তাদের একটাই লক্ষ্য, দুশমনদের অগ্রযাত্রাকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এই বারোজন মুজাহিদ একটি কৌশল অবলম্বন করে মোর্চাগুলোকে সামলাতে লাগলো। এ জন্য যে, যেনো দুমশনরা বোঝে, এখানো বিপুল পরিমাণে মুজাহিদ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। চিফ কমান্ডার আহত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদদের সহযোগিতা করে চলেছেন।

সূর্য ডুবতে এখনো খানিকটা সময় বাকি। মুজাহিদদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেল। কেবল মেশিনগানের কিছু গুলি এবং কিছু হাতবোমা বেঁচে গেছে। কমান্ডার সমস্ত তোপ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। দুশমনদের পক্ষে যাতে করে ঐগুলো কবজা করা সম্ভব না হয়। এবং কোনো রকম গুলিগোলা খরচ না করার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়ে সূর্য ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন। যাতে করে রাতের বেলায় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিরাপদ রাস্তা ধরে পিছু হটা যায়।

কয়েক মিনিট পরে কমান্ডার দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন দুশমনদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। সেই সাথে তাদের তোপ থেকে গোলাগুলিও শুরু হয়েছে। কমান্ডার মুজাহিদদেরকে বললেন, বেরিয়ে যাবার পথ ট্যাঙ্ক বহরের উল্টো দিকে। এই জন্য সবাইকে ধীরে ধীরে পেছনের পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা শুরু করতে হবে। এবং গাছগাছালির ঝোপের নিচে একত্রিত হতে হবে, একেবারে পর্বত শিখরের কাছাকাছি।

মুজাহিদরা আস্তে আস্তে পেছনে হটতে লাগলো। ক্রলিং করে করে যাতে দুশমনরা তাদেরকে দেখতে না পায়। এখন অন্ধকারও গাঢ় হচ্ছে। মুজাহিদরা

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশিত পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে গেছে। পাহাড় চূড়ার ঝোপের মধ্যে গভীর অন্ধকার। হঠাৎ যুদ্ধবিমানের উড়ে আসার শব্দে কেঁপে উঠলো চতুর্দিক। একটি থেকে নিক্ষেপ করা হলো আলোর বোম। বোমার আলো এতো তীব্র যে পিঁপড়ে পর্যন্ত দেখা যায়।

মুজাহিদদের জন্য এই অবস্থা ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ। যুদ্ধবিমান থেকে তাদের দেখে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। ফলে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলা শুরু হয়ে যাবে এখনই। অন্য দিকে দুই দু'টি আলোর বোমা শূন্যে ঝোলানো থাকায় দূর থেকে দেখা গেল ট্যাঙ্ক বহর মারকাজের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন সময় যুদ্ধবিমানও অনেক নিচু থেকে উড়াল দিতে লাগলো। এই অবস্থায় মুজাহিদদের কাছে যদি একটা মাত্র বিমানবিধ্বংসী কামানও থাকতো তাহলে রুশীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করাটা মোটেই কোনো কষ্টের ব্যাপার ছিলো না।

আলী রাইফেল তাক করলো। কমান্ডার তাকে গুলি চালাতে বাধা দিলেন। কিন্তু বাধা দিতে না দিতেই গুলি বেরিয়ে গেল।

আলোর গোলায় গিয়ে ঠিকই লাগলো গুলিটি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গুলিটিও ছুড়লো আলোর অন্য গোলায়। ঠিক ঠিক মতো সেটাও গিয়ে বিদ্ধ হলো। কমান্ডার জলদি স্থান ত্যাগ করার জন্য হুকুম করলেন। কেননা এখনই ভয়ঙ্কর রকমের বোম্বিং শুরু হয়ে যাবে।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে যথেষ্ট দূরে এসে ঝোপঝাড়, বড় বড় পাথর এবং গাছগাছালির নিচে গা ঢাকা দিলো। শুরু হয়ে গেল বোম্বিং। বোম্বিংয়ের মাত্রা ছিলো এতো বেশি যে পূর্বের জায়গায় যদি মুজাহিদরা থাকতো তাহলে একজনও বাঁচতো না। বেশ কিছু সময় ধরে বোম্বিং চলতে থাকলো। তারপর এক সময় তা থেমে গেলো। মুজাহিদরা ধারণা করেছিলো যুদ্ধবিমান আবারও ফিরে আসবে। কিন্তু না এলো না– অনেকক্ষণ পরও। মুজাহিদরা উঠে দাঁড়ালো এবং নিচের দিকে নামা শুরু করলো। তারা কান খাড়া করে, সতর্কতার সাথে চলতে থাকলো। কেননা হতে পারে কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে রুশীয় কমান্ডো বাহিনী।

হঠাৎ পাহাড়ের অর্ধেকটা পথ পার হতে না হতেই সন্দেহটা বাস্তব হয়ে দেখা দিলো। নিচের দিক থেকে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। কয়েককটা গুলি আলীর কানের কাছ দিয়ে চলে গেলো। সাথে সাথেই মুজাহিদরা শুয়ে পড়লো এবং উল্টো দিকে ক্রলিং শুরু করলো। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা থামলো এবং অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। চিফ কমান্ডার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, আহত মুজাহিদরা এবং রেডিও স্টেশনে কর্মরত মুজাহিদরা বের

www.nagorikpathagar.org

হতে পারলো কি না! বেরিয়ে যাবার পথে কমান্ডো বাহিনীর অবস্থানের কথা ভেবে মুজাহিদরাও পেরেশানিতে পড়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানেই শুয়ে থাকলো। তারা ধারণা করেছিলো– কমান্ডোরা তাদের পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু করলো না।

রাতের আধাআধি পার হয়ে গেছে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। বিস্ফোরণের শব্দ এলো ঠিক ঐ দিক থেকে, যেদিক থেকে কমান্ডোবাহিনী মুজাহিদদের ওপর গুলি চালিয়েছিলো। সবার চোখ সেই দিকে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর ভেগে যাবার শব্দাবলি ভেসে এলো। আলীর ধারণা মুজাহিদদের অন্য কোনো গ্রুপ কমান্ডোদের ওপর হামলা করে বসেছে। আর বিস্ফোরণের শব্দ ছিলো তাদের ব্যবহৃত হাত বোমার। সুতরাং ঐ মুজাহিদদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কমান্ডারের ধারণা, দুশমনরা ফাঁদে ফেলবার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করেছে হয়তো। মুজাহিদদের বক্তব্য, এখান থেকে বেরোবার জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি নিতেই হবে। কমান্ডার আরো একবার সমস্ত অস্ত্রের একটা হিসাব কষে মুজাহিদদের বক্তব্য সমর্থন করলেন।

মুজাহিদদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। যাতে এক সাথে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়তে না হয়। তারা ধীরে ধীরে কমান্ডোদের দিকে এগোতে থাকলো। আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদ কিছু দূর এগিয়ে যেতেই দু'টি ছায়াকে কাছে আসতে দেখলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দিলো। ঘটনাক্রমে মিস হয়ে গেলো গুলি। কিন্তু আওয়াজ এলো আমরা মুসলমান। এবং ভাঙা ভাঙা ফরাসি ভাষায় আবারও আওয়াজ এলো আপনারা যদি মুজাহেদীন হয়ে থাকেন তাহলে গুলি চালাবেন না। আমরা দু'জন রুশীয় বাহিনীর মুসলমান সৈনিক। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। সব ফেলে দিয়েছি।

আলীর সঙ্গী মুজাহিদ বললো, ওদের ওপর ভরসা করা যায় না। কিন্তু আলীর ধারণা রুশীয় মুসলমানদের আফগাস্তিানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সুতরাং তাদের ওপর গুলি চালানো ঠিক হবে না, বিশেষত যখন তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আলী এসব কথা তার সঙ্গীকে বললো এবং আওয়াজ দিলো আপনারা এগিয়ে আসুন। আওয়াজ শুনে তারা আলীর দিকে দৌড় দিলো। ঠিক তখনি ভেসে এলো বিস্ফোরণের শব্দ। দুজনের একজন লুটিয়ে পড়লো। আলী তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তার সঙ্গী হাত বোমা ছুঁড়লো কি না! সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করায় সে না বললো। ওদিক থেকে আওয়াজ এলো : আমার সঙ্গী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মেহেরবানি করে আমাদের সাহায্য করুন। আলী এবং তার সঙ্গী দৌড়ে তাদের কাছে গেলো। সন্নিকটে পৌছে দেখলো আহত লোকটির একটি পা উড়ে গেছে। তারা ভেবে পাচ্ছিলো

www.nagorikpathagar.org

না আহত ভাইয়ের জন্য কি করা যায়। রক্ত এতো পরিমাণে এবং এতো গতি নিয়ে বের হচ্ছে যে– তার বেঁচে যাওয়ার আশা খুবই কম। আহত লোকটি ব্যথায় কাতরাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সে বলে : আমার মুসলমান ভাইয়েরা, সম্ভবত আমি বাঁচাবো না। আল্লাহর শোকর আমার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হলো। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গী হবার জন্য। আজ আমি মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গী হতে গিয়েই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি।

এসব কথা বলতে বলতেই সে আলীর হাত চেপে ধরলো এবং চুমু খেতে লাগলো। তারপর আবার বললো : প্রিয় ভাইয়েরা আমার, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাও, লড়ে যাও ততোদিন যতোদিন না রাশিয়ার মুসলমানরা মুক্ত হবে। আল্লাহ আপনাদের জয়ী করুন।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপর নড়ে উঠলো আহত লোকটির ঠোঁটযুগল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলূলুল্লাহ। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা একদিকে ঢলে পড়লো। তার সাথী সৈনিক চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। অশ্রু নেমে এলো আলী এবং অন্যান্য মুজাহিদের চোখেও। রুশীয় শহীদের সাথী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো,

হে আমার বন্ধু! তুমি আমার কাছে রাশিয়ার মুসলমানরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ করার অঙ্গীকার করেছিলে। অথচ প্রথম কদম ফেলতে না ফেলতেই বিদায় নিয়ে চলে গেলে। আমি একা একাই লড়াই করে যেতে থাকবো। শপথ করছি– তোমার মিশনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিন্দাহ রাখবো।

আলী তার কাঁধে হাত রেখে বললো, হে আমার রুশীয় বন্ধু, তুমি একা নও, আমরা তোমার সঙ্গী হবো। ইসলামী দুনিয়ার প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ তোমার সঙ্গী হবে। তোমাদের সঙ্গে থাকবে কারো দোয়া, কারো সম্পদ, কারো জীবন। আমাদের সবার মঞ্জিলে মকসুদ এক, পথ এক, আল্লাহ এক, দ্বীন এক, দুশমনও এক এবং সেই কারণে আফগানিস্তানের প্রতিটা মানুষ তোমার সঙ্গী।

আলী তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : তোমার এই সঙ্গী কিভাবে শহীদ হলো?

সে বললো : আমরা নিচের রুশ আফগান কমান্ডোদের মোর্চায় মজুদ অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে এবং কমান্ডোদের হত্যা করে ভেগে যাচ্ছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো এভাবেই আমরা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করবো। কিন্তু ভেগে যাবার সময় আমাদেরই পোঁতা মাইনে পা পড়ে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটে। বাকি কথা পরে হবে। এখন আমাদের অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। কমান্ডোদের অন্য আর একটি গ্রুপ খুব কাছেই অবস্থান করছে। আবারও হামলা করতে পারে। তারা শহীদের লাশ কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলো।

www.nagorikpathagar.org

মুজহিদরা সুরক্ষিত এক কেন্দ্রে পৌঁছে গেলো। অন্যান্য মারকাজের কমান্ডোদেরও তলব করা হলো। মুজাহিদের সামনে এখন বড় প্রশ্ন হলো সবচেয়ে বড় মারকাজকে পুনরুদ্ধারের উপায় বের করা। বৈঠক খুব দ্রুত শুরু হয়ে গেল। আলীর বিচক্ষণতা এবং মেধার কারণে বিশেষভাবে তাকে ডাকা হয়েছে। অধিকাংশ কমান্ডার ত্বরিত হামলার পরিবর্তে এক মাসের মতো সময় অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু আলীর সুস্পষ্ট মত হচ্ছে– তাড়াতাড়ি হামলা করতে হবে, যেমন দুশমনরা হঠাৎ করে আক্রমণ করায় আমরা পরাজিত হয়েছি। ঠিক ঐ একই পদ্ধতিতে দুশমনরা বুঝে ওঠার আগেই আমরা হামলা করে বসবো। ওরা ভেগে যেতে বাধ্য হবে। যেসব কমান্ডার আলীর বিচক্ষণতা সম্পর্কে খবর রাখতেন তারা সাথে সাথে একমত হলেন। অন্যান্য কমান্ডাররাও দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে হামলা করার ব্যাপারে আর কালক্ষেপণের দরকার নেই। সুতরাং হামলা করতে হবে। আজই, সূর্য ডুবে যাবার সাথে সাথেই।

মুজাহেদীনর সংখ্যা দাঁড়ালো– সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার। এবং তাদের আবেগ, উৎসাহ সত্যিই স্মরণযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই পরাজয়ের দগদগে ঘা মুছে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং দিগন্ত মুখরিত হলো নারায়ে তাকবির, আলজিহাদ আলজিহাদ ধ্বনিমালায়। শুরু হয়ে গেলো রাইফেল পরিষ্কার করার কাজ, অস্ত্রবাহী গাড়ি এবং খচ্চরের ওপর অস্ত্র তোলার কাজ। এমন সময় চিফ কমান্ডার এসে হাজির হলেন। ঘাড়ে তার পট্টি বাঁধা। কমান্ডারকে দেখেই মুজাহিদরা অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাশে জমা হয়ে গেল। কমান্ডার তাদের উদ্দেশে বললেন : হে আমার দ্বীন ইসলামের প্রাণ উৎসর্গিত ভাইয়েরা, দুশমনদের হঠাৎ আক্রমণের কারণে আমরা মোকাবেলা করতে পারিনি ঠিকই কিন্তু তাদের অগ্রযাত্রা আমরা রুখতে সক্ষম হয়েছি। যদিও আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। এই বীরত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। আগের তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে এখন আপনারা অনেক কম। দুশমনদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। আল্লাহর এরশাদ হলো : কখনো কখনো একটি ছোট দলও অনেক বিরাট দলকেও পরাজিত করতে পারে কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। আল্লাহ সর্বদাই তার ওপর যথার্থ ভরসাকারীদের সঙ্গী। সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সাহস এবং বীরত্বের সাথে সামনে এগিয়ে যাও। দুশমনদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দাও। বক্তৃতা শেষ হবার সাথে সাথেই দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুনকারীব, কলধ্বনি। তারপর নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে তারা চূড়ান্ত আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

দুশমনরা এই হামলার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। দ্রুত ভাগতে শুরু করলো। ভাগতে গিয়ে হাজারখানেক মারা পড়লো। পাঁচ শর মতো বন্দী হলো। বিপুল

www.nagorikpathagar.org

পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র মুজাহিদদের হস্তগত হলো। এবং মারকাজের ওপর দ্বিতীয় বারের মতো দখল কায়েম করল তারা। এই সাফল্যে শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়লো মুজাহিদরা।

মারকাজের ওপর দখল নেয়ার পর চিফ কমান্ডার আবারও অন্যান্য কমান্ডারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন। এবারের হামলায় মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। একশ'রও বেশি মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল। প্রায় দুশর মত হলো আহত। পাহাড়ের ওপর বিক্ষিপ্ত লাশগুলো একত্রিত করার পর দেখা গেল তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন শ'র বেশি। চিফ কমান্ডার ধারণা করেছিলেন দুশমনদের কমছে কম বারো শ' সৈনিক মারা গেছে। পরে মুজাহিদদের গোয়েন্দারা ছাউনি থেকে খবর পাঠিয়েছেন দুশমনদের পনের শ' সৈন্য খতম হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে চারটি যুদ্ধবিমান এবং বিশটির মতো ট্যাঙ্ক। আহতদের সংখ্যার কোনো সীমা নেই। মুজাহিদরা আনন্দিত এবং এই জন্য যে এত বড় একটা বাহিনী বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরও– একদিনের চেয়ে বেশি একটা মিনিটও মারকাজের ওপর দাখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারলো না।

পনের

রুশীয় মুসলমান সৈনিক তার নিজের সম্পর্কে সব কথাই খুলে বললো। সমস্ত ঘটনা শুনে চিফ কমান্ডার তাকে মুজাহিদীনে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

পরের দিন শহীদের জানাযার নামাজ পড়া হলো। আবদুর রহমান নামের রুশীয় সৈনিকটিও জানাযায় অংশ নিলো। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেল সে। কারো চোখে কোনো অশ্রু নেই। এমন কি কোনো মহিলার মুখ থেকেও কোনো বিলাপধ্বনি শুনতে পেলো না। তার হতবাক হবার বিষয়টি সে আলীর কাছে উত্থাপন করলো। এবং প্রশ্ন করলো এরা কেমন ধরনের মানুষ যে আপন ভাইদের, আপন কন্যাদের আপন মায়েদের, আপন পিতাদের মৃত্যুতেও কাঁদে না। আলী আবদুর রহমানকে এক বুড়ো মুজাহিদের কাছে নিয়ে গেল। যার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনজনই শহীদ হয়ে গেছেন।

বুড়ো আবদুর রহমানের প্রশ্ন শুনলো এবং বললো–

বাপু, আফগানিস্তানে বারো লক্ষ্যেরও বেশি লোক শহীদ হয়ে গেছে। আমরা কয়জনের জন্য কাঁদবো! তারপর শাহাদাত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। আর পুরস্কার তো খুশির সাথেই গ্রহণ করতে হয়। অশ্রুর সাথে নয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তায়ালা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান এবং তাদের মাল বেহেস্তের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে মারে এবং মরে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সত্য অঙ্গীকার। এবং এই অঙ্গীকার কুরআনে, তৌরাতে, ইনজিলে সব কেতাবেই করা হয়েছে। অর্থাৎ শাহাদাতের বদলা হিসেবে জান্নাত দান করা হবে। এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদাপূরণকারী আর কে হতে পারে? সুতরাং হে মুসলমান, নিজেদের ব্যবসার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকো যা তোমরা আল্লাহর সঙ্গেই করেছো। এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

বৃদ্ধ মুজাহিদ আরো বললেন : বাপু, আফগানিস্তানের সব মা অশ্রু প্রবাহিত করার পরিবর্তে সন্তানদের নসিহত করে ইসলামের পতাকা সর্ব উঁচুতে তুলে ধরবে, তাতে যদি তোমাদের জীবন দিতে হয়, দিও। আর সকল বাপের অবস্থা হচ্ছে যার ছেলে শহীদ হয়ে যায়, সে গর্ব অনুভব করে যে, সে শহীদের পিতা হতে পেরেছে। যুবকরা তো এই কথাই বলে, আমরা আমাদের আবেগকে অশ্রুর সঙ্গে মিশ্রিত করবো না বরং আমাদের বন্দুক থেকে গুলি বের হবে, এবং দুশমনদের রক্ত বইতে থাকবে। বাচ্চারা যৌবন প্রাপ্তির জন্য কামনা করে শুধু শহীদদের পথ এবং পন্থা অনুসরণ করতে পারবে বলে।

আবদুর রহমানের কাছে এসব কথা অসম্ভব রকমের নব-নবীন মনে হলো না। এই ধরনের কথাই সে তার দাদার কাছ থেকে বহুবার শুনেছে। তিনি বলতেন :

– মুসলমান যখন কোরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করার জন্য উদ্যোগী হয় তখন সে কাঁদে না। সেই আবেগই আবদুর রহমান আজ মুজাহেদিনের মধ্যে লক্ষ্য করছে। লক্ষ্য করছে নিজের চোখে। এটা তার সৌভাগ্য।

আবদুর রহমান এবং আলীর মধ্যে গভীরতার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। যখনই সময় হতো একে অপরের সাথে আলাপ করতো। আবদুর রহমান বলেছে সে তুর্কিস্তানের বাসিন্দা। বাধ্যতামূলকভাবে তাঁকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়, তারপর পাঠিয়ে দেয়া হয় আফগানিস্তানে।

আলী জানতে চাওয়ায় সে রাশিয়ার মুসলমানদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। সে বলেছে রাশিয়ার মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে নির্যাতিত। আমার দাদা যিনি পাঁচ ছয় বছর আগে মারা গেছেন, তিনি বলতেন, কমিউনিস্ট শাসনের পূর্বে ছিলো জার সম্রাটদের শাসন। এই জাররা ছিলো সীমাহীন অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু খুনি। মুসলমানরা এই জালেমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করেছে। কিন্তু তারা নানা গ্রুপে বিভক্ত ছিলো বলে রুশীয় বাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য ছিলো বলে এবং কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়

www.nagorikpathagar.org

নি বলে তারা তাদের এলাকা ধরে রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমস্ত অঞ্চলই হাতছাড়া হয়ে যায়। রুশীয়রা মুসলমানদের বাড়িঘর, জমি-জমা দখল করে নেয়, মসজিদ মাদরাসাগুলো শহীদ করে দেয়। ১৭৪২ সালে কাজানের ৫৪৬টি মসজিদের মধ্যে ৪১৮টিকেই শহীদ করা হয়। প্রায় এক লাখ মুসলমান হত্যা করা হয়।

তাদের সহায় সম্পত্তি খ্রিষ্টানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। যদিও কাজান, কিরিমিয়া এবং আজারবাইজান থেকে মুসলমানদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিলো তবুও তাদের আজীবন মুজাহিদ এবং ইসলামী দুনিয়ার প্রথম গেরিলা পথিকৃৎ ইমাম শামিল ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিন লাখ রুশীয় সৈন্য মোকাবেলা করেছিলেন। তাঁদের কাছে না ছিলো আধুনিক অস্ত্র, না ছিলো অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য। যার ফলে রুশীয়রা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ সময়ই রুশবাহিনী তুর্কিস্তানের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমরকন্দ, বুখারা, খাওয়ারিজিমের মত ইসলামী শহরগুলোও তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

জারদের জুলুমের কারণে মুসলমানদের জীবন ছিলো জর্জরিত। এবং ১৯১৭ সালে যখন কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হলো মুসলমানরা আশা করেছিলো এবার তাদের মুক্তির সূর্য উদিত হবে। কেননা লেনিন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের মেনিফেস্টোতে এই আশ্বাসই মুসলমানদের দিয়েছিলো জারদের হাত থেকে মুক্ত হবার পরই মুসলিম জাতির স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হবে। এই কারণেই মুসলমানদের একটি বড় অংশ কমিউনিস্টদের সহযোগিতা করে। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার পর কমিউনিস্টরা তাঁদের ওয়াদা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়ালো। যেহেতু তারা আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখতো না তাই ওয়াদার কোনো গুরুত্ব তাঁদের কাছে ছিলো না। তবু লেনিনকে যখন মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, তিনি বললেন, ওয়াদা তো কেবল এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই না। আবারও যখন মুসলমানরা তাঁকে বুঝালো ওয়াদা পালনের ব্যাপারে আমাদের বাপ-দাদাদের খ্যাতি কিংবদন্তির তুল্য। আমরাও সে ধারার একান্ত অনুসারী সুতরাং সে ওয়াদা আপনার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তারপরও লেনিন বললেন, সম্ভবত তোমাদের বাপ-দাদারা মূর্খই।

কমিউনিস্ট শাসকরা জারদের চেয়েও অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হলো। জারদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহায় সম্পত্তি এবং ঘরবাড়িও তারা জবর দখল করলো এবং লাখ লাখ মুসলমানকে তারা না খেয়ে মরতে বাধ্য করলো। এই কঠিন অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা জেহাদ ঘোষণা করলো। কিন্তু সময় তখন

www.nagorikpathagar.org

অনেক গড়িয়ে গেছে। কমিউনিস্টরা বিপুল সংখ্যক নামসর্বস্ব মোল্লাদের কিনে ফেলেছে– যারা কমিউনিজমকে ইসলামের আলোকে বৈধ আখ্যা দিয়ে চলেছে।

আবদুর রহমান পুরো ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বললো, যখন সংঘটিত হলো কমিউনিস্ট বিপ্লব, দাদা তখন ছিলেন যুবক। তার অন্তরে ইসলামপ্রীতি এবং স্বাধীনতাপ্রীতি ছিলো কানায় কানায় ভরপুর। এই জন্য তিনিও ইসলামের বিজয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধবাদী জেহাদী আন্দোলনে যোগ দিলেন আন্দোলনে নওজোয়ান মুজাহিদদের সংখ্যা বেড়েই চললো। জেহাদের উন্মাদনায় বাচ্চা এবং বুড়োরা পর্যন্ত মুজাহিদদের কাতারে এসে শামিল হলো। নারীরা তাদের সমস্ত অলঙ্কার জেহাদ ফান্ডে দিয়ে দিতে লাগলো।

মুজাহিদরা তুর্কিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণা করলো। এবং বুখারায় প্রতিষ্ঠিত করলো স্বাধীন সরকার।

কিন্তু রুশীয়রা এক বিরাট বাহিনী মুজাহিদদের ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিলো। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ছিলো না থাকারই মতো। আর যা ছিলো তা-ও পুরনো আমলের। তারপর আবার কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম ফতোয়া দিলো সমাজতন্ত্র হলো একটি মানবতাবাদী জীবনব্যবস্থা। ধর্মের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই বরং কমিউনিস্টরা চায় গরিবদেরকে জুলুম থেকে মুক্ত করতে। এই অবস্থায়, মুজাহিদরা অপর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাল বাহিনীর বিরুদ্ধে খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারলো না এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এবং অপর্যাপ্ততার কারণে ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় একটি অঞ্চল জারদের পরে কমিউনিস্টদের দখলে চলে গেলো।

আবদুর রহমান বলে যাচ্ছিলো যেমন করে আফগানিস্তানের রুশ সমর্থক সরকার মুজাহিদদেরকে ডাকাত, লুটেরা এবং বদমায়েশ আখ্যা দিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায় এবং নিজেরা জনপদ গ্রাম-গঞ্জ লুট করে, ভালো মানুষদের হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মুজাহিদদের নামেই প্রোপাগান্ডা করে। ঠিক এই রকমই তুর্কিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিলো। রুশীয় কমিউনিস্টরা তুর্কি মুজাহিদদের বলতো বিসিমাচি। যার অর্থ হচ্ছে লুটেরা এবং ডাকাত। কিন্তু রুশীয় মুসলমানরা এই শব্দটিকে নিজেদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীকী শব্দে পরিণত করেই ছেড়েছিলো। এই জন্য তাদের মুক্তি সংগ্রামকে বলা হয় 'বিসমাচ আন্দোলন'।

আবদুর রহমান বলছে– তার দাদা ঐ বিসমাচ আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্টরা তার বংশের লোকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। এমনকি কোনো কোনো ঘরে তাদের অনেককে আটকিয়ে রেখে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঠিক এই

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিতেই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো তার পরদাদাকে পরদাদী, তার ছোটো ছেলেটি, নিষ্পাপ বাচ্চাদেরও যাদের মধ্যে দাদীর দুই বোনও ছিলো এবং একটি ভাইও ছিলো। তাদের সবাইকে শহীদ করা হয়েছিলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে। দাদার বড় ভাই প্রতিবাদ করেছিলো বলে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিলো কমিউনিস্টরা।

মাত্র এক সপ্তাহ পরে তার লাশের সন্ধান মেলে গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি খালে। শরীরের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ফেলা অবস্থায়। নৃশংসভাবেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে দাদাকে কোনো একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা জোরজবরদস্তি করে একটি কাগজে সই করাতে চেয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো : ঘরে আগুন লাগিয়েছে বিসমাচরা এবং বিসমাচরাই মসজিদ শহীদ করে দিয়েছে, এমনকি কুরআন মজিদও পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোনোক্রমেই এসব করতে রাজি না হওয়ায় তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়, শরীরে জ্বলন্ত লোহার দাগ দেয়া হয়, তারপর টুকরো টুকরো করে কাটা হয় তার বিভিন্ন অঙ্গ। এইভাবেই শহীদ হয়ে যায় এক মর্দে মুজাহিদ।

আমার দাদা বলেছেন : পরাজিত হবার পর পাহাড়ি অঞ্চলে আমরা আমাদের কেন্দ্র গড়ে তুলি। মহান মুজাহিদ ইব্রাহীম বেগ আমাদের কমান্ডার ছিলেন। আমরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দুশমনদের বড় ধরনের ক্ষতি করেছি। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিলো অগণিত। অন্য দিকে আমাদের অস্ত্র ছিলো পুরনো ধাঁচের। শেষ পর্যন্ত আমরা লালবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাই। ঘেরাও প্রতিদিনই ছোটো হতে থাকে।

যাবতীয় রসদও শেষ হয়ে যায়। মুজাহিদরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন বাঁচাতে লাগলো। আমাদের কমান্ডার ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর প্রকৃতির মানুষ। তিনি প্রায় দুই হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে দুশমনদের দুর্ভেদ্য ঘেরাও শেষ পর্যন্ত ভেঙে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমু দরিয়া পার হয়ে তিনি প্রবেশ করলেন আফগানিস্তানে। কিন্তু তখনকার আফগান সরকার তাঁকে আশ্রয় না দিয়ে বরং প্রতারণা করে রুশীয়দের হাতে তুলে দেয়। অবশ্য পরে খবর পাওয়া যায়, আফগান সরকার হুকুম জারি করেছে, কোনো রুশীয় মুসলমানকে তারা আশ্রয় দেবে না। মূলত এটাই ছিলো লাল বাহিনীর সাথে ইসলামবিদ্বেষী আফগান সরকারের গোপন চুক্তির ফল। অন্যদিকে আফগানিস্তানের মাজার শরীফ প্রদেশের গভর্নরের সাথে রুশ সরকারের ছিলো এক গভীর বন্ধুত্ব এবং আঁতাত। সুতরাং হুকুম জারির তাৎপর্য সহজে অনুমেয়।

www.nagorikpathagar.org

আলী যখন এই ঘটনা শুনলো তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। এবং প্রশ্ন করলো সত্যিই কি সে সময়ের আফগান সরকার রাশিয়ার মজলুম মুসলমানদের সাথে এ রকম জঘন্য ব্যবহার করেছে? আবদুর রহমান বললো : হ্যাঁ, আমার দাদা বলতেন, রুশীয় মুসলমানদের ওপর একদিকে জুলুম করতো কমিউনিস্টরা। অন্যদিকে জুলুম করতো আমাদের প্রতিবেশী আফগান সরকার। যদি আমরা আফগানিস্তানের ভেতরে সেদিন আশ্রয় পেতাম, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করতে পারতাম, সংগঠিত করার সুযোগ পেতাম। এবং আমরা সত্যিই রাশিয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বিশাল এক ইসলামী খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করতে পারতাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কথা যাদের ছিলো একান্তভাবে সাহায্যকারী হবার তারাই হলো শত্রুদের শাণিত অস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার।

আলী এইসব কথা শুনে বললো : হ্যাঁ, সেই সময় যদি আফগান সরকার এতো বড় ভুল না করতো তাহলে আজকের আফগান জনগণের আদৌ কোনো গোলামির জিঞ্জির পরতে হতো না।
আবদুর রহমান বললো : ঠিকই বলেছো।

ষোল

আবদুর রহমান বললো :

– তুমি ঠিকই বলেছো, এই যে যুদ্ধ তোমরা আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে করছো, একদিন রাশিয়ার পর্বতে পর্বতে এই-একই লড়াই আমরাও করেছি– আমার দাদা ইন্তেকালের সময় বলে গেছেন। তিনি তখন হাসপাতালে এবং রাশিয়ার সৈন্যরা– দুই মাসের মতো হয়েছে– আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে। আমি তার সেবা করার জন্য সেখানে ছিলাম।

কথায় কথায় তিনি আমাকে একদিন বললেন– 'আবদুর রহমান, আমি প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলাম : অবশ্যই এ-রকম হবে। আমার মনে আছে, আফগান সরকার আমাদেরকে যে-দিন রুশ-বাহিনীর হাতে তুল দেয়, সে-দিনই একজন মুজাহিদ বলছিলো : আফগান বন্ধুরা শোনো, আমরা কেবল রাশিয়ার মুসলমানদের আজাদির জন্যই লড়ছি না, আমাদের এ-লড়াই আফগানিস্তান তথা সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যও।

আমরা যদি স্বাধীন থাকতে না পারি তাহলে তোমাদেরও একদিন অবশ্যই লাল শিকলে বন্দী হতে হবে। ঐ মুজাহিদ ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, রুশবাহিনীর চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে তার কাছে তথ্য-প্রমাণ সবই ছিলো, তিনি জানতেন,

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানরা যদি লালবাহিনীর অগ্রাভিযান রাশিয়ার ভেতরই প্রতিহত করতে না-পারে, তাহলে ঐ বাহিনী শেষ পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানের ওপর খুব দ্রুত অথবা পর্যায়ক্রমে আগ্রাসন চালাবে।

আলী বললো :

– আফগান মুজাহিদদের নেতৃবৃন্দও আজ ঐ একই কথা বলছেন, আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ কেবল আফগানিস্তানের জন্যই নয়, বরং পাকিস্তান, ইরান এবং সমস্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য।

আবদুর রহমান বললো :

– এসব কথা সত্যিই বুঝতে হবে সবাইকে। অতীতে আফগান শাসকরা রাশিয়ার মুসলমানদের কথায় কান দেয়নি। এখন পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র যদি আফগান মুসলমানদের কথায় কর্ণপাত না করে তো তাদেরও পরিণতি হবে আফগানিস্তানের মতোই।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। ফের আলী বললো :

– তুমি তোমার দাদার কাহিনী বলছিলে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিন্তু তার আগে কী ঘটেছিলো? আবদুর রহমান আগের ঘটনা বলতে গিয়ে বললো:

– খুব কম মুজাহিদেরই ভাগ্য ভালো ছিলো। যারা গ্রেফতারি এড়াতে পারলো। আর যারা গ্রেফতারি এড়াতে পারলো না, তারা অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হলো। অনেকেই ঐ অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করলো এবং যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো, জার্মানিরা রুশ-বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে রাজধানী মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলো, তখন জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করার শর্তে বাকি মুসলিম মুজাহিদদের মুক্তি দেবার ঘোষণা দেয়া হলো। এই পর্যায়ে যারা মুক্তি পেয়েছিলেন, আমার দাদা তাদেরই একজন।

আবদুর রহমান আরো বললো :
মুক্তি পাবার পর আবার দাদা নিষ্ক্রিয়তার পথ বেছে নিলেন, কিন্তু অন্তর ছিল তার আহত-রক্তাক্ত। রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ছিলো তার; কিন্তু তিনি ছিলেন অসহায়। কেউ কখনো তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করতেন। বুড়ো বয়সেও– ইসলামের পক্ষে এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে– প্রচারণা চালাতে গিয়ে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন।

আমার আব্বা ছিলেন স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী সদস্য, বহুকষ্ট করে তিনিই তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান আলীকে এও বললো :

রুশ-বিপ্লবের পর ধর্মীয় শিক্ষা শুধু নিষিদ্ধই করা হলো না বরং তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রচারণা চালানো হলো। অধিকাংশ মসজিদ এবং দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বাকিগুলোকে বানানো হলা আস্তাবল, শরাবখানা, নাচঘর এবং জাদুঘর। হাতেগোনা কয়েকটি মসজিদ-মাদরাসা শুধু ইসলামী দুনিয়াকে দেখাবার জন্যই রেখে দেয়া হলো– যেখানে কমিউনিস্ট মওলভীরাই নামাজ পড়াতো এবং দ্বীনিশিক্ষা (?) দিতো। এভাবেই নতুন প্রজন্ম ইসলাম থেকে দূরে সরে গেলো এবং ইসলামী জীবনবিধান ও ইসলামের ইতিহাসের সাথেও সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। রাশিয়ার ঐ সমস্ত পরিবারের সংখ্যা এখন অত্যন্ত নগণ্য– যেসব পরিবারে ইসলামের শিক্ষা এবং ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষা এখনো বর্তমান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তো দ্বীনি বিরোধী শিক্ষাই বিশেষভাবে দেয়া হয়; ফলে, অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে পাওয়া দ্বীনিশিক্ষাটুকুও অকেজো হয়ে পড়ে।

আলী জিজ্ঞেস করলো :

ভাই আবদুর রহমান, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই বিপ্লব কিভাবে ঘটে গেলো এবং ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হলেই বা কী করে?

আবদুর রহমান বললো :

সবই হয়েছে আল্লাহর রহমতে এবং আমার দাদার একান্ত প্রচেষ্টায়। তিনি আমাকে শুধু দ্বীনিশিক্ষাই দেননি বরং মুসলমানদের সোনালি যুগের ইতিহাসও পড়িয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের ওপর জারদের এবং কমিউনিস্টদের অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী। সেই কারণে আমি দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময় আমার ধর্ম সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায় একেবারে যে বিভ্রান্ত হতাম না তা নয়। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া, আমাদের দাদা বেঁচে ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলেই দাদার সাথে বাহাসে লেগে যেতাম। আমার দাদা এতো চমৎকার জবাব দিতেন যে, মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভেতরের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যেতো।

একবার আমার ক্লাসটিচার ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন :

মার্কস বলেছেন, ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য আফিমের মত। টিচার এ কথার ব্যাখ্যা করে বললেন, আফিমখোর মানুষ যেমন সমাজে অকর্মণ্য হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষও সমাজের উন্নতিতে কোনো কাজের হয় না। সুতরাং ধর্ম সমাজের উন্নতির পরিবর্তে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জন্ম দেয়। আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে, ঐ বিষয়টি নিয়ে দাদাজানের সাথে আলাপ

www.nagorikpathagar.org

করি। দাদাজান বলেন, আফিম এক ধরনের নেশা দ্রব্য। এর নেশাখোরদের বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখবে, যারা না নিজেদের খবর রাখে, না-অন্যের খবর রাখে; আফিম অসলতা এবং দুর্বলতা এনে দেয় ভেতরে। হতে পারে কোনা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে আফিম খাওয়া তাদের ধর্মের প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোনো ধর্ম নয়।

এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন– যা মানুষকে কর্মবিমুখ করে না, অলস করে না বরং কর্মপ্রয়াসী করে, কর্মোদ্যমী করে। যদি ইসলাম ধর্ম আফিম হতো, তাহলে তার অনুসারীরা আফিমখোরদের মত নেশাগ্রস্ত হতো, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো। বরং ইসলাম মানুষের অন্তর্দেশে সৃষ্টি করে চেতনা এবং কাজের উৎসাহ। আচ্ছা, কখনো কি এমন হয়েছে, একটা আফিমখোর তিনজন সচেতন মানুষকে কাবু করে ফেলেছে, পরাজিত করেছে? কিন্তু বদরের যুদ্ধে তো ৩১৩ জন সাহাবীসহ রাসূল (সা.) প্রায় এক হাজার শত্রুসৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন? তারপর দেখতে দেখতে মুসলমানরা জয় করলো– এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল। আফিমখোর কোনো জাতির পক্ষে এ রকমটি করা সম্ভব নয়।

এও বলা হয়ে থাকে যে, ধর্মের নামে এই পৃথিবীতে যত খুন খারাবি ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে, অন্য কোনো কারণে তা হয়নি; ইসলামের ব্যাপারে ঐ একই অভিযোগ করা যায়। মূলত ঐ খুন-খারাবির পথেই ইসলামের যাবতীয় বিজয় অর্জিত হয়েছে।

আমার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে দাদা বলেছিলেন : 'এই অভিযোগ প্রথম অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমে অভিযোগ করা হলো– ধর্ম সমাজের জন্য আফিমস্বরূপ অথচ এখন বলা হচ্ছে ধর্ম হিংস্র মানুষই তৈরি করে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখো– মুসলমানরা কখনোই প্রথমে লড়াই শুরু করেনি; বদরের যুদ্ধ, অহুদের যুদ্ধ ও আহযাবের যুদ্ধে সবসময় কাফেররাই প্রথমে আক্রমণ করেছিলো। তারপর যখন ইরান এবং সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ হলো, তখনো ঐ দেশগুলোর সরকারই প্রথম ইসলামকে খতম করার জন্য আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু ইসলামকে খতম করার পরিবর্তে নিজেরাই খতম হয়ে যায়। হিন্দুস্তানে ইবনে কাশিম ঐ সময়ই এসেছিলেন, যখন হিন্দুস্তানেরই রাজা দাহির এবং তার সঙ্গীরা মানবতাকে জুলুমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করছিলো। হ্যাঁ, ইবনে কাশিম তখন শান্তির দূত হিসেবে এসেছিলেন। হিন্দুরা তার মূর্তি বানিয়ে পূজাও করেছেন। স্পেনের ইতিহাসের দিকে তাকাও। তারেক বিন জিয়াদকে সেখানকার নিপীড়িত জনগণ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছিলো। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ধর্ম সমস্ত দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে এসেছে। ইসলাম যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই জ্ঞান এবং নিরাপত্তার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। খোদ রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাও– মুসলমান আগমনের পূর্বে সেখানে ছিলো পশুত্ব এবং অজ্ঞতার যুগ এবং সেখানে যে হত্যা, ধ্বংস সংঘটিত হয়েছে তাতো ধর্মের কারণে নয়, হয়েছে একনায়কত্বের কারণে।

তুর্কিস্তানেও যখন ইসলাম এসেছিলো, তখন তার সাথে শান্তি ও নিরাপত্তাও এসেছিলো, শুধু তাই নয়, তুর্কিস্তান তখন পরিণত হয়েছিলো শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্রে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ তরঙ্গ সেখানকার সামাজিক জীবনের গতি প্রকৃতি পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছিলো এবং সেখানেই জন্মলাভ করেছিলেন ইমাম ইসমাইল বোখারী এবং ইমাম তিরমিজির মতো মহান পণ্ডিত।

সতের

শিল্প এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে এলো নতুন জোয়ার। এ অঞ্চলে মুসলমানরাই গড়ে তুললো বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাকেন্দ্র এবং মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র। এ ভূখণ্ডেই জন্মেছেন দার্শনিক খসরু, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা, খাওয়ারেজমি এবং আলবেরুনীর মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরা। তারা বিখ্যাত হয়েছেন ইসলামী চেতনা লালন করেই। মূলত ইসলাম অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকার থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছে এবং আলোয় আলোয় পরিপূর্ণ এক সোনালি দুনিয়ার সংবাদ দিয়েছে।

দাদা বলে গেছেন, মুসলিম যোদ্ধারা কখনো কোনো নারী, শিশু এবং বয়স্ক লোকের ওপর হাত তোলেনি। কোনো শস্যক্ষেত কিম্বা বাড়িঘরও জ্বালিয়ে দেয়নি। অথচ কতো না দুঃখের ব্যাপার অমুসলিম, নাস্তিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। মজার বিষয় হলো– ঐ ওরাই কিন্তু অতীতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে;

চালিয়েছে মহিলাদের ওপর ধর্ষণ। বিনষ্ট করেছে বাড়িঘর, ফসল ও শস্যক্ষেত। ধর্মীয় গ্রন্থাগার ওরাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই লালন করে শান্তি ও সৌহার্দ্য। নাস্তিকতা তথা কমিউনিজম জুলুম এবং অত্যাচারের অন্য নাম। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে পরকালের জবাবদিহির ভয় থাকে, তারা কারো ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাতে আল্লাহকে ভয় পায়। কিন্তু কমিউনিস্ট ধর্মহীনতাদের এ ভয় নেই বলে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চালিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না।

www.nagorikpathagar.org

আমি বললাম, দাদাজান, আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকতো বললেন, আল্লাহ বলতে কোনো মহাশক্তি নেই, মহাশক্তির কোনো অস্তিত্বও নেই। সৃষ্টিকর্তা বলতে কোনো মহাশক্তি থাকলে অবশ্য তা দৃশ্যমান হতো। পৃথিবীর গাছ-পালা, জীবজন্তু সবকিছুই প্রাকৃতিক বিবর্তনের সৃষ্টি, এগুলো কারো সৃষ্টি নয়।

দাদা বললেন, প্রিয় বৎস! কমিউনিস্ট নাস্তিকরা বস্তুবাদী দৃশ্যমান বস্তুতে বিশ্বাসী। এ জন্য ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। ওরা বলে, সকল বাস্তব বস্তুই দৃশ্যমান হওয়া জরুরি। কিন্তু ওদের এই খোঁড়া যুক্তি মিথ্যা। তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, আমাদের ঘরে যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎকে তো আমরা দেখতে পাই না। তাই বলে কি বিদ্যুতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে?

দাদাজান! তারের ভেতর দিয়ে প্রবহমান বিদ্যুৎ দেখা যায় না বটে, তবে বৈদ্যুতিক তার হাত লাগলে অনুভব করা যায় যে তারে বিদ্যুৎ আছে।

দাদাজান বললেন, প্লাস্টিকের মোজা হাতে দিয়ে তুমি বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার স্পর্শ করলে কি বিদ্যুতের প্রবাহ অনুভব করতে পারবে? মোটেই পারবে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর অস্তিত্ব মানুষ তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন মন-মগজ থেকে নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের আবরণ দূর করে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করবে। তারবাহিত বিদ্যুৎ যেভাবে বাল্ব জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে দেয়, ঈমানের জ্যোতি হৃদয়ে প্রবেশ করলে সকল নাস্তিকতার আঁধার তখন দূর হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর সব কিছুতেই সে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে।

বৎস! কমিউনিস্টরা বলে পৃথিবীর সবকিছু প্রাকৃতিক বিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে। আমি যদি বলি, উঠোনে রাখা তোমার আব্বার মোটর সাইকেলটা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে? কখনো না। মোটরসাইকেল কি আর এমনিতেই তৈরি হয়? এটাকে মোটর কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছেন।

এবার দাদাজান বললেন, এই ছোটো একটি গাড়ি যদি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তৈরি না হয়, তবে এই বিশাল মহাবিশ্ব, সকল সৃষ্টি আর জটিল অঙ্গসমৃদ্ধ মানুষ কেমন করে সৃষ্টি হলো? যে মানবদেহের জটিলতা আবিষ্কার করে এখনও বড় বড় বিজ্ঞানীরা গলদঘর্ম হচ্ছেন। এসব জটিল সূক্ষ্ম দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে যে মহান সত্তা সৃষ্টি করেছেন, তাকেই আমরা আল্লাহ বলি। মোটরসাইকেল দেখে তোমরা বিশ্বাস করো যে, এটা কোনো ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছেন, কিন্তু আফসোসের বিষয়, এ বিশাল পৃথিবী ও সৃষ্টিজগৎ দেখেও বিশ্বাস করতে চাও না এটার পেছনেও যে কোনো কারিগর আছেন এই বিশ্বের যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রক না থাকতেন, তাহলে রোজ রোজ সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হতো না,

www.nagorikpathagar.org

গ্রীষ্ম- বর্ষা, শীত, বসন্তের আগমন ঘটতো না নির্দিষ্ট সময়ে। বৎস! এই বিশাল বিশ্বকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যার কোনো নিদ্রা-তন্দ্রা আসে না, যার শক্তি সামর্থ্যের সীমা পরিসীমা নেই। সর্বময় ক্ষমতার যিনি একচ্ছত্র অধিকারী। আর সেই মহাশক্তিই আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

আমি বললাম, দাদাজান! আমাদের শিক্ষক একদিন বলেছেন, ধর্ম একটি অর্থহীন মতবাদ। ধর্মাচারে অনর্থক মানুষ সময় অপচয় করে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে জীবনের বহু মূল্যবান সময় মুসলমানরা ব্যয় করে। দাদাজান বলেন, এটা প্রশ্নের পাল্টা প্রশ্ন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সর্বমোট পৌনে এক ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় লাগে। চব্বিশ ঘণ্টায় যদি আমরা আল্লাহর ইবাদতে মাত্র একটি ঘণ্টা ব্যয় করতে না পারি তবে আমাদের বিরাট প্রাপ্য তো একেবারে সস্তা হয়ে যায়। যে নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের দেবেন নেয়ামতে পূর্ণ সুন্দরতম জান্নাত। বিশেষ করে আল্লাহর দিদারের বখশিশ। বৎস! নাস্তিক কমিউনিস্টরা দিনা-রাতের অধিক সময় টেলিভিশন, সিনেমা, ক্লাব ও মদ্যশালায় কাটিয়ে দেয়, সেসব ওদের কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, কমিউনিস্টরা আল্লাহকে মানতে চায় না, আল্লাহর কথা ওদের কাছে বিষময় লাগে, ভালো লাগে না।

এভাবে দাদাজান আমাকে তিল তিল করে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন, ইসলামের কী আদেশ-নিষেধ রয়েছে।

একদিন আমার আম্মুর সাথে দাদাজানের ঝগড়া হলো। আম্মুর অভিযোগ ছিল, দাদাজান তার একমাত্র ছেলেকে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেন। তিনি জানতেন না যে দাদাজান আমাদের ঘরোয়া আলোচনায় ঘুণাক্ষরেও বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, বৎস, কখনো আমাদের দু'জনের কোনো কথাবার্তা বাইরের কারো কাছে বলবে না। আম চাই না, তুমি কমিউনিস্ট জালেমদের কোনো ফাঁদে ফেঁসে যাও।

দাদাজানের প্রতিবাদে বললাম, ইসলামই যদি সত্যি হয় তবে সে সত্য আমরা চেপে রাখবো কেন? কমিউনিস্ট জালেমদের কাছে সত্যের দাওয়াত দেয়া তো আমাদের কর্তব্য।

দাদাজান বললেন, বৎস সংকল্প বাস্তবতা আর কৌশল এগুলোর ক্ষেত্র এক নয়। নবী করীম (সা.) এর নির্দেশিত পথই আমাদের সর্বোত্তম অবলম্বন। নবীজি প্রথম দিকে ক'বছর প্রতিকূল পরিবেশে সংগোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তদ্রূপ

www.nagorikpathagar.org

আসহাবে কাহাফের ঘটনাও আমাদের জানা। তারা জালিম শাসকের অত্যাচারে নিজেদের দ্বীন ধর্ম হেফাজত রাখার জন্য গুহাবাসী হয়েছিলেন। আমাদের এখনো প্রকাশ্যে কাজ করার সময় আসেনি। এখনো আমরা অত্যাচারী কমিউনিস্টদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। তদুপরি প্রতিকূল পরিবেশেও আমাদেরকে ঈমান ও ইসলাম বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকতে হবে, জেনে বুঝে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না। অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের যখন রুশ ভল্লুকদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে পারবো, মুসলমানরা সরাসরি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার মতো শক্তিতে বলীয়ান হবে।

আবদুর রহমান জানালো, সে তার বিজ্ঞ দাদার পরামর্শে কমিউনিস্টদের ছাত্রসংগঠন কসমোসলে যোগদান করে। তার দাদা বলেছিলেন, রাশিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে অন্তত প্রকাশ্যে তোমাকে কমিউনিস্ট সাজতে হবে।

আঠার

বিজ্ঞ দাদা পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

সত্যিকারার্থে তুমি যদি মুসলমানদের সাহায্য করতে চাও তো ওপরে ওপরে কমিউনিস্ট সেজেও তা তুমি করতে পারবে।

'কসমোসল' সম্পর্কে জানতে চাইলো আলী। তাঁকে জানানো হলো, কসমোসল হচ্ছে কমিউনিস্ট রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন। কসমোসলে যোগদানকারী ছাত্রের চাকরি পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তাছাড়া তারা সন্দেহের হাত থেকে বেঁচে যায়।

আবদুর রহমান তার নিজের জীবনের ঘটনা জানালো, ১৯৮৪ সাল তখন। একটি কলেজ থেকে কেবলই ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছি। ঠিক তখনই আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। ট্রেনিং চললো এক বছর ধরে। তারপর বলা হলো, আফগানিস্তানে পাঠানো হচ্ছে তোমাদেরকে। চীন, পাকিস্তান এবং আমেরিকার আগ্রাসী সেনাবাহিনী সেখানে অসহায় নাগরিকদের খুন করছে। এখন তোমাদের দায়িত্ব হবে, এ অসহায় নাগরিকদের সাহায্য করা। আমাদেরকে ভিডিও ফিল্ম দেখানো হলো। আমরা ভিডিও ফিল্মে অসহায় নাগরিকদের ওপর বিদেশী সৈন্যদের অকথ্য নির্যাতন চালাতে দেখলাম।

আমি কিন্তু এসব দৃশ্যের একবিন্দুও বিশ্বাস করিনি। কেননা আমার দাদা আগে থেকেই আমাকে কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং অপকৌশল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য আফগানিস্তানে পাঠাবার কথা শুনে আনন্দই

www.nagorikpathagar.org

পেলাম। পেলাম এই কথা ভেবে, অন্তত রাশিয়ার জাহান্নাম থেকে তো বের হতে পারবো। কিন্তু খানিকটা দুঃখও পাচ্ছিলাম শুধু এই কথা ভেবে, হায়! কোনো একটি বুলেট দিয়েও যদি আমার কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করি। আবার আমার ভেতরে একটি আবেগ কাজ করছিলো সুযোগ পেলেই আমি মুজাহিদদের কাফেলায় যোগদান করবো, তাদের সহযোগিতা করবো এবং কাছে থেকে তাদের জীবনযাত্রা দু-চোখ ভরে দেখবো।

দাদার কথা আমি বুকের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলাম। যে-কথা ছিলো দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের মতো। যে আগুন আমি রাশিয়ায় প্রকাশ করতে পারতাম না। সুতরাং আফগানিস্তানই হবে আমার সর্বোত্তম কর্মকেন্দ্র।

আফগানিস্তানে যাবো বলে তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এলাম। আফগানিস্তানে যাবার আগেই এলাম। আসলে বাড়ি আসার ছুটি পেলাম কসমোসলে নেতা হবার কারণে। বাড়িতে এসে দাদার কথা খুব বেশি মনে করতাম। দাদা চার বছর আগেই পরকালের দিকে যাত্রা করেছিলেন। দাদা ইন্তেকাল না করলে আফগানিস্তান সম্পর্কে অনেক অনেক কিছু জানতে পারতাম। মনে পড়লো, রুশ সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করার পর দাদা বলেছিলেন, রাশিয়াকে খুব চড়া মূল্য দিতে হবে এই যুদ্ধে। আফগান মুসলমানরা খুব সহজ, সরল কিন্তু তাদেরকে শেষ পর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি।

তাছাড়া এটাতো ১৯১৭ সালও নয়। দাদা মিষ্টি একটু হাসি দিয়ে এও বলেছিলেন, আফগান মুসলমানদের এই লড়াই হয়তো পুরো তুর্কি সালতানাতের স্বাধীনতার দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তোমরা নিজেদের চোখেই হয়তো দেখে যেতে পারবে। যদি এমনটি হয়– আমার বিশ্বাস তা হবে ইনশাআল্লাহ– তাহলে তা হবে রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য খোশকিসমত। বাপু, আমরা তো স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে পুরে নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের সৌভাগ্য হলো না সেই স্বাধীনতার সূর্যলোক দেখে যাবার।

বিদায় নেবার অল্প একটু আগে আমি আমার আম্মুর ঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম তিনি কাঁদছেন। দু'চোখে তার অশ্রুর প্লাবন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আব্বু রে, তুমি আমাকে কমিউনিস্ট ভাবো, অথচ আমিও কমিউনিস্ট না, তোমার আব্বুও কমিউনিস্ট না, তবু কমিউনিস্ট রাশিয়ায় বেঁচে থাকার জন্যই কমিউনিস্ট সাজতে হয়েছে। আমরা কমিউনিস্ট হলে তোমাকে তোমার দাদা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারতেন না। জানি না জীবনে আর তোমার সাথে দেখা হবে কি না? আব্বু আমার, তোমাকে বিদায় জানাতে আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাপ আমার, আফগানিস্তানের কোনো মুজাহিদ যেনো তোমার গুলির টার্গেট না হয়। তারা লড়াই করছে মাতৃভূমি, মুসলমান এবং ইসলামের মর্যাদা

www.nagorikpathagar.org

রক্ষার জন্য। রুশ কমিউনিস্টরা শুধু তোমার দাদা এবং তার পূর্বপুরুষদের সাথেই বর্বর আচরণ করেনি, বরং তাদের হাত থেকে রাশিয়ার কোনো মুসলমানই রেহাই পায়নি। আমার নানার বংশের ২০ জন লোককে এই রুশ কমিউনিস্টরা জবাই করে হত্যা করেছিল। আমার আম্মার এ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য মনে পড়লেই চিৎকার করে কান্না শুরু করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রুশ কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে গেছেন এবং কমিউনিস্টদের কখনোই ভালো চোখে দেখেননি।

আম্মু আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুললেন। জীবনে এই প্রথম আমি আম্মুকে আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুলতে দেখলাম। আনন্দে আমার দুই চোখে নেমে এলো কান্না। আম্মু মোনাজাতের মধ্যে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের অক্ষমতার কথা জানো, তোমার দ্বীনের জন্য এখানে আমরা কিছুই করতে পারি না। তুমি আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের একমাত্র সন্তানকে তোমার হাতে সোপর্দ করছি, তাঁকে তুমি সাহস দাও, মুজাহিদের সঙ্গী করো, তাঁকে আমাদের জন্য মুক্তির ওসিলা বানিয়ে দাও মাবুদ। আমিন।

আম্মুর দোয়ার সময় আমি যে তাঁকে কখন জড়িয়ে ধরেছিলাম জানি না। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাপুরে, তোমাকে ধৈর্য এবং সাহসের পরিচয় দিতে হবে। অনেক কঠিন কাজের আঞ্জাম দিতে হবে তোমাকে।

আম্মুর কথা শুনে আমি বললাম, আম্মু আপনি ভাবছেন, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ। আসলে আজ আমি কাঁদছি জেহাদী জজবায় উজ্জীবিত এক মায়ের সন্তান হতে পেরে। আম্মু আমার এ কান্না আনন্দের, আমার কান্না গৌরবের।

আসবাবপত্র গুছিয়ে আম্মুর জন্য আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। আম্মু এসে বললেন, তোমার আব্বুর সাথে কথা বলো। পাশের ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আব্বু পায়চারি করছিলেন। সারা মুখমণ্ডলে তার উদ্বেগ ছড়িয়ে আছে। আমি তার ঘরে ঢুকতেই জড়িয়ে ধরলেন আমাকে তিনি। এবং বললেন তোমার দাদা বেঁচে থাকলে যে কথা বলতেন, তোমাকে আজ আমি সে কথাই বলবো, একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তোমাকে, রাশিয়ার অধিকাংশ মুসলমান কমিউনিস্ট হয়েছিলো শুধু প্রাণের তাগিদে, বেঁচে থাকার জন্য মাত্র।

উনিশ

"... আমি এবং আমাদের বন্ধুরা অনেকেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। যোগদান করেছিলাম কসমোসলে। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচার

www.nagorikpathagar.org

জন্য এরকমটি করেছিলাম আমরা। চেয়েছিলাম সম্ভবত এভাবে আমরা ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করতে পারবো। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কারণ রুশ কমিউনিস্ট গুপ্তচর বাহিনীর দুর্ভেদ্য জাল বিস্তৃত ছিলো গোটা দেশে। আবস্থা তো এখন এমন পর্যায়ে, পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করতে পারছে না, পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তোমার দাদা যদি তোমাকে সত্যিকারের ইসলামী আদর্শের শিক্ষায় গড়ে না তুলতেন, তাহলে হয়তো আমিও তোমাকে বিশ্বাস করতাম না।

বাপুরে, আফগানিস্তানে চীন, পাকিস্তান কিংবা আমেরিকার সৈন্যরা যুদ্ধ করছে না বরং রাশিয়াই আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে। আমার একান্ত ইচ্ছে সুযোগ আসার সাথে সাথেই মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিত হবে। আমাদের জন্য দোয়া করতে ভুলবে না। "

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আব্বা আবার বললেন :

বাপুরে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আফগানিস্তানের কাছাকাছি রাশিয়ার এলাকাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা সন্দেহ করছেন রাশিয়ার সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে তার পেছনে ইন্ধন জোগাচ্ছে রাশিয়ারই মুসলমান কমিউনিস্ট লিডাররা। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী এবং জেলা এলাকার মুসলমান কমিউনিস্ট লিডারদের শুধু বরখাস্তই করেনি, বন্দীও করেছে। কমিউনিস্ট সরকার গোয়েন্দা বিভাগকে মুসলমানদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিচ্ছে।

আব্বার কথা শুনে আমি বললাম, আব্বু, কমিউনিস্টরা তো ঠিকই ধারণা করেছে বলে মনে হয়। আসলে এখানকার মুসলমানদের সহযোগিতা না পেলে একেবারে ভেতের ঢুকে মুজাহিদরা অভিযান চালাতে পারতো না। আব্বা আরো খোলামেলাভাবে বললেন, না, কমিউনিস্টদের দেয়া ঐ তথ্য একেবারেই ঠিক নয়, এখানকার মুসলমান কমিউনিস্টদের এতোটা শক্তি এবং এতোটা সরঞ্জামইবা কোথায় যে তারা মুজাহিদদের সাহায্য করবে? যদিও মন চায় যে আমরা সাহায্য করি।

কিন্তু রাশিয়ার কমিউনিস্ট গোয়েন্দা বাহিনীর কারণে আমরা করতে পারছি না। কিছুই করতে পারছি না। তবে যা কিছু হচ্ছে তা ফেরারি মুসলমানদের দ্বারা, পক্ষত্যাগী মুসলমান সৈন্যদের দ্বারাই হচ্ছে; এরাই মুজাহিদদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে। রুশ গুপ্তচররা এখনো এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নয়। মুসলমান কমিউনিস্টদের দোষ এতটুকু যে তারা মুজাহিদের যাবতীয় তৎপরতার খবর পায় অথচ মুখ খোলে না, জানায় না গোয়েন্দা পুলিশকে।

www.nagorikpathagar.org

রাশিয়ার একটি বিমানে করে আমাদেরকে কাবুলে পৌছে দেয়া হলো। পৌছেই বুঝতে পারলাম কাবুলের অবস্থা খুবই খারাপ। বিপুলসংখ্যক রুশ সৈন্য বিমানবন্দর পাহারা দিচ্ছে।

প্রথম তিন মাস আমারও এই দায়িত্ব পালন করতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবারই বিমানবন্দরের ওপর হামলা চালিয়ে মুজাহিদরা নিরাপদে ফিরে গেছে। ফিরে গেছে বেশ কিছু যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে। ইতোমধ্যে রুশ কর্নেল জেনে গেছেন, আমি ফারসি জানি এবং ফারসি জানি বলে তিনি আমাকে পল্লী অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনাকারী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন।

একদিন গোপন সূত্রে আমরা খবর পেলাম, কাবুলের নিকটবর্তী এক গ্রামে মুজাহিদদের একটা গ্রুপ লুকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটক করার জন্য সেখানে কয়েকটি ট্যাঙ্ক এবং কয়েকটি সাঁজোয়া যান পাঠানো হলো। রুশবাহিনী পুরো গ্রাম ঘেরাও করার আগেই বিমান হামলা শুরু হয়ে গেল। একদিকে বোম্বিং, অন্য দিকে ট্যাঙ্কের গোলাগুলিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল পুরো গ্রাম। রেহাই পেল না শিশু, বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, সাধারণ মানুষ এমনকি মেয়েরা। শহীদ হয়ে গেল অসংখ্য মানুষ। এই মারাত্মক অভিযান পরিচালনা করা হলো মাত্র কয়েকজন মুজাহিদকে গ্রেফতার করার জন্য।

যখন রুশবাহিনী সন্দেহমুক্ত হলো– একটি প্রাণীও আর বেঁচে নেই; তখন তারা ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বের হয়ে তল্লাশি শুরু করলো, তল্লাশি শুরু করলো সামান্য কিছু বেঁচে যাওয়া বাড়িঘরে। গ্রামের কোথাও কোথাও তখনো আগুন জ্বলছে। মসজিদ মাদ্রাসাসহ বহু ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ তাবাহ হয়ে গেছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে বেঁচে যাওয়া কয়েকটি ঘরের একটিতে আমি ঢুকে পড়লাম এবং দোয়া করতে থাকলাম কোনো মুজাহিদকে যেনো পেয়ে যাই তাহলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো। কিন্তু ঘরে পেলাম দুই বৃদ্ধাকে এবং একটি শিশুকে। বৃদ্ধা দু'জন ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত, শিশুটি কাঁদছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম– এখানে কোনো মুজাহিদ লুকিয়ে নেই তো? সন্ত্রস্ত বৃদ্ধারা না না করে মাথা নাড়লো। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। প্রথম দু'টি কামরা খালি পেলাম। কিন্তু পরবর্তী একটির দিকে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধারা হাত জোড় করে বলে 'না, এখানে অন্য কেউ নেই, আছে শুধু মেয়েরা।' আমি মূল ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। শুধু বললাম 'আমি মুসলমান, কেবল একজন কোনো মুজাহিদকে দেখতে চাই। তাদের কোনো ক্ষতি করবো না। সম্ভবত তারা আমাদের ওপর ভরসা করতে পারলো না। বললো ও ঘরে আমাদের মেয়েরা, কোনো মুজাহিদ নেই। আমি আর কথা বাড়ালাম না।

www.nagorikpathagar.org

আরো কয়েকটি ঘর তল্লাশির পর পা চালালাম অন্য একটি ঘরের দিকে। আমার ঢোকার আগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইসমাইল। এই ইসমাইলই সেদিন শহীদ হয়েছিলো, যেদিন আমরা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করি। যাই হোক, আমি আর তল্লাশি না চালিয়ে ফিরে এলাম। আল্লাহর শুকরিয়া কোনো জীবিত মুজাহিদকে রুশ সৈন্যরা ধরতে পারলো না। কিন্তু লুটপাট করে সমস্ত গ্রাম তছনছ করে দিলো। হতে পারে যে ঘরটিতে তল্লাশি চালাইনি সে ঘরটিতেই মুজাহিদরা ছিলো অথবা রুশ সৈন্যদের আসার খবর পেয়েই তারা চলে গিয়েছিলো।

কয়েকদিন পর একই ধরনের অপারেশনের জন্য রুশবাহিনী আরো একটি গ্রাম ঘিরে ফেলে। ঘেরাওয়ের একদিন আগে রুশবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান মুজাহিদরা ভূপাতিত করে। এ বিমানে ছিল শীর্ষস্থানীয় এক সামরিক কর্মকর্তা। খবর পাওয়া গিয়েছিলো ভূপাতিত বিমানের ঘাতক মুজাহিদরা এ গ্রামেই লুকিয়ে আছে। সুতরাং কঠোর তল্লাশি চললো ঘরে ঘরে। তল্লাশির অজুহাতে প্রতিটি ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করতে থাকলো রুশবাহিনীর সদস্যরা। এক গাদ্দার খবর দিয়েছিলো ঐ গ্রামেরই এক বৃদ্ধা মুজাহিদদের খাবারের ব্যবস্থা করে। রুশরা বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করলো। মুজাহিদের অবস্থান সম্পর্কে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। যখন বৃদ্ধা কিছুই বললো না তখন এক রুশ সৈন্য তার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলো, পাগলের মতো লাথি মারতে থাকলো তবুও একটি কথাও বৃদ্ধার মুখ থেকে বের হলো না।

আমি মুজাহিদ বৃদ্ধাকে উদ্ধারের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড মায়া অনুভব করলাম। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সৈন্যের উপস্থিতিতে কিছুই করতে পারছিলাম না। বৃদ্ধ মুজাহিদার ওপর নির্যাতন বেড়েই চললো। তবু তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না। অন্য একজন রুশ অফিসার ক্ষেপে গিয়ে বৃদ্ধার একটি হাত কেটে দিলো। তারপরও তার মুখ থেকে যখন কোনো কথাই বের করা গেলো না তখন পাথর ছোড়া শুরু হলো। বৃদ্ধার একটি চোখ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেলো। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো তবুও কিছুই বললো না, শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে। যখন তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের করা গেলো না, তখন তার দু'টি বাহু শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা হলো।

হাত এবং চোখ থেকে বৃদ্ধার এতো পরিমাণ রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে যে, মৃত্যু তার জন্য এখন সময়ের ব্যাপার তবুও তার দু'টি পা কেটে ফেলা হলো। বেহুঁশ হয়ে পড়লেন বৃদ্ধা এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শহীদ হয়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধা শহীদ হয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু একটি তথ্যও তার কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। তার ত্যাগের কাছে পরাজিত হলো জুলুম, আর বিজয় লাভ করলো শাহাদাতের জজবা।

এই রকম আরো একটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে। রুশ সৈন্যরা একটি বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলো। কোনোক্রমেই মুজাহিদদের সন্ধান করতে পারছিলো না। অগত্যা বাড়ির মালিকের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করলো। চাকু দিয়ে তার শরীর থেকে গোস্ত কেটে নেয়া হলো। তারপর কাটা জায়গায় ছিটিয়ে দেয়া হলো লবণ এবং মরিচের গুঁড়ো। তবুও বাড়ির মালিক মুজাহিদদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। বলেননি যখন তখন তার সামনে আনা হলো তারই আট বছর বয়সী এক শিশুসন্তানকে এবং বলা হলো এখনো সময় আছে, মুজাহিদরা কোথায় আছে বল, না হলে তোর সামনেই তোর বাচ্চাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। তবুও বাড়ির মালিক সম্পূর্ণ নির্বাক থাকলেন। বাচ্চার ওপর নির্যাতন শুরু হলো যাতে করে বাচ্চাটির চিৎকারে বাড়ির মালিকের মন গলতে শুরু করে। কিন্তু না। ভেঙে পড়লেন না তিনি বরং নির্বাক রইলেন শেষ অবধি। বাচ্চাটিকে তার পিতার সামনে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো এবং চিৎকার করে বলা হলো– এখনো কথা ক নইলে তোর দ্বিতীয় সন্তানকে তোর সামনেই এমনি করে হত্যা করা হবে।

বিশ

সম্ভবত জঙ্গলের জন্তুও অতটা হিংস্র নয়, যতটা হিংস্র অত্যাচারী রুশ অফিসার। অবশ্য নির্যাতন চালানোর পরও ঐ অফিসার তো হো হো হা হা করে হাসতে লাগলো। কিন্তু বাড়ির মালিকের অবস্থাটা এক অটল পর্বতের মতো মনে হলো। সত্যি কথা বলতে কী এতোটা অত্যাচার যদি একটা পাহাড়ের ওপরও করা হতো তো পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। নিজের সামনে নিজের ছেলে শহীদ হবার পর মুখ খুললেন তিনি। রুশ অফিসার ভাবলো হয়তো এইবার মুজাহিদদের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো তথ্য না দিয়ে বরং মালিক বলে উঠলেন, এই রাশিয়ার জানোয়ার! তুই তো জুলুমের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছিস কিন্তু এখনো বুঝে উঠতে পারিসনি, আমি আমার জীবন, সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছি। তুই ওটাও

www.nagorikpathagar.org

বুঝে উঠতে পারিসনি, ইসলামের আনুগত্য যারা করে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও জবান থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ বন্ধ করা যাবে না। তুই যাদের সন্ধান চাচ্ছিস আমার কাছে, তারা আমার কাছে আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয়। তারা লড়াই করছে ইসলামের মর্যাদাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার জন্য; মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য; এবং তোদের মতো হায়েনাদের কবল থেকে এই দেশের মাটিকে রক্ষা করার জন্য। তুই আমার বাকি দু'টি ছেলেকে হত্যা করলেও মুজাহিদদের সম্পর্কে একটি কথাও আমার মুখ থেকে বের করাতে পারবি না।

রুশ জন্তুরা বাকি দু'টি ছেলেকে পাথর মারতে মারতে শহীদ করে ফেললো। আমার জন্য এই জুলুম সহ্য করা একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থায় আমি কয়েকবার করে ভাবলাম রুশবাহিনীর অফিসারকে কাবাব বানিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমার চৈতন্য বলছিলো তোমাকে অবশ্যই মুজাহিদদের সঙ্গী হতে হবে, এখন যদি কিছু করতে চাও তো একাকী শেষ হয়ে যাবে, কাজের কাজ একটুও হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম রুশবাহিনীতে যতদিন আছি, গ্রামে গ্রামে তল্লাশি চালাবার সময় আমি থাকবো সবার আগে, তাহলেই মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে পারবো। কিছুদিন পরের এক ঘটনা। গ্রাম তল্লাশির সময় আমি একটি বাড়িতে ঢুকলাম। দেখি, এক বুড়ো একটি ছাগলের কাছে বসে আছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরের ভেতর কেউ আছে? সে জবাবে বললো না, নেই। কিন্তু আমার মন বলছিলো কেউ আছে নিশ্চয়ই। এবং আছে মুজাহিদই। আমি দরজা খোলার জন্য অগ্রসর হতেই বুড়ো পথরোধ করে দাঁড়ালো এবং বললো– ঘরে আমার মেয়েরা যাবে না ওদিকে। রুশবাহিনী অবশ্যই এ ঘরে ঢুকতো এবং মেয়েদের-বউদের ইজ্জত হরণ করে তারপর নির্মমভাবে খুন করতো। বুড়োকে জোর দিয়ে বললাম, আমি জানি– ভেতরে মুজাহিদ আছে, আমি মুসলমান তাদের সাহায্য করতে চাই। যদি আমাকে ধোঁকা দাও তো মুজাহিদদের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।

বুড়ো আমার কথা বিশ্বাস করলো এবং বললো, আমি এখন কী করতে পারি?

আমি বললাম আগে বলো, মুজাহিদরা লুকিয়ে আছে কোন কোন ঘরে? সম্ভবত ও বুড়ো তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তাই কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। দ্বিতীয়বার আমি তাঁকে আমার ওপর বিশ্বাস সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করলাম। তো বুড়ো বললো, পাশের ঘরেও আছে।

বুড়ো যখন পাশের ঘরের সন্ধান দিলো তখন চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যদি কোনো রুশ সৈনিক পাশের ঘরে ঢুকেই পড়ে তাহলে আর মুজাহিদদের বাঁচানো সম্ভব হবে না। কেননা মুজাহিদদের কাছে যতক্ষণ হাতিয়ার থাকে ততক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

মোকাবেলাই করে। আর লুকায় শুধু তখনই যখন তাদের হাতে কোনো অস্ত্রই থাকে না। আমি বুড়োকে বললাম, ইতোমধ্যে কোনো অফিসার এসে পড়লে বলবে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এখানে মুজাহিদরা ছিলো, তারপর কয়েকটি ছাগল ছিনতাই করে সটকে পড়েছে এবং তুমি তাদেরকে পাহাড়ের দিকে ভেগে যেতে দেখেছো। আমি বুড়োর নির্দেশমতো পাশের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসমাইল।

ইসমাইলকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি তল্লাশি চালিয়েছো? ইসমাইল বললো, চালিয়েছি, না এ ঘরে কোনো মুজাহিদ নেই। আমি বিস্মিত হলাম, তবু চুপ করে থাকলাম, ইসমাইলের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো হয়তো এ আমারই মতো মুজাহিদদের সাহায্য করছে।

একবার আমরা আরেকটি তল্লাশি চালাচ্ছিলাম। লুকিয়ে থাকা দশজন মুজাহিদ আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। রুশ কমিউনিস্ট বাহিনীও আমাদের সঙ্গে ছিলো। ফলে আমি মুজাহিদদের কোনো উপকার করতে পারছিলাম না। তখন যখন ঐ দশজনকে পাকড়াও করা হলো তখন দেখলাম অন্য একটি রুশবাহিনী গ্রামের একদল সাধারণ আফগান ধরে নিয়ে আসছে; তাদের সঙ্গে কিছু মুজাহিদও আছে। ভাবলাম আজ আমি ওদের সাহায্য করবই, করা জরুরিও আর যদি না করি, তাহলে সবাইকেই খতম করে দেবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ভাবলাম ওদের যদি ভেগে যাবার সুযোগ করে দিতে পারি তো কম করে হলেও অর্ধেক পরিমাণ বেঁচে যাবে। আমার কাছে ছিলো চার চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড। আল্লাহর নাম নিয়ে দু'টি বের করলাম। এবং আমার ঠিক আগে আগে যে মুজাহিদ হাঁটছিলো। তার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে মুজাহিদটি আমাকে দেখলো। আস্তে করে বললাম– আমি তোমাদের সাহায্য করছি। শোরগোলের মধ্যে কোনো রুশ আমার কথা শুনলো না, আমাকে দেখতেও পেলো না।

পাহাড়ের পাদদেশে রুশ ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত মুজাহিদ এবং আফগানদের লাইন করা হলো সেখানে। পিঠমোড়া করে বাঁধাও হলো। আমি যে মুজাহিদের কোটের পকেটে গ্রেনেড ডুকিয়ে দিয়েছিলাম, তার হাত দুটো অবশ্য এমন করে বাঁধলাম, যাতে করে সে সহজে পকেটে হাত ঢোকাতে পারে এবং বেরও করতে পারে। বন্দীদের পরিমাণ হবে প্রায় দুশো। রুশবাহিনী পজিশন নিয়ে নিলো।

আমি অবশ্য সিদ্ধান্ত নিলাম যদিও মুজাহিদটি আমার চাল বুঝে নিয়েছে, তবুও আমি মুখোমুখি দাঁড়াবো না। সুতরাং এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি দোয়া করতে থাকলাম, আল্লাহ আরো একটু অন্ধকার দাও, ঘোর অন্ধকার। মুজাহিদরা যেন ঐ অন্ধকারে ভেগে যেতে পারে, ভেগে যাবার সুযোগ পায়। এবং অবস্থাটা এরকমই দাঁড়ালো। রুশ অফিসার এলো। এবং গুলি করার জন্য হুকুম

www.nagorikpathagar.org

করতেই আমার চোখ গিয়ে পড়লো সেই মুজাহিদের ওপর, যার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম হ্যান্ড গ্রেনেড। সে গুলির নির্দেশ কার্যকর করার আগেই, মুহূর্তের মধ্যেই ছুঁড়ে মারলো গ্রেনেড।

গ্রেনেড ব্রাস্ট হলো, এই অবস্থায় ভেগে গেলো সবাই। আমার উদ্দেশ্য সফল হলো। মুজাহিদদের মধ্য থেকে মাত্র ১২ জন শহীদ হলো, সাতজন হলো আহত। অন্য দিকে রুশবাহিনীর ৯ জন খতম হলো, আমি নিজেও আহত হলাম। অন্যান্য আহতরা আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করলো। অবশ্য তদন্তকারী অফিসার একেবারে বুঝতেই পারলো না, মুজাহিদদের কাছে কিভাবে গ্রেনেড পৌছলো এবং কেইবা পৌছালো।

আরেক দিনের ঘটনা। তল্লাশি চালিয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ দেখি, সুন্দর একটা বাচ্চা দৌড়ে সামনে আসছে। সে আমাকে একটি সিগারেট দিলো। এক রুশ অফিসার আমার হাত থেকে কেড়ে নিলো সেটা। এবং খুশি হয়ে বাচ্চাটার পিঠ চাপড়িয়ে তারপর রুশ অফিসার যেইমাত্র মুখে ঢুকিয়ে ধরাতে গেলো, অমনি বিস্ফোরণ ঘটলো এবং অফিসারের মুখ আর চেহারা জ্বলে গেলো, চোখ থেকে ঝরতে লাগলো রক্ত। সিগারেটটা আসলে সিগারেট ছিলো না, ছিলো সিগারেট বোম। যাতে ছিলো তামাকের পরিবর্তে বারুদ। বাচ্চাটা রুশ অফিসারের মুখ পুড়ে গেছে দেখে হাসতে লাগলো, অফিসারের আর সহ্য হলো না, গুলির ওয়ার্ডার দিয়ে দিলো।

অন্য একজন রুশ সৈন্য ছেলেটির ওপর নির্যাতন চালানো শুরু করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, বল, সিগারেট তোকে কে দিয়েছে এবং সে কোথায়? ছেলেটির জবান থেকে একটি কথাও বের করা গেলো না। প্রচণ্ড মার দেয়া হলো ছেলেটিকে। দুটো দাঁত পর্যন্ত ভেঙে গেলো, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে খুন ঝরতে লাগলো। তবুও মুখ খুললো না ছেলেটি। রুশ অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো আবদুর রহমান, গুলি করো ওকে। ও আমার চেহারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি খতম করো ওকে। কিন্তু এই নির্দেশ দেবার আগে, সে একবারও ভাবলো না, রুশরা পুরো আফগানিস্তানেরই চেহারা পুড়িয়ে দিয়েছে, লাখ লাখ শিশু, নারী, বৃদ্ধকে হত্যা করেছে।

আমি ধীরে ধীরে এবং অন্য মতলবে আমার অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলাম। ছেলেটা তো দে দৌড়। পড়ি মরি করে ভাগতে শুরু করলো। আরেকজন রুশ সৈন্য গুলি করতে চাইলে আমি বললাম, আজ টার্গেট করবো আমি, চাঁদমারি করব আমিই। আরেকজন বললো, আরে, তাড়াতাড়ি করো, ভেগে যাবে না হয়। আমি বললাম, উড়ন্ত পাখি পর্যন্ত নামিয়ে ফেলি আর ওতো শুধু ভেগে যাচ্ছে। আসলে আমি চাচ্ছিলাম– ছেলেটা ভেগেই যাক। আমি ছেলেটার দুই ঠ্যাঙের

www.nagorikpathagar.org

মাঝখানে গুলি করলাম, গুলি লাগলো না, উপুড় হয়ে পড়ে গেল, উঠেই আবার দৌড়।

সঙ্গী রুশ সৈনিক হো হো করে হেসে উঠে বললো, কত বড় দক্ষ। আমি বললাম, আরে আরেকটা মারতে দাও না। গুলি করতে আবারও খানিকটা সময় নিলাম, ততক্ষণে বাচ্চাটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলো। রুশ অফিসার চিৎকার করে বললো, জলদি করো জলদি করো। আমি আবারও ছেলেটির দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে গুলি করলাম। বাচ্চাটা আবারও উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। রুম সৈনিকটি মুচকি হাসি দিয়ে বললো এবার কম্মকাবার, মারা গেছে ছেলেটি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছেলেটি আবারও উঠে দাঁড়ালো এবং রুশ অফিসারকে লক্ষ করে বললো, তুই আমার বাপকে হত্যা করেছিস, তোর রেহাই নেই, ক্ষমা নেই। এটা বলতে বলতে দুঃসাহসী ছেলেটি পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একুশ

'তো তোরা আমার মা-বাপকে হত্যা করেছিস। আমি কখনো তোদের ক্ষমা করবো না। প্রতিশোধ নেবো, প্রতিশোধ নেবো।'– এই বলে ছেলেটি পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। এবং রুশ অফিসারও আমার গাল জুড়ে লাগালো প্রচণ্ড এক থাপ্পড়, শুরু করলো অকথ্য ভাষায় গালাগালি।

আসলে তো আমি জেনে বুঝেই ভুল করেছি, যা রুশ অফিসার ধরে ফেলেছে। পাশে দাঁড়ানো ছিল ইসমাইল। ও বললো, অনেক সময় দক্ষ নিরিখওয়ালা লোকও ভুল করে বসে, আবদুর রহমানের আর দোষ কী।

এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো কাবুলের খায়েরখানা কলোনির রুশবাহিনীর চেক পোস্টে। আফগান শিশুরা এখানে রুশবাহিনীর লোকের কাছে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করতো। বিক্রি করতো আমেরিকান সিগারেটও। এবং এই ভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক যখন গভীর হলো তখন তাদের হাতে তুলে দিলো বারুদের সিগারেট। সিগারেট দিয়েই পালিয়ে গেলো শিশুরা। রুশবাহিনীর লোকেরা সিগারেট টানা শুরু করতেই ঘটে গেলো বিস্ফোরণ, ঝলসে গেলো, তাদের ঠোঁট, নাক, চোয়াল এবং মুখমণ্ডল। শিশুদের এই প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হবার কারণ আফগানিস্তানের ওপর রুশবাহিনী অকথ্য নির্যাতন।

একজন রুশ সৈন্য আমাকে বলেছে, কাবুল শহরের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল, রুশবাহিনী যখন আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করলো, দুধ বিতরণ করলো স্কুলে, কিন্তু স্কুলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। শুধু অস্বীকারই

www.nagorikpathagar.org

করলো না, মিছিল করে বেরিয়ে গেলো স্কুল থেকে এবং শ্লোগান দিতে থাকলো, রুশবাহিনী মুর্দাবাদ, বাবরাক কারমাল মুর্দাবাদ। শিশুদের যখন জিজ্ঞেস করা হলো দুধ নিচ্ছো না কেন? উত্তর করলো রুশরা আমাদের দেশ থেকে চলে গেলেই কেবল দুধ খাবো।

আবদুর রহমান বললো, মুজাহিদরা প্রায় প্রতিরাতেই কাবুলে গেরিলা হামলা চালায়। এইসব গেরিলা হামলায় সাধারণত দখলদার রুশবাহিনীর অফিসার এবং সৈন্যরা খতম হয়ে থাকে। আর মুজাহিদ গেরিলারা যখন কাউকে খতম করে, তখন তার গায়ে লিখে যায় :

রাশিয়ার গোরস্তান
আফগানিস্তান আফগানিস্তান
এই দেশ সমরখন্দ বুখারা নয়
আফগানিস্তন আফগানিস্তান

এই শ্লোগান আমি নিজেই লেখা দেখছি। এবং আমার খুব আনন্দ লেগেছে এই ভেবে যে, সমরখন্দ বুখারার পরিণতি সম্পর্কে এরা জানে। আবদুর রহমান থামলে আলী জিজ্ঞেস করলো, ইসমাইল কবে এবং কিভাবে তোমাদের সঙ্গী হলো?

হ্যাঁ, এটা ঐ দিনের ঘটনা, যেদিন বাচ্চাদের সিগারেটে রুশ অফিসারের মুখ ঝলসে গিয়েছিলো। ঐদিন রাতে ইসমাইল আমার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, ক্যাম্পের একেবারে এককোণে নিয়ে গিয়ে, তুমি কি ইচ্ছে করেই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাওনি?

আমার মনে হলো, ইসমাইলকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তাই বললাম, আমি ঠিকমতই তাক করেছিলাম কিন্তু মিস করেছি।

ইসমাইল হাসলো এবং বললো, মিথ্যা বলো না, এর আগেও সেদিন আমি গ্রামে দেখেছিলাম মুজাহিদদের তুমি সাহায্য করেছো, সাহায্য করেছো এক বন্দী মুজাহিদের পকেটে গ্রেনেড ঢুকিয়ে। আরে দোস্ত, ঐসময় আমিই ভুল শুধরিয়ে দিয়েছিলাম, রেজিস্ট্রার খাতায় দেখিয়ে দিয়েছিলাম গ্রেনেডের হিসাব ঠিকই আছে, কম পড়েনি।

আর ঐ বুড়িকেও তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে, মুজাহিদরা তার ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছে। অথচ মুজাহিদরা বুড়ীর ঘরের মধ্যেই ছিলো।

ইসমাইলের কথায় আমি চমকে উঠলাম। বুঝতে পারলাম ইসমাঈল সব খবরই রাখে। সমস্ত খবর রাখার পরও সে যদি রুশ অফিসারকে কোনো কিছু না জানিয়ে থাকে– তাহলে তো বুঝাই যাচ্ছে সে আমারই মতো খুব গোপনে মুজাহিদদের

www.nagorikpathagar.org

সাহায্য করে থাকে। আমি বললাম, তা ভাই ইসমাঈল, আমি বেকসুর নির্দোষ আফগানদের ওপর গুলি চালাতে পারি না।

আমাকে পাঠানো হয়েছিলো চীন, আমেরিকা এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কিন্তু এখানে এসে গুলি চালাতে হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু আর নিরপরাধ মানুষের ওপর, যেখানে হত্যা করা হয়েছে মা-বাপ, ভাইবোনকে সেখানে ঐ মা-বাপের এই শিশুসন্তানটির কতটুকু অপরাধ! আর যেখানে মুজাহিদদের ধরে নিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় সেখানে একজন অফিসারের মুখ ঝলসে দেয়া কি অনেক অনেক অপরাধ? হ্যাঁ, তুমি যদি গোয়েন্দাগিরি করতে এসে থাকো তাহলে স্পষ্ট করে জেনে নাও আমি যা করেছি বুঝে শুনে করেছি, আমি ছেলেটিকে ইচ্ছে করে মারিনি। এখন তুমি যা খুশি করতে পারো? অফিসারকেও জানালে জানাতে পারো। আমি একজন তুর্কি মুসলমান। আমিতো আর একজন নিরপরাধ আফগান মুসলমানকে হত্যা করতে পারবো না। আমি রুশদের অত্যাচারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। একান্তভাবে মজলুমদের পক্ষে। যাও অফিসারকে গিয়ে বলে দাও, আমাকেও জ্বালিয়ে দিক। বন্দী করে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিক।

আমি চুপ করতেই ইসমাঈল বলে উঠল, ভাই আবদুর রহমান আমিও তোমার সঙ্গী, আমিও রুশ হানাদারদের বিরোধী, তোমাদেরই মতো ওরা আমারও মাতৃ ভূমিকে দখল করে নিয়েছে। এখন আফগানিস্তানকে দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আসার সময় আব্বা আমাকে নসিহত করে বলেছেন, বাপুরে সাধারণ আফগানদের উপরে কিন্তু গুলি চালাবে না ওরা তোমাদের ভাই। আব্বার এই উপদেশ কখনো আমি ভুলিনি। কিন্তু তোমার মতো বোকামিও করিনি। এখানে যখনই সম্ভব হয়েছে এবং যেভাবে সম্ভব হয়েছে আমি সাধ্যমতো মুজাহিদদের সাহায্য করার চেষ্ট করেছি।

এখন শোন গত মাসে একজন রুশ অফিসার যে তার নিজের কামরায় গোপনে নিহত হয় তাঁকে আমিই খতম করেছিলাম। কেননা ঐ অফিসার একজন আফগান মুজাহিদের যুবতী বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলো এবং ইজ্জত লুট করতে চেয়েছিল। আমি যখন দেখলাম ঐ বোনকে পাষণ্ডের হাত হতে রক্ষা করা যাবে না, রক্ষা করা যাবে না তার জীবন, ইজ্জত, তখন আমি এ রুশ অফিসারকে এবং ঐ বোনকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলাম যাতে কুকর্ম করতে না পারে বোনকে। আর বারুদের সিগারেট বানানো আমিই শিখিয়ে ছিলাম একজন আফগান সৈন্যকে। যখন আমার আস্থা জন্মেছিল যে ঐ সেনাটি মুজাহিদদের সঙ্গী। তারপর ঐ রুশ অফিসারকে হত্যা করার ব্যাপারে আমিই তার সহযোগী হয়েছিলাম। এখন সে-ই বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চাদেরকে এবং সিগারেট বিক্রেতাদেরকে সিগারেট বানানো

www.nagorikpathagar.org

শেখাচ্ছে এবং বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে।

ইসমাঈল কিছুক্ষণ এমনভাবে নির্বাক রইলো যেনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা সে ভাবছে। তারপর সে বললো, আবদুর রহমান, আমি খুব তাড়াতাড়ি মুজাহিদদের দলে যোগ দেব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কেননা এতো জুলুম আর সইতে পারছি না এবং কখনো কখনো গুলিতো আমার করতে হয়। এবং যখন গুলি করি তখন অন্তর চৌচির হয়ে যেতে চায়। সুতরাং এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি জীবন আমি ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজে এবং জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আফগানিস্তান একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

তারপর আমাদের পক্ষে তুর্কিস্তানের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করাটা সহজ হয়ে পড়বে। আসার সময় আমার আব্বা এ-ও বলেছিলেন, রাশিয়ার কমিউনিজমের বেলুন থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবেই। তারপর খুব বেশিদিন আর মুসলমানদের রাশিয়ার গোলামির জিঞ্জিরে বেঁধে রাখতে পারবে না।

ইসমাঈলের কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। এবং আমার মনে হলো ইসমাঈলের ধারণা হুবহু আমার ধারণার মতোই। আমার আব্বা ঠিকই বলেছিলেন, রাশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সংখ্যা খুবই কম। বরং কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়া শুধু জীবন বাঁচাবার জন্য। আমি আবেগে ইসমাঈলকে জাপটে ধরলাম। এবং আমার দু'চোখ দিয়ে বইতে থাকতো তপ্ত অশ্রুধারা। আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে আল্লাহর দরবারে শপথ করলাম আমরা দু'জনেই মুজাহিদদের দলে যোগদান করবো এবং আমরা আমাদের পদযুগল থেকে লাল বেড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। যদিও বেঁচে থাকি, তো আফগানিস্তানের স্বাধীনতার পর নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিরাম লড়াই করতে থাকবো।

খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঐ সুযোগ পেয়েও গেলাম। যখন রুশবাহিনীর অফিসাররা মুজাহিদদের এই ক্যাম্প দখলের পরিকল্পনা করলো। আমাদেরকে নামিয়ে দেয়া হলো ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আমাদের গ্রুপে ছিল ত্রিশজনের মতো সৈনিক। যাদের মধ্যে চৌদ্দজন রুশীয় এবং বাদবাকি আফগানি। অনেক কমান্ডারকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে না নামতেই খতম করে ফেলল। মুজাহিদ ও আমাদের গ্রুপটা ঘটনাক্রমে বেঁচে গেলাম।

আমরা নেমেই মোর্চা বানালাম এবং মোর্চার চতুর্দিকে পুঁতে রাখলাম মাইন। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল মুজাহিদ ক্যাম্পের উপর রাতের বেলায় ইঙ্গিত দেয়া মাত্রই হামলা করে বসতে হবে। আমার আর ইসমাঈলের মধ্যে কথা হলো, কথা হলো আজ আমরা আমাদের মোর্চা উড়িয়ে দেবো তারপর গিয়ে যোগ দেবো

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদদের দলে। রাত বারোটা বাজলো, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলাম। ইসমাইল এমনভাবে ফায়ারিং শুরু করলো যে মুজাহিদরা আমাদের ওপর হামলা করেছে।

এবং ঐ সময়েই আপনারা আমাদের মোর্চার দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজ করে দিলেন। সমস্ত লোকদের টার্গেট এখন আপনারা এবং ওরা আপনাদের ভয়ে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। শুরু হলো তাদের মধ্যে মতবিরোধ। একদল বললো, বাইরে বেরিয়ে হামলা করতে হবে, আরেক দল বললো, মোর্চার মধ্যে বসেই দফারফা করে দিতে হবে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই কসুর করলাম না। অস্ত্রাগার ধ্বংস করলাম তারপর হাত বোমা দিয়ে হামলা করলাম রুশীয় মোর্চার উপর। তিনজন আফগান সৈন্য আমার সঙ্গী হয়েছিল। তার মধ্য থেকে দু'জন হয়ে গেল শহীদ। আর একজন কোথায়ও ভেগে গেল তার আর হদিস পেলাম না। সমস্ত রুশীয়দের খতম করে যখন আমরা আপনাদের দিকে ভেগে যাচ্ছি ঠিক তখনই মাইন বোমায় শহীদ হয়ে গেল আমার বন্ধু ইসমাঈল এবং সে শহীদ হয়ে গেল আজাদির আফসোস নিয়ে। সে ছিল মুজাহিদদের যথার্থ কল্যাণকামী। রুশবাহিনী যখনই পরাজিত হয়ে ভাগতে শুরু করতো ইসমাঈলের তখন আর আনন্দের সীমা থাকতো না।

আবদুর রহমান এবং আলী দু'জনে মিলে এই অঙ্গীকার করলো এখন আমরা সবাই মিলে ইসমাইলের মিশনকে জীবন্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। একদিন না একদিন আফগানিস্তান এবং তুর্কিস্তান অবশ্যই স্বাধীন হবে এবং দুনিয়া দেখবে আফগানিস্তানের সাথে সাথে তুর্কিস্তানের মহান ইসলামী সাম্রাজ্যে ইসলামী পতাকা আকাশে পত্ পত্ করে উড়ছে।

বাইশ

শীত আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুজাহিদরাও জড়ো হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। আজ উপস্থিত সবাইকে নিয়ে একটি বৈঠকও চলছে। মুজাহিদরা যার যার এলাকার অবস্থা তুলে ধরছেন। বিশেষ করে একটি ব্যাপারে প্রায় সবারই মতামত এক, যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের ক্ষতির চেয়ে তাদেরই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি। এ অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলা করা কী করে সম্ভব? কোন পদ্ধতিতে সম্ভব? এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো চিফ কমান্ডারই সিদ্ধান্ত দিলেন, বিভিন্ন সেক্টরে আলীই পর্যবেক্ষণে যাবে। বয়সে যদিও সে তরুণ, তবুও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। নিশ্চয়ই কোনো কৌশল সে

www.nagorikpathagar.org

আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের সবারই কাজ করতে হবে তারই নেতৃত্বে। সহযোগিতা করতে হবে তাকে। নইলে যত সুন্দর কৌশলই সে আবিষ্কার করুক না কেন, কাজে আসবে না। অল্প বয়সী বলে তার নির্দেশের যদি যথ যথ গুরুত্ব না দাও তো তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সব কমান্ডার এবং মুজাহিদরা আলীকে সহযোগিতা করবে বলে চিফ কমান্ডারকে আশ্বস্ত করে। বৈঠক শেষ হয়ে গেলে চিফ কমান্ডার আলীকে ডেকে পাঠালেন।

আলীকে পরিচিত করালেন অন্যান্য কমান্ডারদের সাথে। এবং তার নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন। আলী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো যেনো ভাবলো তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে চিফ কমান্ডারকে বললো:

– সামনাসামনি লড়াইয়ের ব্যাপারে, সেই সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে, অন্যান্য কমান্ডারদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা তো খুবই কম, এ অবস্থায় আমি কি খুব ভালো কিছু করতে পারবো?

চিফ কমান্ডার বললেন,

– আমি বেশ ভেবেচিন্তেই তোমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তুমি যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ময়দানে গিয়ে এবং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর।

অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

চিফ কমান্ডারের সাথে আলীর পরদিন আবার দেখা হলো। আলীকে বললেন তিনি :

– অপারেশনে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও। রওয়ানা হতে হবে জুমার নামাজের পরপরই।

আলী একটু দাবি করে বললো,

– আবদুর রহমান, দরবেশ খান, ফারুক খান এবং ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহকে আমি আমার সঙ্গী হিসেবে চাচ্ছিলাম, আপনি যদি অনুমতি দিতেন? আসলে ওরা আমার সঙ্গে থাকলে আমার মনোবল অনেক অনেকগুণ বেড়ে যেতো।

চিফ কমান্ডার একটুখানি হাসলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।

জুমার নামাজের খুব একটা বাকি নেই। আলী তৈরি হয়ে নিয়েছে। চিফ কমান্ডারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য পানীয়ও বোঝাই করা হয়েছে খচ্চরের পিঠে ইতোমধ্যে।

www.nagorikpathagar.org

আলীর চেহারায় চিন্তার ছাপ, ডুবে আছে কোনো এক গভীর ভাবনায়। চিফ কমান্ডার এলেন এবং আলীর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে বললেন :

– কী ব্যাপার আলী, তোমাকে বেশ বিমর্ষ বলে মনে হচ্ছে, ব্যাপার কী?

আলী বেশ নিম্নকণ্ঠে বলে :

– কেবলই ভাবছি, যে দায়িত্ব আপনি আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা কি আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারবো?

চিফ কমান্ডার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,

– যে কোনো কাজ ভেবে চিন্তে করা ভালো, তবে কোনো সমস্যায় পড়লে দুশ্চিন্তা করা কিন্তু ঠিক না। আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জত বুলন্দ করার জন্যই তো তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করছো। সুতরাং আল্লাহ যেমন তোমাদের পূর্বসূরিদের সাহায্য করেছেন তেমনি তোমাদেরও সাহায্য করবেন।

চিফ কমান্ডার এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন,

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অগ্রযাত্রা করতে হচ্ছে আপনাদের। এই অপারেশনের সমস্ত সাফল্যই আপনাদের ঐক্য, সমঝোতা এবং আন্তরিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করছে। আপনাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে, আপনার কমান্ডারের সিদ্ধান্তকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন, দৃঢ়তার সাথে মেনে নেবেন। আমি আপনাদর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনারা আল্লাহর পথের সৈনিক, আল্লাহর পথের মুজাহিদ। অবস্থা যতো কঠিনই হোক না কেন অধৈর্য হবেন না, অটল এবং অবিচল থাকবেন, ঘাবড়াবেন না। চূড়ান্ত রকমের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও আপনাদের মোকাবেলা করতে হবে। মোকাবেলা করতে হবে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করতে হবে সবসময়ই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

চিফ কমান্ডারের বক্তৃতার পর দোয়া হলো। সব মুজাহিদের সাথে কোলাকুলি করলেন চিফ কমান্ডার। গোটা পরিবেশ আল্লাহু আকবর এবং নাসরুমমিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। দশজন মুজাহিদের এক বিশেষ কাফেলা সামনের দিকে এগিয়ে চললো। এগিয়ে চললেন এক মহান মিশনের দায়িত্ব নিয়ে।

সদর ঘাঁটি থেকে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে মুজাহিদ কাফেলাটি এক জায়গায় অবস্থান নিলো। তারপর একদিন সকাল ৯টায় আবার যাত্রা শুরু করলো।

এক সময় অতিক্রম করলো পাহাড়ি এলাকা, তারপর একটি ছোট্ট পাহাড়ি নদী পার হয়ে পাড়ি দিতে লাগলো একটি মাঠ। হঠাৎ আলীর চোখে পড়লো পার্শ্ববর্তী

www.nagorikpathagar.org

একটি পাহাড়ে একজন বৃদ্ধকে কয়েক ব্যক্তি ঘিরে ধরেছে। আলী থামিয়ে দিলো কাফেলা। তারপর নিজেই এগিয়ে গেলো জটলার দিকে।

জটলাটি ছিলো মুজাহিদদের সমর্থক, আলী জানতে পারলো। সে আরো জানতে পারলো, বৃদ্ধ এক লোক কেবলই পাহাড় খনন করতে চাচ্ছে কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিচ্ছে। তারপর বৃদ্ধলোকটি সবার কথা অমান্য করে খননের কাজ শুরু করায় সবাই গিয়েছে রেগে।

আলী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো,

– কী ব্যাপার? কী হয়েছে? বৃদ্ধকে নিয়ে মশকরা করছেন কেনো?

একজন বললো,

– বুড়ো গেছে পাগল হয়ে। বলছে, এই পাহাড়ের নিচে নাকি তার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী চাপা পড়েছে, খনন করে সে তাদের উদ্ধার করবে।

আমরা যতোই বুঝাচ্ছি পাহড়ের নিচে চাপা পড়লে কি কেউ বাঁচে? তাছাড়া একা একা এত্ত বড়ো পাহাড় খনন করা সম্ভব? কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি কারোর কথাই শুনছে না।

এবার আলী খুব দরদের সাথে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো,

– বাপুরে, পাহাড় খুঁড়ে আর কী হবে? চাপা পড়ে থাকলে তো বেঁচে থাকা সম্ভব না। সম্ভব না একা একা খনন করাও।

বৃদ্ধ বললেন, বেটা, আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, সেটা বড় কথা নয়। আমি চাচ্ছি এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাদের নিজস্ব গোরস্তানে দাফন করতে। কিন্তু এরা আমাকে সহযোগিতা করবে কি, উল্টো বিদ্রূপই করছে। আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি এদের ব্যবহারে, এদের নির্মম ব্যবহারে।

আলী বিনীতভাবে বললো,

– বাপুরে, আপনার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী পাহাড়ের নিচে কিভাবে চাপা পড়লো একটু খুলে বলুন না।

বৃদ্ধ আলীর প্রশ্ন শুনে চোখ বন্ধ করলেন, তারপর কি যেনো ভাবতে লাগলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন এবং বললেন :

– আমার জীবনের ঘটনাবলি অন্যান্য নির্যাতিত আফগানদের মতোই, আলাদা কিছু নয়।

আমাদের গ্রাম এখান থেকে বড়জোর দুই মাইল উত্তরে হবে। এইতো মাত্র তিন বছর আগের কথা। খুব সুখেই ছিলাম আমরা। আঙুর আখরোট ছেবফল

www.nagorikpathagar.org

আমাদের গ্রামে বিপুল পরিমাণে পাওয়া যেতো। সারা গ্রামের মানুষের মধ্যে ছিলো সচ্ছলতা। কিন্তু হঠাৎ করে রুশবাহিনী আমাদের গ্রামের ওপর আগ্রাসন চালালো। রুশবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী শুনে আশপাশের কয়েক গ্রামের লোক প্রতিবেশী বন্ধুদেশে চলে গেলো। আমাদেরকেও তারা হিজরত করার জন্য অনুরোধ করে বললো : রুশদের চরিত্রের কোনো ঠিক নেই, তোমাদের গ্রামের ওপর একবার আগ্রাসন চালিয়েছে, যদি আবারও চালায় তো সবকিছু একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে, খেত-খামার, মানুষ, পশু-প্রাণী কিছুই রাখবে না, তারচেয়ে আমাদের সাথে পাকিস্তানে চলো, হিজরত করি।

কিন্তু সাজানো গোছানো বাড়িঘর, চোখ জুড়ানো বাগবাগিচা, মনকাড়া চারণভূমি কিছুই আমার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো না।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন,

হায়! শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের ওপর ১২-১৪টি রুশ বিমান বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ শুরু করলো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো সমস্ত গ্রাম।

সুন্দর বাগান, সাজানো ঘরবাড়ি সব শেষ হয়ে গেলো। আমার ছেলে এবং তার নববধূ শহীদ হয়ে গেলো।

শহীদ হলো গ্রামের অসংখ্য মানুষ। যারা বেঁচে ছিলো তারাতো গ্রাম ছাড়লোই। আমরাও চলে এলাম এইখানে, এই আশ্রয়ে। এলাম দু'টি সন্তান এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে।

এইখানে, এই পাহাড়ে একটা গর্ত ছিলো, তাদেরকে এখানে বসিয়ে ফিরে গেলাম গ্রামে। ফিরে গেলাম আহতদের সেবা করার জন্য, নিহতদের দাফন করার জন্য। তখনো দাউ দাউ করে গ্রামের জায়গায় জায়গায় জ্বলছে আগুন। আমরা কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করতে লাগলাম আহত এবং নিহতদের। কিন্তু উদ্ধার কাজ শেষ হবার আগেই বর্বর রুশবাহিনী আবারও শুরু করলো বোমাবর্ষণ।

নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আমরা দৌড় শুরু করলাম পাহাড়ের দিকে। অন্যরাও যে যেদিকে পারলো পালালো। এবার শেষ হয়ে গেলো সব, সবই। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে- আমার সন্তান এবং স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলাম যে পাহাড়ের গর্তে সেই পাহাড়ের কাছে আসতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো এক প্রকাণ্ড বোমা।

ছিটকে পড়লাম দূরে কোথাও। তার পরের অবস্থা আমার জানা নেই। আর বেহুঁশ হয়ে কতোক্ষণ যে পড়েছিলাম তা আর মনে নেই।

www.nagorikpathagar.org

হুঁশ যখন ফিরলো– তখন দেখি আমি একটি হাসপাতালেঃ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের গ্রামের অনেকেই আহত হয়ে, মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে কেউ কেউ। সন্তান এবং স্ত্রীর কথা মনে পড়লো আমার। প্রতিবেশীদের কাছে তাদের খোঁজখবরও নিলাম। কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলাম ডাক্তারকে, তিনি বললেন, যে সৈনিকটি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, তাকে জিজ্ঞেস করো, আগামীকাল সে আসবে, সেই হয়তো কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারবে।

পরদিন সৈনিকটি এলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, তুমি যে জায়গায় আহত হয়ে পড়েছিলে, সে জায়গায় আমি কোনো শিশু অথবা কোনো মেয়েলোক দেখিনি। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। শুকরিয়া আদায় করলাম এই ভেবে যে তারা বেঁচে আছে হয়তো। এবং আমি ধারণা করলাম– বোম্বিং শেষ হয়ে গেলে, তারা সম্ভবত প্রতিবেশী বন্ধুদেশ পাকিস্তানে চলে গেছে।

প্রায় দুই মাস হাসপাতালে থাকলাম। কিছুটা সুস্থ হলে জালেম রুশরা আমাকে আবারও জেলখনায় পাঠিয়ে দিলো। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য চালাতে লাগলো অকথ্য জুলুম নির্যাতন। সেই নির্যাতনের কথা মনে পড়লে আমার গায়ের লোম এখনো দাঁড়িয়ে যায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দফায় দফায় নির্যাতন চালানোর পর জিজ্ঞেস করা হতো– মুজাহিদদের সাথে তোর কী সম্পর্ক বল। বল নইলে শেষ করে ফেলবো। অনেকেই এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শহীদ হয়ে গেলো। রুশরা মানুষ নয় হায়েনা এই বলে বৃদ্ধ তার হাত দেখালো আলীকে– দেখো, দেখো বর্বররা আমার সবগুলো নখ নষ্ট করে দিয়েছে। নষ্ট করে দিয়েছে নখের মধ্যে গরম সুই ঢুকিয়ে দিয়ে। দেখো, দেখো, আমার শরীরটা দেখো অনেকগুলো গর্ত ভরাট হয়নি এখনো। রুশরা এইভাবে অনেকের গায়ের গোশত কেটে নিয়ে দগদগে ক্ষতের মধ্যে মরিচ লবণ ছড়িয়ে দিতো। আর অসহ্য যন্ত্রণায় আমরা যখন আহত কবুতরের মত তড়পাতাম তখন রুশবাহিনীর জালিমরা উল্লাস করতো, অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। বন্দী অবস্থায় আমার আড়াইটা বছর কেটে গেলো। একদিন জেলখনার এক অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালো এবং মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রস্তাব দিলো– পাকিস্তানের ভেতরে গিয়ে নাশকতামূলক কাজ করলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। 'না' বলে দিলাম মুখের ওপর। শাস্তি হিসেবে আবার জেলে পাঠানো হলো আমাকে। জেলখানার সঙ্গীরা বললো, শর্ত মেনে নাও, মুক্ত হয়ে নাও আগে। তারপর তুমি কোথাও পালিয়ে যাবে না হয়। আমি কিছুতেই শর্ত মানতে রাজি হলাম না। বললাম– আমাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্র এবং দেশবাসীকে যারা দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে তাদের নির্দোষ স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের

www.nagorikpathagar.org

ওপর আমি কিছুতেই বোমা ফেলতে পারবো না, খুন করতে পারবো না তাদের নিষ্পাপ শিশুদেরকে।

তিন মাসের মতো আবারও কাটলো আমার জেলখানায়। হঠাৎ একদিন আমি মুক্তি পেলাম। পেলাম অজানা কোনো কারণে তবে কারণটা মনে হয় এই– আমি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছি, রুশদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং শুধু শুধু চাল, ডাল তরকারী নষ্ট করছি। এক অকমর্ণ্য বুড়োকে খরচ খরচা দিয়ে পুষে কিইবা লাভ। তাই হয়তো ছাড়া পেয়ে গেছি।

মুক্তি পাবার পরপরই গেলাম পাকিস্তানে। দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত সেখানে আমি আমার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে যারপরনাই খোঁজ খবর করলাম কিন্তু পেলাম না। প্রতিবেশী অনেকের সাথে দেখা হলো। সবাই বললো– না, তারা আমার স্ত্রী এবং সন্তানের কাউকেই দেখেনি। আসার পথে দেখেনি। এখানে এসেও দেখেনি। শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে এলাম আফগানিস্তানে। ফিরে এলাম পাহাড়ের সেই গর্তের কাছে। দেখলাম না, সেই গর্তটা এখন আর নেই।

মনে করেছিলাম জায়গাটা চিনতে পারবো না। কেননা বোমা বর্ষণের পর পরিবর্তিত হয়ে গেছে জায়গাটা, ভরাট হয়ে গেছে গর্তটা। কিন্তু আমার গাঁয়ের কাছে বলে ঠিকই চিনতে পারলাম। যদিও ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে পুরো এলাকা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম এলাকাটার একটা বিবর্তন হয়ে গেছে বোমার আঘাতে। সুতরাং প্রথম দিকে ভাবলাম এখানেই নিহত হয়েছে। খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু পরে মনে হলো সত্যিই ওরা এখনো বেঁচে আছে হয়তো এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছে, খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে। আসলে আমি এইসব সন্দেহ দূর করার জন্যই খুঁড়তে চাচ্ছিলাম। যদি পেলাম তো ভালো। নিশ্চিত হলাম যে, ওরা শহীদ হয়ে গেছে। আর না পেলাম তো ওদের যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এরা আমাকে সাহায্য করবে কি উল্টো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

বাপ আমার, তুমিই বলো, এখন আমি কী করবো?

বৃদ্ধের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে অনেকের চোখেই নেমে এলো অশ্রু।

আলী বললো :

– বাপজান, আপনার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। আফগানিস্তানের অধিকাংশ পিতার আজ এই অবস্থা। দুঃখ আর বেদনায় খা-খা করছে তাদের অন্তর। কেউ হারিয়েছে সন্তান, কেউ হারিয়েছে মা-বাপ, আর দেরি নয়, এখনই আমরা সবাই আপনাকে পাহাড় খুঁড়তে সাহায্য করছি।

তার সঙ্গীরা এবং তাদের দেখাদেখি স্থানীয়রাও শুরু করলো পাহাড় খুঁড়তে।

www.nagorikpathagar.org

তেইশ

মাটি সরানোর কাজ শুরু হলো সকাল ১০টা থেকে এবং তা চললো এক টানা দুপুর পর্যন্ত। কিন্তু না, মরা মানুষের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না।

মুজাহিদরা এবং অন্যান্য সবাই জোহরের নামাজ পড়লেন; খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। সারলেন গতকালের বেঁচে যাওয়া রুটি থেকে।

মাটি খোঁড়ার কাজে আলীর কোনো বিরাম ছিলো না। অবিরাম গতিতে সে খুঁড়েই চলছিলো। হঠাৎ বুড়োর চিৎকারে আলী থামালো। তখন আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে প্রায়।

বুড়োর চিৎকার ছিলো এ রকম–

: এই থামো তোমরা থামো, থামো বলছি, হ্যাঁ পেয়েছি, পাওয়া গেছ এই দ্যাখো।

বৃদ্ধ মুরব্বির আওয়াজ শুনে সবাই সেদিকে ছুটলো। তিনি বললেন,

: এই দ্যাখো, আমার মেয়ের হাত, গুলজানের হাত!

সবাই একটু পরখ করে বুঝলো, ঠিকই, ছোট একটি মেয়ের হাতের আঙুল দেখা যাচ্ছে।

আলীর নির্দেশে আস্তে আস্তে মাটি সরিয়ে ফেলা হলো। উন্মোচিত হলো মর্মান্তিক এ পুরনো ঘটনা।

মাটি সরানো হলো তো দেখা গেলো– একটি মেয়ে এবং একটি ছেলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক বৃদ্ধা। সম্পূর্ণ অক্ষত, কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অক্ষত। ছেলেটির মাথায় তখনো টুপি, মেয়েটির মাথায় তখনো আফগানী পদ্ধতিতে পাকানো বেণী এবং তাদের হাত তাদের আম্মার দিকে বিস্তারিত। কী আশ্চর্য বৃদ্ধার দিকে তখনো তাকিয়ে আছে তাদের চোখগুলো। অন্য দিকে বৃদ্ধার শরীরের ওপর পড়ে আছে মোটা একটা কাপড় যা দেখে বোঝা যায় যে, জীবনের শেষ মূহূর্তেও তিনি পর্দা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ ভাবেই তারা পরস্পরে প্রতি স্নেহ মায়া ভালোবাসার দৃশ্য অক্ষত রেখে শাহাদাতের মৃত্যুকে অভিনন্দিত করেছেন।

তাদের দৃশ্যটির সঙ্গে টেলিভিশনের সেই দৃশ্যের তুলনা করা যায়, যে দৃশ্য কিছুক্ষণ আগেও ছিলো চলমান, তারপর তা ফ্রিজ হয়ে আছে। যেন তা এখনি নড়েচড়ে উঠবে।

তিন বছর পরও তাদের সবকিছুই অক্ষত এমনকি তাদেরকে দংশন করেনি একটি কীটও, নষ্ট করেনি তাদের কাপড়ের একটি অংশও। দেখে সবার ঈমান

www.nagorikpathagar.org

হলো আরো মজুবত। আবার রুশবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের উপস্থিত প্রমাণ দেখেও শিউরে উঠলো।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ মানুষটি। আলীসহ সবার চোখে নামলো অশ্রুর অবাধ বন্যা। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ একটু নিজকে সামলিয়ে নিয়ে মেয়েটির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে বলতে লাগলেন,

একবার আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমার নামাজের আগে, অত্যন্ত আবেগ নিয়ে জেহাদের ওপর বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতা আমার এই মেয়েটিও শুনেছিলো। ইমাম সাহেব বলেছিলেন, রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এখন প্রতিটি আফগান নাগরিকের ওপর ফরজ। তারপর মেয়েটি আমার– রাতে জিজ্ঞেস করেছিল আব্বা, জেহাদ জিনিসটা কী? আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে? আমি বলেছিলাম– মাগো, আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধই হচ্ছে জেহাদ। সেদিন মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলো আব্বা, ইমাম সাহেব তো বললেন রুশ কাফেররা আমাদের মসজিদ ধ্বংস করেছে, আমাদের মানুষ হত্যা করেছে কিন্তু তারপরও তুমি কেন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করছো না? আমি তার সাথে সেদিন ওয়াদা করেছিলাম, মাগো, জেহাদে যাবো না? অবশ্যই যাবো। আমার কথা শুনে মেয়েটি আমার তখনই বলেছিলো আব্বু আমাকেও কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমিও যদি যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে যাই তো আল্লাহ খুব খুশি হবেন না আব্বু? বেহেশত দেবেন না আব্বু?

কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আবারও বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের কথা শুনে আলীরও মনে পড়লো তার বোন সায়মার স্মৃতি। আলী একটু দূরে গিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো।

আলী যখন বাড়ি থেকে চলে এসেছিলো, তখন শপথ করেছিলো তার বোন সায়মার প্রতিটি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এখন সে দেখছে অসংখ্য নারী এবং শিশুর রক্ত আফগানিস্তানের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে, লালে লাল করে দিয়েছে গোটা মাতৃভূমি জালেমরা, সুতরাং সমস্ত রুশবাহিনীকে খতম করলেও প্রতিশোধ নেয়া হবে না। তবুও আলী আবারও প্রতিজ্ঞা করলো রুশ জালেমদের সম্পূর্ণভাবে খতম না করা পর্যন্ত সে লড়াই চালিয়ে যাবে, লড়াই করে যাবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে।

আলী অসহ্য বেদনায় ছটফট করা অবস্থাটা সামলিয়ে নিয়ে সবাইকে শান্ত করলো। লাশ তিনটি বৃদ্ধের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা শেষ হলে তাঁবু পড়লো ঐ এলাকায়। এবং রাত কাটিয়ে দিলো।

www.nagorikpathagar.org

আলী সকালের নাশতা সেরে রওয়ানা করার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় বৃদ্ধ এসে হাজির– বললেন,

: আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। আর কিছু করতে না পারি তোমাদের জন্য রান্না তো করে দিতে পারবো। আলী বৃদ্ধের জেহাদী জজবা দেখে সঙ্গী করলো তাঁকে।

আলী মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে দুই ঘণ্টার পথও অতিক্রম করতে পারেনি, বোম্বিং শুরু হয়ে গেলো। শুরু করলো শত্রুবাহিনীর চার চারটি হেলিকপ্টার। আলী সাথে সাথে সবাইকে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে গিয়ে পজিশন নিতে বললো। সঙ্গের খচ্চর দুটিকে দাঁড় করাতে বললো, গাছের একান্ত আড়ালে।

হেলিকপ্টার ঘায়েল করার মতো কোনো হাতিয়ার আলীর কাফেলার কাছে ছিলো না। সুতরাং শত্রুবাহিনী ইচ্ছেমতো বোমা নিক্ষেপ করে চলে গেলো। কিন্তু পরপরই চলে এলো জঙ্গিবিমান। শুরু করলো ভয়াবহ রকমের বোম্বিং। গাছের আড়ালে বেঁধে রাখা খচ্চর দুটো ভয়ের চোটে দিলো ছুট। এ খচ্চর দুটোকেই টার্গেট করলো যুদ্ধবিমান। সমস্ত এলাকা ধ্বংস করার পরিকল্পনা ওদের। আলী এবং তার বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আলী সবাইকে দ্রুত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার নির্দেশ দিল। খচ্চর দুটো মারা যাওয়ায় পানি খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে সবাইকে শিখরের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অবস্থান নিতে হলো। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আলী সবাইকে নিয়ে পরামর্শের উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসলো।

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন,

: আমরা গতকাল যখন খুঁড়ছিলাম, নিশ্চয়ই তখন কোনো চর ছিলো। এবং আমাদের আশপাশেই ছিলো। সে-ই রুশবাহিনীকে খবর দিয়েছে। দশ বারো গ্রামের মধ্যে এখানে কোনো রুশ ক্যাম্প নেই। সুতরাং ঐ চর বেশ দূরে গিয়েই আমাদের খবরটা দিয়েছে।

আলী বললো,

: মোকাবেলা করার মতো কিছুই আমাদের কাছে নেই তবুও আমৃত্যু আমরা লড়ে যাবো। লড়ে যাবো যা আছে তাই দিয়ে।

তারপর আলী দু'জন দু'জন করে এক একটি জায়গায় পজিশন নিতে বললো। পজিশন নিয়ে লুকিয়ে থাকতে বললো, ঠিক সেইসব জায়গায়, যেখানে রুশবাহিনীর বোম্বিং এর ফলে বিরাট বিরাট গর্ত হয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে এসে গেছে দুশমনদের সাঁজোয়া বাহিনী। এসেই এলোপাতাড়ি ফায়ারিং শুরু করলো। ফায়ারিং করলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর

www.nagorikpathagar.org

উঠতে লাগলো ওপরের দিকে। ওপরে উঠছে এখন এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী। অন্যদিকে আলী এক ক্ষুদ্র দল এবং প্রায় অস্ত্রহীন এক বাহিনী নিয়ে পরামর্শে রত। কী আশ্চর্য এবং ভয়াবহ ব্যাপার।

শত্রুবাহিনী ওপরে উঠছে। মুজাহিদরা চলে গেলো আরো ওপরে শীর্ষে। এখন আক্রমণ করা ছাড়া কোনো পথ নেই। তাই সামান্য গোলা বারুদ যা ছিলো, তাই নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য রুশবাহিনীর কিছুসংখ্যক লুকালো গাছের আড়ালে আর কিছু সংখ্যক প্রাণভয়ে দৌড়ালো পেছনের দিকে, নিচের দিকে।

মুজাহিদরা ফায়ারিং করায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে রুশবাহিনী ওয়াকিবহাল হয়ে গেলো। ওয়াকিবহাল হয়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবার শত্রুবাহিনী আরো ওপরে উঠতে লাগলো। মুজাহিদরা গুলি ছুঁড়েছে তো রুশরা গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে, নয়তো ট্যাঙ্কের আড়ালে চলে যাছে। এইভাবে যখন তারা মুজাহিদদের একেবারে কাছে চলে গেলো, মুজাহিদদের গোলাবারুদও তখন প্রায় শেষ।

মুজাহিদদের সম্পর্কে রুশবাহিনী প্রথমে ধারণা করেছিলো মুজাহিদরা সংখ্যায় খুব কম, গোলাবারুদও তাদের হাতে তেমন একটা নেই। কিন্তু মুজাহিদরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করার কারণে তাদের ঐ ধারণা তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিলো।

রুশবাহিনীর প্রধান তবুও মুজাহিদদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য মেগাফোন হাতে নিয়ে হাতিয়ার ফেলে দেবার হুকুম দিলো। এবং বললো আমরা জানি, তোমরা সংখ্যায় খুব কম। তোমাদের কাছে গোলাবারুদও তেমন একটা নেই। অতএব আত্মসমর্পণ করো।

কমান্ডারের এই চালবাজি ভেসে যখন বাতাসের ভেতরে তখন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ক্রলিং করছে আলী। এইভাবে সবাইকে খবর দিয়ে নিয়ে আলী একটি গর্তের মধ্যে আবারও বসলো পরামর্শে।

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন : মরতে তো একদিন হবেই, তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কারো পক্ষেই মরা সম্ভব না।

এ অবস্থায় শত্রুদের বর্বর বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতন ভোগ করার চেয়ে বীরের মতো লড়াই করে মরা অনেক উত্তম।

বৃদ্ধের কথায় সবাই একমত হলো।

আলী বললো, যে সঙ্কটের মধ্যে এখন আমরা নিপতিত হয়েছি, এই ধরনের সঙ্কটে আমরা আগে পড়েছি। রুশ বন্দিশালা থেকে উদ্ধার পেয়েছি। উদ্ধার

www.nagorikpathagar.org

পেলাম গর্তের ভেতর থেকেও এবং আল্লাহই আমাদের উদ্ধার করেছেন, এখনও আল্লাহই উদ্ধার করবেন। নিশ্চয়ই কোনো একটা পথ তিনি বের করে দেবেন।

মুজাহিদদের সাহস বাড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করলো আলী, আমার দাদার কাছে শুনেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে একবার তারা তাদের বাহিনীসহ ইংরেজ বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। দাদাদের বাহিনীর সঙ্গে তখন না আছে খাবার, না আছে পানীয়। তবুও তারা মনোবল হারালেন না। আল্লাহর কাছে কাতরকণ্ঠে দোয়া করলেন : হঠাৎ ভীষণ তুফান ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। প্রচণ্ড তুফান ও শিলাবৃষ্টিতে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হলো, আহতও হলো বহু। বাকিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

ঘটনাটি উল্লেখ করে আলী আবার বললো, সেদিন তারা রক্ষা পেয়েছিলেন আল্লাহরই সাহায্যে, আল্লাহরই রহমতে। এসো ভাইয়েরা, আমরাও আজকে ঐ আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই, দোয়া করি তারই দরবারে।

সব মুজাহিদ আল্লাহ দরবারে হাত তুললেন : হে মাবুদ, মৃত্যুর ভয় পাই না আমরা। কিন্তু সঙ্কট সন্ধিক্ষণেও দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার জন্য, আপনার দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করবার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে চাই। মাবুদ, তুমি আমাদের সাহায্য করো।

হে আমাদের মাবুদ, তুমি আমাদের সাহায্য করো ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তুমি আমাদের পূর্বসূরিদের সাহায্য করেছো।

মাবুদ, যেভাবে ক্ষুদ্র আবাবিল বাহিনী দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছো বিশাল আবরাহার বাহিনীকে, ঠিক সেভাবেই ধবংস করে দাও আমাদের শত্রু বাহিনীকে। মাবুদ, তুমি আমাদের ধৈর্য দাও অটল ধৈর্য, মনোবল দাও, অটুটু মনোবল।

চব্বিশ

দোয়া শেষ হলো। এবার মুজাহিদদের মনোবল হলো দ্বিগুণ। শঙ্কা-সংশয় মুহূর্তের মধ্যে উবে গেলো। দুরবিনের মাধ্যমে আলী লক্ষ্য করছিলো রুশ সেনাদের অবস্থান। হঠাৎ আলী দুটো অবিস্ফোরিত বোমা দেখতে পেলো। সাঁজোয়া যান এবং ট্যাঙ্ক বহরের পাশেই পড়ে আছে। সে আবদুর রহমানের হাতে দূরবীন দিয়ে সত্যিই বোমাগুলো অবিস্ফোরিত কি না দেখতে বললো। আবদুর রহমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বললো :

www.nagorikpathagar.org

– অক্ষত বলেইতো মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কি লাভ? আলী বললো :

– আমরা যদি কোনোভাবে ও দুটোর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি, তাহলে দুশমনদের পুরো কনভয় ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান বললো :

– আমাদের পক্ষে বিস্ফোরণ ঘটানো কি সম্ভব? হলে কিভাবে? তাছাড়া ওগুলো তো বিমান থেকে ফেলানো হয়েছে এবং তারপরও যখন ফাটেনি তখন আমাদের কথাবার্তায় তো আর ফাটবে না। আলী বললো,

– চেষ্টা করে দেখতে কোনো বাধা নেই। আলী তার হাতের কলাশনিকভটি দিয়ে বোমা টার্গেট করছিলো, এমন সময় ম্যাগা ফোনে শত্রুপক্ষের কমান্ডারের নির্দেশ শোনা গেলো :

– আমরা আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যেই যার যার হাতিয়ার ফেলে দাও, নইলে আমরা ফায়ারিং শুরু করতে বাধ্য হবো এবং কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না। খতম করা হবে সবাইকে।

এদিক থেকে আলীও সিংহের মত গর্জন করে বললো,

– আর মাত্র কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করো।

তারপর দেখো আল্লাহর মার কতটা ভয়ানক, আমরা কিভাবে তোমাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিই।

আলীর চিৎকার শুনে অন্যান্য মুজাহিদ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলো,

আলী, এটা তুমি কি করলে? তোমার চিৎকার শুনে ওরা তো আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলো। এবার এক ব্রাশেই সবাইকে খতম করে দেবে।

আলী সবাইকে আশ্বস্ত করে বললো :

দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। বন্ধুরা নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং দুশমনদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ঐ যে দেখো, দুটো বোমা পড়ে রয়েছে, ঐ বোমা দুটোই আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য। আমাদের ব্যবহারের জন্যই ওই দুটো অক্ষত রেখেছেন আল্লাহ। আমরা যদি ওই দুটোকে বিস্ফোরিত করতে পারি তো এক নিমেষেই দুশমনদের খেল খতম।

আলীর কথা শেষ হতে না হতেই আবারও রুশ কমান্ডারের চিৎকার ভেসে এলো,

– আমরা তোমাদর আল্লাহকেও বিশ্বাস করি না, ফেরেশতাদেরও বিশ্বাস করি না। যদি তোমাদের খোদা থেকে থাকে তো তোমাদের সাথে আজকে তাকেও পাকড়াও করবো এবং তোমাদের খতম করবো। তোমাদের খোদাকেও খতম

www.nagorikpathagar.org

করবো। রুশ কমান্ডারের এ-ঔদ্ধত্য আলী মোটেই সহ্য করতে পারলো না। রাগে গর্জন করে উঠলো। আলী বললো :

আর একটু অপেক্ষা, আমাদের খোদাকেও বিশ্বাস করবে, ফেরেশতাকেও দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সাথে যে বেয়াদবি করেছো তারও যথার্থ শাস্তি পাবে।

এই বলে আলী মনে মনে দোয়া করতে লাগলো :

'হে আল্লাহ, আমি কেবল তোমার ওপর ভরসা করে শয়তানের গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করেছি। এখন একমাত্র তুমিই সহায়। হে আল্লাহ তুমি আমার মুখ রক্ষা করো, সম্মান রক্ষা করো।'

মনে মনে দোয়া শেষ করেই বোমা টার্গেট করলো আলী এবং গুলি ছুঁড়লো। প্রথম গুলিটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। নিরাশ না হয়ে দ্বিতীয়টি ছুঁড়লো। দ্বিতীয়টিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ইতোমধ্যে দুশমনরাও গুলি ছোঁড়া শুরু করেছে। গুলিগুলো মুজাহিদদের একেবারে কাছেই এসে পড়ছে। পড়ছে বৃষ্টির মতো। আলী এই গুলির বৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় গুলিটি ঐ বোমা টার্গেট করেই ছুঁড়লো। এবার টার্গেট মিস হলো না কিন্তু বোমাটি তবু বিস্ফোরিত হলো না। আলীর কাছে আর কোনো গুলি নেই। সঙ্গী মুজাহিদরা বলতে লাগলো :

– যে যেভাবে পারো পালাও জীবন রক্ষার চেষ্টা করো।

আলীই শুধু বললো : এখান থেকে জীবন নিয়ে পালানোর আর কোনো সুযোগ নেই। এখন হয় মৃত্যু, না হয় গ্রেফতারি। কেনো যেনো তৃতীয় গুলিটি ব্যর্থ হওয়ার পরও আলীর চোখে মুখে কোনো হতাশার ছাপ পড়লো না। এবার আবদুর রহমানের কলাশনিকভটি আলী নিয়ে নিলো এবং যারপরনাই আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে চতুর্থ গুলিটি ছুঁড়ে মারলো। না লক্ষ্যভেদ হলো না। বরং বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো। মুহূর্তের মধ্যে আলী হাতে তুলে নিলো দূরবীন, দেখতে পেলো পুরো উপত্যকা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে, আকাশে ধুলো আর ধুলো। ফায়ারিংয়ের কোনো শব্দই আর দুশমনদের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে না। এক অথৈ নিস্তব্ধতা নেমে এলো নিমেষে। খানিক পরে ধুলো ধোঁয়ার ভাবটা কেটে গেলে দেখা গেলো সাঁজোয়া যানগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। পর্যুদস্ত ট্যাংকগুলোতে এখনও আগুন জ্বলছে। নিহত হয়েছে কিছু সৈন্য, আহত হয়ে পড়ে আছ কিছু। আলী সবার সাথে পরামর্শ করে নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিলো।

নিচে নেমে সবাই পজিশন নিয়ে নিলো। আলী তার পজিশন ঠিক করলো একটি সাঁজোয়া গাড়ির আড়ালে। তারপর সেখান থেকে সে চিৎকার দিয়ে বললো :

www.nagorikpathagar.org

রুশ সেনারা, যারা এখনো বেঁচে আছো, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো আড়াল থেকে বলছি। বেরিয়ে এসো আত্মসমর্পণ করো।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু সৈন্য আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতিয়ার ফেলে দিলো এবং হাত উঁচু করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

আলী দরবেশ খান এবং আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিলো : এদেরকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধো।

অন্যান্যদের বললো,

কিছু জায়গা তল্লাশি চালাও। মনে হয় কিছু পালিয়েছে, ধাওয়া করো। যেনো সরে যেতে না পারে। আর তোমাদের কাছে গুলি না থাকলে রুশদের ম্যাগজিন নিয়ে নাও। ওদের কলাশনিকভগুলোও নিয়ে নাও।

কোনো মুজাহিদের কাছেই তখন কোনো বুলেট ছিল না। রুশ সৈন্যরা যদি তা কোনো রকমে বুঝতে পারতো তাহলে তো স্বেচ্ছায় ধরা দিতো না। তাই সকল মুজাহিদ আত্মসমর্পণকারী রুশ সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে নিলো এবং পালায়নপর সৈন্যদের ধাওয়া করলো।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে রুশবাহিনীর সমস্ত সাঁজোয়া যান এবং ট্যাঙ্কগুলোতে আগুন ধরে গিয়েছিলো। ষাটজনের মত রুশ সৈন্যর দেহ তুলোর মতো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আহত অবস্থায় ধরা পড়লো একশরও বেশি।

আলীর সঙ্গের মুজাহিদরা কুড়িয়ে নিলো সব সচল অস্ত্র ও গোলাবারুদ। অন্যান্য মুজাহিদরা গ্রেফতার করে নিয়ে এলো দশ জন রুশ সৈন্য।

আলী চাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু বন্দীদের নিয়ে পড়লো সমস্যায়। আবদুর রহমান এবং বৃদ্ধ মুজাহিদ বললো : এদের সাথে নেয়াও ঠিক হবে না। আবার ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না। সুতরাং হত্যা করতে হবে।

আলী খানিকটা ভেবেচিন্তে বললো :

ইসলাম বন্দীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছে। ইসলামী আদালতে এদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এদের তো আমরা হত্যা করতে পারি না।

– বৃদ্ধ মুজাহিদ খোলাখুলি বললো :

এসব রুশরা বন্দী মুজাহিদদের সাথে নির্মম আচরণ করে। হাত পা বেঁধে শিকারি কুকুরের সামনে পর্যন্ত ফেলে দেয়।

আলী বুঝিয়ে বললো :

www.nagorikpathagar.org

জালেম রুশদের মতো আমরাও যদি শাস্তি দিই তো আমরা ঐ জালেমদের মতোই হয়ে গেলাম, ইসলাম এবং কমিউনিজমের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলো না। আমরা বরং হাত-পা বেঁধে এদেরেক এখানেই রেখে যাবো, কাতরাতে কাতরাতে এখানেই মরবে না হয় বেঁচে যাবে।

কোনো কোনো মুজাহিদের কাছে আলীর এ কথা ভালো লাগলো না কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হলো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুশ সৈন্যদের রেখে আলী এবং তার সঙ্গীরা উপত্যকার নিচু অঞ্চল অতিক্রম করতে না করতেই রুশ জঙ্গি বিমান এসে বোম্বিং শুরু করলো। দ্রুত মুজাহিদরা আড়ালে চলে গেলো। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা রুশ সৈন্যদের মুজাহিদ ভেবে অনবরত এদের ওপর রুশবাহিনীই বোমাবর্ষণ করে গেলো। ছারখার হয়ে গেল সবাই। অবস্থা বোঝার জন্য দু'জন মুজাহিদকে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পর এসে তারা জানালো–

সব রুশ সৈন্যই খতম হয়ে গেছে। এবং তাদের ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা উপত্যকায়।

সব শুনে আলী বললো,

– আল্লাহর বিচার হয় সূক্ষ্ম এবং যথাযথ। আমরা বিচার করলে হয়তো এতোটা যথাযথ এবং সূক্ষ্ম হতো না। হতো না এতোটা কঠিন যতোটা ওদের নিজের দলের লোকদের কাছ থেকে পেলো।

আবার এরচেয়েও কঠিন এক শাস্তি এদের জন্য অপেক্ষা করছে, যা দোজখের শাস্তি, ভয়ঙ্কর শাস্তি। যেখানে ওরা সেই ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, যাদেরকে ওরা বিদ্রূপ করেছে এবং তখন বুঝতে পারবে আল্লাহ কতো শক্তিশালী।

আল্লাহতা'লার অপার মেহেরবানিতে অকল্পনীয়ভাবে বেঁচে যাওয়ায় এবং বিস্ময়কর রকমের বিজয় লাভ করায় সব মুজাহিদ আবারও আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো, আবারও তার শুকরিয়া আদায় করলো। মূলত এই বিজয় মুজাহিদদের মনোবল বাড়িয়ে দিলো, বাড়িয়ে দিলো তাদের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা।

আট দিনের মতো হয়ে গেছে, আলী এই ছোট্ট মুজাহিদ-দলটি নিয়ে বেরিয়েছে। এবার মারকাজে ফিরে যেতে চায় সে। সুতরাং তার দল নিয় সে এক গভীর জঙ্গলের একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল। এলাকাটি মুজাহিদদের দখলে ছিলো বলে তারা পথ চলছিলো নির্ভাবনায়। হঠাৎ পাহাড়ের আড়াল থেকে ভেসে এলো গম্ভীর আওয়াজ :

www.nagorikpathagar.org

– দাঁড়াও।

দাঁড়িয়ে গেলো আলী ও তার সাথীরা। উঁকি দিয়ে দেখলো, ঝোপের আড়াল থেকে দু'জন লোক হাতের ইশারায় তাদের ডাকছে এবং বলছে :

– আমাদের কমান্ডার আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

এবার আড়াল থেকে তারা কাছে এলো। আলী বুঝতে পারলো, এরা মুজাহিদ, অন্য কেউ নয়। ফলে আলী সবাইকে নিয়ে অনুসরণ করলো তাদের।

১০-১২ জন মুজাহিদের একটি দল একটি ছোট্ট ক্যাম্পে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। মাটিতে যার যার চাদর বিছিয়ে। আলীদের দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো। কোলাকুলি করতে করতে পরিচিত হলো পরস্পরের সঙ্গে।

এখানকার কমান্ডার মাহমুদ খান। আলীকে তিনি জানালেন :

– সামনের রাস্তা বন্ধ। এ রাস্তাটির পাহারায় ছিলো যে ক্যাম্পটি গতকাল সেটি শত্রুরা দখল করেছে।

আলী জিজ্ঞাসা করলো :

– হঠাৎ ক্যাম্পটি শত্রুদের দখলে গেলো কী করে? তিনদিন আগেও তো নিরাপদ ছিলো পথটি। একটি দলও গিয়েছে এ পথে।

মাহমুদ খান খুলে বললো সব ঘটনা :

– ঠিকই, তিন দিন আগে ক্যাম্পটি আমাদেরই দখলে ছিলো। আর তিন দিন আগে যে মুজাহিদ দলটি এ-পথ দিয়েই গিয়েছিলো বলে আপনি বলেছেন। সে দলটি আমাদের এখানেই সকালের নাস্তা গ্রহণ করেছিলো। তারপর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আসরের নামাজ পড়ার সময় বোমা নিক্ষেপ করা শুরু করে এক ঝাঁক শত্রুবাহিনীর যুদ্ধবিমান। পাহাড়ের নিচে তখন কমান্ডারসহ পঁচিশ জন মুজাহিদ, ওপরে পঞ্চাশ এবং মারকাজে ছিলো একশ। শিলাবৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ করছিলো শত্রুবাহিনী। একটিমাত্র বিমানবিধ্বংসী কামান ছিলো আমাদের হাতে। একটিমাত্র বিমান আমরা ভূপাতিত করতে পারলাম।

অন্য জঙ্গিবিমান এক সময় চলে গেলো।

পরক্ষণে এলো হেলিকপ্টার। খুব নিচু দিয়ে। সন্দেহজনক স্থানে বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলো সেগুলোও। তবুও আমরা রকেট নিক্ষেপ করে তিনটির মতো কপ্টার সাবাড় করে দেই। প্রচণ্ড রকমের বোমা বর্ষণে এবং কামানের গোলাগুলিতে আমাদের বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়, কয়েকজন হয়

www.nagorikpathagar.org

আহত। অন্য দিকে গ্যাসবোমায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আমাদের অধিকাংশ মুজাহিদ। তাড়াতাড়ি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে কমান্ডারের পরামর্শ চাইলাম। পেছনে সরে আসার জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি। সন্ধ্যা সমাগত তখন। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিলাম আমরা। পেছনে সরে এলাম আমরা। পাহাড়ের মাঝামাঝি নেমে আসতেই হেলিকপ্টার এলো এক ডজনের মতো। কিন্তু কোন বোম্বিং করলো না। ছত্রীসেনা নামিয়েছে বুঝতে পারলাম। জীবন নিয়ে ফিরতে পারলাম মাত্র পঁচিশজন। বাকিরা সবাই শহীদ হয়ে গেলো। খাদ্য-পানীয় কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। দুই-তিন দিন ধরে আমরা অনাহারে। বেরুতেও পারছি না এখান থেকে। কেন্দ্র থেকে সাহায্য আসার কথা, তা-ও এখানে এসে পৌছালো না। কেনো যে পৌছালো না, সে ব্যাপারেও কিছু বুঝতে পারছি না।

মাহমুদ খানের কথা শেষ হলে আলী জিজ্ঞেস করলো :

– কমান্ডার শেরদিল খান এবং তার সাথীদের অবস্থা কী?

মাহমুদ খান জবাব দিলেন :

– না, তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।

আলী ঐ ব্যাপারে আর কিছুই জিজ্ঞেস না করে বললো :

– আগে আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করি, তারপর অন্য কথা পরে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় ছিলো আলীর দলের কাছে। খাবার পর্ব শেষ করতে খুব একটা সময় লাগলো না। আলী এবার জিজ্ঞেস করলো :

– পাহাড়ের দিকের মুজাহিদদের কাছে কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছিলো বলতে পারবেন মাহমুদ ভাই?

মাহমুদ খান জানালেন :

– শেরদিল খানসহ পঁচিশজন মুজাহিদ ছিলো পাহাড়ের দিকে। দু'টি বাংকার এবং একটি তাঁবুও ছিলো। কলাশনিকভ তো ছিলোই। তাছাড়া ছিলো একটি মর্টার তোপ এবং একটি রকেট লাঞ্চার।

আলী গভীর আন্তরিকতা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো :

– সাহায্য কতক্ষণের মধ্যে আসতে পারে বলে আপনার ধারণা? নাকি আসবেই না?

মাহমুদ খান বললেন :

– কোনো একটা কিছু হয়েছে, তা না হলে এতক্ষণে তো পৌছে যাবার কথা।

আলী চুপ করে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ, চিন্তা করলো কী যেনো। তারপর বললো,

www.nagorikpathagar.org

– আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকা ঠিক হবে না। দুশমনদের কবল থেকে যেকোন উপায়ে ঘাঁটিটিকে আবার উদ্ধার করা দরকার। এমনও হতে পারে, হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠাবার মতো অতিরিক্ত মুজাহিদ নেই। এ অবস্থায় জবাবী হামলা করতে বিলম্ব হওয়াটা একেবারেই ঠিক হবে না। বিলম্বের সুযোগে শত্রুরা বাংকার খুঁড়বে এবং ঘাঁটি গড়ে তুলবার মতো প্রয়োজনীয় সময় হাতে পেয়ে যাবে।

একবার শত্রুবাহিনী সে-সুযোগ পেয়ে গেলে আমাদের ঘাঁটি আর আমরা উদ্ধার করতে পারবো না। হতে পারে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আপনারা হেডকোয়ার্টারের সাহায্য পেয়ে যাবেন। সুতরাং হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা উচিত। আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

পঁচিশ

বেদখল হয়ে যাওয়া সৈন্যশিবির পুনরুদ্ধারের জন্য সকল মুজাহিদ আলীকেই কমান্ডার নিযুক্ত করলো। দুশমনদের অবস্থা এবং তাদের অবস্থান ভালো করে বোঝার জন্য, আলী কালক্ষেপণ না করে আবদুর রহমান, মাহমুদ খান এবং অন্য আরো দু'জন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এবং এক সময় ক্রলিং করে তারা দুশমনদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে সকল অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করে এলো।

পর্যবেক্ষণ করে এলো কখনো গাছে উঠে, কখনো গাছের আড়াল থেকে।

দেখা গেলো, চার চারটি চেকপোস্ট পাহাড়ের ওপর। আলীর দূরবীন দিয়ে ভালো করে দেখে, সাথে সাথে পুরো এলাকাটার একটা মানচিত্র তৈরি করে নিলো। মানচিত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলো চেকপোস্টগুলা। এ ব্যাপারে সে মাহমুদের সাথে একান্তভাবে আলাপ করে নিলো এই জন্য যে, মাহমুদ খান এ এলাকা সম্পর্কে আগে থেকেই খুব ভালো করে জানে।

গোটা পাহাড় সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা ধারণা নেবার জন্য পাহাড়টির উল্টো দিকেরও অবস্থা আলীর অবগত হবার দরকার ছিলো। তাই সে খুবই কষ্ট করে সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে এমন একটা দুর্গম অথচ প্রয়োজনীয় জায়গায়, দুশমনদের টহল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো, যেখান থেকে খুব স্পষ্টভাবে পাহাড়ের বিপরীত দিকটিও দেখা যায়।

আলী দূরবীন দিয়ে খুব ভালোভাবে দেখতে পেলো, বেশ কয়েকটি ছাউনি রয়েছে পাহাড়ের ঢালে ঢালে। নিম্নাঞ্চলে ছেয়ে আছে অসংখ্য ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যানে।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং বোঝার বাকি থাকার কথা নয় যে, শেরদিল খান হয় শহীদ হয়েছেন, না হয় বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আলী একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় ম্যাপ এবং দুর্দমনীয় আক্রোশ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো।

আলীর মাথায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প উদ্ধারের উত্তেজনা। সে আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খানকে নিয়ে সদ্য আঁকা ম্যাপের পর্যবেক্ষণে ডুবে গেলো তাই। ম্যাপটিকে কেন্দ্র করে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার পর আলী আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খানকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করলো,

আমরা যদি হেডকোয়ার্টারের সাহায্য পেয়ে যাই, তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্পটিকে উদ্ধার করা কোনো ব্যাপারই না। অবশ্য হেডকোয়ার্টারের সাহায্য যদি না-ও পাই, তবুও আমরা অপারেশনে যাবো এবং আজকেই যাবো। কেননা, এখনও কিন্তু শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান মজবুত করার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে। আমাদের আক্রমণ করতে হবে তাদের বাঙ্কার ছাউনি তৈরি করবার আগেই; তাদের স্বপ্নসাধ পূরণ হবার আগেই। তাছাড়া অবস্থান একবার মজবুত হয়ে গেলে, অপারেশন সাকসেসফুল করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্য ২০০-এর বেশি হবে না দুশমন সংখ্যা। আমরা সংখ্যায় তো আরো কম তবু আমরা বিজয়ী হবো ইনশাআল্লাহ।

মাহমুদ খানের এ ব্যাপারে অন্য মত। সে মনে করে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প উদ্ধারের জন্য অন্তত ২০০ মুজাহিদ তো দরকার। কিন্তু আলীর এবং মাহমুদ খানের দলে এখন একত্রিশ জনের বেশি মুজাহিদ নেই। তাই মাহমুদ খান বললো, – যতক্ষণ না হেডকোয়ার্টার থেকে সাহায্যকারী দল আসছে, অপারেশনে না গিয়ে আমাদের উচিত হবে অপেক্ষা করা।

কিন্তু আলী এবং আবদুর রহমানের যুক্তি ছিলো অপারেশনের পক্ষে এবং অকাট্য। সুতরাং মাহমুদ খানকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো।

আলী মাহমুদ খানকে বললো,

– আশপাশে যতো পুরনো টায়ার আছে, যত পুরনো কাপড় আছে, যতো জ্বালানি তেল আছে, সব সন্ধ্যার আগেই এক জায়গায় জড়ো করতে হবে।

আলীর নির্দেশমতো মুজাহিদরা সবই এক জায়গায় জড়ো করলো। এবং সন্ধ্যার আগেই জড়ো করলো।

আলী সবাইকে যথাসময়ে এশার নামাজ পড়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়তে বললো। এবং বললো,

– আমরা শেষ রাতে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। কেননা ওই সময়ই ওরা সবচেয়ে বেশি ঘুমায়। পাহারাদাররাও এই সময়ই ঝিমাতে থাকে বেশি।

www.nagorikpathagar.org

আর প্রথম আক্রমণে যদি পাহারাদারদের আমরা কাবু করে ফেলতে পারিতো অপারেশনে সফলতা লাভ করাটা হবে খুবই সহজ।

বাদ এশা শুয়ে পড়লো সব মুজাহিদ। শুধু জেগে রইলো আবদুর রহমান ও মাহমুদ খান। হামলার পরের অবস্থা নিয়ে বারবার পর্যালোচনা করতে থাকলো তারা। এক পর্যায়ে আলী বললো,

– প্রথমে আমাদের টহলদার সৈন্যদের ভেতর থেকে দু'চার জনকে অপহরণ করে তারপর তাদের কাছ থেকে আজকের রাত এবং আগামীকালের রাতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জেনে নিতে হবে। এবং সেটা জেনে নেয়া সম্ভব এই কারণে যে, প্রতিরাতের জন্য শত্রুসৈন্যদের আলাদা আলাদা সঙ্কেত থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে থাকে। যাতে করে তারা নিজেদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী যে কাউকে খুব সহজেই চিনে ফেলতে পারে।

পাহারাদারদেরও পরিবর্তন হয় প্রতিরাতেই।

মাহমুদ খান বললো,

খুব কঠিন ব্যাপার নয় কোনো একজন পাহারাদারকে তুলে নিয়ে আসা, অপহরণ করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার আগেই যদি শত্রুরা আমাদের অভিযান সম্পর্কে আন্দাজ করে ফেলে।

আলী এবার আরো স্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে বললো,

– আমাদের পক্ষ থেকে আসল আঘাত হানবার আগেই অপহরণ করতে হবে ওদের কয়েকজনকে। মাহমুদ খান মূল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললো– এই হলো প্রকৃত প্রস্তাব। ঠিকই, শেষ রাতের দিকে টহলদার সৈন্যরা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। তবে উত্তর দিকটা যেহেতু আমাদের সবচেয়ে বেশি কাছে, সেহেতু উত্তর দিকের পাহারাদারদেরই অপহরণ করা দরকার। এবং এদিকটায়, কাছাকাছি ওদের কোনো চেকপোস্টও নেই। সুতরাং দ্রুত সাহায্য পাবার সম্ভাবনাও নেই ওদের। প্রায় সব সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আলী, আবদুর রহমান এবং মাহমুদ খান শুয়ে পড়লো। সবাইকে জাগিয়ে দেয়া হলো রাত তিনটার দিকে। আলী সবাইকে ওজু করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিতে বললো। এবং বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বললো।

তাহাজ্জুদ পড়া শেষ হয়ে গেলে আলী সবাইকে উদ্দেশ্য করে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা রাখলো, প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা, আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ক্যাম্প পুনরুদ্ধারের জন্য একটু পরেই শত্রুবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করবো। আমরা

www.nagorikpathagar.org

জানি, শত্রুবাহিনীর হাতে যে অস্ত্র আছে, তা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। তবে আমরা এও জানি যে, আল্লাহ অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ ঈমানের বলে বলীয়ান মুজাহিদ বাহিনী দিয়ে পরাস্ত করেছেন– বিশাল বিশাল পরাক্রমশালী খোদাদ্রোহী বাহিনীকে। আসল বিজয় এবং সাফল্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ বলেন, বিজয় তো আল্লাহর পক্ষে থেকেই আসে, যে আল্লাহ সর্বজয়ী এবং মহাবিচক্ষণ। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ যদি তোমাদের বিপর্যস্ত করেন তো কারো সাধ্য নেই তোমাদের পতন ঠেকাবার। আল্লাহ আরো বলেন,

'হয়ো নাকো ভীতসন্ত্রস্ত তোমরাই হবে জয়ী/ যদি হতে পারো বিশ্বাসী, আরো উত্তম প্রত্যয়ী।'

বন্ধুগণ, আমরা জেহাদ করছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। শত্রু সম্পত্তির ওপর আমাদের কারো কোনো লোভ নেই এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ যেমন আমাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদদের ওপর মদদ করেছিলেন, আমাদের ওপরও তেমনি মদদ করবেন। কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, যারা অত্যন্ত বাহাদুরির সাথে দুশমনদের মোকাবেলা করে তারাই ওই মদদ পায়। আল্লাহর মদদ পাবার জন্য এটাই হচ্ছে পূর্বশর্ত।

আলীর বক্তব্য শেষ করে দু'হাত তুলে মুনাজাত করলো,

'হে, আমাদের মালিক, তুমি আমাদেরকে এই অভিযানে বিজয়ী করো। মুজাহিদদের মনোবলকে তুমি সুদৃঢ় করে দাও। শত্রুদের সমস্ত কূটকৌশল বুমেরাং বানিয়ে দাও তাদেরই জন্য। ওদের তুমি লাঞ্ছিত করো, অপমানিত করো। হে আল্লাহ তুমি জানো, তুমি ছাড়া আমাদের সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই। হে মালিক, তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করো।'

দোয়া শেষ হবার পর মুজাহিদদের ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হলো। পাহাড়ের পাদদেশে পজিশন নেয়ার জন্য প্রথম দশ জনের গ্রুপকে দায়িত্ব দেয়া হলো। এবং খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই তারা যেন জ্বালানি তেলমাখা কাপড়ে জড়ানো টায়ারগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং সেগুলো শত্রু ছাউনিতে নিক্ষেপ করা শুরু করে।

অন্য সব মুজাহিদদেরকে আরো কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হলো। প্রত্যেক গ্রুপে দেয়া হলো চারজন মুজাহিদ এবং তাদের সামনে তুলে ধরা হলো শত্রু এলাকার পুরো ম্যাপটি। তারপর যারপরনাই সূক্ষ্মভাবে সমরকৌশল বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আলী বললো,

www.nagorikpathagar.org

– প্রত্যেক গ্রুপের দু'জন করে তোমরা ডান দিকে থাকবে আর বাম দিকে থাকবে দু'জন করে, এবং যার যার দিক থেকে ফায়ারিং করবে। তাহলে দুদিক থেকে প্রত্যেক চৌকিতে হামলা হবে এবং এভাবেই প্রত্যেকটি গ্রুপই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে হবে। পরে আবার দু'দিক থেকে এসে, দু'জনের গ্রুপগুলো মিলে পরিণত হতে হবে চারটি গ্রুপে। এর ফলে শত্রুবাহিনী আমাদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারবে না, মনে করবে আমাদের আছে একটি বিরাট বাহিনী।

নির্দেশনা শেষ হওয়া মাত্রই যার যার হাতিয়ার নিয়ে মুজাহিদরা হামলা করার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

পাহাড়ের ঢালে গিয়ে আলী সবাইকে থামতে বললো এবং শুধুমাত্র মাহমুদ খানের দলকে আগে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো। নির্দেশ দিলো কোনো একজন পাহারাদারকে অপহরণ করার জন্য। এবং আলী মাহমুদ খানকে এও নির্দেশ দিলো যে, তোমরা যদি অপহরণ করতে ব্যর্থ হও তো পাহাড়ি পাখির মতো ডেকে উঠে আমাদের সঙ্কেত দেবে। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালাবো আমরা। মাহমুদ খান তার নিজের মুজাহিদদের নিয়ে এক আসন্ন লড়াইয়ের ময়দানের দিকে চলে গেলো। আর আলী আবারও বুঝিয়ে দিতে থাকলো অবশিষ্ট মুজাহিদদেরকে তাদের অবস্থান এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে।

ছাব্বিশ

প্রায় এক ঘণ্টা পর মাহমুদ খান এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা ফিরে এসে বললো : আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এক পাহারাদারকে আমরা সঙ্গোপনে তুলে নিয়ে এসেছি। শুধু তুলেই আনিনি, যাবতীয় তথ্যও ঐ সান্ত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। তথ্য পেয়েছি, পাহাড়ের ওপর অবস্থানকারী দুশমনের সংখ্যা মাত্র একশ-এর মতো। আর পাহাড়ের অপর দিকে শত্রুসংখ্যা হবে ষাটের মতো। পাহাড়ের ওপর অবস্থান নিয়েছে তাঁবেদার আফগান সেনারা। অন্য দিকে নিচে অবস্থান নিয়েছে রুশসেনারা, পাহাড়ের ঠিক উল্টা দিকে।

আজ রাতের সঙ্কেত সম্পর্কেও পাহারাদার মুখ খুলেছে। বলেছে কোনো কাউকে দেখলেই টহলরত রুশ সৈন্যরা বলবে, আজ রাতের জন্য বিশেষ করে বলবে 'দ্রেশ'। দ্রেশ অর্থ হলো থামো। পাহারাদার শেরদিল খানেরও খবর দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

শেরদিল খান শহীদ হয়েছেন। অন্যান্য মুজাহিদদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। কিন্তু তাদের সংখ্যা সম্পর্কে পাহারাদার কিছুই বলতে পারেনি। তবে পাহারাদার রুশ সৈন্যরাও যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত হয়েছে সে খবরও দিয়েছে।

আজ রাতের জন্য নির্ধারিত সঙ্কেত সমস্ত মুজাহিদদেরকে আলী মুখস্থ করতে বললো।

আলী আরো বললো, যে কোনো অবস্থাতেই কলাশনিকভ নিচে রাখা যাবে না। কেননা আজ রাতের জন্যে নির্ধারিত সঙ্কেত যদি পাহারাদারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সত্য না হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ কলাশনিকভ কাজে লাগাতে পারবে। আর ছাউনিতে প্রবেশ করার সময় অন্য যেসব পাহারাদার আছে, তাদেরকে কিন্তু গুলি করে হত্যা করা যাবে না, কাজ সারতে হবে চাকু দিয়ে। তাহলে কোনো রকম শব্দ হবে না। শত্রুসৈন্যরা শব্দ পেলেই সতর্ক হয়ে যাবে কিন্তু। অন্যদিকে সেনাছাউনিতে প্রবেশ করেই একেবারে সর্বপ্রথম কব্জা করবে গোলাবারুদ এবং শেষ করে দেবে ঘুমন্ত সৈন্যদের। আমাদের আগের পরিকল্পনা মতো দুই দিক থেকে আর গুলি করার দরকার নেই। হ্যাঁ, একটি ব্যাপারে কিন্তু ভুল করা যাবে না। সেটি হলো, কোনোক্রমে যদি পাহারাদার সান্ত্রীর ঐ সঙ্কেত সম্পর্কে দেয়া তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়, তবে সাথে সাথেই কিন্তু ঝাটিকা আক্রমণ করতে হবে। দুশমনদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌছাবার আগ পর্যন্ত থামাই যাবে না। কোনো সময় সুযোগই দেয়া যবে না ঘুরে দাঁড়াবার।

টায়ারে আগুন ধরাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো যেসব মুজাহিদদের আলী তাদেরকে বললো :

আমি শিস দেয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আগুন ধরাতে হবে, আদৌ দেরি করা যাবে না। এবং সাথে সাথেই পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা নিচের ছাউনির মধ্যে ছুঁড়ে মারতে হবে। আলী দ্বিতীয়বারের মতো আবারও সতর্ক দিকনির্দেশনা দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলো।

ধরা পড়া সান্ত্রীর দেয়া তথ্য সঠিকই ছিলো। সে কারেণ টহলরত সৈন্যদের ধরাশায়ী করা মুজাহিদদের জন্য সহজ হলো। এবং তাদেরকে খতম করে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লো ছাউনিতে। শত্রুবাহিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংস হয়ে গেলো।

এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো না সমস্ত সেনাচৌকিগুলো দখলে আনতে। এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ মুজাহিদদের হস্তগত করতে।

www.nagorikpathagar.org

আলী সিটি বাজালো। সব মুজাহিদ জড়ো হলো পাহাড়ে। আলী বললো, আমাদের সবাইকে এখন আরো সতর্ক থাকতে হবে, পাহাড়ের উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে আমাদের ওপর জবাবী হামলা হতে পারে। নিচের দিকে থেকেই তো হামলা হওয়ার বেশি সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু কেনো যেনো ওদিক থেকে এখনও কোনো হামলা হলো না। ওরা গোলাগুলির আওয়াজ শোনেনি এমন নয়। আলী বিচলিত হয়ে বারবার নিচের দিকে তাকাতে লাগলো।

টায়ারধারী মুজাহিদদের অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দিলো আলী। কিন্তু নির্দেশ দিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লো। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, যে পরিমাণ ঝোপঝাড় ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের সর্বত্র, তাতে টায়ারগুলোর নিচে পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছাউনির মধ্যেও।

আলী অতএব দোয়ার আশ্রয় নিলো। 'হে আমাদের আল্লাহ, তুমি জানো, আমাদের সৈন্যবল অস্ত্রশক্তি নেই বললেই চলে। এসব দিক থেকে আমরা শত্রুদের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। হে আমাদের রব, এ অবস্থায় কেবল তোমার সাহায্যই আমদেরকে বিজয়ী করতে পারে। বিগত দিনগুলোর মতো তুমি আজো আমাদের সাহায্য করো। তুমি আমাদের নিক্ষিপ্ত টায়ারগুলা শত্রু ছাউনির ভেতরে ঢুকিয়ে দাও।'

দোয়া শেষ হলো। আগুন ধরানো টায়ারগুলো এবার আলী এবং তার সঙ্গীরা নিচের দিকে ছোঁড়া শুরু করলো। কিন্তু টায়ার অবশ্য ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকে গেলো। তবে অধিকাংশগুলোই পৌঁছে গেলো ছাউনি এবং কনভয় পর্যন্ত। দেখতে না দেখতেই উত্থিত হতে লাগলো দাউ দাউ লেলিহান শিখা। উত্থিত হতে থাকলো সেনাছাউনি এবং কনভয় থেকে। এবং সাথে সাথেই ভেসে আসতে থাকলো অগ্নিদগ্ধ শত্রুসেনাদের আর্তচিৎকার।

এক মুজাহিদ আবেগে এবং বিজয়ের উত্তেজনায় কয়েকগুন শক্তিতে দিলো ফজরের আজান।

কেননা ফজরের আলো তখনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিগদিগন্তে।

হারানো ক্যাম্প মুজাহিদদের দখলে এলো কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই।

ফজরের ফরজ নামাজ শেষ করে মুজাহিদরা লুটিয়ে পড়লো শুকরানা সিজদায়। বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো আল্লাহর দরবারে।

সেনাছাউনিতে পাওয়া গেলো বিপুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য। একটি গ্রুপকে আলী নাশতার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলো। এবং কয়েকটি গ্রুপকে দিলো পাহারার নির্দেশ। সেই সঙ্গে এও নির্দেশ দিলো যে, নাশতা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, খুব দ্রুত আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

সূর্য এতোক্ষণে অনেক ওপরে উঠে গেছে। হঠাৎ আকাশে দেখা গেলো শত্রুবাহিনীর বোমারু বিমান। এবং সাথে সাথেই শুরু করলো বোমাবর্ষণ।

বোমার আঘাতে দেবে যাওয়া একটি বিরাট গর্তের সন্ধান দিলো মাহমুদ খান। আলী সেই গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়ার জন্য সবাইকে ক্রলিং করে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো। কিন্তু ক্রলিং করে যাবার পথেই আহত হলো দু'জন মুজাহিদ। বোমারু বিমানগুলা খুব বেশিক্ষণ দেরি না করে কেনো যেনো চলে গেলো। আলীর ধারণা আবার আসবে।

আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো শত্রুসেনাদের সব লাশ বাইরে ছড়িয়ে রাখতে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে। যাতে করে, শত্রুবিমানগুলো মুজাহিদদের লাশ মনে করে আবারও বেদম বর্ষণ করে বোমা।

আলীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করলো মুজাহিদরা। আলীর ধারণামতো আবারও এলো শত্রুবাহিনীর জঙ্গিবিমান। সঙ্গে এলো কয়েকটি হেলিকপ্টার। সমানে বর্ষণ করতে থাকলো বোমা। কয়েকটি হেলিকপ্টার একেবারে নিচুতে এসে চক্কর দিতে লাগলো। এবং মর্টার থেকে নিক্ষেপ করতে লাগলো শেল।

একজন মুজাহিদ হঠাৎ একটি রকেট লাঞ্চার ছুঁড়তেই ভূপাতিত হলো একটি হেলিকপ্টার।

সাতাইশ

এক পর্যায়ে শুরু হলো গ্যাসবোমা নিক্ষেপ। হেলিককপ্টার থেকে মুজাহিদদের ওপর। বেশ কয়েকটি গ্যাসবোমা একেবারে পরিখার সামনে ফাটায় আক্রান্ত হলো কয়েকজন মুজাহিদ। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো তারা।

আবদুর রহমান এক অভিজ্ঞ মুজাহিদ। সঙ্গে সঙ্গেই সে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো এবং মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো :

– বাঁচতে চাইলে সবাই মাটির সাথে মুখ লাগাও, নইলে বিষের প্রতিক্রিয়ায় মারা পড়তে হবে, কেউই বাঁচতে পারবে না। তাড়াতাড়ি করো, মাটির সাথে জলদি মুখ লাগাও।

আবদুর রহমানের কথা শেষ হতে না হতেই বিষক্রিয়ায় দু'জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করলো। আলীর সঙ্গী মুজাহিদ হতে পেরে যে বৃদ্ধ মুজাহিদ জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনিও শহীদ হলেন।

www.nagorikpathagar.org

আলী ক্রলিং করে আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে বললো :

– আমাদের এখন পরিখার মুখেই থাকা দরকার।

ছত্রীসেনা নামতে পারে। এবং নেমেই পরিখার মুখে এসে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ না করুন, অস্ত্র উঁচিয়ে কোনো ছত্রীসেনা যদি একবার দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আত্মরক্ষারও কোনো সুযোগ পাবো না।

আলীর কথায় একমত হলো আবদুর রহমান। এবং তখনই ক্রলিং করে পরিখার মুখে গিয়ে অবস্থান নিলো আলী, আবদুর রহমান এবং আরো চারজন মুজাহিদ।

আলী যা ধারণা করেছিলো তাই হলো। পরিখা থেকে মুখ উঁচু করে একটুখানি নজর ফেলতেই দেখা গেলো, হেলিকপ্টার থেকে দুশমনদের ছত্রীসেনারা নামছে।

আলী সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিলো।

চমৎকার একটা পরামর্শ পেশ করলো আবদুর রহমান। বললো :

– গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করার পর দুশমনদের ধারণা জন্মেছে যে, আমরা সবাই মরেই গেছি। সুতরাং ওরা পরিখার দিকেই আসবে। তাই আগে সবাইকে আসতে দাও। তারপর আমরা একসঙ্গেই ফায়ার শুরু করবো।

মাহমুদ খান বললো :

– আগেরবারও ওরা আমাদের ওপর এভাবেই হামলা করেছিলা। হামলা করেছিলো গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করে। আত্মরক্ষার পদ্ধতি জানা ছিলো না বলে, আমাদের অধিকাংশ মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। আমরা কয়েকজন যারা বেঁচে গিয়েছিলাম, অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম।

আবদুর রহমান বললো :

– গ্যাসবোমার গ্যাস ক্রিয়া করে মাটি থেকে দুই ফুট ওপরে। সুতরাং ঐ সময় কেউ যদি মাটির সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পড়ে থাকে তো গ্যাস তাঁকে আক্রান্ত করতে পারে না, বেঁচে যায় সে। আর এর অন্যথা হলে, মরা ছাড়া উপায় থাকে না।

আলীর চোখে ছিলো দূরবীন। ছত্রীবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে লক্ষ্য করলো ওরা পরিখার দিকেই পা চালিয়েছে।

ওরা আসছে তো আসছে। একেবারে পরিখার কাছাকাছি আসতেই অকস্মাৎ গর্জে উঠলো মুজাহিদদের ক্লাশনিকভ। হানাদার রুশ কমান্ডোদের অধিকাংশই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ভবলীলা সাঙ্গ করলো দেখতে না দেখতেই। বাদ বাকিরা আহত হয়ে ছটফট করতে থাকলো।

আলী আবদুর রহমানের হাতে দূরবীন দিয়ে বললো :

www.nagorikpathagar.org

– আহত হানাদারদের দিকে খেয়াল রেখো। ওরা কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফায়ার করতে পারে। যদি সেরকমটি করার চেষ্টা করে তো সাথে সাথে সাবাড় করে দিও। মুজাহিদদের দিকেও খেয়াল রেখো। আমি দু'জন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে ঐ লুটিয়ে পড়া হানাদারদের দিকেই যাচ্ছি।

আলী মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে, ক্রলিং করতে করতে মরা রুশদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। সাথে মাহমুদ খান ও অন্য একজন মুজাহিদ। আলী এবং তার সঙ্গীরা একটু অগ্রসর হচ্ছে, আবার মাথা তুলে দেখে নিচ্ছে কতটুকু অগ্রসর হলো। এবং এভাবেই তারা পৌঁছে গেলো নিহত কমান্ডোদের কাছে।

আলী কমান্ডোদের কাছাকাছি পৌঁছা মাত্রই এক নিহত রুশ কমান্ডোর গ্যাসমাস্ক খুলে নিয়ে তখনই পরে নিলো এবং সটান দাঁড়িয়ে গেলো।

সঙ্গী দু'জনও তাই করলো। আলীরা এবার একে একে সবগুলো গ্যাসমাস্ক রুশ হানাদারদের মুখ থেকে খুলে নিলো। খুলে নিতে না নিতেই মারা গেলো সবগুলো দুশমন।

বারোটির মতো গ্যাসমাস্ক পরার মতো পেলো মুজাহিদরা। গ্যাসবোমার হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য এগুলো মুজাহিদরা কাজ লাগাতে পারবে।

আলী এগারোজন মুজাহিদকে গ্যাসমাস্ক পরার নির্দেশ দিলো। অন্য মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো মাটিতে মুখ লাগিয়ে শুয়ে থাকার জন্য।

আলী দু'জন দু'জন করে গ্যাসমাস্ক পরা মুজাহিদদেরকে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করলো। নিজেও থাকলো একটি গ্রুপে তারপর লুকিয়ে পড়লো ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

তখনো পজিশন নিতে পারেনি আলীরা। এসে গেলো রুশ হানাদারদের চার চারটি যুদ্ধকপ্টার।

নামতে লাগলো ছত্রীসেনা। মুজাহিদরাও সাথে সাথে রকেট লাঞ্চার দিয়ে হেলিপ্টারের ওপর এবং ক্লাশনিকভ দিয়ে কমান্ডোদের ওপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করলো। ভূপাতিত হলো দু'টি, পালিয়ে গেলো দু'টি। অধিকাংশ ছত্রীসেনা নিহত হলো, আহত হলো কিছু, বাকিরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করলো।

পাঁচজন মুজাহিদকে আলী নিহত শত্রুকমান্ডোদের গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট খুলে নেয়ার নির্দেশ দিলো। এবং নির্দেশ দিলো পরিখার মধ্যে মাটিতে মুখ লাগিয়ে শুয়ে থাকা মুজাহিদদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট পাওয়ামাত্রই বাকি মুজাহিদরা তা পরে নিলো। এবং বাইরে বেরিয়ে এসেই অন্যান্য গ্যাসমাস্ক সংগ্রহ করা শুরু করলো। সংগ্রহ করা শুরু করলো নিহত কমান্ডোদের মুখ থেকে।

বেঁচে থাকা রুশ হানাদার ছত্রীসেনারা হাত জোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। আলী দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলো :

– 'তোদের ছেড়ে দেয়া আর পাগলা কুকুর ছেড়ে দেয়া একই কথা। মানুষ হিসেবে তোরা অত্যন্ত নীচুমানের এবং কাপুরুষ। সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা তোদের কারো নেই। তোরা নৃশংসভাবে হত্যা করিস মুজাহিদদের। আবার বিজয়ের পৈশাচিক উল্লাসও করিস। এই বিষাক্ত গ্যাসবোমা তো তোরাই নিক্ষেপ করেছিস। অতএব তোদেরই ভোগ করতে হবে এই নিক্ষিপ্ত গ্যাসবোমার জ্বালা।'

আলীর নির্দেশে বেঁচে থাকা রুশ হানাদার ছত্রীসেনাদের মুখ থেকে খুলে নেয়া হলো গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট। এবং খুলে দেয়ার সাথে সাথেই মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগলো হানাদাররা কিন্তু আলী কঠোর নির্দেশ দিলো ওদের দাঁড় করিয়ে দিতে। এবং বললো :

বিষাক্ত গ্যাসের কী যে যন্ত্রণা তা ওদেরকে বুঝতে দাও। এবং বুঝতে দাও, এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় কতো কষ্ট পেয়ে এক একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে।

বেশিক্ষণ লাগলো না, গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট না থাকায় রক্তবমি শুরু হয়ে গেলো কমান্ডোদের। সাঙ্গ হলো ভবলীলা।

সব কমান্ডোর শরীর থেকে মুজাহিদরা খুল নিলো উর্দি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তারপর তা রেখে দিলো পরিখার মুখে।

পরিখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক জঙ্গলময় জায়গায় আলী তার সঙ্গী মুজাহিদেরকে নিয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে আলী পরীক্ষা করে দেখলো গ্যাসবোমার কোনো ক্রিয়া নেই এখানে। আলী খুলে ফেললো তার গ্যামমাস্ক এবং হেলমেট। দেখাদেখি অন্য মুজাহিদরাও খুলে ফেললো তাদের গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেট।

আলী বললো :

– মনে হচ্ছে, শত্রুবাহিনী আবারও কমান্ডো পাঠানোর মতো ভুল করবে না। তবে যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে বোম্বিং করার পদক্ষেপ নিতে পারে। আর গ্যাসবোমা যদি নিক্ষেপ করেও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। গ্যাসমাস্ক এবং হেলমেটের জোগাড় হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সে যাই হোক, এখানে এখন দশজনের মতো মুজাহিদ থাকলেই চলবে। বাকিরা যাও নিচে। ইতোমধ্যে শত্রুরা যদি আক্রমণ চালায় কলাশনিকভ চালিয়ে খতম করে দেবে।

আঠারোজন মুজাহিদকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ করলো আলী। তারপর ভিন্ন ভিন্ন পথে তাদেরকে নিচে নামার জন্য নির্দেশ দিলো। যাতে শত্রুদের তৈরি ফাঁদে এক গ্রুপ পড়ে গেলে, অন্য গ্রুপ সাহায্য করতে পারে। রুশবাহিনী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মুজাহিদরা নিচে আসতেই দেখতে পেলো সেই দৃশ্য।

আলীর যুদ্ধপরিকল্পনা ছিলো এতোই বুদ্ধিদীপ্ত যে, শত্রুরা সবসময়ই সংখ্যাগত দিক থেকে মুজাহিদদের ব্যাপারে কখনো অসংখ্য ধারণা করছে, আবার কখনো ধারণা করছে খুব বেশি হবে না হয়তো।

আলীর নির্দেশ মতো মুজাহিদরা তিন দিকে থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকলো শত্রুবাহিনী। আলী অন্য দুই গ্রুপের কাছে দ্রুত খবর পাঠালো অবিরাম এবং বিপুল পরিমাণে গুলি করার জন্য। এবং বললো :

আমি যাচ্ছি পেছনে, পাহাড়ের পেছন থেকে দুশমনদের একটাও যাতে পালাতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে।

আলী খুব দ্রুত পাহাড়ের পেছনে অবস্থান নিলো। ওঁৎ পেতে থাকলো শত্রুর অপেক্ষায়।

রুদ্ধ করে দিলো পালানোর পথ।

ওদিকে ততক্ষণে ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। মুজাহিদরা গোলাবর্ষণ করেছে অবিরাম এবং বৃষ্টির মতো। শত্রুরা এবার পালানোর পথ খুঁজছে। ওঁৎ পেতে থাকা আলী এবং তার সঙ্গীদের সবগুলো কলাশনিকভ গর্জন করে উঠলো পলায়নপর দুশমনদের ওপর।

আঠাশ

শত্রুসেনা আলীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করলো, ফেলে দিলো হাতিয়ার।

আলী সবাইকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলো। নির্দেশ দিলো কঠোরভাবে এবং ইশারায় গোলাবর্ষণ করতে নিষেধ করলো মাহমুদ খান এবং

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমানকে। মুজাহিদরা সবাই নেমে এলো নিচে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো রুশদের। হঠাৎ তাদের কাছ থেকেই জানা গেলো দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে শত্রুবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান। যাতে রয়েছে গ্রেফতারকৃত মুজাহিদরা।

মাহমুদ খানকে আলী নির্দেশ দিলো :

– 'যেভাবেই হোক বন্দী মুজাহিদদের উদ্ধার করো। যাও, তোমার গ্রুপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, কব্জা করো সাঁজোয়া যান।'

অন্য দিকে আলী আঠারো জনের বন্দী শত্রুসৈন্যকে গিরিগুহার ভেতরে আটকে রাখলো এবং তাদেরকে পাহারা দেবার জন্য দাঁড় করিয়ে দিলো একজন মুজাহিদ। তারপর অন্য মুজাহিদের নিয়ে প্রবেশ করলো আর একটি গিরিগুহায়। ভালোভাবে পরীক্ষা করলো গিরিগুহাটি। দেখলো কোনো বিস্ফোরক নেই তো। সেখানেই আলী সঙ্গী মুজাহিদদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসে গেলো।

আলীর পরামর্শ বৈঠক শেষ হতে না হতেই গ্রেফতারকৃত মুজাহিদদের উদ্ধার করে নিয়ে এলো মাহমুদ খান। সে জানালো যে, 'আমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের উদ্ধার করেছি ঠিকই কিন্তু দুশমন সৈন্যদেরকে বন্দী করতে পারিনি। উদ্ধারকৃত শেরদিল আহত, আহত তার পাঁচজন সঙ্গী মুজাহিদও। শহীদ হয়ে গেছে বাকি পনেরজন।

দ্রুত আহত মুজাহিদদের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হলো।

শেরদিল খান আহত অবস্থায়ই জানালো,

আকস্মিকভাবে শত্রুবাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়, ফলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। মাহমুদ খান পেছনে হটে এলে, আমরাও হটে আসবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ততোক্ষণে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম ঘেরাওয়ের মধ্যে। একদিক থেকে হামলা করে কমান্ডো বাহিনী, অন্য দিক থেকে ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যান। এই নাজুক অবস্থায় বীরবিক্রমে লড়াই করলো মুজাহিদরা কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় টিকতে পারলো না। বন্দী হলো শত্রুবাহিনীর হাতে।

আমাদের ধারণা ছিল মাহমুদ খান ত্বরিত ব্যবস্থা নেবে। আমাদের উদ্ধারের জন্য আক্রমণ চালাবে। কিন্তু দু'দিন চলে যাবার পরও যখন আক্রমণ চালালো না তখন সবাই নিরাশ হয়ে পড়লো। আজ সকালেই গুলির আওয়াজ শুনলাম। আসন্ন মুক্তির আশায় আশান্বিত হলাম। কিন্তু আপনারা যখন তিন দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করলেন শত্রুরা আমাদেরকে ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে গেলো। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে, বেশি দূর নিয়ে যেতে পারলো না।

আমাদের উদ্ধারের জন্য সদলবলে হাজির হয়ে গেলো মাহমুদ খান।

www.nagorikpathagar.org

আলী জানতে চাইলো রুশরা তাদের সঙ্গীদের সাহায্যের জন্য পাহাড়ের ওপর উঠে এলো না কেন? উত্তরে শেরদিল খান জানালো :

প্রথমত পাহাড়ের ওপরের বাহিনীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো আফগান বাহিনী। দ্বিতীয়ত পাহাড়ের উল্টো দিকে গিয়ে যুদ্ধ করাটা তাদের জন্য ছিলো আত্মহত্যার শামিল। সুতরাং এরকম একটি জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে তারা তাদের সাহায্যের জন্য ওয়ারলেসে হেলিকপ্টার এবং ট্যাঙ্কবাহিনী ডেকে পাঠায়। অন্য আরো একটি ব্যাপার আছে আমার মনে হয়। সেটি হলো পরিসংখ্যানগত। আসলে মুজাহিদদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে ওরা কখনোই নিশ্চিত ধারণা করতে পারেনি। যদি তা পারতো তাহলে অবশ্যই সাহায্যের জন্য ওপরে উঠতো, পাহাড়ের ওপরে।

কিছু বিষয় নিয়ে আলী এবং শেরদিল খান আলাপ করেছিলো, ঠিক এমনি সময় এক মুজাহিদ ছুটে এলো। শেলদিল খানকে জানালো, এক রুশ সৈন্য মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ খানকে আটকে রেখেছে। আটকে রেখেছে মাথায় কলাশনিকভ ঠেকিয়ে। কোনো ধমক দিয়েও কাজ হচ্ছে না। কাজ হচ্ছে না ভয়ভীতি দেখিয়েও, অস্ত্র নামাচ্ছে না। উপরন্তু আপনার সাথে সে দেখা করতে চায়।

শেরদিল খান আহত তবুও সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এলো। সাথে এলো আলী এবং মাহমুদ খানও। দেখলো রুশসেনাটি ভীষণ উত্তেজিত। আলীকে দেখা মাত্র সে আরো উত্তেজিত হয়ে মাওলানাকে এমনভাবে ধাক্কা দিলো যে মাওলানা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শেরদিল খান সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন।

– কলাশনিকভ ফেলে দাও, ফেলে দাও বলছি।

রুশসেনাটি কলাশনিকভ ফেলে দিলো ঠিকই কিন্তু মাওলানা ওয়াদুদ খানকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেলো শেরদিল খানের কাছে। তারা শেরদিল খানকে কি যেনো বললো। কিন্তু কেউ কিছু বোঝার আগে মুজাহিদরা তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অন্য দিকে।

মাওলানা মুক্ত হয়ে শেরদিল খানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বললো :

গুলি করুন ওকে, এখনই গুলি করুন, নইলে ওই দুশমন আমাকে আপনাকে হত্যা করবে। ও বলছে, আমার কারণেই ওর সঙ্গী রুশ বন্ধু সৈনিকেরা নিহত হয়েছে; কেননা আমি নাকি মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি, ক্ষেপিয়ে তুলেছি ওদের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ঐ রুশটি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে।

মাওলানার কথা সম্ভবত রুশসৈনিকটি কিছু কিছু বুঝতে পারছিলো। সেই কারণে সে আরো বেশি উত্তেজিত হচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে কারো বুঝতে বাকি থাকলো

www.nagorikpathagar.org

না যে, রুশ সৈন্যটি সত্যিই মাওলানাকে হত্যা করতে উদ্যত। কিন্তু কেনো হত্যা করতে চাচ্ছে তা কেউ বুঝতে পারছিলো না। বুঝতে পারছিল না রুশ ভাষা না জানার কারণে।

মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ খান আবার চিৎকার করে বললো :

কমান্ডার সাহেব, শুনছেন তো সে আমাকে আবারো হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। ওকে গুলি করে হত্যা করুন, দেরি করবেন না।

উপস্থিত মুজাহিদরা মাওলানার পক্ষাবলম্বন করে বসলো। তারা রুশসেনাটিকে হত্যা করার দাবি জানালো। মাহমুদ খানও মুজাহিদদের দাবির প্রথম শর্ত ব্যক্ত করলো। সুতরাং শেরদিল খান গুলি চালাতে নির্দেশ দিলো।

মুজাহিদরা কলাশনিকভ চালানোর জন্য তৈরি। ঠিক এমনি সময় আলী বললো :

'ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায় এবং সুবিচারের দাবি হচ্ছে, একজন বন্দীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া। সম্ভবত এ কথাটি আপনাদের মনে নেই। রুশসেনাটি যদি মাওলানাকে হত্যাই করতে চাইবে তো এখানে নিয়ে আসবে কেন? অস্ত্র তো ওর হাতেই ছিলো। ওতো আমাকে হত্যা করতে পারতো কিন্তু তাতো সে করেনি। বরং নির্দেশ দেয়ামাত্র ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয় কোনো একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।'

আলীর কথা শেষ হতে না হতেই মাওলানা বলে উঠলেন :

– 'কমান্ডার সাহেব কারো কথায় আপনি কান দেবেন না। আপনি ওকে হত্যা করুন, ওই রুশ সৈন্যকে এখনই হত্যা করুন। ওরা জালেম, কাফের, কাফেরদের হত্যা করা ওয়াজিব। আর রুশদের পক্ষ যারা সমর্থন করে তারা তাদের অনুচর ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি ঐ রুশকে হত্যা করতে বাধা দিচ্ছে সে রাশিয়ারই অনুচর।

শেরদিল খান মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

কিছু একটা ভাবছেন বলে মনে হলো। তারপর তিনি মুজাহিদের অস্ত্র নামানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। এবং আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আলী তোমার কথা ঠিক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রুশভাষা জানার মতো এখানে তো কেউ নেই। এখন এ অবস্থায় সুরাহা করবো কিভাবে।

আলী কিছু বলতে না বলতেই মাওলানা বলে উঠলেন,

আপনি বিষধর সাপকে প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি কান দেবেন না অল্পবয়সী মুজাহিদের কথায়। আমি একজন আলেম, আমি যা জানি, ঐ মুজাহিদ তো তার

www.nagorikpathagar.org

বিন্দুমাত্রও জানে না। আমি বলছি, রুশ সৈন্যরা ইসলামের দুশমন, দুশমনদের নিপাত করা ওয়াজিব।

এবার আলী বললো :

হযরত আমি নিজেকে আলেম বলে দাবি করি না কিন্তু আমি তো এতোটুকু জানি যে, কমান্ডারের নির্দেশ পালন করাও ওয়াজিব। কমান্ডারই তো সুযোগ দিয়েছেন আত্মপক্ষ সমর্থনের।

আর যাতে রুশসৈন্যের কথা বোঝা যায় সে ব্যাপারে বললো :

– আমাদের আবদুর রহমান রুশীয়, সে রুশভাষা জানে, তার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

রুশভাষী একজন মুজাহিদ যে আছে এ কথা কমান্ডার শেরদিল খান জানতো না। আলী বলামাত্রই সে তাঁকে ডেকে পাঠালো।

রুশসেনাটিকে দেখেই আবদুর রহমান চিনতে পারলো। এক সময় সে আর আবদুর রহমান একই সঙ্গে স্কুলে পড়তো, নাম মুহাম্মদ ইসলাম। মুহাম্মদ ইসলাম আবদুর রহমানকে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। গভীরতম দু'টি ভালোবাসা যেনো এক হয়ে গেলো। এক হয়ে গেলো দীর্ঘ বিরতির পর।

ওদের কোলাকুলি দেখে মাওলানা ওয়াদুদ খান চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন,

– আমার কথাই তো ঠিক হলো কমান্ডার সাহেব। এক রুশ আরেক রুশের বন্ধু। এক কাফের আর এক কাফেরের সহযাত্রী। কাফের কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ, তোমরা কখনো কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের বাপ ভাইদেরও মিত্র বানিও না, যদি তারা গ্রহণ করে থাকে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি! তাদের বন্ধু ভাবাটা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

উনত্রিশ

মাওলানা সাহেব আবারও বললেন :

– 'এ জন্যই বলি, কমান্ডার সাহেব, আবদুর রহমান মুসলমান হলেও সে কিন্তু রুশ এবং রুশদের বন্ধু। রুশবাহিনীতে চাকরি করেছে সে। সুতরাং রুশবাহিনীর কেউই আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আর এদেরকেই যদি আমরা মিত্র হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করি তো আল্লাহ আমাদের ছাড়বেন না– জালেমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কারণে জালেমে পরিণত হবো।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনে আলী রাগ সামলাতে না পেরে বলে উঠল :

– আবদুর রহমান সম্পর্কে আর একটি কথা যদি আপনার মুখ থেকে বেরোয়, আমি আপনার মুখ চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেবো।

আলীর হুঙ্কারের সাথে সাথে কলাশনিকভ তাক করে ধরলো আলীর সঙ্গী সাথীরা।

মাওলানা সাহেব এবার খানিকটা শ্লেষ মিশিয়ে বলে বসলেন :

– দেখলেন, দেখলেন কমান্ডার সাহেব, কত্তো বড় বেয়াদব! আমি আগেই বলেছিলাম এটাও রুশচর।

আলীর বিরুদ্ধে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উচ্চারণে শেরদিল খানও ক্ষেপে গেলেন এবং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলে ওঠেন :

– মাওলানা সাহেব! মুজাহিদের বিরুদ্ধে কটূক্তি না করাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। মুখ সামলে কথা বলো। আমাদেরকে বুঝতে দাও বিষয়টি।

– আমার কথা যখন তোমাদের ভালো লাগলো না, তখন আমি আর একটি মিনিটও এখানে থাকবো না, আমি চললাম।

এ কথা বলেই মাওলানা সাহেব চলে যেতে উদ্যত হলেন।

মোহাম্মদ ইসলাম এ সময় আবদুর রহমানের কানে কানে কী যেনো বললো। আবদুর রহমান ছুটে গিয়ে শেরদিল খানকে বললো,

– মাওলানাকে অ্যারেস্ট করার জন্য বলেছে মোহাম্মদ ইসলাম। এবং বলছে যে মাওলানা সাহেব হচ্ছে রুশদের এক বিশ্বস্ত দালাল।

আবদুর রহমানের কথা শেষ না হতেই শেরদিল খান হুকুম করেন :

– দাঁড়াও মাওলানা।

মাওলানা না দাঁড়িয়ে দিলো ভোঁ দৌড়। পালিয়ে বাঁচতে চায় এখন।

এবার আলী হাঁক দিলো : দাঁড়ান মাওলানা সাহেব, দাঁড়ান বলছি।

কিন্তু মাওলানা এবার আরো দ্বিগুণ বেগে দৌড়াতে শুরু করলো। কালবিলম্ব না করে আলী গুলি ছুঁড়লো। মাওলানা সাহেবের হাঁটুর নিচে গিয়ে লাগলো গুলি এবং পড়ে গেলেন মাওলানা।

মুজাহিদরা দৌড়ে গিয়ে ধরে নিয়ে এলো মাওলানা সাহেবকে।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ ইসলাম রুশভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। সেই কারণে মাওলানা সাহেব সম্পর্কে সব কথা সে আবদুর রহমানকে জানালো রুশভাষাতেই। আবদুর রহমান রুশভাষী হলেও পশতু জানতো। পশতুতে সব মুজাহিদের বুঝিয়ে বললো:

– মুজাহিদ বন্ধুরা শুনুন, এই রুশসেনার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইসলাম, একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুজাহিদের পক্ষে কাজ করে আসছে শুরু থেকে।

সে বলছে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ রুশবাহিনীর একজন নিয়মিত বেতনভুক্ত লোক। মুজাহিদের বিরুদ্ধে তথ্য পাচার কাজে নিয়োজিত। এই মাওলানা আবদুল ওয়াদুদই অপহরণ করে রুশবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে– মুজাহিদ সামিউল্লাহ, মুজাহিদ আসাদ উল্লাহ, মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল হাকীমকে। শুধু তাই নয়, মুজাহিদ ক্যাম্পের পূর্ণাঙ্গ নকশাও সে রুশবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। আজ রুশবাহিনী যখন তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলো, সুযোগ পেয়ে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এবং সরাসরি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার জন্য এ দিকে আসার পথে এই মাওলানা সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছি। এই ভণ্ড জ্ঞানপাপী অন্তত ২০ জন মুজাহিদের হত্যাকারী।

মাওলানা সাহেবের বেঈমানী এবং গাদ্দারির কাহিনী শোনার পর বিশেষ করে শাহাদাতপ্রাপ্ত মুজাহিদদের ঘটনা শোনার পর সব মুজাহিদের হৃদয় ভেঙে যেতে লাগলো। শেরদিল খান সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তার মন বলতে লাগলো, এই বেঈমান মাওলানা সাহেবকে নিক্ষেপ করা উচিত পাগলা কুত্তার সামনে। যাতে তার তাগড়া শরীর থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে পারে টুকরো টুকরো গোশত।

অন্যান্য মুজাহিদরাও তথাকথিত মাওলানা সাহেবকে চরমভাবে ধিক্কার দিচ্ছিলো।

শেরদিল খান পরামর্শ করে মাহমুদ খানের সঙ্গে। তারপর গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বললো :

ওরে শয়তান, টাকার পূজারী নরাদম, তুই মুসলমানদের কলঙ্ক, দ্বীনি এলেম শিক্ষা করে, মাওলানা হয়ে তুই তোর জাতির সাথেই এ বেঈমানী করেছিস, গাদ্দারির ইতিহাস তৈরি করেছিস, তোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেও কম শাস্তি দেয়া হয়।

নির্যাতন চালিয়ে বেঈমান খতম করার নিয়ম ইসলামে নেই, তাই তোকে শুধু মৃত্যুদণ্ডই দিচ্ছি। ওরে ঈমান বিক্রেতা বেঈমান, মরার আগে জেনে যা, তোর লাশ বিদ্যুতের তারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হবে চৌরাস্তার মোড়ে যাতে করে লোকেরা জানতে পারবে যে তুইই হচ্ছিস একটি ঈমান বিক্রেতা, মুসলমানের দুশমন গাদ্দার।

www.nagorikpathagar.org

শেরদিল খানের হুকুম জারি হবার সাথে সাথে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি শুরু করলো মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব। দোহাই দিতে লাগলো ছোট ছোট নিরপরাধ ছেলে মেয়েদের। এবং মাফ করে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগলো।

মাওলানা সাহেবের কান্না শুনে শেরদিল খান দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো : আসাদউল্লাহ, আবদুর হাকীম, সামিউল্লাহর মতো মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদদের তুই হত্যা করেছিস;

তোকে মাফ করে দিয়ে আমি তাদের সাথে, তাদের পরিবার পরিজনের সাথে গাদ্দারি করতে পারি না। তুই যে অপরাধ করেছিস তাতে তোকে যদি বারবার জীবিত করা হয় এবং বারবার শাস্তি দেয়া হয় তবুও যথার্থ বিচার করা হবে না। সুতরাং উপযুক্ত শাস্তি আখেরাতেই পাবে। দেরি না করে শেরদিল খানের হুকুম কার্যকর করা হলো। গুলি করে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদকে হত্যা করা হলো।

ওয়াদুদের লাশ চৌরাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে দেবার জন্য চারজন মুজাহিদকে দায়িত্ব দেয়া হলো। ঝুলিয়ে দেয়া হলো এই জন্য যে, গাদ্দারের শাস্তি দেখে যেনো অভিশপ্ত বেঈমানরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলো আলী এবং তার সাথীরা। উঠেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলো হাজার হাজার মুজাহিদ। কমান্ডার শেরদিল খান বললেন :

– হেডকোয়ার্টার থেকে এইমাত্র এসেছে মুজাহিদরা। আমাদের সংগঠনের মুজাহিদরা ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদরা এসেছে। এসেছে সম্মিলিতভাবে হামলা চালিয়ে ক্যাম্প পুনরুদ্ধারের জন্য।

আসরের নামাজের পর শেরদিল খান নবাগত সব মুজাদিদের সাথে আলীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বললেন :

– এ হচ্ছে সেই মুাজাহিদ যে কিনা মাত্র ৩১ জন মুজাহিদ সঙ্গী নিয়ে, আপনাদের আসবার আগেই ক্যাম্প পুনঃরুদ্ধার করেছে, হত্যা করেছে শত্রুদের শতাধিক ছত্রীসেনা এবং বন্দী করেছে ১৮ জন জীবিত রুশসেনা। আমাকে যদি এই ক্যাম্প উদ্ধারের জন্য বলা হতো তাহলে ৫০০ মুজাহিদ সঙ্গে না নিয়ে এক পা-ও অগ্রসর হতাম না।

নবাগত মুজাহিদদের কমান্ডার বললেন :

নিজে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না একটি ৩১ জনের খুদে বাহিনী নিয়ে কিভাবে বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এবং একটি ক্যাম্প

www.nagorikpathagar.org

পুনরায় দখল করা যায়। সন্দেহ নেই, আলীর মতো মুজাহিদরা পারছে শত্রুদের নাস্তানাবুদ করতে। আমি আলী ও তার সাথীদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ত্রিশ

অভিনন্দনের জবাব দিতে গিয়ে আলী খোলাখুলিভাবে বললো,

আমি শুকরিয়া আদায় করছি কমান্ডার শেরদিল খানের, শুকরিয়া আদায় করছি নবাগত কমান্ডার সাহেবের। এই ক্যাম্প উদ্ধারের কৃতিত্ব কেবল আমার নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদের সাহায্য না করতেন, আমরা কিছুতেই বিজয়ী হতে পারতাম না। ভেস্তে যেতো আমাদের সকল পরিকল্পনা। এই অবিস্মরণীয় বিজয় সম্ভব হয়েছে আল্লাহর একান্ত সাহায্যে, আমার সাথীরা জীবনবাজি রেখে জেহাদে নেমেছিলেন বলে আল্লাহ এই বিজয় দিয়েছেন। তাই একমাত্র আল্লাহরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত।'

পরের দিন শহীদ মুজাহিদদের দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং কয়েদিদের পাঠিয়ে দেয়া হয় হেডকোয়ার্টারে। আর পেশোয়ারে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় আহত মুজাহিদদের।

আলী উদ্ধারকৃত ক্যাম্পে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে আরো দুদিন অবস্থান করার পর কমান্ডার শেরদিল খানের কাছে বিদায় চাইলো।

আলীর বিদায়ের আগে, আলীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন কমান্ডার শেরদিল খান। এমন সময় দু'জন টহলদার মুজাহিদ এসে জানালো রুশবাহিনী বিমান থেকে গত রাতে পাহাড়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে অসংখ্য মাইন। ক্যাম্প থেকে বের হবার সমস্ত রাস্তা এখন মাইনে ভরা। এই সকালেই এ মাইনে আহত হয়েছে চারজন মুজাহিদ। ভয়াবহ ব্যাপার হলো ছড়ানো মাইনগুলো দেখতে ঠিক পাথরের মতো। তাই কোনটি যে পাথর আর কোনটি যে মাইন বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মাইনগুলো বিমান থেকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে অথচ বিস্ফোরিত হয়নি। এও আরেক সমস্যা।

টহলদার মুজাহিদরা কি বুঝতে পারেনি যে রুশবাহিনী বিমান থেকে মাইন ছড়িয়ে দিচ্ছে? তাহলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেনি কেনো জিজ্ঞেস করলো আলী।

রাত্রিবেলায় বিমানবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করা মুশকিল। কেননা কামানের আগুন ছড়িয়ে পড়লে, শত্রুর কাছে অবস্থানটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তখন

www.nagorikpathagar.org

শত্রুপক্ষের আক্রমণ করার সুযোগ এসে যায়। এই কারণেই আমরা প্রতিরোধ করতে পারিনি– বললো টহলদার দুই মুজাহিদ।

রুশবাহিনীর এই মাইন ছড়ানো অবস্থাটা হঠাৎ করে সামনে আসায়, শেরদিল খান আলীকে তার যাত্রা আরো দু'চার দিনের জন্য মুলতবি করতে বললেন। বললেন মাইনমুক্ত করার কাজ শুরু করতে হবে, পথ মাইনমুক্ত হবার সাথে সাথেই খবর পেয়ে যাবে এবং তখন তুমি যাবার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে।

সময়ক্ষেপণ না করে, শেরদিল খান, মুহাম্মদ ইসলাম, মাহমুদ খান এবং নবাগত কমান্ডার মাইন পর্যবেক্ষণে লেগে গেলেন। ক্যাম্পের চতুর্দিকে মাইন ছড়িয়ে রুশবাহিনী তৈরি করেছে বারুদের ডিপো। এই অবস্থায় মাইন সরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তা বের করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই দুঃসাধ্য পরিস্থিতির দিকটি অনুধাবন করে আলী বললো, 'রুশবাহিনী চায় আমাদের গতিবিধি রুদ্ধ করতে। গেরিলা যোদ্ধাদের গতিই হলো আসল। গেরিলাদের গতির ওপরেই নির্ভর করে সাফল্য এবং ব্যর্থতা। রুশবাহিনী যে পরিমাণ বারুদ ছড়িয়ে দিয়েছে তা পরিষ্কার করতে কমপক্ষে আমাদের এক সপ্তাহ লেগে যাবে, তারপরও আমরা শঙ্কামুক্ত হতে পারবো না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে, ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে রুশ সৈন্যরা চড়াও হলে আমরা সম্পূর্ণভাবে আটকা পড়ে যাবো, কোনো রকম প্রতিরোধই আর করতে পারবো না। মরতে হবে আটকা পড়েই। গতিরুদ্ধ হয়েই মরতে হবে। তাই সবকিছুর আগেই আমাদের মাইন সরিয়ে খুব দ্রুত বেরিয়ে যাবার পথ করতেই হবে।'

বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। মুজাহিদরা প্রায় বন্দী। প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে অতি সাবধানে। তারপরও আরো চারজন মুজাহিদ আহত হয়েছে।

জোহরের নামাজ শেষ হয়ে গেছে। সব মুজাহিদই চিন্তামগ্ন। আলী বললো,

– 'ছড়ানো মাইনের বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করতে হবে। সকল শক্তির মালিক তো আল্লাহ, সকল সমস্যার সমাধানদাতাও তিনি। মানুষের ক্ষমতা তার কাছে চিরকালই পরাভূত; মজলুমদেরকে জালিমদের কাছে থেকে তিনিই উদ্ধার করেন।'

আলীর কথা অনুযায়ী সকলেই আল্লাহর দরবারে খাস করে মোনাজাত করলো। মোনাজাত করলো আসরে, মাগরিবে এবং এশায়।

ঘুমে গভীরভাবে নিমগ্ন সব মুজাহিদ। পূর্বদিকের আকাশ থেকে ঘন মেঘ উত্থিত হয়ে ছেয়ে গেলো রাতের বেলায় সারাটা আকাশ।

www.nagorikpathagar.org

তারপর শুরু হলো, তুফান, বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টি। বাতাসের প্রচণ্ড আক্রমণে উপড়ে পড়তে থাকলো বিরাট বিরাট গাছ। বিকট শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকলো সমগ্র এলাকা। উড়ে গেলো মুজাহিদদের তাঁবু।

কামানগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো অনেক দূর। ঘুমন্ত মুজাহিদরা জেগে উঠে, কালেমা পড়তে পড়তে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। যারা গুহার মধ্যে আগে থেকেই ছিলো তারাও জেগে উঠলো। জেগে উঠলো ভয়ে বিহ্বলতায়।

তুফান কমে এলো কিন্তু প্রচণ্ডভাবে শুরু হলো বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে মুষলধারায় শিলাপ্রপাত। দেখতে না দেখতে শিলার পাহাড়ের পরিণত হলো গোটা এলাকা। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এমন শিলাপ্রপাত আর কখনো হয়নি।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অবিরাম বৃষ্টি, শিলাপ্রপাত এবং বজ্রপাতের পর শান্ত হলো পরিবেশ। মুজাহিদরা গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরে মুজাহিদরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে, ক্যাম্পের বিশাল বিশাল বিশটি গাছ পড়ে গেছে। গাছের আগায় ঝুলে রয়েছে ক্যাম্পের তাঁবুগুলো। বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো চলে গেছে ঢালুর দিকে।

সবার মুখে এখন রাতের বেলার ঝাড়ের কথা। সবাই ঝড়ের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনায় মশগুল। আবদুর রহমান বলে উঠলো,

'আমার তো মনে হচ্ছিলো ঝড়ে বুঝি আমাদের পাহাড়টাই উড়ে যাবে।'

আর এক মুজাহিদ বললো, 'বজ্র বুঝি আমার মাথার ওপরেই পড়েছে, আমি মারা গেছি।'

মুজাহিদদের এ ধরনের আলোচনার মধ্যে টহলদার দুই মুজাহিদ এসে হাজির হলো এবং সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে অবস্থান নিতেই বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো সবাই,

'এই বিপদের মধ্যে মোবারকবাদ কেন? বিপদের মধ্যে কেউ কি কাউকে মোবারকবাদ জানায়।'

টহলদার মুজাহিদরা সব ঘটনা খুলে বললো, 'রাতের ঝড়ো তুফানে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে উপকারটি হয়েছে তাহলো, শিলাবৃষ্টির কারণে প্রায় সমস্ত মাইনই ফেটে গেছে। যা কিছু বাকি ছিলো তার ভেসে গেছে বৃষ্টির তোড়ে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানিতে আমরা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।'

আলী এবং কমান্ডার শেরদিল খানের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো পুরো বিষয়টা। শেরদিল খান বললেন, 'আলী, তোমাকে অনেক অনেক

www.nagorikpathagar.org

মোবারকবাদ, তোমার পরামর্শই ছিলো যথার্থ। আল্লাহ মানুষকে কখন কিভাবে সাহায্য করেন সত্যিই মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই তো একটু আগে আমরা ভাবছিলাম, হয়তো গজব নাজিল হচ্ছে অথচ তাই এখন রহমত হয়ে দেখা দিলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে অনবরত পরিশ্রম করে আমরা যে মাইনের পাহাড় সরাতে পারতাম না আল্লাহ তা কতো চমৎকারভাবে মাত্র কিছু সময়ের মধ্যে সরিয়ে দিলেন এবং আমাদেরকে বিপদমুক্ত করলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা কেবল গতকালই দোয়া করেছি অথচ আজই তার ফল পেয়ে গেলাম।'

অভাবনীয় সাহায্য প্রাপ্তিতে দু'রাকাত শুকরানা নামাজ পড়লো সকল মুজাহিদ।

পরের দিন আলী এবং সাথীরা বিদায় নেবার জন্য তৈরি হলো। মোহাম্মদ ইসমাইলও তৈরি হলো আলীর কাফেলায় শরিক হবার জন্য। শেরদিল খান আলীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আলী, তুমি যেখানেই যাবে, বিজয় তোমার পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আলী, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার সাফল্যের জন্য দোয়া করি।'

আলী এবং তার সঙ্গীদেরকে সকল মুজাহিদ নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার, কমান্ডার আলী জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে বিদায় জানালো।

নিজেদের ক্যাম্পের উদ্দেশে পা বাড়ালো আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা।

একত্রিশ

আলী এবং তার সাথীরা তাদের নিজেদের ক্যাম্পে এসে পৌছলো। পৌছল দুই সপ্তাহের পথ পাড়ি দিয়ে। আলীদের ক্যাম্পটি সত্যি একটা মন জুড়ানো জায়গায়। একদিকে বিশাল পাহাড়, অন্য দিকে দিগন্তছোঁয়া প্রান্তর। প্রান্তরটা আবার খুব যে সমতল তা নয়, অসমতলও নয়; কোথাও কোথাও টিলা, কোথাও কোথাও ঝোপঝাড়, কোথাও রেলিংধরা গাছগাছালি তরুলতা বনানী, কোথাও পাহাড়ি কিশোরদের মতো একহারা ঝর্ণাধারা।

আলীদের ঐ ক্যাম্প থেকে জেলা সদর মাত্র দশ মাইল, প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার ত্রিশ মাইল। তাছাড়া তিনটি জেলার সীমান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হওয়ায় ক্যাম্পটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান বর্তমান।

এ ক্যাম্পের অধিকাংশ মুজাহিদদের থাকার জন্য তাঁবুই প্রধান অবলম্বন। যদিও মাটি ও পাথর মিশিয়ে কিছু ঘর বানানো হয়েছে। তবু এখানে সব মিলিয়ে চারশর মতো মুজাহিদ একসাথে থাকতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আলী আর তার সঙ্গীরা তাদের প্রিয় ক্যাম্পে পৌঁছেই বিশ্রাম এবং ঘুমানোর জন্য তৈরি হয়ে গেলো।

খানিকটা সময় বিশ্রাম এবং ঘুমানোর মধ্যে কাটানোর পরপরই আলী বেরিয়ে পড়লো ক্যাম্পের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য। সারাটা দিন কেটে গেলো তার এই পর্যবেক্ষণের কাজে।

পরের দিন আলী বসলো পরামর্শ বৈঠকে। বসল আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইসলাম, দরবেশ খান, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক, আবদুস সালাম, ক্যাম্পের অস্থায়ী দায়িত্বশীল কমান্ডার আহমদ গুল এবং আরো চারজন বিজ্ঞ মুজাহিদকে নিয়ে।

সিদ্ধান্ত হলো ক্যাম্পের আশপাশের এলাকাগুলো ভালোভাবে এবং ঘুরে ঘুরে দেখা হবে। কর্মপন্থা ঠিক করা হবে তারপরই।

এই ঘোরাঘুরির দায়িত্ব থাকবে বিশেষ করে আলীর ওপর।

ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে আশপাশের তিনটি জেলা পর্যবেক্ষণ করতে আলীর সময় লাগলো প্রায় এক মাস। আলী এই কাজটা এতোটা সংগোপনে সম্পন্ন করলো যে কেউ বুঝতেই পারলো না আসল ব্যাপারটা কী!

খুব সূক্ষ্মভাবে আলী তারই অধীনস্থ বিশটির মতো ক্যাম্প ছাড়াও অন্যান্য বারোটির মতো ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করলো। হেডকোয়ার্টারসহ দশ পনেরটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এলাকাও পরিদর্শন করে এলো। সেই সঙ্গে মতবিনিময় করে এলো বিভাগীয় হেড কমান্ডার ও অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গেও। এই সময়ে আলীর সঙ্গে ছিলো ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ, কমান্ডার আহমদ গুল আর আবদুর রহমান।

ঘোরাঘুরির পরে এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কমান্ডারদেরকে নিয়ে আলী এক গোপন বৈঠকে বসলো।

এ বৈঠকে আবদুর রহমানকেও ডাকা হয়েছিলো। আবদুর রহমান পেশ করলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রস্তাব : রুশবাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, চীনের গণমুক্তি ফৌজও একদা একই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলো। চীনের গণমুক্তি ফৌজের ইতিহাস আমি ব্যাপকভাবে পড়েছি বলে বলতে পারছি, চীনের গণমুক্তি ফৌজ তখন নির্ধারণ করলো ভিন্ন ধরনের এক রণকৌশল। তারা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নির্মাণ করলো পাতালফাঁদ এবং গোলকধাঁধার সুড়ঙ্গ পথ।

পাতালফাঁদ হচ্ছে এমন এক ফাঁদ, সেখানে কেবল ঢোকাই যায়, বের হওয়া যায় না, পথ খুঁজতে খুঁজতে বরণ করতে হয় অকালমৃত্যু। চীনা মুক্তি ফৌজের

www.nagorikpathagar.org

এ কৌশলটা কিন্তু আমরাও কাজে লাগাতে পারি। আমার মনে হয় এ পদ্ধতিতে দুশমনদেরকে আমরা একটা চরম আঘাত হানতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

সর্বসম্মতিক্রমে পাতালফাঁদ সম্পর্কিত আবদুর রহমানের প্রস্তাব গৃহীত হলো বৈঠকে। আরো সিদ্ধান্ত হলো, গোটা ডিভিশনের মুজাহিদের ইউনিটগুলোকে মোট আটটি জোনে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক জোনের থাকবে একজন করে দায়িত্বশীল। যিনি আমীর নামে পরিচিত হবেন। এই আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে জোনের অন্যান্য কমান্ডার এবং মুজাহিদরা।

গোপন বৈঠকের শেষের দিকে আলী বললো, পাহাড়ের ওপরের এবং পাহাড়ি এলাকার ক্যাম্পগুলোর অস্ত্রশস্ত্র রাখতে হবে মাটির নিচে। গর্ত বানিয়ে। যাতে করে শত্রু বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত অস্ত্রশস্ত্রের কোনো ক্ষতি না হয়। তবে এ গর্তের ঘর এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে পেছন দিকে থেকে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ থাকে। ফলে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে পেছন দিক থেকে মুজাহিদরা বেরিয়ে যেতে পারবে। আর একটি ব্যাপার, আশপাশের এলাকাগুলো পরিদর্শনকালে আমি দেখেছি, আমাদের সংখ্যা শত্রুবাহিনীর চেয়ে নিতান্ত কম। সুতরাং আমাদের মুজাহিদসংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সবারই চেষ্টা করতে হবে। আমি নিজে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করার চেষ্টা করবো। এবং মিটিং করে চেষ্টা করবো মুজাহিদ রিক্রুটের জন্য। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। এই কাজে প্রত্যেক জোন, থানা ক্যাম্প, ইউনিট এবং জেলা অফিস থেকে একটি তালিকা পাঠাতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি পর্যবেক্ষণ সফরের সময় তাদের সাথে কথা বলবো এবং কাজ বুঝিয়ে দেবো!

সবশেষে একটি কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের রণকৌশল যতো সুন্দরই হোক না কেনো, মুজাহিদদের মধ্যে যদি কমান্ডারের কমান্ড মানার মতো আন্তরিকতা না থাকে, তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই সামরিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মুজাহিদদের দিতে হবে ইসলামী নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। এবং এটা যদি আমরা করতে পারি, সত্যি সত্যিই মুজাহিদদের কাছ থেকে পাবো শৃঙ্খলা, ন্যায় নিষ্ঠাবান আচরণ। সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদ যেনো ফজরে কুরআন এবং মাগরিবের পর হাদীস চর্চা করতে পারে– তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা তো জানি, আফগানিস্তানের মানুষ খুব শিক্ষিত নয়, তাই তাদেরকে জিহাদ, শাহাদাৎ এবং দেশপ্রেমে দীক্ষিত করতে হলে প্রথমেই যদ্দুর পারা যায় শিক্ষিত করতে হবে। সবশেষ কথা হলো প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহর দরবারে মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য হাত তুলে দোয়া করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের এ কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এক বিপুল শক্তিশালী জালেম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ সামান রসদ আমাদের নেই। সুতরাং আল্লাহর রহমত ছাড়া আমাদের পক্ষে বিজয়কে ছিনিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। আলী বাংকার খননের কাজ শুরু করলো। বাংকার খননের কাজে বন্দী রুশদেরও লাগিয়ে দেয়া হলো। তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হলো খননের পরই মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে।

বাংকারের পাশাপাশি শুরু হলো পাতালফাঁদ তৈরির কাজও। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হলো আবদুর রহমানকে। আবদুর রহমানের নেতৃত্বে পাতালফাঁদ খোঁড়া হতে লাগলো এতোটা গভীরে গিয়ে, যাতে কৃষকদের চাষবাস করতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং শত্রু বিমানের আঘাতে পাতালফাঁদের কোনো ক্ষতিও না হয়।

বত্রিশ

আলী আসার আগ পর্যন্ত মুজাহিদরা খোলামাঠে নামাজ পড়তো। খোলামাঠে নামাজ পড়তো এখানে কোনো মসজিদ ছিলো না বলে। বিষয়টা আলীর নজরে আসতেই কোনো রকমের সময়ক্ষেপণ না করেই সে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করলো। কয়েক দিনের মধ্যেই গড়ে উঠলো মাটি-পাথরের দেয়ালবিশিষ্ট এবং কাঠের ছাউনিওয়ালা চোখ জুড়ানো এক মসজিদ।

মসজিদের চতুর্দিকে বিশাল বিশাল বৃক্ষ থাকায় অপূর্ব পরিবেশের মোহনা তৈরি হলো, তৈরি হলো গাম্ভীর্য এবং আনন্দের এক অভূতপূর্ব কেন্দ্রস্থল। যেখানে গরমের দিনেও পাওয়া যায় ঠাণ্ডা এবং ফুরফুরে বাতাসের মুখরতা।

বাংকার এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। আলী ব্যস্ত হয়ে পড়লো মুজাহিদ সংগ্রহের ব্যাপারে। মুজাহিদ সংখ্যা যে করেই হোক বাড়াতে হবে। সুতরাং পাতালফাঁদ তৈরির দায়িত্ব আলী অর্পণ করলো আবদুর রহমানের পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহর ওপর এবং ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করলো দরবেশ খানের ওপর।

একজন স্থানীয় মুজাহিদ এবং আবদুর রহমানকে নিয়ে মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে পড়লো আলী।

প্রতিদিন প্রায় দশ বারোটি গ্রামে মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলো আলী। বক্তৃতা করতে লাগলো। জিহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর, দেশের

www.nagorikpathagar.org

করুণ অবস্থার ওপর, হানাদার রুশবাহিনীর অত্যাচারের ওপর। বক্তৃতা করতে লাগলো আগুনঝরা বক্তৃতা। যে বক্তৃতায় জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো তরুণেরা; কিশোর কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হতে লাগলো। তার মুখে হানাদারদের জুলুমের কাহিনী শুনে ফুঁসে উঠতে লাগলো জনসাধারণ। তাদের বুকে জ্বলতে লাগল প্রতিশোধের অগ্নিশিখা।

জেহাদের কাফেলায় নাম লেখাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো সবাই। গাঁয়ের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেলো মুক্তির একই পথ; আল জেহাদ, আল জেহাদ শ্লোগান। অপর দিকে আলীর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মেয়েরা পর্যন্ত তাদের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিতে লাগলো জেহাদের ফান্ডে।

প্রত্যেক গ্রাম থেকে আলী খুঁজে বের করতে লাগলো অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এবং নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মানুষ। এবং তাদেরকে আমীর নিযুক্ত করে বুঝিয়ে দিতে লাগলো জেহাদ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। বস্তুত এভাবে একটার পর একটা গ্রাম চষে বেড়াতে লাগলো আলী। একেবারে খুনখুনে বৃদ্ধ আর নেহাৎ অল্পবয়সী ছেলেরা জেহাদে অংশ নেয়ার আকুল আবেদন জানাতে লাগলো। আলী তাদের উদ্দেশে বললো :

আমি আপনাদের জেহাদের জজবা দেখে সত্যিই অভিভূত। তবে আপাতত প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন করে জেহাদে অংশগ্রহণ করলে চলবে।

কোনো কোনো মহিলাও জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে লাগলো। আলী তাদের উদ্দেশে বললো : যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা– আপনাদের ভাইয়েরা, আপনাদের সন্তানেরা বেঁচে আছি, ইনশাআল্লাহ আপনাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার দরকার হবে না। আপনারা শুধু প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের পক্ষ থেকে।

এই দোয়াটি হবে সবচেয়ে বড় জেহাদ।

আবদুর রহমান এই প্রথম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলো, আলীর সঙ্গে থেকে দুচোখ দিয়ে সামনাসামনি দেখলো আফগান জনগণের জেহাদী চেতনার প্রাবল্য এবং আজাদির প্রতি অসম্ভব রকমের আগ্রহ। আবেগে আপ্লুত হয়ে সে আলীকে বললো:

যে জাতির ছেলে-মেয়ে তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জেহাদী চেতনায় এতোটা উজ্জীবিত, পৃথিবীর কোনো শক্তি সে জাতিকে তাদের ঈমান এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আলীর সঙ্গে আবদুর রহমানের বক্তৃতাও অপ্রতিরোধ্য এক জজবার বন্যা এনে দিলো আফগানিদের শিরায় শিরায়। জনে জনান্তিকে আলোচিত হতে থাকলো

www.nagorikpathagar.org

রুশ হানাদারদের শিকড় উপড়ানোর নানান কৌশল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো বুকে বুকে।

আলী আর আবদুর রহমানের তৎপরতার খবর চাপা পড়ে থাকলো না। জেনে গেলো রুশবাহিনী, জেনে গেলো তাঁবেদার সরকারের উঁচু মহল। তারা এক গোপন বাহিনী পাঠালো আলী আর আবদুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য।

আলী এক দূরদর্শী সামরিক নেতা। বয়সের চেয়ে তার মেধাশক্তি অনেক বেশি বলে সে বরাবরই সতর্ক। মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযানে সে আশ্রয় নিয়েছিলো বিদ্যুৎ গতির। তাই রুশ এবং সরকারের গোপনবাহিনীর লোক কোনো গ্রামে তাদের হাজির হবার খবর শুনে হানা দেবার আগেই আলীরা সটকে পড়তে লাগলো এবং সটকে পড়তে লাগলো বলে গ্রেফতার করতে না পেরে, ক্ষিপ্ত হয়ে গোপনবাহিনী অত্যাচার শুরু করলো সাধারণ আফগানদের ওপর। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো অত্যাচারের। তবু আলী এবং আবদুর রহমানের কোনো খবর দিলো না সাধারণ মানুষ। বরং তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো,

– আমরা আমাদের জীবন দিয়ে দেবো তবু আলী এবং আবদুর রহমানের খবর জানাবো না। এবং এ ব্যাপারে কোনোরকম সহযোগিতাও করবো না। তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো।

আলী এবং আবদুর রহমান গোপন বাহিনীর গ্রেফতার এড়িয়ে মাত্র দশদিনের মধ্যে একশ'রও বেশি গ্রামে অভিযান চালিয়ে হাজারেরও অধিক মুজাহিদ সংগ্রহ করে ক্যাম্পে ফিরে এলো। এবং ফিরে এসেই জেহাদী কাফেলায় নতুন অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলো।

বাঙ্কার এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজ তখনো শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে বোমা হামলা হয়ে গেছে একবার। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। ক্যাম্পের; বাংকার খনন এবং পাতালফাঁদ তৈরির কাজেও কোনো সমস্যা হয়নি।

মুজাহিদরা এ কাজগুলো রাতের আঁধারেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই জন্য যেন শত্রুবাহিনী কোনোরকমে মূল্যবান ব্যাপারটি বুঝতে না পারে।

হঠাৎ একদিন খরব এলো, মুজাহিদদের ক্যাম্পে প্রচণ্ড হামলা চালবার জন্য ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া যান কামান বহর নিয়ে এগিয়ে আসছে হানাদার রুশবাহিনী।

আলী জরুরিভাবে বৈঠক ডাকলো। ঝানু ঝানু মুজাহিদরা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলো।

বৈঠকে আলী প্রস্তাব করলো : বাংকার খনন এবং পাতালফাঁদ তৈরি করার কাজ এখনো শেষ হয়নি। সেই কারণে রুশবাহিনী এখানে পৌছানোর আগেই তাদের

www.nagorikpathagar.org

কনভয় পথিমধ্যে ঠেকিয়ে দিতে হবে। এবং অন্তত দশ মাইল দূরে থাকতে। আলীর প্রস্তাবকে সবাই গ্রহণ করলো।

আলী একশ' জনের বাছাই বাহিনী নিয়ে রুশ হানাদারের গতি রোধ করার জন্য অগ্রসর হলো। তারপর থামল গিয়ে এক সুবিধাজনক জায়গায়।

অবস্থান নেয়ার সাথে সাথেই ঘোড়সওয়ার দুই মুজাহিদকে পাঠিয়ে দিলো রুশবাহিনীর খোঁজ-খবর নেবার জন্য। ঘোড়সওয়ার মুজাহিদরা ফিরে এসে জানালো:

– রুশদের কনভয় এখান থেকে মাত্র দুই মাইল দূর অবস্থান নিয়েছে। সম্ভবত রাতে তারা ওখানে থাকবে এবং ভোর নাগাদ আমাদের ক্যাম্পের ওপর হামলা করবে। তারা আসবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক দিয়ে। সমস্ত অবস্থার ওপর আলী গভীর পর্যবেক্ষণের পর জানালো :

– পাকা সড়কের ওপর গর্ত খুঁড়ে আমরা মাইন পুঁতে রাখতে পারতাম। কিন্তু তা আমরা করবো না। এই জন্য যে, তা করতে গেলে, শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে যাবো সহজেই। সুতরাং আমরা গর্ত খুঁড়বো রাস্তার নিচে এবং মাইন না পুঁতে পুঁতবো ডিনামাইট। ওপরে রাস্তা ঠিক থাকবে। অথচ ট্যাঙ্ক যখন এ রাস্তার ওপর দিকে যেতে থাকবে তখন হঠাৎ ধসে যাবে মাটি এবং ঘটবে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ, বিধ্বস্ত হবে ট্যাংক, আটকে যাবে পথ। অন্য দিকে রাস্তার দু'ধার দিয়ে আমরা পুঁতে রাখবো মাইন। মূল পথ দিয়ে যেতে না পেরে, তখন দুধার দিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গেলেই ফেটে যেতে থাকবে মাইন। রুদ্ধ হয়ে যাবে সামনে যাবার সব পথ।

সবারই পছন্দ হলো আলীর যুদ্ধকৌশল। কয়েকজন মুজাহিদ পাকা সড়কের নিচের গর্ত খোঁড়া শুরু করলো। কয়েকজন বাংকার খুঁড়তে লাগলো পার্শ্ববর্তী টিলার ওপর। যাতে কনভয় ফাঁদে পড়বার সাথে সাথেই আক্রমণ করা যায়।

এই পাহাড় থেকে মাইল খানেক দূরের একটি পাহাড়েও আলী দশজনের মতো মুজাহিদকে মিজাইল এবং রকেটসহ পাঠিয়ে দিলো এবং বললো :

– শত্রুরা যখন তোমাদেরকে অতিক্রম করবে, তখন গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং খুব দ্রুত পাকা, রাস্তার ওপর গর্ত খুঁড়ে মাইন পুঁতে ফেলবে। শত্রুরা এ পথ দিয়ে পালাতে চাইলে অবশ্যই ফায়ারিং করবে মাইনের বিস্ফোরণ এবং গুলাগুলিতে শেষ হয়ে যাবে পুরো কনভয়।

সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেলো আঁধার রাতের মধ্যে। কয়েকজনকে নিয়োগ করলো পাহারায়, বাকিদের পাঠিয়ে দিলো বিশ্রামের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

ফজরের আজান হবে হবে। এমন সময় পাহারারত মুজাহিদরা খবর বললো :

– সম্ভবত রুশবাহিনীর কনভয় এগিয়ে আসছে।

আলী সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে বললো :

– যার যার পজিশন নিয়ে নাও এবং পুরোপুরি সতর্ক থাকো। সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে কোনো সুযোগ দেয়া যাবে না দুশমনদের।

খুব ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে রুশ ট্যাঙ্ক বহর। মুজাহিদদের অবস্থান অতিক্রম করার সময় আকাশ খানিকটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। আলী দূরবীন হাতে নিলো। তারপর পর্যবেক্ষণ করলো তাদের অগ্রযাত্রা। আলী দেখলো বহরের প্রথম ট্যাঙ্কটি মুজাহিদদের ডিনামাইট পুঁতে রাখার জায়গা অতিক্রম করে গেলো। কিন্তু বিস্ফোরিত হলো না কিছুই। আলী খানিকটা বিস্মিত হয়ে স্বগতোক্তি করলো :

এতো ভারী ট্যাঙ্ক তবু তার চাপে একটিও বিস্ফোরিত হলো না। আজ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ভাগ্য আমাদের ফেলে দিয়েছে হয়তো।

আলীর চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিও এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো এলাকা। ধসে পড়লো ট্যাংঙ্ক। আবারও প্রচণ্ড শব্দ। অগ্রবর্তী ট্যাংকটিও ধসে পড়লো।

হাসি ফুটে উঠলো আলীর মুখে।

একে একে প্রতিটি ডিনামাইট বিস্ফোরিত হলো। রুশবাহিনী মাঝের পথটা ছেড়ে দিয়ে পাশের দিক থেকে অগ্রসর হতেই শুরু হলো মাইন বিস্ফোরণ। দু'টি যান উড়ে গেলো। এবং আরো দু'টি চালকসহ ঢুকে গেলো গর্তের মধ্যে। পেছনের ট্যাঙ্ক বহর এবং সাঁজোয়া যান থেকে দু'একজন করে নামতে লাগলো রুশবাহিনীর সৈন্যরা। আলী এই সুযোগের অপেক্ষা করেছিলো।

অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য নেমে এসেছে। হঠাৎ এক সঙ্গে গর্জে উঠলো মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো। পেছনের দিকে পালাতে চাইল তারা। গোলাও ছুঁড়লো বহর থেকে। কিন্তু জবাব পেলো না। ফলে নেমে এলো আরো সৈন্য। এদিক ওদিক তাকিয়ে আবারও গুলি ছুঁড়লো। জবাব পেলো না এবারও। সুতরাং সাহস করে নেমে পড়লো বাকি সৈন্যরাও।

সব সৈন্য নেমে এলে ফায়ারিং এর নির্দেশ দিলো আলী। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য রুশ সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে লাশ হয়ে গেলো। কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় সাঁজোয়া গাড়িতে। মুজাহিদদের এ হামলা ছিল আকস্মিক। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়লো হানাদার বাহিনী। এবং এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে পিছু হটতে চাইলো।

www.nagorikpathagar.org

যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো মুজাহিদরা সে সুযোগও এখন তাদের হাতের মুঠোয়। ট্যাঙ্কবহর পেছনের দিকে মোড় নিতেই পাহাড়ের ওপর নিয়োজিত মুজাহিদরা রকেট এবং মিজাইল দিয়ে হামলা শুরু করলো। রুশ হানাদারদের ফিরে যাবার সাধও পূর্ণ হলো না। কেননা একটু আগে, তারা যে পথ দিয়ে নিরাপদে এসেছিলো সেই পথে ছড়িয়ে দেয়া হলো অসংখ্য মাইন, অগ্রসর হলেই অনিবার্য বিস্ফোরণ অনিববার্য ধ্বংস। সুতরাং মুজাহিদদের হামলায় দিশেহারা রুশবাহিনী ট্যাঙ্কের ওপর উড়িয়ে দিলো সাদা পতাকা। আলী আর ফায়ার না করার নির্দেশ দিলো।

এ অভিযানে বন্দী করা হলো নব্বই জন রুশ সৈন্য এবং আফগান কমিউনিস্টকে, এবং জীবিত অবস্থায়। আহত অবস্থায় বন্দী হলো পঁয়ত্রিশ জন। অন্যদিকে মৃত সৈন্যের লাশ পাওয়া গেল সত্তর জনের। অসংখ্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদ মুজাহিদদের দখলে এলো। ট্যাঙ্ক চালানোর মতো কোনো মুজাহিদ না থাকায় সমস্ত ট্যাঙ্কই বিকল করে দেয়া হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এই জন্য যে, এই অভিযানে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে পাঁচজন আহত হয়েছে। নিহত কেউই হয়নি।

গোটা এলাকায় একটা তল্লাশি চালানো হলো।

তারপর নতুন বন্দীদের লাগিয়ে দেয়া হলো পাহাড়ের মধ্যে বাংকার এবং পাতালফাঁদ নির্মাণের কাজে এবং এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায় বাংকার খনন, সেই সঙ্গে পাতালফাঁদ নির্মাণের কাজ।

বাংকারগুলোর সামনে মুজাহিদরা বোমা এবং রকেটের খোলস দিয়ে টব বানিয়ে রচনা করলো ফুলের বাগান। সে বাগান যেনো ঘোষণা করছে,

– হে মানুষ, পৃথিবীর মানুষ, চোখ ভরে দেখো, বর্বর রুশবাহিনী আল্লাহর সৈনিকদের ওপর নির্বিচারে যে বোমা, যে রকেট বর্ষণ করেছে, সেই বোমা সেই রকেটের খোলস দিয়ে তারা নির্মাণ করছে অব্যাহত শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক যে পুষ্প, সেই পুষ্পের বাগান। এবং এই বাগানই বলে দিচ্ছে মুজাহিদদের চেষ্টা সাধনা ত্যাগ তিতিক্ষা কুরবানি সবই বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য; ধ্বংসের জন্য নয়। একটি অভিযানের পর একটি এলাকায় তারা তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত বোমা এবং রকেটের খোলসের মধ্যে চাষ করেছে ফুলের বাগানের। অতএব চূড়ান্ত যুদ্ধজয়ের পর তারা ইসলামের সৌন্দর্য এবং সৌরভে ভরে তুলবে সমগ্র বিশ্ব, গড়ে তুলবে এক নুতন পৃথিবী যেখানে থাকবে সৌহার্দ্যের পরিবেশ।

মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটি বিশাল এলাকাজুড়ে। বেশ প্রশস্ত এই ঘাঁটিতে স্থাপন করা হয়েছে পঞ্চাশটির মতো ফাঁড়ি। এ ফাঁড়িগুলো আবার বেশ দূরে দূরে। ফলে যোগাযোগের একটা সমস্যা থেকেই গেছে।

www.nagorikpathagar.org

আলী বিষয়টা নিয়ে আবদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করতে গিয়ে বললো :

– সব ক'টি ফাঁড়ির সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে খুব ভালো হতো। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস সংযোগ পদ্ধতি চালু করা জরুরি। এখন এই টেলিফোন এবং ওয়ারলেস ব্যবস্থাটা কিভাবে আঞ্জাম দেয়া যায়?

আবদুর রহমান কিছুক্ষণ মগ্ন থাকলো। তারপর বললো :

কিছু সরঞ্জাম তো আমরা বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ থেকে ক্রয় করতে পারি। এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা মহিলাদের জেহাদ ফান্ডে দেয়া অলঙ্কার বিক্রি করে সংগ্রহ করতে পারি। আর কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারি নিকটবর্তী রুশসেনা ছাউনিগুলার ওপর সফল অভিযান পরিচালনা করে। সংযোগের কাজটা আমিই করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আলী আবদুর রহমানের পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং এক পর্যায়ে মহিলাদের দেয়া সমস্ত অলঙ্কার তার হাতে তুলে দিয়ে বললো,

সরঞ্জাম বন্ধুদেশ থেকে যা আনার তাড়াতাড়ি আনিয়ে নাও। আমি এই ফাঁকে নিকটস্থ রুশসেনা ছাউনিগুলোর ওপর আক্রমণ করার একটা পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করে ফেলি।

তেত্রিশ

ওয়ারলেস ছাড়া আর চলছেই না মুজাহিদদের। অগত্যা আবদুর রহমান সরঞ্জামের একটা তালিকা করলো। এবং ঐগুলো ক্রয়ের জন্য তিনজন মুজাহিদকে পাঠিয়ে দিলো পেশোয়ারে।

এদিকে রুশ সেনাছাউনির ওপর আলীর আক্রমণের পরিকল্পনা একপ্রকার থেমে রইলো। কেননা সেনা ছাউনিটি খুব কাছাকাছি হলেও মুজাহিদদের কোনো গুপ্তচর সেখানে ছিলো না। ফলে রুশ সেনাদের গতিবিধির কোনো গোপন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না।

রুশ সেনাদের গোপন খবর পাবার ব্যাপারে আলীকে এক চমৎকার পরামর্শ দিলো আবদুর রহমান। বললো :

– আপনি গ্রেফতারকৃত আফগান সরকারি সেনা অফিসারের সাথে কথা বলুন। সেনা অফিসারটি তার বোনের বিয়ের খবর পাওয়ার পর থেকে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সে যে কোনো মূল্যে তার বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমানের প্রস্তাবে আলী সম্মত হলো। এবং বন্দী আফগান সেনা অফিসার আবদুল ওয়াহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো :

– তুমি নাকি তোমার বোনের বিয়েতে যাবার জন্য মুক্ত হতে চাচ্ছো? ঠিক আছে তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তবে শর্তে আছে, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে, জরুরি কাজ।

– যা বলবেন তাই করবো। জবাবে আবদুল ওয়াহিদ বললো।

– আমরা চাচ্ছি রুশ ছাউনির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত সরঞ্জাম কবজা করতে। সুতরাং হামলা করার আগে ওখানকার সার্বিক অবস্থা আমাদের জানা দরকার। এই ব্যাপারেই আমরা তোমার সহযোগিতা চাই। আলী বললো, – ছাউনির ওপর হামলা চালানো কোনো বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু হামলা চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি কবজা করার ব্যাপারটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আরো ভাবনা চিন্তা করে দেখুন। আবদুল ওয়াহিদের কথা শুনে আলী বললো,

– আমরা তোমার কাছে তো পরামর্শ চাচ্ছি না, চাচ্ছি তথ্য। হামলা করলে কী হবে আর কী হবে না তা আমাদের জানা আছে।

রুশ ছাউনির গোটা অবস্থানটা আবদুল ওয়াহিদ নকশা করে এঁকে দেখাতে দেখাতে বলে।

– ছাউনির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হচ্ছে অস্ত্রের ডিপো, এখানে রাতের বেলায়ও পাহারা থাকে, ছয় সাতজন সৈন্যের পাহারা। এখান থেকে ঠিক উত্তর দিকে এক ফার্লং ব্যবধানে সরঞ্জামাদির ডিপো। মূলত এখানেই খাবারের স্টোর।

ময়লা পানির ড্রেন হচ্ছে ছাউনির দক্ষিণ দিকে। হ্যাঁ, ময়লা পানির ড্রেনটি এখান থেকে এগিয়ে ঠিক যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানেই হচ্ছে কবরস্থান। কবরস্থানে অবশ্য পাহারা থাকে না। অস্ত্রের ডিপোটি হচ্ছে– এই কবরস্থান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই। পূর্বে রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থান। রুশ-আফগান মিলে ছাউনির মোট সৈন্যসংখ্যা হবে ছয় হাজারেরও ওপরে।

– ওয়াহিদ, তোমার দেয়া এইসব তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তোমাকে তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে, সেই সাথে তোমার পরিবারের লোকদেরও বন্দী করা হবে, আলী বলে।

– আমি যেসব তথ্য দিয়েছি, তা সন্দেহমুক্ত সঠিক। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য আপনি আপনার ওয়াদা পালন করবেন আশা করি, ওয়াহিদ বলে।

www.nagorikpathagar.org

– ঠিক আছে, আপাতত কারাগারেই থাকছো, তোমার দেয়া তথ্য সত্য প্রমাণিত হলেই আমাকে তুমি ওয়াদাপালনকারী হিসেবেই দেখতে পাবে। তবে এই এখনই চলে যাবার পর তোমার যদি নতুন কোনো তথ্য মনে পড়ে যায়, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য জানানোর ব্যাপারে, তুমি যাতে করে ত্বরিত সুযোগ পেতে পারো, তার ব্যবস্থা আমি করে রাখছি, আলী বলে। একদিন পর আবদুল ওয়াহিদ পাহারাদার মুজাহিদকে বলে :

– জরুরি একটা খবর দিতে হবে। এক্ষণই কমান্ডার আলীর সাথে দেখা করা দরকার।

আলীর কাছে আবদুল ওয়াহিদের খবর বলতেই আলী তাকে ডেকে পাঠায়।

স্টোরের খানিকটা দূরে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের বাসা। আমি যতদূর জানি তিনি মুজাহিদদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তার সহযোগিতা পেলে আপনাদের ছাউনি দখল করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে– ওয়াহিদ আলীকে বলে।

রাতেই আলী ছাউনি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। ২০০ মুজাহিদকে দুই দলে ভাগ করে সে ১২৫ জনের দলটির কমান্ডার নিযুক্ত করে দরবেশ খানকে।

আলী দরবেশ খানকে নির্দেশ দিয়ে বলে :

– আপনি এমন সময় ছাউনির পূর্বপ্রান্তে হাজির হয়ে যাবেন সবাইকে নিয়ে, যাতে করে রাত ঠিক তিনটার সময় গুলিবর্ষণ শুরু করতে পারেন। সত্যি সত্যিই আপনি যদি পূর্বপ্রান্ত থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করতে পারেন, তাহলে শত্রুবাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই পূর্ব প্রান্তে চলে আসবে। এবং পশ্চিম প্রান্ত প্রায় খালি হয়ে যাবে। মনে রাখবেন কোনোক্রমেই গোলা যেনো পশ্চিমপ্রান্তে না পড়ে। তাছাড়া আপনারা কিন্তু গুলি করার সময় ছাউনির খুব একটা কাছে থাকবেন না। একটু দূরেই থাকবেন। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই দরবেশ খান তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করলেন। কারণ তাদেরকে ছাউনির কাছাকাছি খানিকটা পথ ঘুরেই পৌছতে হবে, নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিতে হবে।

আলী তার বাহিনী নিয়ে রওনা করলো জোহরের নামাজের পরপরই।

আলী তার বাহিনী নিয়ে দুশমনদের ছাউনির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌছলো তখন রাত দুটো বাজে। ছাউনির আশপাশে অসংখ্য মাইন বিছিয়ে রাখা হয়েছিলো বলে আলী সবাইকে নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে লাগলো।

আলী এবং অন্যান্য সঙ্গী মুজাহিদরা অগ্রসর হতে লাগলো অস্ত্রাগার এবং স্টোরের রুমের দিকে। ট্রাক এবং গাড়ির দীর্ঘ লাইনও এই অস্ত্রাগারের পাশে।

www.nagorikpathagar.org

আলীরা সর্বপ্রথম কাবু করলো পাহরাদারদের। এবং পাহারাদারদের কাবু করতে তারা ব্যবহার করলো খঞ্জর। এ সময় রাত দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আলী তার সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে পাহারাদারকে এতো তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেললো যে, তারা কোনো সঙ্কেত দেবারও সুযোগ পেলো না।

আলীদের কাজ শেষে হঠাৎ দরবেশ খানের অবস্থানের দিক থেকে শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো ছাউনির মধ্যে। এ সময় আলী তার দলবল নিয়ে অবস্থান নিলো দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এবং নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে থাকলো। আফগান কমুন্যনিস্টরা পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে সরে যেতে লাগলো। কারণ তারা টের পেয়েছিলো যে, মুজাহিদরা শুধু বাইরে অবস্থান নিয়েছে তাই নয়, তারা ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। অন্য দিকে অধিকাংশ সৈন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো পূর্ব দিকে দরবেশ খানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

অস্ত্রশস্ত্র কবজা করার মোক্ষম সময় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। শত্রুবাহিনীর ট্রাক কাজে লাগাবার এখনই দরকার।

মুজাহিদরা চারটি ট্রাকে বোঝাই করলো অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি, তিনটিতে বোঝাই করলো খাদ্যদ্রব্য এবং একটিতে বোঝাই অন্যান্য জিনিসপত্র। যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য চারটি সাঁজোয়া গাড়ি নিতেও মুজাহিদরা ভুল করলো না।

ছাউনি থেকে বের হয়ে যাওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো মুজাহিদদের জন্য। বিষয়টি নিয়ে আলী আগেই একটা ব্যবস্থা নিয়ে, ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের বাসার বাইরে কয়েকজন মুজাহিদকে গোপনে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিলো।

আলী নিজেই ঢুকে পড়লো ক্যাপ্টেন সাত্তারের বাসায়। এবং তার মুখোমুখি হয়ে বললো,

– শুনেছি, মুজাহিদদের সঙ্গে আপনার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে, কৌশলগত কারণে, তাছাড়া আপনাকে অবাক করে দেবার জন্য আগে কিছুই জানাইনি। এখন তো আপনার সহযোগিতার একান্ত দরকার। আমরা চাচ্ছি রক্তপাতহীনভাবে মালপত্রগুলো বাইরে নিয়ে যেতে। বন্দী অবস্থায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে। আমরা আরো কিছু শত্রুসৈন্য গ্রেফতার করেছি। মালপত্র বোঝাই ট্রাকগুলো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার পর আমরা আপনাকে অন্যান্য বন্দীদের সাথে ছেড়ে দেবো। যাতে কোনোক্রমেই আপনাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন।

আলীর চমৎকার পরিকল্পনার কথা শুনে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার বললেন :

– জো হুকুম।

www.nagorikpathagar.org

চৌত্রিশ

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আলীর পরিকল্পনার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন,

– তুমি যা ভালো মনে করো।

আলী ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে নিজের পাশে বসালেন ঠিক চালকের কাছাকাছি। চালক তো মুজাহিদ। অবশ্য গায়ে সামরিক উর্দি। পেছনেও সামরিক উর্দি পরা মুজাহিদ। হাতে নাতে ধরাপড়া শত্রুসৈন্যদের উঠানো হলো অন্য গাড়িতে।

পথের দু'পাশে সব কমিউনিস্ট পাহারাদাররা ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে গাড়ির সামনে বসা দেখতে পেয়ে এবং পেছনে উর্দি পরা সৈনিকদের দেখতে পেয়ে মনে করতে লাগলো মুজাহিদদেরই মোকাবেলা করতে বেরিয়েছে এরা। ফলে কোনো বাধা ছাড়াই সব কটি ট্রাক নিয়ে আলী বেরিয়ে গেলো ছাউনি থেকে।

আলী পুরো বাহিনী নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে ওয়ারলেস মারফত দরবেশ খানকে লড়াই বন্ধ করে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলো।

ছাউনি থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে আসার পর ট্রাকগুলো থামানো হলো। ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকেও গাড়ি থেকে নামানো হলো। আলী তাঁকে নিয়ে গেলো গভীর নির্জনতায়; তারপর বললো,

– আপনি ছাউনিতেই ফিরে যান এবং মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করতে থাকুন। মুজাহিদ বিরোধী কোনো ষড়যন্ত্রের খোঁজ পেলেই তা জানিয়ে দেয়া হবে আপনার একান্ত কর্তব্য।

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার জবাবে বললেন : বড় ধরনের একটা ঘটনা তো ঘটে গেলো। এরপরও যদি আমার ওপর শত্রুবাহিনীর আস্থা থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আগের মতোই কাজ করে যাবো। আর যদি গ্রেফতার করে ফেলে তবুও চিন্তার কোনো কারণ নেই, মুজাহিদদের সহযোগিতা করার মতো আরো অনেকে আছে; আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

আলী ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারের মধ্যে একান্ত আলাপ শেষ হয়ে গেলো। এবার গাড়ি থেকে অন্যান্য কয়েদিদের নামিয়ে বড় রাস্তার পাশে কয়েকটি গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হলো। একটি গাছের সাথে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকেও বেঁধে ফেলা হলো। অবশ্যই ইচ্ছে করেই আলী অন্তত দু'জন কয়েদির হাত একটু ঢিলা করে বাঁধলো। মুজাহিদদের চলে যাবার পর, যাতে করে তারা প্রথমেই নিজেদের হাত খুলে অন্যান্য কয়েদিদের হাতও খুলে দিতে পারে এবং নিরাপদে ছাউনিতে ফিরে যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

অভিনয় শুরু হলো আলীর। অন্যান্য কয়েদিদের সামনে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে দারুণভাবে অপমানিত করলো সে। এবং যারপরনাই তিরষ্কার করে সব কয়েদিদের উদ্দেশ করে আলী বলতে লাগলো,

- সত্যিই যদি তোমরা আফগান হয়ে থাক, তাহলে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার শত্রু হানাদার রাশিয়ানদের পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করো, স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করো। আফসোস, জাতির দুশমনদের হাতে হাত মিলিয়ে তোমরা হত্যা করছো আপন ভাই, বোন, মা- বাপকে। অথচ একবারও ভেবে দেখছো, দুশমনরা কী অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে সারা দেশের ওপর, সারা দেশের জনগণের ওপর। কতোটা ক্ষতি করছে আমাদের পিতৃভূমির।

তোমাদের অপেক্ষা সেই সব রাশিয়ান মুসলিম কতো না উত্তম যারা যখন জানতে পারে যে, তারা আফগান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করে না, মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয় রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র। তারপর ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করে আমরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছি এবং কোনো রকমে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি।

হ্যাঁ, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। চলে যাবার পর ভেবে দেখবে, তোমরা গভীরভাবে ভেবে দেখবে হানাদার রাশিয়ানদের দাসত্ব উত্তম না মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই তথা ইসলামকে সমুন্নত করার লড়াই উত্তম?

বিবেক যদি দাসত্বের পক্ষ অবলম্বন করার কারণে তোমাদেরকে তিরষ্কার করে তাহলে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য, মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য ছাউনির ভেতরে বাইরে সবখানেই বিস্তর সুযোগ রয়েছে। যার যেখানে থেকে লড়াই করা সম্ভব সে সেখানে থেকেই লড়াই চালিয়ে যাও।

ট্রাকগুলো নিয়ে আলী মুজাহিদদের কেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র শত্রুদের জঙ্গিবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেলো। আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার পথ বাকি। এই কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেই মুজাহিদকেন্দ্র। তবুও ট্রাকগুলোকে নিকটবর্তী একটি বাগানে ঢুকিয়ে দিয়ে মুজাহিদদেরকে নিরাপত্তামূলক অবস্থান নিতে বলে, নিজে একটি গাড়ি নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে গাড়ি থেকে নেমে লুকিয়ে পড়লো গভীর ঘন ঝোপের আড়ালে। মূল পথ থেকে খানিকটা দূরে।

জঙ্গিবিমানগুলো আলীর রেখে যাওয়া গাড়ির ওপর এবং তার আশপাশে শুরু করলো এলোপাতাড়ি বোমা বর্ষণ। কয়েকটি বোমা গিয়ে পড়লো একেবারে আলীর কাছাকাছি। কিন্তু কিছুই হলো না। কিছুই হলো না এই জন্য যে, আশপাশের ঝোপঝাড় ছিল একেবারেই নিশ্ছিদ্র নিবিড়।

www.nagorikpathagar.org

প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে বিমানগুলা চলে যাবার পর আলী বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো মূল রাস্তায়।

আলীকে জীবন্ত দেখতে পেয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠলো সব মুজাহিদ।

সকাল ৯টার মতো বাজে এখন। কোনো মুজাহিদই গত রাত থেকে এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি। যে বাগানের পাশে উল্লাস করছিলো মুজাহিদরা সে বাগানের বৃদ্ধ মালিক তখনো সেই বাগানেই ছিলেন। বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলে আলী তাকে বললো, চাচা, আমাদের জন্য আপনার বাগানের কিছু ফল পেড়ে দেবেন? খুবই ক্ষুধার্ত আমরা।

বৃদ্ধ তার বাগানের ফল খাবারের অনুমতি চাওয়াতে খুব খুশি হলেন এবং বললেন:

– বেটা, তোমাদের যতো লাগে নাও, নিজেরা ইচ্ছে মতো পেড়ে পেড়ে খাও। আমার কোনো আপত্তি নেই।

অনুমতি পাওয়ায় আলী এবং তার সঙ্গী মুজাহিদরা ফল পাড়তে শুরু করলো এবং খেতেও শুরু করলো। এক পর্যায়ে আলী বৃদ্ধকে ফলের দাম দিতে চাইলে তিনি বললেন, মুজাহিদদের কাছ থেকে ফলের দাম নেয়া অন্যায়। বেটা, আমি বুড়ো হয়ে যাওয়া এক গরিব চাষি। মুজাহিদদের সেবা করার সাধ্যও আমার নেই। তবু আমার সৌভাগ্য যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুজাহিদরা আমার বাগানে থাকলো এবং আমার বাগানের ফল খেয়ে কিছুটা ক্ষুধাও নিবারণ করলো। হায় আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়েও খেদমত করতে পারতাম।

ফলবাগানের মালিক বৃদ্ধচাষি মুরব্বির কথা শুনে আলী বললো :

মুজাহিদদের প্রতি এতো গভীর আন্তরিকতা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দিত। আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিদান দিন। আপনি মুজাহিদদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আপনাদের মতো মুরব্বিদের দোয়া নিশ্চই কবুল করবেন। কিন্তু চাচা আমরা যদি আপনার অনুমতি না দিয়ে ফল খাওয়া শুরু করতাম তাহলে তো রুশ হানাদার বাহিনী আর আমাদের মুজাহিদদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো না। আর আমরা যে টাকা পয়সা ব্যয় করি তা তো আপনাদেরই দান। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার ফলর দামটা নিয়ে নিন।

আলীর ঐসব কথা শুনে বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমার মতো অসহায়কে যদি তোমরা অপমানিতই করতে চাও তো আমার মাথায় জুতা মেরে দাও। হ্যাঁ, জুতা খাবো তবু পয়সা নেবো না।

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদদের জুতোর স্পর্শের বরকতে আমি আমার পুরো বাগান উৎসর্গ করতে রাজি আছি। তোমরা দেশের স্বার্থে যেখানে পুরো জীবন উৎসর্গ করছো, সেখানে আমি আমার বাগানের কয়েকটি ফল উৎসর্গ করতে পারবো না! তাতেও বাধা দেবে তোমরা? অনুগ্রহ করবে আমাকে? বৃদ্ধের আত্মবিশ্বাসের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো আলী।

শেষে বৃদ্ধকে কোনো বিনিময় না দিয়ে বিমুগ্ধ অন্তরে তাঁকে সালাম জানিয়ে মুজাহিদ কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করলো সব মুজাহিদ।

আসরের দিকে দরবেশ খানও তার বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন ক্যাম্পে। এবং বললেন :

– এ অভিযানে আমার বাহিনীর পাঁচজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। দু'জন হয়েছেন মাইন বিস্ফোরণে, তিনজন হয়েছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে। আহত হয়েছেন বারোজন। মুজাহিদদের জন্য এটা তেমন কোনো বিষয় নয়, বরং অভিযান চালিয়ে জয়ী হতে পেরেছি– এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

ব্যাপক ক্ষতি হয় এ লড়াইয়ে রুশ হানাদার বাহিনীর। কিন্তু তার চেয়ে বড় ক্ষতি হয় এই যে রুশবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় একেবারেই। এবং তারা সাংঘাতিকভাবে নিন্দিতও হয়।

তিন-চার দিন পর হানাদার বাহিনীর পরাজিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এলো এক সৈনিক। এবং বললো, আমাকে ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার পাঠিয়েছেন খবর দেয়ার জন্য যে মুজাহিদদের আক্রমণে হানাদার বাহিনীর বেশির ভাগ ক্যাম্প ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং কয়েক হাজার রুশসৈনিকসহ অগণিত আফগান কমিউনিস্ট সৈনিক মারা পড়েছে।

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তারকে আগের পদে বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু তার ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়েছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকজন রাশিয়ান এবং আফগান সৈনিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। উপরন্তু ঘটনার পূর্বাপর তদন্তের জন্য কাবুল থেকে এসেছে রুশসামরিক কর্মকর্তা।

মুজাহিদ বাহিনী যে ছাউনির ভেতরে গিয়ে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের ভাণ্ডার লুট করেছে, তা গোপন রাখা সম্ভব হলো না। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের রেডিও-টিভি ব্যাপকভাবে প্রচার করলো এ অভিযানের খবর। মুজাহিদের হেডকোয়ার্টার থেকে কমান্ডার আলীকে অভিনন্দন জানালেন। সাথে সাথে পরামর্শও পাঠালেন :

১. যেহেতু ছাউনির ভেতরে গিয়ে আক্রমণ করার ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, সেহেতু ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান চালানোর আগে কেন্দ্রের হেডকোয়ার্টারের অনুমতি নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. জেনে শুনে মুজাহিদদের এ ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়া ঠিক হবে না। অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ছাউনি থেকে অর্জিত হলো বেশ কিছু টেলিফোন এবং ওয়ারলেসের সরঞ্জাম। ইতোমধ্যে ঐ ধরনের আরো কিছু সরঞ্জাম এসে পৌঁছে গেলো আফগান জেহাদের সর্বাত্মক সাহায্যকারী প্রতিবেশী শক্তিশালী মুসলিম দেশ থেকে। ফলে খুব দ্রুত আবদুর রহমান একং ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ কেন্দ্রের সব কটি স্টেশনের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপন করে ফেলতে পারলো।

পয়ত্রিশ

এতোদিন আলীর কাছে ওয়ারলেস ছিলো মাত্র দু'টি। তার কাজ দিতো কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত শুধু। কিন্তু শত্রুছাউনি থেকে পাওয়া ওয়ারলেসগুলো খুবই শক্তিশালী হওয়ায় আলী সেগুলো বিভিন্ন গুরুত্বর্পূ কেন্দ্র, বিশেষ করে বিভিন্ন শহরের মুজাহিদদের নিকট তথ্য সরবরাহকারীদের হাতে পৌঁছে দিলো। এবং হেডকোয়ার্টারের সাথে আলীও যথারীতি যোগাযোগ শুরু করে দিলো।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো আলী মুক্ত করে দিলো আবদুল ওয়াহিদকে। আবদুল ওয়াহিদ মুক্তি পেয়ে ওয়াদা করলো, তার বোনের বিয়ের পরই মুজাহিদ বাহিনীতে যোগাদান করবে এবং বাকি জীবন সে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহে কাটিয়ে দেবে। রুশবাহিনী অকল্পনীয় রকমের মার খেয়ে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হলো এবং আলীর কেন্দ্রের ওপর বড় ধরনের হামলা চালাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। এই পরিকল্পনা মতো তারা তাদের বিভিন্ন ছাউনি থেকে সংগ্রহ করলো অভিজ্ঞ সৈনিক। ব্যাপক বোমাহামলারও প্রস্তুতি নিলো।

আলীর গোয়েন্দারা অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায় রুশবাহিনীর প্রস্তুতির সকল খবরই দ্রুততার সাথে মারকাজকে জানিয়ে দিলো। বেশ কিছু পাকা এবং মজবুত পরিখা আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলো আলী, বাইরে থেকে যা বোঝার উপায় ছিলো না। কেননা ঐ পাতালফাঁদগুলো ছিলো মাটির অনেক অনেক গভীরে। যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র রাস্তা। তাও মুজাহিদদের জন্য কেবল। আবার সেই সব মুজাহিদদের জন্য মাত্র, যারা ঐ পাতালফাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত। মজার ব্যাপার হলো, পাতালফাঁদের এলাকায় যথারীতি চাষবাসও চলছিলো।

www.nagorikpathagar.org

চলছিলো অন্যান্য কৃষিকাজ। অন্যদিকে পরিখার মাটি এতো দূরে ফেলে দেয়া হয়েছিলো যে, কারোরই বোঝার উপায় ছিলো না এই এলাকায় মাটির নিচে পাতালফাঁদ আছে, আছে অন্যকোনো সামরিক আয়োজন।

আলী পাকাসড়ক বরাবর মাইন বিছিয়ে রাখতে পারতো, কিন্তু তা না করে করলো বড় বড় গর্ত খনন। যাতে করে শত্রুপক্ষের হামলাকারী ট্যাঙ্কগুলো হঠাৎ করে গর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে।

সকল প্রস্তুতি শেষ করার পর আলী এবং সঙ্গী মুজাহিদদের এখন অপেক্ষার পালা। কখন আসবে শত্রুদের বহর?

ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেল বিমানহামলা। এক সময় মারকাজের ওপর বিমান হামলা হলো একটানা একরাত একদিন। ফলে মুজাহিদরা বেরিয়ে এসে না পারলো খাওয়া দাওয়া করতে, না পারলো নামাজ আদায় করতে। শত্রুদের এই প্রচণ্ড হামলায় বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন, আহত হলেন অনেকে। সেইসঙ্গে বিধ্বস্ত হলো মুজাহিদদের হাতে গড়া মসজিদটিও। শত্রুবাহিনীর বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে সৃষ্টি হলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ধ্বংসাত্মক অবস্থা। পরিস্থিতি আঁচ করে আলী বললো :

– আমার মনে হচ্ছে, আজই কোনো এক সময় শত্রুবাহিনী আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং স্থলপথেই।

আর পাতালফাঁদে ধরা খেয়ে যাবে, আলীর না বলা কথাটা বলে দিলো আবদুর রহমান।

পরের দিন ঠিকই সকাল এগারটার দিকে শত্রুবহরের উপস্থিতির খবর দিলো মুজাহিদরা।

আলী শত্রুবহর মোকাবেলার জন্য আগের থেকে নব্বইজন মুজাহিদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল। তাদের কাজ ছিল কায়দা করে শত্রুদেরকে পাতাল ফাঁদের আওতায় নিয়ে আসা এবং আটক করা। নব্বাইজনের বিশজন ছিলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে; বাকি সত্তরজন ছিলো সুবিধামতো অবস্থানে এবং সংঘবদ্ধভাবে।

এসে পড়লো বিশাল বহর। বিশাল বহরের সহযোগিতা করার জন্য হেলিকপ্টার এবং জঙ্গিবিমান। জঙ্গিবিমান এলো গোলাবর্ষণ করতে করতে আর হেলিকপ্টার এলো চক্কর দিতে দিতে।

শত্রুবহরের কয়েকটি ট্যাংক পাতালফাঁদের কাছে আসতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলো গর্তের ভেতর। বিপদটা টের পেয়ে থেমে গেল বহর। এবং শুরু করে দিলো এলোপাতাড়ি গোলাগুলি। হেলিকপ্টারগুলো জোরদার করে আকাশ টহল।

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদরা নিরাপদ পরিখায় বসে দেখতে থাকলো হানাদারের পতন।

শত্রুসৈন্যরা ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ি থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করতেই যে বিশজন এদিকে ওদিকের পরিখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো, তারা বেরিয়ে এলো এবং গুলি করতে করতে পাতালফাঁদের দিকে পিছু হটতে লাগলো। শত্রুসৈন্যদের কয়েকজন দেখামাত্রই ধাওয়া করলো তাদেরকে। অন্যান্য মুজাহিদরাও এসময় আক্রমণ শুরু করলো এমনভাবে যেনো শত্রুসৈন্যরা পাতালফাঁদের দিকেই যেতে থাকে।

ফলে মুজাহিদদের ধাওয়া করতে গিয়ে শত্রুসৈন্যরা ক্রমাগতভাবে পাতাল ফাঁদের দিকেই চলে যেতে থাকে এবং একসময় হারিয়ে যায় ঐ পাতালফাঁদের মধ্যেই।

শত্রুসৈন্যদের যে অংশটা পাতালফাঁদের দিকে যায়নি, তারা অবশ্য ফাঁদের দিকে চলে যাওয়া সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করে করে একসময় তাদেরকে খুঁজতে পাতালফাঁদের দিকেই যাত্রা করলো এবং অবশেষে হারিয়েও গেলো।

শত্রুসৈন্যদের অবশিষ্ট যারা ছিলো ট্যাংক, সাঁজোয়া ও অন্যান্য গাড়িতে। সুযোগমতো মুজাহিদরা এইবার তাদের ওপর আক্রমণ চালালো রকেট লাঞ্চার এবং মেশিনগান দিয়ে। আগুন ধরে গেলো কয়েকটি গাড়িতে এবং ট্যাঙ্কে। এবার ফিরে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো শত্রুসৈনরা। কেননা মুজাহিদদের চতুর্মুখী আক্রমণের হাত থেকে তখন জীবন নিয়ে ফিরে আসা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার।

শত্রুদের অধিকাংশ সৈন্য এ যুদ্ধে মারা যায়। বাকিরা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে যায়, কিছু করে আত্মসমর্পণ।

শত্রুদের গোটা বহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মুজাহিদদের আনন্দের সীমা থাকে না। তারা নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়।

আলী কালবিলম্ব না করে সাফল্যের পুরো খবরটা ওয়ারলেসের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারকে জানায়। চিফ কমান্ডার খুবই খুশি হন এবং আলীর বাহিনীকে মোবারকবাদ জানান।

গোটা বহর নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর পেয়ে হতবাক হয়ে যায় রুশবাহিনীর অফিসাররা। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলো না কোনো কিছুই। তাদের সৈন্যবহর কোথায় গেলো? কোথায় গেলো তাদের লাশগুলো পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

ছত্রিশ

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সৈন্যবহরটির জন্য রুশসেনারা আরো একটি বহর পাঠায়।

কিন্তু এ বহরটিও প্রথম বহরটির মতো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় যায়। তবুও তৃতীয় বহর পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে। তবে এও সিদ্ধান্ত করে যে তৃতীয় বহর পাঠাবার আগে, পাতালফাঁদের এলাকায় একটি সুদক্ষ কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণের কাজটা সেরে নেবে।

সিদ্ধান্ত মত পর্যবেক্ষণদল আসে। কিন্তু পাতালফাঁদের গোলাকধাঁধায় হারিয়ে যায় চিরতরে।

অথবা মারা পড়ে মুজাহিদদের হাতে। শেষ পর্যন্ত পাতালফাঁদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের খায়েশ মিটে যায় রুশবাহিনীর। অগত্যা তৃতীয় বহর পাঠাবার সিদ্ধান্ত মুলতবি করে জোরদার করে বিমান হামলা।

আসলে পাতাল ফাঁদের গোলকধাঁধায় পড়ে রুশ সৈন্যদের কয়েক হাজার খতম হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে যায় হানাদারবাহিনী। মুজাহিদদের এতো বড় সাফল্য তাদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে আলীর ওপর। রুশ কমান্ডারদের মিটিং বসে কাবুলে।

আলোচনায় আলীর বিষয়টিই প্রাধান্য পায়। এক কমান্ডার চিৎকার করে বলতে থাকে,

– আলীর কেন্দ্রটি দখল করার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ছি, বারবার চেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি প্রতিবারই। এবারও : আমরা পরপর তিন বার নাস্তানাবুদ হলাম ঐ ছোকড়া কমান্ডারের হাতে। ওটাতো মানুষ না ও একটা আস্ত জিন।

অন্য এক কমান্ডার বললো,

– জিনটিন না একটা ভয়ানক দস্যু, কী সর্বনাশ! কে-জি-বি আর খাদের দফতরে যেখানে একটা চড়ুই পর্যন্ত ঢুকতে পারে না, সেখানে ঢুকে পড়লো ঐ মুজাহিদদের বাচ্চাটা এবং মেজর ফাইয়াজ এবং তার সাথীদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলো। আমরা কিছুই করতে পারলাম না।

এভাবে একে একে সব কমান্ডারই ঝাল ঝাড়ে আলীর ওপর। সুতরাং রুশবাহিনীর প্রধান কমান্ডার ঘোষণা দেয় :

যে ব্যক্তি আলীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দশ লাখ রুবেল পুরস্কার দেয়া হবে। আর যে দিতে পারবে পাতালফাঁদে হারিয়ে যাওয়া বহর দুটোর তথ্য তাকে দেয়া হবে পুরস্কার পাঁচ লক্ষ রুবেল।

www.nagorikpathagar.org

রাতের অন্ধকার তখন সর্বত্র। আলী, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইসলাম এবং অন্যান্য মুজাহিদরা কথাবার্তায় মশগুল। একপাশে অন করা রয়েছে রেডিও। এক সময় শুরু হয় রাতের খবর। প্রথমে প্রতিবেশী দেশটার ওপর ব্যাপক বোমা হামলার। তা বেসামরিক এলাকার ওপর, নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর। আলী মন্তব্য করলো :

– নাস্তিক রুশ হায়নারা কতোটা নরপিশাচ যে, অসহায় আফগান উদ্বাস্তুদের শুধু জায়গা দেবার অপরাধেই আমাদের বন্ধু প্রতিবেশীদের ওপর নির্বিচারে জুলুম করছে। তাও সাধারণ নাগরিকদের ওপর। আমার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে।

আলীর মন্তব্যে সমবেদনা প্রকাশ করে সব মুজাহিদ। গতকালের পর আজও আলী একা একা ভাবছে রুশহানাদাররা প্রতিবেশী বন্ধুদেশটির ওপর ক্রমাগতভাবে যে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিশোধ নেয়া যায় কিভাবে? এক নেয়া যায় রুশ হায়নাদের নিয়ন্ত্রিত আফগান অঞ্চলে বোমাহামলা চালিয়ে। কিন্তু তাতে তো সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং আলী সিদ্ধান্ত করলো যে বন্ধুদেশের ওপর রুশদের আক্রমণের প্রতিশোধ সে নেবে দখলদারবাহিনীর সেনাছাউনির ওপর গেরিলা হামলা এবং বোমা হামলা চালিয়ে। সেই সঙ্গে সে বোমা হামলা চালাবে এবং গেরিলা আক্রমণ করবে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত পাহাড়গুলোতেও।

আলী তার ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কয়েকজন দক্ষ মুজাহিদকে ডেকে পরামর্শ করে নিলো। আলীর সাথে সবাই একমত হলো।

রুশহানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা কিছু সাঁজোয়া যান ছিলো আলীদের কাছে। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে সেনাছাউনির ওপর আক্রমণ চালানো প্রায় অসম্ভব বলে আলী নিলো নতুন পরিকল্পনা। এবং ঐ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সে সংগ্রহ করা শুরু করলো ঘোড়া এবং মোটরসাইকেল। বিশটির মতো ঘোড়া, পনেরটির মতো মোটরসাইকেল জোগাড় করে সে তৈরি করলো অভিনব অপারেশন টিম।

ঘোড়সওয়ার বাহিনী রুশ ব্যারাকগুলোর ওপর আক্রমণ করতে লাগলো রাতে এবং ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে অস্ত্র, গোলা বারুদ এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ফিরেও আসতে লাগলো।

মোটরসাইকেল বাহিনী হামলা চালাতে লাগলো দিনের বেলায়। থানার ওপর পুলিশ ফাঁড়ির ওপর সরকারি দফতরের ওপর। এবং হঠাৎ হঠাৎ বজ্রপাতের মতো। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়লো হানাদাররা। তারা তাদের পাহারা বাধ্য হয়ে শহরের বাইরের দিকে জোরদার করলো।

www.nagorikpathagar.org

একসময় ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবং মোটরসাইকেল বাহিনী রুশহানাদারদের জন্য হয়ে উঠলো এক মহাত্রাস, দুঃস্বপ্নের মতো এক মহা আতঙ্ক।

ইতোমধ্যে আলী খবর পেলো আগামী সপ্তাহে রুশহানাদাররা তাদের বিপ্লববার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এবং এ উপলক্ষে তারা আয়োজন করেছে প্যারেড, কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলী এই সুযোগেরই সন্ধান করছিলো। সে অনুষ্ঠান পথে মাইন পুঁতে, টাইমবোমা স্থাপন করে ওঁৎ পতে রইলো। ওঁৎ পেতে রইলো চিরদিনের জন্য নাস্তিক জালেমদের উল্লাস শেষ করে দেবার লক্ষ্যে।

সুতরাং মুজাহিদদের একান্ত আপনজন গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমস্ত তথ্য আলীকে দেয়ার জন্য নির্দেশ করলো। অন্য দিকে আলী দু'জন মুজাহিদকে রাজধানী শহরের কোনো এক গলিতে ঘর ভাড়া করে থাকার জন্য পাঠিয়ে দিলো। এবং এইসব পরিকল্পনার কথা আলী মাত্র তেরোজনের মতো মুজাহিদকে জানালো এবং এও জানালো যে, এই মারাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে তাদেরকেই।

আলী ক্যাম্পের কমান্ডারদের কাজ ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়ে অভিযান সফল করার জন্য দু'দিন আগেই রাজধানীতে হাজির হয়ে গেলো।

রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করার সময় আলী আবদুর রহমানকে অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে একদিন আগে পৌছাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলো। নির্দেশ দিয়ে গেলো সাথে করে হাত গ্রেনেড, টাইম বোমা এবং রুশসেনাদের ব্যবহৃত কিছু সামরিক উর্দি নিয়ে যাবার জন্য। আলী এক অসুস্থ বৃদ্ধের বেশ ধরে শহরে প্রবেশ করে পূর্বে পাঠানো মুজাহিদদের ভাড়া করা বাড়িতে গিয়ে উঠলো। উঠেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিলো বাড়িটি। তারপর গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে, বিপ্লববার্ষিকীর গোটা কর্মসূচির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিলো এবং ভাড়া করা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে টাইমবোমা পুঁতবার জায়গাগুলোরও একটা নকশা করে নিলো।

ভাড়া করা বাড়িটিতে আবার ফিরে এলো আলী এবং কোনো রকম সময় ব্যয় না করে সংগ্রহ করলো দুই গ্যালন পেট্রোল এবং দু'টি চাটাই।

সঙ্গে সঙ্গে বিশটির মতো বিজ্ঞপ্তিও লিখলো সাদা কাগজে। বিজ্ঞপ্তির ভাষা হলো এই রকম– যে সমস্ত ব্যক্তি বিপ্লববার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করবে কেবল তারাই দায়ী থাকবে কোনো অঘটন ঘটার জন্য।

বিজ্ঞপ্তিগুলো নিয়ে আলী নিজেই বেরিয়ে পড়লো। এবং পড়তে পারে না এমন চারজনকে কিছু পয়সা দিয়ে লাগাবার জন্য লাগিয়ে দিলো।

www.nagorikpathagar.org

আলী একজনকে দিয়েই ঐ বিশটি পোস্টার লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতো কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগবে এবং সময় বেশি লাগলে গোয়েন্দাদের চোখে পড়বে বলে ঐ চারজনকে দিয়েই লাগাবার ব্যবস্থা করলো সে।

কিছু সময়ের মধ্যে সব পোস্টারই লাগানো হয়ে গেলো।

আলী ভাড়াবাড়িতে আবারও ফিরে আসার আগেই আবদুর রহমান তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। এবং সবাই মিলে বিশ্রাম করলো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

পুনরায় ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যম আলী জেনে নিলো বিপ্লববার্ষিকীর সকল কর্মসূচি। তিনি জানালেন বিপ্লববার্ষিকীর সকল কর্মসূচি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য সারা শহরে কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে র‍্যালি এবং আনন্দ মিছিল যেনো উৎপাতহীনভাবে শেষ করা যায়, সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আপনার বিজ্ঞপ্তি পাঠের পর শহরে প্রবশেকারী প্রত্যেককেই তল্লাশি করা হচ্ছে, কাউকেই রেহাই দেয়া হচ্ছে না।

আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে আরো প্রশ্ন করলো :

রাস্তায় ঝাড়ু দেবার কাজ শুরু হয় কখন?

ক্যাপ্টেন জানালেন, ভোর রাতের দিকে। অবশ্য আজ রাস্তায় ঝাড়ু দেবার কাজের তদারকি করছে খোদ রুশবাহিনী।

সাঁইত্রিশ

আবদুর রহমানের কাছে অনেকগুলো টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা কেমন কেমন লেগেছিলে তাই ইতস্তত না করে সরাসরি আলীকে জিজ্ঞেস করলো।

– খোদ গোয়েন্দা প্রধানই যখন আপনার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী তখন শুধু শুধু বাড়িভাড়া না করে ঐ গোয়েন্দা প্রধানের বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন। তাহলে তাতে যোগাযোগের আরো সুবিধা হতো, ঝুঁকি বাড়তো না।

আলী উত্তরে বললো :

যোগাযোগের ঝুঁকি কমতো হয়তো কিন্তু সমস্যা বাড়তো অন্য দিক থেকে। আমরা অপারেশন শেষ করার পর কোনো না কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যেতো যে, আমরা যোগাযোগের কাজটা গোয়েন্দা প্রধানের বাসভবন থেকে করেছি।

www.nagorikpathagar.org

ফলে ক্ষতি হতো দুটো এক. এ বাড়িটির ধ্বংস হওয়া। দুই. গোয়েন্দা প্রধানের ধরা পড়ে যাওয়া। আপাতত আমি এতো বড় ক্ষতি চাইনি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গোয়েন্দা প্রধানের মাধ্যমে আমাদের আরো বড় কাজ করতে হবে। সুতরাং এখনই তার ধরা পড়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।

অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হলো রাত দুটোয়। ডিজেল দিয়ে ভিজানো চাটাইয়ে প্যাকিং করা হলো টাইমবোমাগুলো। এটা করা হলো টাইমবোমাগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। তাছাড়া চাটাইয়ের মধ্যে যে টাইমবোমা থাকতে পারে এ ব্যাপারে শত্রুদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য।

আলী বললোঃ

এ টাইবোমাগুলো বিস্ফোরিত হলেই বোঝা যাবে কতটা ধ্বংসাত্মক এগুলো। সুতরাং এগুলোর থেকে দুটো পুঁতে রাখা হবে কমিউনিস্টদের আবাসিক এলাকায়।

আবাসিক এলাকায় এই জন্য যে, রাজপথে পুঁতে রাখা বোমায় ওরা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আবাসিক এলাকায় পৌছবে, ঠিক তখনই বুঝতে পারবে আমাদের বন্ধুদেশের নিরপরাধ শিশু, মহিলা এবং সর্বসাধারণের ওপর নির্যাতন চালানোর নির্মম শাস্তিটা কী? হ্যাঁ, অন্য চারটি বোমা পাতা হলো শহরের প্রধান চারটি সংযোগস্থলে। যাতে এক এলাকা থেকে পালিয়ে অন্য এলাকায় যাবার সময়ও যেনো বোমা আক্রমণের শিকার হয়। রমজানের সেহেরির সময় হতে না হতেই রাজপথের প্রধান সড়কের অবস্থা দেখবার জন্য আলী এক মুজাহিদকে পাঠিয়ে দিলো। মুজাহিদ খুব দ্রুত খবর নিয়ে এলো যে, মাত্র ঝাড়ু দেবার কাজ শুরু হয়েছে।

চারজনকে আলী সুইপারড্রেস এবং বাকি মুজাহিদদের সামরিক উর্দি পরার নির্দেশ দিলো। আলী নিজে সুইপার ড্রেস পরে নিলো। এবং খুলে ফেললো আগের বুড়ো রোগীর ছদ্মবেশ।

আবদুর রহমানকে করা হয়েছিলো সামরিক উর্দিওয়ালাদের প্রধান। সুতরাং প্রধান সড়কে পৌছেই সে কয়েকজন সামরিক অফিসারের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই গল্প জুড়ে দিলো। আবদুর রহমানদের কেউ সন্দেহ করতে পারলো না। বিশেষ করে আবদুর রহমান যখন সরকার নিয়োজিত কয়েকজন ঝাড়ুদারকে ধমক দিয়ে বললো ভালোভাবে কাজ করো, পছন্দ হচ্ছে না তোমাদের কাজ। তখন সন্দেহের আর কোনো কারণই থাকলো না।

আবদুর রহমানের কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সরকারি ঝাড়ুদারদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে টাইমবোমা পোঁতার কাজ লাগিয়ে দিয়েছিলো ঝাড়ুদারবেশী

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদদের। ঐ জায়গাগুলো থেকে আবদুর রহমান রুশ এবং তাদের তাঁবেদার সৈন্যদেরও অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলো এই বলে যে, আমি এদিকটা দেখছি, তোমরা আরো সামনে গিয়ে অবস্থান নাও। সরকারি সৈন্যরা এবং রুশ সৈন্যরা তার কথা মেনেও নিয়েছিলো তাঁকে উর্ধ্বতন অফিসার মনে করে।

হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা চলে যাবার পর ক্ষিপ্রতার সাথে আলী সুইপারের ছদ্মবেশে ফুটপাথের ইট তুলে ফেললো, এবং নৈপুণ্যের যোগ্যতায় চাটাইসহ চারটি টইমবোমা সেখানে বসিয়ে তুলে ফেলা ইটগুলো ঠিকঠাক করে ঝাড়ু দিয়ে দিলো। তারপর কমিউনিস্ট কলোনির ভেতরেও দুটো টাইমবোমা লুকিয়ে রেখে এলো। ভাড়াকরা বাড়িতে এসে সবাইকে নিয়ে আলী পরামর্শ করতে বসলো। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত করলো আনন্দ মিছিলের অগ্রভাগে থাকবে সাঁজোয়া যানের বহর, থাকবে ট্যাঙ্কবাহিনী, থাকবে অন্যান্য গাড়ির বহর, থাকবে মার্চ ইউনিট। এখন কোনো কারণে যদি এসব বহর, বিশেষ করে সেনাসদস্যদের মার্চ ইউনিট টাইমবোমার আওতার বাইরে পড়ে যায় তাহলে আমরা পেছন দিক থেকে গ্রেনেড হামলা চালাবো।

হুঁশিয়ারির বিজ্ঞাপন খুব দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে গেলো। ফলে সাধারণ আফগানিরা মোটেই এলো না অনুষ্ঠানে। মুজাহিদদের হামলার আশঙ্কায় গোটা জনতা বিপ্লববার্ষিকীর অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেলো। কেবল জাঁকজমকপূর্ণভাবে যোগদান করলো হানাদার বাহিনী ও কমিউনিস্ট লোকজন। শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে।

একেবারে সামনে রয়েছে রুশবাহিনী, সঙ্গে আফগান সরকারি বাহিনী। তাদের হাতে রাশিয়ার পতাকা, লেনিন-গর্ভাচেভের ছবি আঁকা ব্যানার এবং পোস্টার। অবশ্য কমিউনিস্টরা প্ল্যাকার্ড বহন করছিলো বেশি পরিমাণে।

সম্মিলিত শ্লোগানে শ্লোগানে তারা কাঁপিয়ে তুলছিলো পরিবেশ। তারা তালে তালে উচ্চারণ করছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন অমর হোক, গর্ভাচেভ দীর্ঘজীবী হোক, লেনিনের আদর্শ অমর হোক, মৌলবাদীরা ধ্বংস হোক, বিপ্লব বার্ষিকী সফল হোক ইত্যাদি।

প্যারেড স্কোয়ারের দিকে অগ্রসরমান এ শোভাযাত্রার কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীরা নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে উল্লাস করছিলো। এদেরকে আবার অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করছিলো নেতারা। বক্তৃতায় কখনো কখনো লেলিনকে নবী (সা.)-এর চেয়েও কয়েকগগুণ বেশ মর্যাদাবান বলে আখ্যায়িত করছিলো। সম্পূর্ণ সতর্কতায় টহল দিচ্ছিল টহলরত সৈন্যরা।

www.nagorikpathagar.org

শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছিল মন্থর গতিতে। ধীরে ধীরে অজগরের মতো। নিরাপদে অবস্থান নিয়েছিলো মুজাহিদরা, তারা সময় নিয়ন্ত্রক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বোমা ফাটবার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। শোভাযাত্রা টাইমবোমার স্থানে পৌঁছবার আগেই যদি এগুলো ফুটে যায় তাহলে তো উদ্দেশ্যের সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আলীর মধ্যে ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা বেড়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেলো কি এক অজানা কারণে সাঁজোয়া যানের বহর এবং ট্যাঙ্কের বহর একটু দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মূল মিছিলটিও একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলো। এগিয়ে গেলো টাইমবোমাগুলোর কাছাকাছি। আলী আবারও সময় নিয়ন্ত্রক ঘড়ির দিকে তাকালো। অকস্মাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো টাইমবোমাগুলো, উড়তে লাগলো ট্যাঙ্ক বহর, সাঁজোয়া বহর এবং টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মিছিলে অংশগ্রহণকারী লোকগুলো। ডাস্টবিনে পেট্রল ঢেলে দেয়া হয়েছিলো বলে বিস্ফোরণের আগুন দাবানলে পরিণত হলো। কমিউনিস্ট কলোনিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যেই খোদাদ্রোহী নাস্তিকদের অহঙ্কারী শ্লোগান থেমে গেলো।

আর্তনাদ করতে করতে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো কমিউনিস্টরা। মানুষের চাপে পেছনে হটবার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। ফলে সামনে যেতে চাইলো অসংখ্য লোক। এ সময়ে আরো দুটো টাইমবোমা বিস্ফোরিত হলো। উল্টে পড়লো বাকি ট্যাঙ্কগুলো। নিরাপদে অবস্থানকারী মুজাহিদরা এবার ছুঁড়তে লাগলো হাতবোমা। দুশমনদের লাশ তড়পাতে লাগলো রাজপথে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলো আকাশ। পাশের বাড়িগুলোতেও ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে।

হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়ার সময় টহলরত কয়েকজন শত্রুসৈন্য আলীদের দেখতে পেয়ে তীরের মত ছুটে আসতে লাগলো। আলী সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মরলো হ্যান্ডগ্রেনেড এবং চিৎকার করে সঙ্গী মুজাহিদদের বললো তোমরা এখনই পালাও যেদিকে পার পালাও। শহরের বাইরে চলে যাও।

আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ছোট্ট এক গলির মধ্যে। দৌড়াতে লাগলো প্রাণপণ। হঠাৎ সামনে পড়লো বিশাল দেয়াল ঘেরা বাড়ি। পেছনে তাকিয়ে দেখে শত্রুসৈন্যরা ধেয়ে আসছে। পালাবার আর কোনো পথ নেই। নির্ঘাত মৃত্যু এখন সামনে পেছনে চতুর্দিকে।

পাশে তাকিয়ে দেখলো অন্য একটি বাড়ির গেট খোলা। ঢুকে পড়লো ভেতরে। এক বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন কী বেটা, কি চাই এখানে?

আলী বললো, কিছু না মা, রুশবাহিনী আমাদের পিছু লেগেছে, গ্রেফতার করতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধা বললেন : তার মানে তোমরা মুজাহিদ! আলী কোনো রকম দ্বিধা না করেই বললো :

হ্যাঁ মা, আমরা মুজাহিদ। বৃদ্ধা দ্রুত তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেনঃ কোনো ভয় নেই বেটা, বিশ্রাম নিতে থাকো, আমি সামাল দিচ্ছি।

বৃদ্ধা মা পরম যত্নে দুপুরের খাবার খেতে দিলেন দু'জনকে এবং বললেন, বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ, সারা শহরে তল্লাশি চলছে। কড়া প্রহরা শুরু হয়েছে পথে পথে। রাতে ছাড়া বের হবার সুযোগ পাবে বলে মন হয় না। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই আমি তোমাদের খবর দেবো।

আলী ও আবদুর রহমান রাতের অপেক্ষায় থাকলো। বৃদ্ধা মা সন্ধ্যা হতে না হতেই খেতে দিলেন।

খাওয়া মাত্র শেষ হয়েছে। কড়া নাড়ার শব্দ হলো। বৃদ্ধা মার কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ সকাল থেকে কোথায় ছিলে? সারা শহরে ভয়ানক গণ্ডগোল চলছে অথচ তোমার কোনো খবরই নেই।

জবাব এলো। সন্ত্রাসীরা সারা শহরে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ মারা পড়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশি। সেবা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলো। আমিও খানিকটা আহত হয়েছি আম্মিজান।

বৃদ্ধা মা ও তার ছেলের কথাবার্তা শুনে উদ্বিগ্ন হলো আলী এবং আবদুর রহমান দু'জনই। আবদুর রহমান ফিসফিসিয়ে আলীকে বললো :

বৃদ্ধা মা তো আমাদের সাথে চমৎকার ব্যবহারই করছেন। কোনো মতলব নেই তো? আলী বললো :

উদ্বেগের কিছু নেই, ধৈর্য ধরতে হবে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন।

আটত্রিশ

বৃদ্ধা মা তার ছেলেটিকে আবারও বললেন :

আমি তোমাকে কতোবার বলেছি, নাস্তিক কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশো না, ঈমান এবং আমল বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের দরকার নেই, আমাকে আল্লাহর কাছে লজ্জিত করো না তুমি। আমার মৃত্যুর পর তোমার আব্বাকে আমি কি জবাব

www.nagorikpathagar.org

দেবো বেটা, যিনি কাফের বেদ্বীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের আজাদি এবং দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আফসোস! তার ছেলে হয়ে তুমি আজ বেঈমানদের সহযোগিতা করে যাচ্ছো! বৃদ্ধা মায়ের কথা বরদাস্ত করতে পারলো না ছেলে। জাত কমিউনিস্টদের মতো উদ্ধত হয়ে উঠলো এবং চিৎকার করে বলে বসলো :

– আম্মি, আমি তোমাকে বারবার বলেছি, চৌদ্দ'শ বছর আগের বস্তাপচা কিসসা-কাহিনী আমাকে শোনাবে না, ওসব আমার একেবারেই সহ্য হয় না; তোমার খোদার কথা, তোমার রাসূলের কথা, তোমার ইসলামের কথা শুনলে গায়ে আগুন ধরে যায় আমার।

ছেলের কথায়, নাস্তিক ছেলের কথায় বৃদ্ধা মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

– আল্লাহ ছাড়া তোমাকে বোঝাবার আর কেউ নেই।

দরজা বন্ধ করা ঘরটির দিকে হঠাৎ নজর পড়লো ছেলেটির এবং খানিকটা বিস্ময় নিয়ে এক পা দু' পা করে সেদিকে এগোতে থাকলে বৃদ্ধ মা পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং বললেন :

– এদিকে যাবে না, কোনো দরকার নেই তোমার ওদিকে।

ছেলেটি জবাব দিলো :

– কেন? ও ঘর তো আমাদেরই, যাবো না কেন? যাবোইতো।

এবার মায়ের কণ্ঠে অন্যস্বর।

– না যাবে না বলছি, এক পাও দেবে না ওদিকে। যদি আর এক পাও...। বৃদ্ধা মা কথা শেষ করতে পারলেন না। সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, বীরদর্পে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেললো ঘরের দরজা এবং ভেতরে ঢুকেই মখোমুখি হলো আলী ও আবদুর রহমানের।

কমিউনিস্ট ছেলেটির বুঝতে দেরি হলো না যে এরা মুজাহিদ ছাড়া আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে পিস্তল বের করে আলী ও আবদুর রহমানের দিকে তাক করে চিৎকার দিয়ে উঠলো :

– কারা তোমরা কোত্থেকে এসেছো?

ইতোমধ্যে বৃদ্ধা মাও ঢুকে পড়েছেন ঘরের মধ্যে। আলী ও আবদুর রহমান কোনো জবাব দেবার আগেই ছেলের কলার চেপে ধরেন এবং হ্যাঁচকা টান মেরে ঘরের বাইরে নিয়ে বললেন?

– ওদের জবাব দেবার দরকার নেই। আমিই জবাব দিচ্ছি শোনো, ওরা দেশের মর্যাদা, ওরা জনগণের অহঙ্কার, ওরা আফগান যুবক, আফগান মুজাহিদ, ওরা

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, তোমার মতো বেঈমান নয়, সামান্য ক'টি টাকার জন্য ওরা বিক্রি করে দেয়নি ঈমান, বিক্রি করে দেয়নি দেশপ্রেম।

– ভীষণ লজ্জা, ভীষণ ঘৃণার কথা আম্মা। যে ডাকাতদের, যে সন্ত্রাসীদের আমরা সারা শহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরছি তাদেরকে আমাদেরই ঘরে আশ্রয় দিয়েছো তুমি? আমি এখনই পুলিশ ডাকছি।

এরকম বলতে বলতে ছেলেটি বাড়ির বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

ঠিক যখনই আলী এবং আবদুর রহমান হঠাৎ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছিলো, তখনই বৃদ্ধা মায়ের একমাত্র মেয়ে তাহেরার চোখে পড়েছিলো ব্যাপারটি। এবং তখন থেকেই সে আলী এবং আবদুর রহমানের উদ্ধারের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলো, সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো ঘরে বাইরে কিন্তু তাহেরার এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের খবর কেউই পায়নি। না বৃদ্ধা মা, না আলী, না আবদুর রহমান। এবং কেউ ধারণাও করতে পারেনি।

ভাইয়ের মুখে পুলিশের কথা শোনামাত্রই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তাহেরা এবং বললো :

কিছুতেই তোমাকে এ পাপ করতে দেবো না ভাইয়া, জান থাকতে না।

তাহেরার কথা শুনে কমিউনিস্ট ভাইটি অবাক হয়ে গেলো। তবু আদরের বোনটিকে বোঝানোর জন্য বললো :

– তাহেরা বোকাদের মতো কথা বলো না, বুঝতে চেষ্টা করো। যাদের বোমা হামলায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলছো, প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে কথা বলছো, বিপ্লবের বিরুদ্ধে কথা বলছো, আমার একটাই কথা শত্রুদের ক্ষমা করতে পারবো না।

তাহেরা প্রতিবাদ করলো :

– রুশ হানাদাররা যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করছে; এইতো সেদিন আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু দেশটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে তোমরা যে বোমা হামলা করলে এবং মারা গেলো অসংখ্য বনি আদম এগুলো বুঝি তোমাদের চোখে পড়ে না, ওরা বুঝি মানুষ নয়।

– যা খুশি তাই বল। আমি ওদের ধরিয়ে দেবোই। ধরিয়ে দিলে দুটো লাভ– শত্রু খতম, পুরস্কার পাওয়া। জানিস, ওদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার আমাকে এক লাখ টাকা দেবে। এ রকমই ঘোষণা দিয়েছে সরকার। টাকাটা হাতে এলেই আমি তোর জন্য এমন সুন্দর এবং সর্বাধুনিক অলঙ্কার কিনবো যা তুই কখনো চোখেই দেখিসনি।

www.nagorikpathagar.org

বোনকে কথাগুলো বলেই পুলিশের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো রুশহানাদারদের দোসর কমিউনিস্ট ভাইটি।

তাহেরার চোখে মুখে এখন অন্য ভাষা। ভাইয়ের পথরোধ করে দাঁড়ালো সে এবং কঠোর কণ্ঠে বললো,

- ভাইজান যে অলঙ্কার মুজাহিদের রক্তে হবে রঞ্জিত, যে অলঙ্কার কেনা হবে ঈমান এবং দেশপ্রেম বিক্রয় করে সে অলঙ্কার আমি চাই না; সে অলঙ্কারকে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে উপেক্ষা করি, ঘৃণা করি।

ভাইজান, আল্লাহর কাছে লজ্জিত করতে তোমার কি একটুও বাধে না। তুমি আর আমাদেরকে হাসির পাত্র বানিও না, কলঙ্কিত করো না সমাজের কাছে। এতো তোমার দেশদ্রোহ, ইসলাম উৎখাতের তৎপরতা অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য হয় না। তবু তোমাকে অনুরোধ করি মুজাহিদদের তুমি ধরিয়ে দিও না, আল্লাহ সইবেন না।

তাহেরাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে নাস্তিক ভাই বলে উঠলো, বোকা কোথাকার! যত্তসব হেঁয়ালি তোর।

তাহেরা হঠাৎ ঘরের দিকে দৌড় দিলো এবং বেরিয়ে এলো চকচকে চাকু হাতে। এবং আবারো দাঁড়ালো পথরোধ করে।

পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললো :

- তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ভাইজান, আমার হাতে এটা কী? আমার অনুরোধ যদি না রাখো তাহলে দ্বীনের স্বার্থে আমি তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করবো, ছিন্ন করবো ভাই বোনের বন্ধন। দরকার হলে তোমার মতো ধর্মদ্রোহী ভাইকে আজ আমি হত্যাও করতে পারি। তবু আমি আমার চোখের সামনে মুজাহিদরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দেবো না।

বোনের কথায় কমিউনিস্ট ভাইয়ের মাথার আগুন চড়ে গেলো এবং প্রচণ্ড জোরে এক থাপ্পড় মেরে দিলো তাহেরার গায়ে। পেছনে ছিটকে পড়ে গেলো তাহেরা। বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালো আবার। বাঘিনীর মত রাগে গরগর করতে লাগলো সে। ততোক্ষণে ভাইও উদ্যত হয়েছে। রক্তের লালিত নেশা তার চোখে মুখে। কিন্তু তাহেরা সে সুযোগ আর না দিয়ে চকচকে ছোরাটিকে কাজে লাগালো। ঢলে পড়লো রুশহানাদারদের দালাল ভাইটি। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেলো নাস্তিক ভাই।

তারপর তাহেরা তার মাকে বললো; আম্মি আমার, আমি দুঃখিত, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না, ওকে না মারলে মুজাহিদদের তো পুলিশের হাতে

www.nagorikpathagar.org

ধরিয়ে দিতোই, আমাদেরও ছাড়তো না। আম্মি, দ্বীনের দুশমন কোনো মুসলমান মায়ের পুত্র হতে পারে না, কোনো মুসলমান বোনের ভাইও হতে পারে না।

আম্মি, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে এই ভেবে যে, আজ যদি সে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হতো তো শহীদের বোন হিসেবে আজ আমি গর্ব করতে পারতাম।

তাহেরার কথা শুনে আম্মি বললেন : বেটি, দুঃখ করো না তুমি যা করেছো দ্বীনের স্বার্থেই করেছো, দোয়া করো আমি যেনো ধৈর্য ধরতে পারি।

খানিক বাদে বৃদ্ধা মা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আলী এবং আবদুর রহমানকে বললেন : বেটা চতুর্দিকে এখন অন্ধকার। এই আঁধারেই তোমাদের নেমে পড়া দরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে চলে যাওয়া উচিত। তা না হলে, এমনও তো হতে পারে যে রুশহানাদার কোনো গোয়েন্দা গ্রুপ খুঁজতে খুঁজতে এখানেই এসে পড়বে এবং খোদা না খাস্তা তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

উনচল্লিশ

আম্মাজান, একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে আপনি আপনার একমাত্র ছেলেকে চিরকালের জন্য বিদায় জানাতে দ্বিধা করলেন না, আমরা বেঁচে গেলাম, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আলীর কথা শেষ হলো না। বৃদ্ধা মা বলে উঠলেন:

নিজের দ্বীন, নিজের আদর্শ এবং নিজের দেশের জন্য যে ছেলে কাজে আসে না, সে ছেলে আমার ছেলে হতে পারে না। বরং আমার ছেলে হচ্ছে তারাই, যারা আমার দ্বীন এবং যারা আমার দেশের জন্য লড়াই করে জীবন দিচ্ছে।

এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন বৃদ্ধা মা। তারপর ছেলের লাশের প্রতি আঙুল তুলে বললেন : এটা আমার ছেলে নয় বেটা, এটাকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

আম্মাজান, যাদেরকে আপনার ছেলে বলে পরিচয় দিলেন, কোনো অসুবিধায় পড়লে আশা করি আপনি তাদের স্মরণ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।

মাত্র এতোটুকু বলেই আলী বাড়ির বাইরের পথের দিকে পা বাড়ালো কিন্তু বাড়ির গেট পর্যন্ত এসে আবদুর রহমান ঘুরে দাঁড়ালো এবং ঘরের দিকে ফিরে গেলো। বারান্দা পর্যন্ত আসতে না আসতে পেয়ে গেলো তাহেরাকে। তাহেরার সারা শরীর তখন চাদর দিয়ে ঢাকা। আবদুর রহমান তাকে বললো :

www.nagorikpathagar.org

তাহেরা, আমি এক রুশ মুসলমান, যে দ্বীনের খাতিরে তুমি তোমার নিজের ভাইকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারোনি, চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেছো, সেই দ্বীনের খাতিরেই আমি তোমাকে বোনের মর্যাদা দিতে চাই। আফগান ভাইয়েরা বোনের জন্য কতোটুক কি করে তা আমি জানি না, তবে খুব বড় গলায় একথাটা বলতে পারি আমি তোমার জন্য আমার জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে পরি।

এতক্ষণে বৃদ্ধা আম্মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবদুর রহমান এবার তাঁকে উদ্দেশ করে বললো : তাহেরা আমাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছে, আপনি আমার মা। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বেদ্বীন হবার কারণে চিরকালের জন্য পরত্যক্ত। এখন আমার মা, আমার বোন রুটি-রুজির জন্য ঘুরে বেড়াবে, তা হতে পারে না, এই নিন আমার কাছে যা আছে তাই। এখন থেকে আমি প্রতি মাসে আমার মায়ের জন্য আমার বোনের জন্য আমার সাধ্যমত পাঠাবো।

আবদুর রহমানের কথা শুনে বৃদ্ধা মা বললেন, বেটা টাকার জন্য তো আমি তোমাদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিনি। আমি যা করেছি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। এমনকি তার সন্তুষ্টির জন্য নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। এখন আমাদের তো সেই আল্লাহই খাওয়াবেন, সেই আল্লাহই পারাবেন, দুশ্চিন্তার কিছুই দেখি না।

বৃদ্ধা মায়ের কথা শুনে আবদুর রহমান হতবাক হয়ে গেলো। তবু মুখ থেকে তার বেরিয়ে গেলো- আম্মাজান, আল্লাহর পথের সৈনিকদের জীবন রক্ষা করার জন্য আপনার ছেলেকে পর্যন্ত চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে আপনি জান্নাত পাবেন। আর ঐ বিনিময় তো আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দেয়া এ সামান্য টাকা ক'টি কোনো বিনিময় নয় বরং এক সন্তানের কিছু উপহার মাত্র যে তার মায়ের হাতে তুলে দিতে চায়। আম্মাজান এ টাকা ক'টি যদি আপনি গ্রহণ না করেন তাহলে বুঝবো যে আমি কোনো মায়ের সন্তান হবার উপযুক্ত নই; কোনো বোনের ভাই হবার উপযুক্ত নই।

আম্মা, আজ রাশিয়ার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। নিজের মা বাপ, ভাই বোনের সাথে আর কখনো দেখা হবে কি না জানি না। আফগান মুজাহিদরা আমাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছে। আমি আজ মায়ের অভাব পূরণ করতে চাই আপনার মতো মহীয়সী মহিলাকে মা বলে ডেকে, বোনের অভাব পূরণ করতে চাই তাহেরাকে বোন হিসেবে পেয়ে। কিন্তু অবস্থা এখন এমন যেনো আমি একজন রুশ মুসলমান বলেই পুত্র হবার যোগ্য নই, ভাই হবার যোগ্য নই।

আবদুর রহমানের আবেগাপ্লুত কণ্ঠ শুনে তাহেরা বলে উঠলো : আম্মা, রুশ মুসলমান ভাইটিকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। নিন, টাকাগুলো নিয়ে নিন।

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধা মা টাকাগুলা নিয়ে নিলেন।

আবদুর রহমান হাত উঁচিয়ে তাহেরাকে অভিবাদন জানালো। অভিবাদন জানালো তার মাকে।

সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে মুজাহিদদের বিদায় দিলেন মা এবং মেয়ে।

আলীরা বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শহরের বাইরে এসে পৌছলো।

এবার পথ চলতে চলতে আবদুর রহমান বলতে লাগলো-

একজন বোন দ্বীনের জন্য আপন ভাইকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে পারে, কখনো আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সত্যিই আফগান মা-বোনের কোনো তুলনাই হয় না। তাহেরা এবং তার মা ইচ্ছে করলে আজকে আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন এবং লুফে নিতে পারতেন সরকার ঘোষিত মোটা অঙ্কের টাকা কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে শুধু টাকাই নয়, বোন তার ভাইকে, মা তার ছেলেকে পর্যন্ত চিরকালের জন্য বিদায় করে দিয়েছে। আমার মনে হয় এরা বিংশ শতাব্দীর নয়, এরা ইসলামী যুগের মা, ইসলাম যুগের বোন।

আবদুর রহমানের কথা শুনে আলী বললো,

আফগান মা এবং বোনেরা দ্বীনের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। আজকের এ ঘটনাটি হয়তো তোমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এরকম ঘটনা বহুবার ঘটে গেছে। আর তাইতো আমরা সামান্য বন্দুক নিয়ে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনীর বিরূদ্ধে লড়াই করতে পারছি।

ক্রমাগতভাবে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে পারছি রুশ নামের লাল হায়নাদের মোকাবেলায়।

অবশেষে আলী এবং আবদুর রহমান ক্যাম্পে গিয়ে পৌছলো দুপুর নাগাদ। অন্যান্যরা অবশ্য অনেক আগেই পৌছে গিয়েছিলো।

রুশ বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে মুজাহিদদের আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হলো। সুতরাং সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় রুশ কর্নেল জেভোনকের পক্ষ থেকে কাবুলে জরুরি মিটিং তলব করা হলো। সব উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা হাজির হলেন। আলীর বিস্ময়কর অভিযানই হয়ে দাঁড়ালো তাদের মূল আলোচনার বিষয়। তবু আলোচনা হলো অশ্বারোহী ও মোটরসাইকেল অভিযান নিয়েও।

কর্নেল জেভোনক ইশতেহার জারি করলেন :

www.nagorikpathagar.org

যে কেউ আলীকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাঁকে দেয়া হবে বিশ লাখ রুবল পুরস্কার।

এবং এই ঘোষণা শহর নগর গ্রাম সর্বত্রই প্রচার করতে হবে।

হ্যাঁ, একটা জুতসই ইশতেহার জারি করতে পেরে কর্নেল জেভোনক তৃপ্তির হাসি হাসলেন এই ভেবে যে, এতো বড় বিশাল অঙ্কের টাকার লোভে নিশ্চয় আলীর দলেরই কেউ আলীকে ধরিয়ে দেবে।

অবশ্য এক রুশ অফিসার প্রস্তাব করলো :

আলীকে ধরার জন্য এবং মুজাহিদের ধ্বংস করার জন্য ছত্রীসেনা নামানো হোক এবং চালানো হোক স্পটনাজ আক্রমণ।

ঐ বক্তব্য শুনে জেভোনক মন্তব্য করলেন : স্পটনাজ আক্রমণের কথা অবশ্য আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উর্ধ্বতন অনুমোদন। আর সেই অনুমোদন পেতে পেতে লেগে যাবে প্রায় তিন মাস।

অন্য এক অফিসার বললো :

আলীকে ধরা না ধরার ব্যাপারটা পরের। আগে আলীরা গুপ্ত হামলা থেকে বাঁচার একটা প্রগতিশীল উপায় বের করা দরকার।

এবার জেভোনক বললো :

আপাতত আমরা বিমান হামলা আরো জোরদার করবো। আর আলীর বাহিনীর ভেতরে থেকেই গোয়েন্দা বিক্রুট করবো। অন্যদিকে স্পটনাজ আক্রমণের ব্যাপারে আগামী মাসে চিফদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

স্পটনাজ অপারেশনের খবর কাবুলে অবস্থানরত এক মুজাহিদ গোয়েন্দা গোচীরভূত হবার সাথে সাথেই সে তা আলীর কাছে পৌছে দিলো। পৌছে দিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেডকোয়ার্টার এমনকি কাবুলে শত্রুবাহিনীর গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারের সেই মুজাহিদ অনুগত কমান্ডারের কাছেও যে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখতো।

মুজাহিদ অনুগত গোয়েন্দা কমান্ডার আসলে চিফ গোয়েন্দা কমান্ডার। তিনি স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন না। তবে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি জানতেন। তিনি খবর পাবার সাথে সাথেই আলীকে জানানোর জন্য মুজাহিদ গোয়েন্দা কমান্ডারকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বললেন যে, আপনি আলীকে এ কথা খুব দ্রুত জানিয়ে দিন শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া স্পটনাজ অপারেশন থেকে রক্ষা পাবার কোনই উপায় নেই। মুজাহিদ গোয়েন্দা কমান্ডারের সাথে আলীর যোগাযোগ হয়ে গেলো খুব দ্রুত।

www.nagorikpathagar.org

চল্লিশ

মুজাহিদ গোয়েন্দা অফিসার ওয়ারলেসের মাধ্যমে আলীর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে বললো : আপনার ক্যাম্পের ওপর স্পটনাজ আক্রমণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। স্পটনাজ আক্রমণের এই সিদ্ধান্ত দু'চার দিনের মধ্যেই কার্যকর হবে। আমার কাছে এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে তথ্য এসেছে, তা যাচাই বাছাই কারার পরই আপনাকে দিলাম।

আলী স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে মুজাহিদ গোয়েন্দা অফিসারের কাছে জানতে চাইলে বললো : স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই। তবে এতোটুকু জানতে পেরেছি যে, এটা একটা ভয়াবহ আক্রমণ। এবং এর ব্যবহার পৃথিবীতে মাত্র একবারই হয়েছে।

মাত্র একদিন পরে আঞ্চলিক রুশ সেনা হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ঐ স্পটনাজ অপারেশন সম্পর্কে খবর দিলো আলীকে।

স্পটনাজ আক্রমণ সম্পর্কে আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাকে জিজ্ঞেস করলে তেমন কিছুই বলতে পারলেন না তিনি।

আলী বিষয়টি নিয়ে আবদুর রহমানের সাথে আলাপ করলো। ঘাবড়ে গেলো আবদুর রহমান এবং বললো : স্পটনাজ অপারেশনের সংবাদ আমাদের জন্য সত্যিই ভয়াবহ দুঃসংবাদ। এ সংবাদ শুনলে আমেরিকার সৈন্যরাও ভয়ে আঁতকে ওঠে। রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর্মি ইউনিট হচ্ছে স্পটনাজ ফোর্স।

আবদুর রহমান আরো বললো :

স্পটনাজ ফোর্সের সদস্যদের জন্তু জানোয়ারের মতো করে গড়ে তোলা হয়। এরা পশুর চেয়েও মারাত্মক, পশুর চেয়েও রক্তপিপাসু, পশুর চেয়েও হিংস্র। চরিত্রহীন দুর্ধর্ষ লম্পট কিশোরদের এনেই এ ফোর্সে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর থেকে এদের আর ছুটি নেই। এদের বসবাস করতে হয় গভীর জঙ্গলে। এদের প্রতিদিনের ওঠা-বসা অজগর হায়না ভাল্লুক সিংহদের পরিবেশে। সভ্যতা ভদ্রতা থেকে এদের রেখে দেয়া হয় অনেক অনেক দূরে। পাথর ভাঙ্গার মতো পরিশ্রম, খুন করার মতো নির্মমতা, লাগাতার উপোস থাকার মতো কষ্ট এদেরকে দিয়ে করানো হয়। এরা যেনো মানবতার সমগ্র সৌন্দর্য নষ্ট করে দিতে পারে এমন দানব করে তৈরি করা হয়। এদেরকে খেতে দেয়া হয় জীব জানোয়ারের কাঁচা গোশত, রক্ত। সবরকমের হৃদয়বোধ থেকে এদের পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হয়। একেকটা স্পটনাজ সদস্য জীবন্ত চিতার মতো। দু'চারটে বুলেট নিয়েই এরা দিব্যি লড়াই করতে পারে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ছেড়ে দেয় না, চিবিয়ে খায়।

www.nagorikpathagar.org

স্পটনাজ ফোর্সের সামনে আজ পর্যন্ত কেউ টিকতে পারেনি।

সব শুনে আলী বিদ্রূপের হাসি হাসলো।

আলীকে আল্লাহ দিয়েছেন অসম্ভব দৃঢ়তা, অপরিসীম সাহস, অসাধারণ খোদাভীতি, তুলনাহীন জেহাদী মেজাজ। স্বাভাবিকভাবে সে আবদুর রহমানকে বললো : ঘাবড়ে যাবার কিছুই নেই। আল্লাহ কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেনই। বিষয়টা নিয়ে তুমিও চিন্তা করো। আগামীকাল এ নিয়ে তোমার সাথে কথা হবে। পরের দিনই স্পটনাজ অপারেশনের বিষয় নিয়ে আলী ও আবদুর রহমান বসলো। আলী এক পর্যায়ে বললো :

সমস্যা যতোই জটিল হোক না কেনো সমাধান একটা বের করতেই হবে।

আবদুর রহমান বললো :

গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে, অন্তত তিন মাসের মধ্যে স্পটনাজ আক্রমণ হচ্ছে না। আমরা এ সময়ের মধ্যেই কিন্তু স্পটনাজ অপারেশন ফোর্সের মোকাবেলা করা জন্য জানবাজ মুজাহিদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারি। গড়ে তুলতে পারি এক ভয়ঙ্কর ইউনিট যারা স্পটনাজ অপারেশন ফোর্সের সব কলাকৌশল গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটি মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে বাছাই করতে হবে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান কিছু মুজাহিদ এবং ওদেরকে এখনই প্রশিক্ষণ দিতে হবে আরো উন্নতমানের সামরিক কলাকৌশল। আর এ কাজে যদি আমরা আদৌ সময় নষ্ট না করি তাহলে খুব তাড়াতাড়িই দুর্ধর্ষ বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

সত্যি কথা বলতে কি, স্পটনাজ সদস্যদের বনজঙ্গলে পাহাড়-পর্বতের বিরূপ পরিবেশে পাঠিয়ে তারপরই না দুঃসাহসী বানানো হয়েছে অথচ আফগান মুজাহিদরা তো বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতের প্রতিকূল পরিবেশেই বেড়ে উঠেছে, কষ্ট করে জীবনযাপন করাই তো ওদের চিরকালের অভ্যাস। সেই কারণে আমার মনে হয়, এই স্বভাবজাত কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদদের যদি একবার সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দিতে পারি তাহলে স্পটনাজ তো স্পটনাজ, স্পটনাজের বাবাও কিছু করতে পারবে না। তাছাড়া মুজাহিদরা কিন্তু গেরিলা যুদ্ধটাকে একটা খেলা মনে করে। অন্যদিকে শাহাদাতের তামান্না তাদেরকে ব্যাকুল করে রেখেছে। স্পটনাজ আক্রমণের ব্যাপারে অবহিত হলে তারা আরো রোমাঞ্চিত হবে, আরো চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আলী আবারও গুরুত্ব দিয়ে বললো,

প্রত্যেক ক্যাম্প থেকে সাহসী শক্তিশালী এবং জানবাজ মুজাহিদদের নির্বাচন করে এদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুললে এরাও দুর্ধর্ষ সৈনিকে পরিণত হবে।

www.nagorikpathagar.org

স্পটনাজ ফোর্স যদি জঙ্গলের বিরূপ পরিবেশে বেড়ে উঠে থাকে, মুজাহিদরাও আফগানিস্তানের বিরূপ প্রকৃতি, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমির, পরিবেশের ভেতরেই বেড়ে উঠেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এরা যে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে আসছে, কোনো মতেই তা ফেলনা নয়। আমরা যদি পাহাড়-জঙ্গল ময়দানে এদের কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তুলি, তবে আশা করা যায় এরাও স্পটনাজ ফোর্সের চেয়ে কম দক্ষতা দেখাবে না বরং অধিক ফলপ্রসূ বিবেচিত হতে পারে।

আবদুর রহমান আলীর পরিকল্পনায় সায় দিলে আলী সকল মুজাহিদ ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করলো। এবং সকল মুজাহিদ কমান্ডারকে নির্দেশ দিলো– শক্তিশালী, সাহসী ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মুজাহিদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে। কি কি বৈশিষ্ট্যের মুজাহিদদের চাওয়া হচ্ছে, তার একটা তালিকাও সঙ্গে পাঠিয়ে দিলো আলী। তৃতীয় দিন বাছাই করা হলো বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আগত দেড়শ মুজাহিদকে। এদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পড়লো আবদুর রহমানের ওপর। এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের ওপর দিতে গিয়ে আলী বললো,

এদেরকে তিন মাসের মধ্যে এমনভাবে গড়ে তুলবে যেনো চিতার চেয়ে তেজী, সিংহের চেয়ে সাহসী হয় এবং এদের প্রশিক্ষণের জন্য যখন যা চাইবে, তাই তোমাকে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। প্রশিক্ষণের জন্য যা যা প্রয়োজন আবদুর রহমান তার একটা তালিকা দিলো, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আবদুর রহমানকে তা সরবরাহ করা হলো। যদিও সরবরাহ করাটা ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

আলীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে একটা দুর্গম পাহাড়ে শুরু হলো প্রশিক্ষণ। আলী এক পর্যায়ে আবদুর রহমানকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললো : যদিও এ প্রশিক্ষণ সব মুজাহিদদের সামনেই হচ্ছে, তবু কাউকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। মনে রাখতে হবে, এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কঠিন প্রশিক্ষণ। সুতরাং এ সম্পর্কে জানবার জন্য একটা কৌতূহল সবার মধ্যে কাজ করবে, তবুও মুখ খোলা যাবে না।

মুজাহিদদের স্পেশাল ফোর্সের জন্য আলী স্পেশাল উদ্যোগ নিলো। উদ্যোগ নিলো বেশি বেশি পরিমাণে দুধ, গোশত ও অন্যান্য খাবার সরবরাহের। এ ব্যাপারে আলীকে সহযোগিতা করলো সরকারি ডেইরি ফার্ম ও পোলট্রি ফার্ম, অর্থাৎ সরকারি ফার্মের মুজাহিদ সমর্থক কর্মকর্তারা। ঐসব সমর্থকেরা যাতে হানাদার এবং রুশীয় দালালের সন্দেহের চোখে না পড়ে, তার জন্য আলী ফার্মগুলো আক্রমণের একটা মহড়া চালালো, মহড়া চালালো খাদ্যগুদাম আক্রমণের। ফলে খুব সহজেই বিপুল পরিমাণে ছাগল ভেড়া গরু আলীর সংগ্রহে এসে গেলো। সংগ্রহে এসে গেলো প্রয়োজনেরও বেশি খাবার। প্রশিক্ষণের সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে করা হলো, যাতে কোনো ব্যাপারেই বেগ পেতে না হয়।

www.nagorikpathagar.org

শুরু হয়ে গেল পুরোদমে ট্রেনিং। আবদুর রহমান প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ দিলো দৌড়ে উচ্চ পাহাড়ে ওঠার কঠিন নিয়ম। তারপর এক এক বিরামহীন দিনভর সাঁতরানোর কায়দা, গাছ থেকে গাছে উড়ন্ত ঝাঁপ দেয়ার পদ্ধতি, চওড়া খাল লাফিয়ে পাড় হবার কৌশল, গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একই সাথে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের কানুন শিক্ষা দিতে লাগলো আবদুর রহমান।

কঠিনতম প্রশিক্ষণের সবই হাতে নিলো আবদুর রহমান। এবং প্রতিদিনই আলী তত্ত্বাবধান করতে লাগলো আগ্রহের সাথে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে চললো সে। বিশেষ করে মহড়ার সময় উপস্থিত থাকাটা আলীর প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়ালো।

প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে মোহাম্মদ ইসলাম আলী এবং আবদুর রহমানকে বললো,

আমি এমন ধরনের গ্যাস তৈরি করতে পারি, যা নিমেষের মধ্যে সমস্ত পশু-প্রাণী মেরে ফেলতে সক্ষম। কিন্তু তার জন্য কেমিক্যালস সামগ্রী দরকার। মোহাম্মদ ইসলমাকে আলী বললো, একটা তালিকা করে দাও, তোমার কি কি লাগবে তার। আর সম্ভাব্য দামটারও উল্লেখ করে দিও।

তালিকাটা প্রস্তুত করে নিতে খুব একটা বেশ সময় লাগলো না মুহম্মদুল ইসলামের। আলী তালিকা দেখে, সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সঙ্গে সঙ্গে একট বিশেষ টিম প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিলো।

একচল্লিশ

কেজিবি কর্তৃপক্ষ আত্মঘাতী তৎপরতা চালানোর জন্য মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলো। কেজিবির কৌশলটি ছিলো খুব সুক্ষ্ম ও পরিকল্পিত। গুপ্তচরবৃত্তির এই কৌশলের দু'টি দিক ছিলো। প্রথমত, আলীর মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থানরত পুরাতন মুজাহিদদের হাত করা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুজাহিদের মধ্যে প্রশিক্ষিত অনুচর ঢুকিয়ে দেয়া। উভয় দিকে কেজিবি একই সাথে কাজ শুরু করে।

একদিন তিন আফগান সরকারি সৈন্য আলীর ক্যাম্পে এসে তার সাক্ষাতের জন্য দরখাস্ত করে। ক্যাম্পের পোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, তিন আফগান সৈনিক তার সাথে দেখা করতে চায়, ওদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে। চেকপোস্টে প্রাথমিক দেহ তল্লাশির পর এ তিন আফগান সৈন্যকে আলীর দফতরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

www.nagorikpathagar.org

আফগান সৈন্যরা আলীকে জানালো তারা সরকারি বাহিনীতে চাকরি করে আত্মগ্লানিতে ভুগছিলো, একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন জোর করে তাদেরকে সরকারি বাহিনীতে থাকতে হয়েছে। আজকে সুযোগ পেয়ে সরকারি অস্ত্রসহ আপনাদের সাথে মিলিত হতে এলাম, আমরা চেকপোস্টে অস্ত্র জমা দিয়ে এসেছি।

আলী এদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিলো, এরা আলীকে সন্তোজনক ভাবে খুশি করতে সক্ষম হয়। আলী এদের খুশি মনে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো এবং তাদেরকে যথাযথ পদক্ষেপের জন্য মোবারকবাদ জানালো।

ওরা তিনজন তখনও আলীর মুখোমুখি বসে। কি মনে করে মোহাম্মদ ইসলাম এদিকে এলো। সে দূর থেকেই এ তিনজনকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এই ভেবে যে, এরা তিনজনই কাবুল সরকারের সন্ত্রাসী সেনা ইউনিট খাদের উর্ধ্বতন অফিসার। এরা কেন এখানে?

মোহাম্মদ ইসলাম সোজা আলীর কাছে এসে তাঁকে জানালো যে, এরা তিনজনই খাদের অফিসার।

আলী বললো, তোমার কথা ঠিক নয়, এরা আফগান সেনা অফিসার। স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের পক্ষে যোগদান করতে এসেছে। মোহাম্মদ ইসলাম বললো, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না, তবে এদেরকে আরো কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হোক, এদের ব্যাপারে তল্লাশি চালানো হোক, তারপর এদের মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কেননা খাদ পর্যায়ের পাকা কমিউনিস্টরা কখনও মুজাহিদ হতে পারে না। এরা নিশ্চয়ই গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছে।

তিন আফগান অফিসার মোহাম্মদ ইসলামের অভিযোগের বিরুদ্ধাচরণ করলো। আলী মোহাম্মদ ইলামের অভিযোগ মেনে নিয়ে আফগান সৈন্যদের উদ্দেশে বললো,

তোমরা কয়েকদিন আমাদের প্রহরাধীনে থাকবে। তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হবে। তোমাদের দেয়া তথ্য সঠিক হলে নির্দ্বিধায় তোমাদেরকে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। তবে তোমাদের খোঁজ নেয়ার জন্য আমাদেরকে পূর্ণ তথ্য সরবরাহ এবং তদন্ত কাজে সহযোগিতা করতে হবে। আফগান তিন সৈন্যের তথ্য নেয়ার জন্য দু'জন মুজাহিদকে তাদের দেয়া ঠিকানা মতো তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। অপর দিকে ওয়ারলেসে ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে বললো, তিন আফগান সৈন্যের পুরো তথ্য দরকার।

www.nagorikpathagar.org

পরদিন আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ আলীকে জানালেন যে, ধৃত তিন আফগান সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনী খাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দফতরে এদের নামে ছুটি ইস্যু করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য মতে এরা গুরুত্বপূর্ণ কোনো অপারেশনে বাইরে রয়েছে।

সন্ধ্যায় গ্রামে তদন্ত শেষে দুই মুজাহিদ ফিরে এসে আলীকে জানালো ঐ গ্রামে এদের দেয়া নামের কোনো ব্যক্তি নেই। গ্রামের কেউ এ নামের কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সেই সাথে মনে মনে মোহাম্মদ ইসলামের বিচক্ষণতায় শুকরিয়া জানালো। তিনি আফগান সৈন্যদের দফতরে ডেকে তাদের সম্পর্কে আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধানের দেয়া তথ্য এবং তদন্ত দলের রিপোর্ট পেশ করে বললো, মুনাফিকির জন্য সামরিক আইনে তোমাদের একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড। তোমরা আফগান জনসাধারণকে রুশ ভল্লুকের গোলাম বানানোর জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তোমরা ভয়াবহ অপতৎপরতায় জড়িত। যদিও তোমাদের চক্রান্ত খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু এ কথা জেনে রেখো যে, মুজাহিদদের সহযোগিতায় আল্লাহ রয়েছেন, তোমাদের কোনো চক্রান্তই তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। জাতীয় বেঈমানদের সব দেশেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তোমাদেরকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে নিক্ষেপ করা হবে।

কয়েকদিন পরের এক ঘটনা। আলী কয়েকজন উর্ধ্বতন মুজাহিদ কমান্ডার নিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছিলো। এমন সময় একটি বিষাক্ত সাপ এসে সোজা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। মুজাহিদরা সাপটিকে মারার জন্য তৈরি হলে আলী তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত সাপটি কাউকে আঘাত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাপটিকে আঘাত করবে না। সাপটি আলীর দফতরে কয়েকটি চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাপটিকে দেখার জন্য মুজাহিদরাও বেরিয়ে এলো।

সাপটি বিস্ময়কর আচরণ করতে লাগলো। কোনো মুজাহিদ মারার জন্য তেড়ে আসলে সাপটি ফণা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সাপটি নিজে নিজেই একটু অগ্রসর হতো, কিছু দূর এগিয়ে আবার ফিরে আসতো। একবার সাপটি এসে আলীর দু'পা জড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগলো, আলী তীক্ষ্ণ নজরে সাপটির মাথার দিকে চেয়ে রইলো, যাতে ছোবল দিতে চাইলে মাথা ধরে ফেলা যায়।

আলীর পা ছেড়ে সাপটি একবার কিছু দূর এগিয়ে আবার এসে লেজ দিয়ে আলীর দু'পা জড়িয়ে আলীকে সামনের দিকে টানতে লাগলো। আলী সাপের অস্বাভাবিক আচরণে পুলকিত হচ্ছিল। কয়েকজন মুজাহিদ আলীকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, কমান্ডার সাহেব, বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়।

www.nagorikpathagar.org

একজন সাপের মাথায় আলতোভাবে আঘাত করলে আলী তাঁকে ধমক দিয়ে বললো, সাপটিকে আর কেউ আঘাত করবে না। সাপটি আলীকে প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেজ দিয়ে আলীর পা পেঁচিয়ে টানতে লাগলো এবং পা ছেড়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে আবার আলীর দিকে ফিরে আসছিলো। সাপের অদ্ভুত আচরণে আলী সাপের অনুগামী হলো। সাপের পিছু পিছু অগ্রসর হলে ক্যাম্পের কয়েকটি স্থাপনা ঘুরে সাপটি রাস্তায় নেমে ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আলী এবং সাথী মুজাহিদরা সাপের পিছু পিছু প্রায় আধা মাইল পথ এগিয়ে গেলো। হঠাৎ এক জায়গায় সাপটি ফণা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো এবং একটি নালার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেনো দেখাতে লাগলো। মুজাহিদরা নালার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলো দু'টি লাশ পড়ে রয়েছে। আলী ও সাথীরা মৃত দু'টি লাশের কাছে গিয়ে দেখলো দুই মুজাহিদ মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদের শরীর নীল হয়ে গেছে। উভয়ের পায়ের সাপে কাটার দাগ স্পষ্ট।

এক মুজাহিদ বললো, এই চালাক সাপটিই এদের দংশন করেছে, এটাকে মেরে ফেলা উচিত। তারা যখন সাপটিকে খুঁজতে শুরু করলো, ততক্ষণে সাপটি উধাও হয়ে গেছে। বহু খোঁজ করেও আর সাপটির কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

আলী মৃত মুজাহিদদের শনাক্ত করার জন্য তাদের পকেট চেক করলো। এরা উভয়েই ছিল কমান্ডার ঈদ মোহাম্মদ গ্রুপের মুজাহিদ। এক মুজাহিদের পকেটে আলী একটি চিঠি পেয়ে তা খুলে পড়লো। চিঠি পড়ে আলী হতবাক হয়ে গেল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। আসমানের দিকে মুখ করে আলী বললো, হে আল্লাহ! আমরা তোমার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবো। হে প্রভু! তুমি যদি এই বোকাদের সাহায্য না করতে তাহলে দুরন্ত শত্রুরা আমাদের নিমেষেই খতম করে দিতো।

সকল সাথী মুজাহিদ তখন বিস্ময়াভূত হয়ে আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো, আলীর মুখ থেকে বিষয়টি জানার জন্য। লাশ দু'টিকে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো।

ক্যাম্পে গিয়েই আলী দশ জন মুজাহিদকে কমান্ডার ঈদ মোহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালো। মুজাহিদরা তখনও অন্তর্নিহিত ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এক মুজাহিদ জানতে চাইলে আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, একটু সবুর করো অচিরেই সব জানতে পারবে।

কমান্ডার ঈদ মোহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো। আলী সকল মুজাহিদ চৌকিতে টেলিফোন করে বললো, প্রহরাধীন মুজাহিদরা ছাড়া বাকি সকল মুজাহিদসহ দায়িত্বশীল কমান্ডারগণ দ্রুত সদর দফতরে উপস্থিত হও।

www.nagorikpathagar.org

অল্পক্ষণের মধ্যে সকল মুজাহিদ সদর দফতরের সামনে এসে জড়ো হলো। আলী একটু উঁচু জায়গায় উপবেশন করে লাশ দু'টিকে উঁচিয়ে ধরার জন্য নির্দেশ দিলো। এরপর সাপের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক বললো, আমরা সাপের পিছু পিছু লাশ দু'টির ওখানে গিয়ে এদের একজনের পকেট থেকে এ চিঠিটি উদ্ধার করি। এ চিঠি কমান্ডার ঈদ মোহাম্মদের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা। এতে আমাদের ক্যাম্পের বিস্তারিত নকশা ছাড়াও মুজাহিদদের যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

আমি এ জন্য তোমাদের ডেকেছি যে, যাতে তোমরা নিজ চোখে বেঈমানদের লাশ দেখে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারো। যেসব বেঈমান আমাদের জীবন ও ঈমানের ধ্বংস সাধন করে সামান্য স্বার্থ অর্জনে নেমেছিলো আল্লাহ তাআলা শুধু বিষধর সাপের আঘাতে এদের ধ্বংসই করেননি বরং সকল ষড়যন্ত্র শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছেন। লাশগুলোর দিকে চেয়ে দেখো, বিষাক্ত সাপের ছোবলে নীল হয়ে গেছে ওরা। আখেরাতে যে এদেরকে আরো কতো কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

মুজাহিদ বন্ধুগণ জেনে রাখো, যারা পার্থিব সম্পদের মোহে ঈমান বিক্রি করে, দুনিয়ায় এরা কোনোক্রমে শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখেরাতে এদের ভাগ্যে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবধারিত। আশা করি, আগামীতে কোনো দুর্বল ঈমানদার মুজাহিদ গাদ্দারি করার আগে আজকের বেঈমানদের কথা স্মরণ করবে। সমবেত সকল মুজাহিদ বেঈমান গাদ্দার ঈদ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো এবং তার কঠিন শাস্তি বিধানের দাবি জানালো।

আলী তাদেরকে আশ্বাস দিলো, গাদ্দারকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে আগামীতে কোনো মুজাহিদ সদস্য যেনো গাদ্দারি করার সাহস না পায়।

আলী সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে বললো, আজ রাতে আমরা সবাই দুই রাকাত শুকরিয়া নফল নামাজ পড়বো। আল্লাহ তাআলা এই ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল ফাঁস না করে দিলে সহজেই শত্রুবাহিনী এই ক্যাম্পের ওপর বিজয় পতাকা উড়াতো, ফলে আমরা অধিকাংশই নিহত হতাম।

সকল মুজাহিদ ইয়া রাহিম, ইয়া রহমান তাকবির ধ্বনি তুলে নিজ নিজ চৌকির দিকে অগ্রসর হলো। আলী প্রাণভরে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো।

একটি সাপের বদৌলতে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে পুরো ক্যাম্প রক্ষা পেলো। আফগান রণাঙ্গনে বিস্ময়কর খোদায়ী মদদের এ এক মহত্তম নিদর্শন।

www.nagorikpathagar.org

ভর দুপুর। আলী আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ ইসলামের সাথে রাশিয়ার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিল। এ সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। আলী রিসিভার তুললে প্রধান চেকপোস্ট থেকে গার্ড বললো, মাননীয় কমান্ডার! মোটরসাইকেল অপারেশন ফোর্সের এক মুজাহিদ আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আলী সাক্ষাৎ প্রার্থী মুজাহিদকে টেলিফোন দেয়ার জন্য বললে আগন্তুক মুজাহিদ নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, আজ রাতে রুশবাহিনীর এক চৌকিতে সফল অপারেশন শেষে ফেরার সময় এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে পথে দেখা হয়। মহিলা আমাদের পথরোধ করে মুজাহিদ ক্যাম্পের রাস্তা জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা ছিলেন আহত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তার একমাত্র মেয়েকে রুশবাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বৃদ্ধা মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আমরা তাঁকে মোটরসাইকেলে বসিয়ে নিয়ে এসেছি।

আলী মুজাহিদকে বললো, তুমি বৃদ্ধা মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দূর থেকে দেখেই আলী আগন্তুক মহিলা যে তাহেরার আম্মা, তা চিনে ফেললো। তাহেরাকে রুশ শয়তানেরা অপহরণ করেছে। তা ভেবে আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো। ক্ষোভে দুঃখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে দ্রুত উঠে তাহেরার আম্মাকে সালাম জানালো। আবদুর রহমান এবং মোহাম্মদ ইসলামও আলীর অনুসরণ করলো।

আবদুর রহমান তাহেরার আম্মাকে দেখেই চিন্তামগ্ন হয়ে গেলো। ক'দিন আগেও আবদুর রহমান এক মুজাহিদ মারফত খবর নিয়ে জেনেছিলো যে তাহেরা মাকে নিয়ে কুশলেই আছে। তবে এতদূর ঝুঁকিপূর্ণ পথ মাড়িয়ে তিনি এখানে কেন? আবদুর রহমান অজানা আশঙ্কার কথা আলীকে বললো। আলী জানালো তাহেরাকে রুশরা অপহরণ করেছে।

অপহরণের সংবাদ শুনে আবদুর রহমানের মাথায় যেনো বজ্রপাত হলো। সমস্ত গায়ে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের অনলশিখা। আবদুর রহমানের অদম্য ক্রোধ এক্ষুনি উড়ে গিয়ে বোনকে শত্রুমুক্ত করে পাপিষ্ঠদের টুকরো টুকরো করে দিতে ইচ্ছে হলো। একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে তাহেরার আম্মা প্রায় উন্মাদিনীর মতো মুজাহিদ ক্যাম্পের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবদুর রহমানকে দেখামাত্র তিনি আবেগজড়িত কান্নায় বললেন, হে আমার মুজাহিদ পুত্র! তোমার যে বোন তোমার প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, তাঁকে আজ ভোরে রুশবাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমি বাধা দিতে গেলে ওরা আমার পাঁজরে আঘাত করেছে। এই বলে তাহেরার মা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

আলী তাহেরার আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আম্মা! তাহেরা শুধু আপনার কন্যাই নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতীক। মুজাহিদরা শত প্রাণের বিনিময়েও তাকে উদ্ধার করবেই, ইনশাআল্লাহ।

আলী আবদুর রহমানকে বললো, আম্মাকে খাস মেহমানখানায় রেখে দ্রুত আমার রুমে এসো।

বিষাদের কালিমা আলীর হৃদয়রাজ্যে তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করলো। মৃত্যু বারবার আলীর মাথার ওপর আঘাত হেনেছে, কিন্তু কখনও তা আলীকে বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু আজ আলী বিষণ্ন ক্রুদ্ধ ব্যথিত। তাহেরাকে উদ্ধার করার ব্যর্থতার আশঙ্কা আলীকে মোটেও উদ্বিগ্ন করছে না। আলীকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করছে এই বিষয়টি যে, যদি আমরা পৌঁছানোর বিলম্বে শত্রুরা তাহেরার সম্ভ্রমহানি ঘটায়, তাহলে কিভাবে আমি তাহেরাকে মুখ দেখাবো!

আলী গভীরভাবে ভাবছিলো। তাহেরা উঁচু পর্যায়ের আত্মমর্যাদা ও খোদাভীরু মেয়ে, বন্ধ কামরায় সে হয়তো সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে চোখের পানিতে ওড়না সিক্ত করছে।

আলী অশ্রুশিক্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো, আল্লাহ! জিহাদের প্রতিপদে, তুমি আমাকে অবারিত সাহায্য করেছো। আজ আমি তোমার এক পুণ্যাত্মা বাঁদির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি। প্রভু! আমি তাকে অক্ষত উদ্ধার করতে চাই। কিন্তু এক্ষুনি তো আমি সেখানে পৌঁছাতে পারবো না। তুমি মহা পরাক্রমশালী, সকল শক্তির আধার। যে তরুণী, যুবতী তোমার দ্বীনের জন্য আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, গায়েবি শক্তিবলে তুমি তাঁকে সাহায্য করো, তার ইজ্জত রক্ষা করো। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর।

অনেকক্ষণ আলী আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ শেষে রুশ গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন ওবায়েদুল্লাহর কাছে ওয়ারলেস করলো। লাইন ওকে হলে আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললো, আজ রুশবাহিনী তাহেরা নাম্নী এক তরুণীকে অপহরণ করেছে, ওর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এক্ষুনি আমার জানা দরকার।

ইত্যবসরে মেহমানখানায় তাহেরার আম্মাকে পৌঁছে দিয়ে আবদুর রহমান আলীর কক্ষে পা রাখলো। তার চোখ থেকে যেনো আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। গম্ভীর হয়ে গেছে আবদুর রহমান। মুখে কোনো কথা ফুটছে না। বারবার সে আলীর দিকে তাকাচ্ছিলো। আলীরও মাথায় খুন চড়ে গেছে, তবুও নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান! ভেঙে পড়ো না। তাহেরার জন্য তোমার চেয়ে আমিও কম উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

আবেগতাড়িত কোনো পরিকল্পনা তাহেরার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনবে। ঠাণ্ডা মাথায় স্থিরচিত্তে কাজ করতে হবে। আবদুর রহমান বললো, আমি ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি, যে মেয়ে আমাদের জীবন বাঁচাতে নিজের ভাইকে হত্যার মতো কঠিন কাজ করেছে, সে এখন শত্রুদের হাতে বন্দী, তার জীবন ও ইজ্জত ধ্বংসের মুখোমুখি! দিন চলে যাচ্ছে, এখনো আমরা তার সাহায্যে অগ্রসর হতে পারলাম না। তাহেরা কি মনে করবে আমাদের! ভাই হিসেবে আমরা তার জন্য কি করতে পারছি?

আবদুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে আলী বললো, তাহেরার অপহরণের জন্য আমরাই দায়ী। আমরা ঐ দিনই তাহেরা ও তার মাকে সাথে নিয়ে এসে পাকিস্তান না পাঠিয়ে ভুল করেছি। আলী ও আবদুর রহমানের প্রতিটি মুহূর্ত অস্বাভাবিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয় যাচ্ছিলো। গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে আর ওয়ারলেসে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। বহু চেষ্টার পর ঘন্টাখানিক বিলম্বে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর অফিসের ডিউটি অফিসার জানালো ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ও সহযোগী গোয়েন্দা অফিসার এখনও অফিসে ফিরে আসেননি। তারা তাহেরার অনুসন্ধানে বাইরে গেছেন।

দুই ঘন্টা পর ওয়ারেলেস সেটে মেসেজ আসতে শুরু করলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ জানালো, তাহেরাকে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন অজিরফ অপহরণ করিয়ে এনেছে। এ বদমাশ এ শহরে আসার পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো তরুণীর সম্ভ্রমহানি করছে। সুন্দরী তরুণী চোখে পড়লে বদমাশটা তার সর্বনাশ না করে ক্ষান্ত হয় না। পাপিষ্ঠ আফগান কমিউনিস্টরা ওর অপকর্মে সহায়তা করে। আমজাদ খান নামে নরপশু কমিউনিস্টই তাহেরাকে অপহরণে নেতৃত্ব দিয়েছে। আমজাদ এক সময় তাহেরার ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। তাহেরার ভাই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লববার্ষিকীর দিনে মুজাহিদরা তাঁকে হত্যা করেছে। তাহেরার ভাই নিজেও পথভ্রষ্ট বিলাসী কমিউনিস্ট ছিলো। তবে তাহেরাকে অপহরণ করানোর পরই রুশ অফিসার অজিরফকে কাবুলে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাহেরা এখনও ওর বাসায় বন্দী রয়েছে।

আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললো, আমরা মোটরসাইকেলে করে তাহেরাকে উদ্ধার করতে আসছি। আমরা আসার ফাঁকে আপনি অজিরফের বাসার অবস্থানের ম্যাপ এবং মহল্লার পাহারাদারদের পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন, শহরের পূর্ব-দক্ষিণের আহমদ খান লেনের বাগানে আমরা মিলিত হবো। শহরের নিকটবর্তী মুজাহিদ চৌকিগুলোতে টেলিফোনে আলী নির্দেশ দিলো, নিজ নিজ চৌকির দুর্ধর্ষ মুজাহিদদের নিয়ে আহমদ খান লেনের বাগানের পূর্ব তীরে উপস্থিত থাকতে, আবদুর রহমানকে বললো বিশেষ ফোর্স থেকে দশজনের একট গ্রুপ তৈরি

www.nagorikpathagar.org

করো। আর মোহাম্মদ ইসলামের উদ্দেশে আলী বললো, তোমাদের বিশেষ ফোর্সের দক্ষতার আজ পরীক্ষা হবে।

আহমদ লেনের লেকের পূর্বতীরে পৌঁছতে মুজাহিদদের রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ এবং জেলা শহরের আশপাশের গুপ্ত মুজাহিদ চৌকির শ'দুয়েক মুজাহিদ পূর্বেই সেখানে পৌঁছেছিলো।

উপস্থিত সকল মুজাহিদকে অপারেশনের উদ্দেশ্য এবং তাহেরার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করা হলো। মুজাহিদরা যখন জানতে পারলো যে, মুজাহিদদের জীবন বাঁচাতে সে নিজ সহোদর ভাইয়ের প্রাণ সংহার করেছিলো, তখন সকল মুজাহিদ আবেগে উজ্জীবিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলো যে তাহেরা শুধু আবদুর রহমানের বোন নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, মুসলিম মিল্লাতের গর্ব, মর্যাদার প্রতীক। এই আত্মাভিমানী বিদুষী মুজাহিদ যুবতীর কিছু হলে এই শহরের প্রতিটি রুশ ও কমিউনিস্টকে আমরা টুকরো টুকরো করে এর প্রতিশোধ নেবো।

মুজাহিদদের অস্বাভাবিক উত্তেজিত হতে দেখে আলী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো- উত্তেজনা নয়, আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

আলী উপস্থিত মুজাহিদদেরকে তিন গ্রুপে ভাগ করে এক গ্রুপকে পেছন দিকের সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ এবং ফেরার পথের দিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দিলো। যদি রুশবাহিনী মুজাহিদদের আটকানোর জন্য এ পথ বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে তাদের হটিয়ে দেবে এ গ্রুপ। আশি জনের এ গ্রুপে মর্টার, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দেয়া হলো। পনের জনের একটি গ্রুপ আলী নিজের সাথে নিলো। এদের মধ্যে দশজন আবদুর রহমানের বিশেষ ফোর্সের সদস্য, এদের সম্পর্কে আবদুর রহমানের ধারণা, এদের একজনই শত রুশ সৈন্যের মোকাবেলায় যথেষ্ট। এছাড়া বিশিষ্ট মুজাহিদদের প্রতি আলী নির্দেশ দিলো, শহরে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট লিডার আমজাদ খানকে জ্যান্ত না হয় মৃত ধরে নিয়ে আসতেই হবে।

ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ আলীর সামনে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন অজরফের বাসার নকশা ও ভেতরে সম্ভাব্য সহজ প্রবেশ পথের চিত্র তুলে ধরলো। তাহেরাকে কোন ঘরটিতে আটকে রাখা হয়েছে, এর একটি সম্ভাব্য দিকনির্দেশনাও দিলো।

ক্যাপ্টেন অজিরফের সরকারি বাসভবনের দু'দুটি প্রবেশ পথের একটি সম্মুখ দিয়ে, অন্যটি পেছন দিক থেকে। সম্মুখ ভাগের রাস্তায় যেতে হলে একটি সেনা ব্যারাক ও দু'টি চৌকি পেরিয়ে যেতে হবে এবং এ পথে পাহারাও কড়া। সেনাসংখ্যাও বহু। পেছনের পথটি অত্যধিক সরু, সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে পাহারাদার এ পথে কম। আলী পেছনের পথটিকেই বেছে নিলো। এ পথে

www.nagorikpathagar.org

ঝুঁকি কম, কারণ আলী বড় ধরনের মোকাবেলায় কিংবা রক্তপাতের ভয় আদৌ করেনি, তার ভয় হচ্ছিলো, বড় ধরনের সংঘাত হলে শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে ওরা মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার ইজ্জত কেড়ে নিতে পারে।

অসংখ্য রুশ হত্যা করে বিরাট সাফল্যের চেয়ে আলীর কাছে তখন তাহেরার জীবন, ইজ্জত ও মর্যাদা বড় করে দেখা ছিলো সময়ের দাবি। আশি জনের প্রহরাধীন গ্রুপকে রেখে বাকি গ্রুপ দু'টি শহরে প্রবশে করলো। আলীর বিশেষ ফোর্স বাগানের ঘন গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগুচ্ছিলো। আলী তাদের নির্দেশ দিলো এক সাথে না গিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে দু'জনের গ্রুপ করে অগ্রসর হও এবং অতর্কিতে হামলা করে প্রহরীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করো। আবদুর রহমানের বিশেষ প্রশিক্ষিত আট মুজাহিদ গ্যাসমাস্ক পরে ক্রোলিং করে ইপ্সিত শিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। বাগানের ভেতর পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে প্রহরীরা সচকিত হয়ে কান পেতে দাঁড়ালো। কিন্তু ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিতার মতো ওদের ধরে মুহূর্তের মধ্যে খতম করে দিলো মুজাহিদরা। অতপর এদের কাঁধে করে নিয়ে এলো আলীর কাছে। এ সাফল্য ছিলো আলীর প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি, কেননা এ মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ মাত্র দু'মাস, সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শেষ হতে আরো দুই মাস বাকি।

রাস্তার পাহারাদারদের খতম করার ফলে মুজাহিদদের সেনা ব্যারাকে প্রবেশের বাধা দূর হয়ে গেলো। অতি সন্তর্পণে একজন একজন ক্রলিং করে মুজাহিদরা ব্যারকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। ব্যারাক পেরিয়ে দুশ' গজ অতিক্রম করে বাউন্ডারি দেয়ালে পৌছার আগেই দেখা গেলো, দুটো প্রশিক্ষিত কুকুর টহল দিচ্ছে। কুকুর দুটো মুজাহিদদের উপস্থিতি টের পাওয়ার আগে আবদুর রহমানের বিশেষ ফোর্সের চার মুজাহিদ এদের নিয়ন্ত্রণে এনে নিজেদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলো। চার মুজাহিদ হঠাৎ করে কুকুর দুটোর কাছে এমন ক্ষিপ্রগতিতে পৌছে গেলো যে, দুই-তিনবারের বেশি কুকুর দু'টি আর ঘেউ ঘেউ শব্দ করার অবকাশ পেলো না।

আলী দেখলো, কুকুর দুটো মুজাহিদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কিন্তু মুজাহিদরা কুকুর দুটোর ঘাড় জাপটে ধরে বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে।

বিয়াল্লিশ

দশজন সাথীকে ক্যাপ্টেন অজিরফের বাসভবনের বাইরে রেখে পাঁচজনকে নিয়ে আলী ভবনের মধ্যে প্রবেশ করলো। এক এক করে চারটি কক্ষ তালাশ

www.nagorikpathagar.org

করে আলী পঞ্চম কামরায় পৌছলো। আলী দেখলো কক্ষের ভেতরে এক তরুণী নামাজ পড়ছে, উল্টো দিকে হওয়ায় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য মুখোমুখি হলেও তাহেরার চেহারা দেখে আলী তাকে চিনতে পারতো না। কারণ ঐ দিন আলী তাহেরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো বটে, কিন্তু চেহারা দেখার অবকাশ ছিলো না। তাছাড়া তাহেরাদের বাসায় আলী আশ্রিত হলেও সেদিন তাহেরা আলীর সামনে আসেনি। ফিরে আসার সময়ও ওর মুখমণ্ডল ওড়নায় আবৃত ছিলো।

নামাজ শেষ করে তাহেরা সালাম ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকালে আলীর সাথে তার চোখাচোখি হয়। মুহূর্তে তাহেরা ও আলী উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। তাহেরাকে দেখে আলীর মনে হলো যে, বেহেস্তের কোনো হুর মর্তে চলে এসেছে বুঝি। সর্বাঙ্গ থেকে টপকে পড়ছে সৌন্দর্যের জ্যোতি। শান্ত নিরীহ সৌম্য অবয়বে পুণ্যাত্মার কমনীয়তার ছাপ স্পষ্ট।

আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এ তরুণী তাহেরা বৈ আর কেউ নয়। তবুও জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তাহেরা? জি হ্যাঁ! তাহেরা সংক্ষেপে জবাব দিলো। আলী বললো : আমার নাম আলী। তোমার ভাই আবদুর রহমান ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পৌছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি শুধু জানতে চাই, কোনো দুশ্চরিত্র কমিউনিস্ট বা রুশ সৈন্য এ পর্যন্ত তোমাকে কোনো...।

আলীর কথা শেষ হতেই তাহেরা জবাব দিলো, না আপনাদের দেরি হয়নি, আল্লাহ যথাসময়েই আমার সাহায্যে আপনাদের পৌছে দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। আমি এক দেশপ্রেমী ঈমানদার মুজাহিদকন্যা। দেশের মতো নিজের ইজ্জত, ঈমান রক্ষায়ও আমি সচেতন। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, ইজ্জতের ওপর কোনো হুমকি আসার আগেই আপনারা পৌছে গেছেন।

আলী রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের নামে একটি চিরকুট লিখে বিছানার ওপর রেখে দিলো। চিরকুটে লিখলো :

'অজিরফ! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি ঘরে ছিলে না। তোমাকে পেলে সাথে করে নিয়ে যেতাম। ইসলাম যদি অসহায় বধূ-কন্যাদের অপহরণের অনুমতি দিতো, তাহলে আজ আমি তোমার বোন-বউকে অপহরণ করে নিয়ে যেতাম। আগামীতে যদি কোনো আফগান তরুণীকে অপহরণের খবর পাই, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এটা স্মরণ রেখো।

আলী তাহেরাকে বললো, আমার পিছু পিছু এসো।

বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে এসে আলী ভাবতে লাগলো, তাহেরাকে কিভাবে দেয়াল পার করানো যাবে। আলী দুই মুজাহিদকে নির্দেশ দিলো, তোমরা আগে

www.nagorikpathagar.org

দেয়াল পেরিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াও, তাহেরা তোমাদের ঘাড়ে পা রেখে সহজে নামতে পারবে।

আলী তাহেরাকে বললো, অনেক উঁচু দেয়াল, তুমি টপকাতে পারবে না। আমার কাঁধে চড়ে দেয়ালে ওঠো। ওদিক থেকে ওরা তোমাকে নামতে সাহায্য করবে।

তাহেরা কাঁধে চড়তে অস্বীকার করে বললো, আমি কোনো মুজাহিদের কাঁধে পা রাখতে পারবো না। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি নিজেই দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছি। আপনি দোয়া করুন।

আলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলো, তাহেরা শুধু দেয়ালের ওপর চড়লো না, বরং দেয়াল থেকে জাম্প দিয়ে দশ ফুট চওড়া নালাও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেলো।

দেয়াল টপকিয়ে বাইরে এসে আবদুর রহমান তাহেরার কুশলাদি জেনে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালো। তাহেরা বললো, ভাইজান! আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো আপনি অবশ্যই আমার সাহায্যে আসবেন। বিকেল থেকে আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। আবদুর রহমান বললো- তোমার দুঃসংবাদ শোনার পর আমার মন তো উড়ে আসতে চাচ্ছিল। আমার প্রতিটি মুহূর্ত কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে হাজির হচ্ছিলো। তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। আমাদের কমান্ডারও তোমার চিন্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলো। পূর্বে এর চেয়ে কঠিন সমস্যায়ও আমি তাঁকে এতো উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি।

কিন্তু তারপরও তাঁর নির্দেশ ছিলো, আবেগের বশে যেনো আমরা কোনো অপরিণামদর্শী কর্ম না করে বসি। কারণ আমাদের ভুলের কারণে তোমার জীবন ও ইজ্জত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারতো। তাহেরা বললো, ভাইজান! আপনাদের কমান্ডার কে?

ও হে! তুমি তাঁকে চিনতে পারনি? তোমাকে উদ্ধারের জন্য যে ঘরে প্রবেশ করেছিলো, সে-ই তো আমাদের কমান্ডার! জনাব আলী। তাহেরা বললো, আমি ভাবছিলাম, আপনাদের কমান্ডার কোনো বয়স্ক ঋজু ব্যক্তি হবেন।

আবদুর রহমান ও তাহেরার কথোপকথন দীর্ঘায়িত হতে দেখে আলী আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান! বাকি কথা পরে বলা যাবে, এখন জলদি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মোটেই নিরাপদ নয়।

সকল মুজাহিদ ব্যারাকের গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো। আলী আশঙ্কা করছিলো, সদর গেটের প্রহরীদের সাথে হয়তো মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

অপর দিকের পাহারাদাররা সম্ভবত টেরই পায়নি যে, এদিকে এতো বড় সফল অপারেশন মুজাহিদরা সমাপ্ত করে ফেলেছে। ব্যারাকের বাইরে এসে তাহেরার উদ্দেশে আলী বললো, পথে রুশবাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হতে পারে, এমন হলে সাথে সাথে মাটিতে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে এবং সবসময় ভাই আবদুর রহমানের সাথে থাকার চেষ্টা করবে।

আহমদ খান লেনের বাগান পর্যন্ত পৌছুতে মুজাহিদদের কোনো রুশবাহিনীর মোকাবেলা করতে হলো না। নির্বিঘ্নে তারা বাগানে অপেক্ষমাণ মুজাহিদদের কাছে পৌছে গেলো। বাগানে অপেক্ষমাণ মুজাহিদদের কাছে আলী বিশেষ ফোর্স ও তাহেরাকে নিয়ে পৌছার একটু পরেই দ্বিতীয় গ্রুপ কমিউনিস্ট আমজাদ খান ও আরো কমিউনিস্ট লিডারকে ধরে নিয়ে এলো। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় রাতের প্রকৃতি ছিলো মনোরম, ঝরঝরে, পরিষ্কার। একে অন্যের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো। আলী ধৃত কমিউনিস্টদের উদ্দেশে বললো, তোমরা এতোই নিকৃষ্ট মানবকীট যে, নিজের মা-বোনদের অপহরণ করে রুশ নরপশুদের আখড়ায় পৌছে দিতে তোমাদের আত্মমর্যাদায় মোটেও বাধে না। তোমরা মানুষ নামের হায়েনা। আফগান জাতির কলঙ্ক। মৃত্যু শাস্তিও তোমাদের জন্য নগণ্য।

আলী কথা শেষ করতেই একপাশ থেকে তাহেরা আমজাদ খানের মুখোমুখি এসে বললো, 'অবিশ্বাসী কাপুরুষ আমজাদ খান। আমার আল্লাহ কতো শক্তিশালী এখন দেখতে পাচ্ছো? আল্লাহকে মানিস না। যদি তোর কোনো খোদা থেকে থাকে তবে সে এসে আমাদের হাত থেকে তোকে রক্ষা করুক।' এখন দেখতে পাচ্ছো, 'আমার আল্লাহ আমাকে তোমাদের মতো দুরাত্মা পাপিষ্ঠদের কব্জা থেকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু তোমাদের প্রভু, রুশবাহিনী তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।' আলী ধৃত কমিউনিস্টদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়ে বললো, ওদের লাশ বিশেষ করে আমজাদ খানের লাশ শহরের চৌরাস্তার খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে লিখে দেবে আগামীতে যদি কোনো কমিউনিস্ট কোনো নিরীহ আফগান কন্যা -বধূকে অপহরণ করে তবে তার পরিণাম হবে এরচেয়েও ভয়াবহ।

আলীর উপস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পাপিষ্ঠদের গুলি করে হত্যা করা হলো। মুজাহিদরা সন্তর্পণে নিজ নিজ ক্যাম্পে চলে গেলো। আলী বাকি সাথীদের নিয়ে ফজরের আগেই হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলো। তাহেরা মায়ের সাথে বিশেষ মেহমানখানায় মিলিত হলো। রুশবাহিনী মুজাহিদদের বিস্ময়কর অভিযানে ভীত হয়ে পড়লো। তাহেরাকে উদ্ধারের তিন দিন পর অভ্যর্থনা চেকপোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, ক্যাপ্টেন অজিরফের এক দূত আপনার সাথে দেখা করতে চায়। আলী তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত এ লোক পৌছলো কী করে? চেকপোস্ট থেকে জানানো হলো, ও এখানে পৌছতে পারেনি। নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে ও ধৃত হয়েছিলো। এরপর ওর চোখ বেঁধে

www.nagorikpathagar.org

এখানে আনা হয়েছে। রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের পাঠানো দূতের কাছ থেকে একটি চিঠি আলীর কাছে পৌছানো হলো। চিঠিতে ক্যাপ্টেন অজিরফ লিখেছে :

ডিয়ার আলী!

আপনার আত্মীয় তরুণীকে অপহরণের জন্য আমি দুঃখিত। আমি অত্র অঞ্চলের জননিরাপত্তার জন্য আপনার সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী। আপনার গুপ্ত অভিযানে বহু বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটছে এবং শহরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমরা এ শহরের সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ বন্ধের ইচ্ছা করেছি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমরা আপনার অধীনস্থ এলাকায় কোনো হামলা করবো না। এবং আপনাকেও আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের দেড় হাজার গ্রেফতারকৃত সৈন্যকে আপনার মুক্তি দিতে হবে। অবশ্য এজন্য আমরা আপনাকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দেবো। যদি আপনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন তবে যে স্থানেই আপনি মিলিত হতে আগ্রহী সেখানেই আমি আসবো।

ইতি–

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

ক্যাপ্টেন অজিরফ।

আজিরফের চিঠি পড়ে আলী স্মিত হাসলো। সহকর্মী মুজাহিদ নেতাদের সাথে পরামর্শ করে আলী রুশ কমান্ডার অজিরফকে লিখলো :

ক্যাপ্টেন অজিরফ!

হয়তো তুমি অতিশয় ধুরন্ধর, না হয় খুবই বোকা! তোমার জেনে রাখা উচিত যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে হয়ে থাকে। ঘরে প্রবেশকারী ডাকাত, চোরদের সাথে গৃহস্থের কখনও সন্ধি হয় না। তোমরা আগ্রাসী ডাকাত– আমাদের দেশে, ঘরবাড়িতে তোমরা জোর করে প্রবেশ করেছো। আগ্রাসী ডাকাতদের তাড়িয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি পুনরুদ্ধার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ডাকাতদের সাথে আবার কিসের সন্ধি? তোমাদের উচিত যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধিচুক্তির অপেক্ষা না করে আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাওয়া। তোমরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই তোমাদের ফিরে যাওয়া এবং অপরাধ ক্ষমা করার বিষয় নিয়ে চিন্তা করবো। তুমি লিখেছো, আমাদের অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, অসংখ্য শহর, গ্রাম, মুজাহিদ পল্লীতে কারা হাজার হাজার টন বোমা, গোলা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করছে? কারা বিষাক্ত গ্যাস ও অগণিত মাইন পুঁতে রেখে এবং খেলনা বোমার আঘাতে লাখো নিরপরাধ আফগান শিশুকে হত্যা করছে? কারা লাখ লাখ আফগান যুবক-বৃদ্ধকে হত্যা করছে, কারা চার লাখ

www.nagorikpathagar.org

মা-বোনকে বিধবা করেছে। কারা লাখ লাখ শিশু এতিম করেছে। কারা লাখো নবপরিণিতাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করেছে?

তোমরা করেছো। মানবতার ওপর ধ্বংসের কবর রচনা করে চলেছো তোমরা। লাখো নিরপরাধ আফগান স্বাধীনতাকামী মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যার পর মুজাহিদদের হাতে মাত্র কয়েকজন দেশদ্রোহী নিহত হওয়ার কারণে তোমাদের মানবতোবোধ (?) চিৎকার দিয়ে উঠেছে বুঝি! আমি তোমাদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের বাঁচার একটিই পথ এ দেশ ছেড়ে তোমরা চলে যাও। আর হ্যাঁ, স্মরণ রেখো, যদি দ্বিতীয়বার কোনো নিরীহ আফগান মেয়েকে অপহরণ করো, তাহলে নিশ্চিত থেকো, তোমার মৃত্যুদূত হিসেবে শহরে প্রবেশ করবো।

ইতি–

তোমার মৃত্যুদূত

আলী

এরিয়া কমান্ডার।

পরদিন রুশ কমান্ডার অজিরফের প্রধিনিধি আবার এসে আলীকে বললো, সন্ধিচুক্তির ব্যাপারটি দ্বিতীয়বার গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন সাহেব। অন্যথায় আমরা স্পটনাজ ফোর্স নামাতে বাধ্য হবো।

আলী রুশ প্রতিনিধিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলো, তোমরা ঐ কমান্ডার রুশ ভ্রুকুটিকে বলো, মুজাহিদরা আল্লাহ ছাড়া কোনো ফোর্সকে ভয় করে না। আমরা বাঘ সিংহ সব হায়েনাকেই মোকাবেলা করতে জানি। আর তোমাকে বলছি, দ্বিতীয়বার যদি এ প্রস্তাব নিয়ে এ-মুখো হও, তাহলে তোমাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেয়া হবে না। চোর, ডাকাত, বদশমায়েশ প্রতিনিধির সাথে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের কথা বলা, ঘৃণ্য চুক্তির কথা মুখে আনা মরণজয়ী মুজাহিদ ও অগণিত শহীদের জান্নাতবাসী আত্মার সাথে বেঈমানী করার শামিল।

রুশ প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে আলী সিনিয়র মুজাহিদদের নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকলো। ক্যাম্পের নিরাপত্তা প্রহরা আরো জোরদার এবং জনবল বৃদ্ধি করা হলো। রাতে প্রহরীদের ঘোড়া দেয়া হলো, যাতে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

আলী আবদুর রহমানকে ডেকে বললো, স্পটনাজ হামলা যে কোনো সময় হতে পারে। তুমি তোমার ফোর্সের প্রশিক্ষণ দ্রুত শেষ করে ফেলো। আর রাতের বেলায়

www.nagorikpathagar.org

সবসময় এদের তৈরি রেখো। গোয়েন্দা হেড অফিসে কর্নেল ওবায়েদুল্লাহকেও আলী নির্দেশ দিলো স্পটনাজ হামলা সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করতে।

একদিকে স্পটনাজ হামলা প্রতিরোধের মরণপণ সংগ্রাম। অন্যদিকে বিশেষ মেহমানখানায় তাহেরার অপেক্ষা। শত প্রতিকূলতা ও ব্যস্ততার মাঝে ভাই আবদুর রহমান ও কমান্ডার আলীর হৃদয়ে ভেসে ওঠে তাহেরার উজ্জ্বল নিষ্পাপ মুখশ্রী। তারা ভাবে তাহেরার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু প্রেম? না, গতানুগতিক প্রেমের অপচ্ছায়া আচ্ছন্ন করতে পারেনি কমান্ডার আলী কিংবা তাহেরা কাউকেই। কিন্তু তারপরও তো জীবন থেমে থাকে না। প্রেম মানে না যুদ্ধ, বিগ্রহ, স্বাধীনতা, পরাধীনতা। ইতোমধ্যেই তাহেরার হৃদয়ের মণিকোঠার বিশাল শূন্যতা দখল করে নিয়েছে কমান্ডার আলী। এদিকে জীবন বাঁচানোর অভিযানে ভাইকে হত্যার মতো কঠিন ত্যাগ আলীর কঠিন হৃদয়ে এঁকেছে তাহেরার ভালোবাসা।

তেতাল্লিশ

একদিন দুপুর বেলা। বিশেষ ফোর্সের প্রশিক্ষণ চলছে। আবদুর রহমান রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কমান্ড দিচ্ছে। কমান্ডার আলী প্রশিক্ষণ দেখতে এসে একটি গাছের ছায়ায় বসেছে। এ অবসরে আবদুর রহমান এসে আলীর পাশে বসতে বসতে বললো, প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেলো, তাহেরা ও আম্মী এখানে এসেছেন।

আলী, হ্যাঁ! এ ব্যাপারে আমি উদাসীন নই। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের প্রতিবেশী আশ্রয়দাতা দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

আবদুর রহমান বললো, আলী! তুমি একদিকে আমার ভাই, অপর দিকে আমার বন্ধু। আর তাহেরা আমার বোন। আমার ধারণা ছিলো, তুমি নিজেই এ ব্যাপারে কথা বলবে। কিন্তু জিহাদের দায়িত্ব ও ব্যস্ততা তোমাকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এটা মন্দ নয়, খুবই ভালো। কিন্তু বিয়ে তো তোমাকে আজ না হয় কাল করতেই হবে। আমার খুব ইচ্ছা হয় যে, তুমি অনুমতি দিলে এ ব্যাপারে তাহেরা ও আম্মীর সাথে কথা বলবো।

আলী : ভাই আবদুর রহমান! আফগানিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগে বিয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। তাছাড়া আমাদের জীবনে এক মিনিট বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, এখন যে একাগ্রচিত্তে জিহাদ করছি, বিয়ে শাদি করার পর কি তা সম্ভব হবে? এজন্য ভাই এখন বিয়ে নয়, জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই বেশি দরকার।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান : আমি তোমাকে এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো যে, তোমার মতো সব মুজাহিদ যদি বিয়ের ব্যাপার টিকে উপেক্ষা করে আর আরো অজানা কাল পর্যন্ত এ জিহাদ চলতে থাকে, তবে দেশের জন্মহার হ্রাস পাওয়ার ফলে দেখবে একদিন মুজাহিদ সঙ্কট দেখা দেবে। তাই জিহাদ চালু রাখার স্বার্থেও বিয়ে দরকার। যাতে জিহাদ করতে করতে এক প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।

আর তাহেরা এমন এক মেয়ে, যে তোমার জিহাদের পথ রুদ্ধ করে রাখবে না। বরং জিহাদ চালিয়ে যেতে তোমাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। আলী : অবশ্য তোমার প্রতিটি কথাই ভেবে দেখার মতো। আমাকে দুই দিন সময় দাও। আমি একটু ভেবে দেখি। আলী সোজা সেখান থেকে উঠে নিজের কক্ষে চলে এসে চেয়ারে বসে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। একদিকে জিহাদের গুরুদায়িত্ব, যুদ্ধের কঠিন সময়, অন্য দিকে আবদুর রহমানের তীক্ষ্ণ যুক্তি আর তাহেরার মতো ত্যাগী মেয়ে। সকল চিন্তা পেছনে ফেলে আলী ভাবলো, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে তাহেরার চেয়ে ভালো মেয়ে দ্বিতীয়টি হবার নয়।

তাহেরার ঈমানদীপ্ত ঘটনাটি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। একটি অজানা পরিচয়হীন তরুণী দ্বীন ইসলামের স্বার্থে দু'জন মুজাহিদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে অবলীলায় হত্যা করতে পারে, তা এ যুগে বিস্ময়কর! সেদিন থেকে নিজের অজান্তেই আলীর হৃদয়-রাজ্যে তাহেরা একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ওই দিনে ঈমানদীপ্ত তাহেরার ক্ষীণ কণ্ঠের দৃঢ় বলিষ্ঠ কথাগুলো সব সময়ই আলীর কানে বাজতে থাকে। আলীর আশঙ্কা হচ্ছে, বিয়ে তার জিহাদ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায় কি না। এক পর্যায়ে আলী সকল ভাবনার ইতি টেনে আনমনে বললো, না আলী! জিহাদ ছাড়া বিয়ের মতো আয়েশি কর্ম নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তোমার নেই। পরদিন দেখা হলে আবদুর রহমান আলীর প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল : বন্ধু আলী! গতকালের প্রস্তাবের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিলে?

আলী : ভাই আবদুর রহমান! বিয়ের ব্যাপারে আমার অনীহা নেই। তবে আমি তোমার কাছে কয়েকটি ব্যাপারে জানতে চাই?

আবদুর রহমান : বলো, তোমার কী জানার ইচ্ছে হয়।

www.nagorikpathagar.org

আলী : আচ্ছা! তাহেরা কি এ বিয়ের ব্যাপারে সম্মত? ব্যাপারটি এমন নয় তো যে, প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে এবং অসহায়ত্বের সুযোগে আমরা এর প্রতিদান নিচ্ছি।

আবদুর রহমান : তাহেরার মতামত না জেনে বিয়ের সিদ্ধান্ত হবে না আমার ধারণা। তোমার মতো বীর মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে শুধু তাহেরাই নয়, যে কোনো আফগান মেয়ে নিজের জন্য মর্যাদা ও ইজ্জতের ব্যাপার বলে গর্ববোধ করবে। তাহেরা এই বিয়েতে সম্মত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আলী : আমি আরেকটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই যে, বিয়ের পরেও তাহেরা থাকবে প্রতিবেশী দেশে এ ব্যাপারটিও জানানো দরকার।

আবদুর রহমান : আরো কোনো কথা আছে কি?

আলী : না।

আবদুর রহমান আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা তাহেরার অবস্থান গৃহে চলে গেলো। আবদুর রহমানের একান্ত ইচ্ছা, তাহেরা প্রতিবেশী দেশে রওয়ানা হওয়ার আগেই যেনো বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। সে যখন তাহেরার ঘরে এলো তখন তাহেরা কক্ষে ছিলো না। আবদুর রহমান তাহেরার আম্মীকে বললো : আম্মী! তাহেরা সম্পর্কে আপনার সাথে দু'টি কথা বলতে এসেছি।

তাহেরার মা : বেটা! কী কথা? বলো।

আবদুর রহমান : তাহেরার বিয়ের কাজটা আমি সেরে ফেলতে চাচ্ছি।

তাহেরার মা : বেটা! তাহেরার ভাই হয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে আমাকে তো জানতে হবে যে কার সাথে তুমি তাহেরার বিয়ে দিচ্ছো?

আবদুর রহমান : তাহেরা যদি অসম্মত না হয়, তবে কমান্ডার আলীর সাথেই তার বিয়ে হবে।

তাহেরার মা : বেটা! আমার মেয়ের এর চেয়ে বেশি মর্যাদার ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, কমান্ডার আলী হবে ওর স্বামী।

আবদুর রহমান : আম্মী! তাহেরা এলে আমি ওর সাথেও এ ব্যাপারে কথা বলে তার অভিমত জানতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

একটু পরেই তাহেরা কক্ষে প্রবেশ করলো। তাহেরার মা আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! তাহেরা এসেছে, তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারো।

তাহেরা : আম্মী! ভাইজান কী জানতে চাচ্ছেন?

তাহেরার মা : সে তোমার বিয়ের ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চায়।

বিয়ের কথা শুনে তাহেরার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সে ওড়নায় মুখ ঢেকে নীরব হয়ে যায়। আবদুর রহমান কথার রেশ ধরে বললো : হ্যাঁ, বোন তাহেরা। তুমি আম্মীর কথার জবাব দাও!

তাহেরা : ভাইজান! আমি এর কী জবাব দেবো। দেশ এখনও যুদ্ধকবলিত, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী জাতি। আর আপনি কি না আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছেন!

আবদুর রহমান : তোমার বিয়ে জিহাদী কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না। আমি চাচ্ছি বোনটিকে প্রতিবেশী দেশে পাঠাবার আগেই বিয়ের পবিত্র দায়িত্ব সেরে ফেলতে।

তাহেরা : ভাইজান! দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি বিয়ে করতে আগ্রহী নই।

আবদুর রহমান : বিস্ময়কর! এতো দেখি উভয়ের ধ্যান-ধারণায় আশ্চর্য সমন্বয়।

তাহেরা : ভাইজান! কোন দু'জনের মধ্যে মিলের কথা ভাবছেন?

আবদুর রহমান : হ্যাঁ বোন! যার সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার কথা বলছি, তাকেও অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে হয়েছে। আর তুমিও দেখি সেই একই সমস্যা উত্থাপন করলে। না না, এসব নয়। আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাই, কমান্ডার আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি? আলীর নাম শুনে তাহেরা লজ্জায় চেহারা নিচু করে নিলো। সে ভাবলো, আলীর মতো বীর মুজাহিদের সাথে আমার বিয়ে! আল্লাহ কী এতো বড় ভাগ্যবতী আমাকে করবেন? নীরবে তাহেরা কক্ষ ত্যাগ করে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেলো। আবদুর রহমানও তাহেরার পিছে পিছে তার শয়নকক্ষে প্রবশে করলো।

আবদুর রহমান ভাবছিলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তাহেরা হয়তো সম্মত নয়, এ জন্য কক্ষ ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ আবদুর রহমানের সমাজের মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে মুরব্বিদের সম্মুখে যেভাবে খোলাখুলি কথা বলে, আফগান

www.nagorikpathagar.org

মেয়েরা যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তা সে জানতো না। তারপরও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শহুরে পরিবারের মেয়ে তাহেরা নিজের বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কথা বলেছে, অন্যান্য আফগান মেয়েরা তো মুখ ওড়নায় ঢেকে শুধু হ্যাঁ, নাটুকু কোনো মতো উচ্চারণ করে মাত্র। আবদুর রহমান তাহেরার শয়নকক্ষে এসে তাহেরাকে লক্ষ্য করে বললো : আমার কথায় দুঃখ পেয়ে তুমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছো। অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আগামীতে আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিয়ের কোনো কথা তুলবো না।

তাহেরা : ভাইজান, রাজি নই এ কথা আপনাকে কে বললো? আমার তো মনে হচ্ছে, আফগান মেয়েদের আচরণ সম্পর্কে আপনি মোটেই ধারণা রাখেন না।

আবদুর রহমান : ওহ! তার মানে হলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

তাহেরা : আমি কী বলবো, আম্মীকে জিজ্ঞেস করুন।

আবদুর রহমান : আম্মী এই বিয়েতে খুবই খুশি। কিন্তু আলীর কয়েকটি শর্ত আছে।

তাহেরা : কী শর্ত?

আবদুর রহমান : সে চায় বিয়ের পর তোমরা প্রতিবেশী দেশে থাকবে।

তাহেরা : কেন? এখানে থেকে আপনাদের সাথে জিহাদে শরিক হওয়া যাবে না?

আবদুর রহমান : কমান্ডার মনে করেন, মুজাহিদ ক্যাম্পে মহিলার অবস্থান কিংবা ক্যাম্পের আশপাশে শিশু ও মহিলাদের থাকা খুবই বিপজ্জনক। আলী এমন এক কমান্ডার, যার প্রতিটি আশঙ্কা এবং অভিমত বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছি।

তাহেরা : আপনি যখন বলছেন, কমান্ডার সাহেবের প্রতিটি কথা ও অভিমতই বাস্তবে পরিণত হয়, তবে আমি আর কী করে বলতে পারি যে, অবাস্তবও হতে পারে।

আবদুর রহমান : তাহেরা! তোমার বিচক্ষণতা ও সম্মতির জন্য তোমাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তোমার দাম্পত্য জীবন সুখী, সুন্দর ও শুভ হোক।

কয়েকদিন পর অত্যন্ত অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে আলী ও তাহেরার বিয়ে হয়ে গেলো। এত বড় কমান্ডার ও সকল মুজাহিদের প্রিয় পাত্রের শুভবিবাহ নীরবে

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যাওয়ায় সকল মুজাহিদ উষ্মা প্রকাশ করলো। ক্যাম্পজুড়ে প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো একই কথা। আমরা ওলিমা অনুষ্ঠান করবো, সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মুজাহিদের চাহিদা ও আগ্রহের সম্মানে আলী মুজাহিদদের জন্য ওলিমার ব্যবস্থা করলো। আবদুর রহমান প্রস্তাব করলো যে, ওলিমা অনুষ্ঠানে সকল মুজাহিদের উপস্থিতি এবং আনন্দের সুবাদে স্পেশাল ফোর্সের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও রণকৌশল প্রদর্শনী হবে।

আলী আবদুর রহমানের এই প্রস্তাবেকে এই বলে নাকচ করে দিলো যে, মুজাহিদদের মধ্যে কোনো স্পাই থাকলে আমাদের স্পেশাল ফোর্সের খবর ওরা জেনে যাবে। আমি চাই স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় আমাদের স্পেশাল ফোর্স ওদের অজ্ঞাতে ফেরেশতার মতো মৃত্যু পরোয়ানা হয়ে ময়দানে আসবে। স্পটনাজ ফোর্স মুজাহিদদের মুলো গাজরের মতো উপড়ে ফেলার ইচ্ছা নিয়ে যখন অগ্রসর হবে, তখন স্পেশাল ফোর্সের মুজাহিদরা এদেরকে মুরগির বাচ্চার মতো জবাই করবে। আলীর পরিকল্পনা আবদুর রহমানের মনোপুত হলো। আবদুর রহমান তার প্রাস্তব প্রত্যাহার করলো।

বিয়ের তিন দিন পর আলী তাহেরা ও তার মাকে প্রতিবেশী দেশে রওয়ানা হওয়ার জন্য সবকিছু গুছিয়ে তৈরি করে রাখতে বললো। বিদায় মুহূর্তে আলী তাহেরাকে স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে বললো, আমার হৃদয় তোমাকে একাকী দূরে চলে যেতে কিছুতেই দিতে চাচ্ছে না, কিন্তু জাতির মুক্তির চিন্তা ও ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থার কারণে তোমাদের জন্য প্রতিবেশী দেশই নিরাপদ স্থান। যে তরুণী দ্বীন ইসলামের প্রেমে নিজ ভাইকে হত্যা করতে পারে, সে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আমার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালো বোঝে। আমি আশা করি, প্রতিবেশী দেশে তোমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করবে। প্রতিবেশী দেশে পৌঁছে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা, জিহাদ ও আমার জন্যে দুআ করতে যেনো ভুলে যেয়ো না।

আলীর কথা শেষ হলে তাহেরা বললো, প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে হয় না। এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, প্রতিবেশী দেশে গিয়ে স্বদেশ, মুজাহিদ ও আপনার কথা আমি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হতে পারবো। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিলো, আপনার সাথে থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জিহাদে শরিক হবো। কিন্তু আপনার নির্দেশ আমাকে যেতে বাধ্য করছে। তবে এ কথা জেনে রাখুন যে, ওখানে গিয়ে আমার হৃদয়-মন এখানে আপনার কাছেই পড়ে থাকবে। প্রতি মুহূর্তে আমার কামনা থাকবে, শীঘ্রই যেনো আমার প্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হয়, মুজাহিদরা বিজয় অর্জন করে। আমি আশা করি, দ্বিতীয়বার আপনার সাথে যখন দেখা হবে, তখন প্রথমেই আপনার মুখে স্বাধীনতার সুসংবাদ শুনবো।

www.nagorikpathagar.org

তোমার মতো সচেতন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীরাঙ্গনা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি চাই বিদায় মুহূর্তেও তোমার ঠোঁটে যেনো হাসি ফুটে থাকে এবং মুখে থাকে দেশ ও মুজাহিদদের সফলতার জন্য দুআ। যদিও বা দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে, তবে সে অশ্রু বিরহ কাতরতার জন্য নয়, তা হবে স্বদেশ ত্যাগের মানসিক যন্ত্রণা। আলী বললো।

তাহেরা বললো, আমার হৃদয়ে আপনার ভালোবাসা ও প্রেম কতো গভীর, আপনার মতো বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদের পক্ষে তা অনুধাবন করা হয়তো সহজ কিন্তু তারপরও নিজ দ্বীন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুজাহিদদের সফলতার জন্য যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার সৎ সাহস আমার আছে। এমনকি দ্বীনের স্বার্থকে আপনার ভালোবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দিতেও আমার তেমন কষ্ট হবে না।

আলী তাহেরাকে বললো, খলিল নামে আমার একমাত্র ছোট ফুফাতো ভাই প্রতিবেশী দেশের এক মাদরাসায় লেখাপড়া করে। দুনিয়াতে তুমি-আমি ছাড়া ওর আর আপন কেউ নেই। পাকিস্তান পৌঁছেই তুমি আগে ওর খোঁজ নিও। ওকে ডেকে এনে বোনের স্নেহ ও মায়ের আদর দিও। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি অনুমতি দেয়, তাহলে খলিলকে তোমার সাথে রেখো।

ছোট্ট হলেও পুরুষশূন্য থাকার চেয়ে একজন ছেলে বাসায় থাকা ভালো, সে তোমাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে। খলিলের সাথে যতোবার আমি দেখা করতে গিয়েছি, প্রতিবারই সে আমার সাথে জিহাদে চলে আসার জন্য গো ধরেছে। আমি ওকে অনেক বলে কয়ে লেখাপড়ার স্বার্থে রেখে এসেছি। তোমাকে পেলে সে জিহাদে চলে আসার জন্য জিদ ধরবে। ওকে এই বলে বোঝাবে যে, জিহাদের চেয়ে এখন তোমার ইলম অর্জন করা বেশি প্রয়োজন। জিহাদ শেষ হলে দেশ পুনর্গঠনের কাজে বহু বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন হবে। এ জন্য তোমাকে বড় আলেম হতে হবে। আগে লেখাপড়া শেষ করো, তারপর জিহাদে শরিক হবে।

আলী পাকিস্তানে অবস্থিত মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা এবং খলিলের জন্য দু'টি চিঠি তাহেরার হাতে দিয়ে বললো, এগুলো তাদের হাতে পৌঁছে দিও। তোমাদের থাকা খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য আমি চিফ কমান্ডারকে লিখে দিয়েছি। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না।

কিছু টাকা তাহেরার হাতে দিয়ে আলী বললো, এগুলো নিজের কাছে রাখো, দরকার হতে পারে, পাকিস্তান পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু স্পটনাজ ফোর্সের আক্রমণ আশঙ্কায় ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছি না। পাকিস্তান পৌঁছেই তোমাদের অবস্থা জানাবে।

www.nagorikpathagar.org

আলী তাহেরার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। আবদুর রহমান ও তাহেরার আম্মা আসবাবপত্র গুটিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আবদুর রহমান তাহেরার হাতে কিছু টাকা ও একটি স্বর্ণের আংটি তুলে দিয়ে বললো, 'যুদ্ধাবস্থায় প্রিয় বোনকে দেয়ার মতো আমার হাতে আর কিছুই নেই। যুবাইদার জন্য কাবুল থেকে এ আংটিটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। হতভাগ্য এ ভাইটিকে যেনো স্মরণ থাকে, স্মৃতিস্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহারটি তোমার হাতে রেখো।

তাহেরা : ভাইজান, যুবাইদা কে? যার কথা আপনি স্মরণ করলেন।

আবদুর রহমান : ওহ! ওর পরিচয় বলতে ভুলে গেছি। যুবাইদা আমার ফুফাতো বোন এবং আমার বাগদত্তা স্ত্রী।

তাহেরা : এরপর আমি আপনার এ আংটি নিতে পারি কি?

আবদুর রহমান : তোমার এ হতভাগ্য ভাইটির সন্তুষ্টির জন্য হলেও তোমাকে এ আংটি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমি ভীষণ কষ্ট পাবো। যদি আমি জিহাদে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে এ আংটি অন্তত আমার প্রিয় বোনটিকে তো ভাইয়ের কথা স্মরণ করাবে। তুমি ছাড়া এখানে আর কে-ই বা আছে, যে হাত তুলে আমার জন্য একটু দুআ করবে।

তাহেরা : এক শর্তে আমি এ আংটি গ্রহণ করতে পারি।

আবদুর রহমান : বলো, তোমার শর্ত কী?

তাহেরা : এ আংটি আমানত হিসেবে আমি রাখছি। যুবাইদাকে যখন আমি এটা ফিরিয়ে দিতে চাইবো, তখন আপনি কোনো আপত্তি করতে পারবেন না। আর আপনি যখন রাশিয়া যাবেন, তখন অবশ্যই আমাদের সাথে দেখা করে যাবেন। যদি দেখা করা সম্ভব না হয় তবে আমার পক্ষ থেকে একটি সুন্দর উপহার কিনে যুবাইদাকে দেবেন।

(আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে) সেটির দাম তার কাছ থেকে নেবেন। যুবাইদাকে বলবেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং যাতায়াত সম্ভব হবে, আমি যুবাইদাকে দেখতে রাশিয়া যাবো।

আবদুর রহমান : যুবাইদা যদি নিজেই তোমার কাছে চলে আসে?

তাহেরা : সে তো আরো বেশি খুশির কথা। তাহলে আমি ওকে চিরদিনের মতো ভাবী করে ঘরে তুলবো।

www.nagorikpathagar.org

আলী এ এলাকার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের আঞ্চলিক মুজাহিদ হেড অফিস থেকে মুজাহিদ সদর দফতর পর্যন্ত পুরাতন রাস্তাগুলোর মেরামত এবং আরো নতুন রাস্তা নির্মাণ করিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার জন্য আলী মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলো।

ছয়জন মুজাহিদকে দু'টি গাড়ি দিয়ে আলী বললো, সদর দফতর পর্যন্ত এদের পৌঁছে দিয়ে এসো। খুব সতর্ক থাকবে, যেনো শত্রুবাহিনীর বিমান হামলার মুখে না পড়ে।

গাড়ি সতর্কতার সাথে দু'দিন ক্রমাগত পথ চলে তাহেরা ও তার মাকে নিয়ে মুজাহিদরা সদর দফতরে পৌঁছলো। চিফ কমান্ডার আলীর বিয়ের কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হলেন। তখনই তিনি ওয়ারলেসে আলীকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, তোমার বিয়ের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তোমাকে নিজের সন্তানের মতো ভাবতাম। কিন্তু না জানিয়েই যে বিয়ে সেরে ফেললে?

আলী : আপনাদের জানাতে পরিনি বলে আমি দুঃখিত। সবকিছু হঠাৎ করেই হয়ে গেলো। আপনাদেরকে জানানোর সুযোগ পেলাম না।

চিফ কমান্ডার : বেশ, ভালোই হলো। নতুন জীবনের এ শুভলগ্নে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাহেরা এখানে নিরাপদে পৌঁছে গেছে। ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি সকল দায়িত্ব নিচ্ছি। ও আমার গৃহবধূ হিসেবে দুই দিন এখানে বেড়াবে। এরপরই তাদের প্রতিবেশী দেশে পাঠিয়ে দেবো।

নির্বিবাদে তাহেরা পাকিস্তান পৌঁছে গেলো।

পাকিস্তানে আসার দুই দিনপরই তাহেরা খলিলের মাদরাসায় গিয়ে হাজির হলো। খলিল তাহেরার পরিচয় ও সান্নিধ্য পেয়ে খুবই খুশি হলো। খলিল অনুযোগের স্বরে বললো : ভাবী! আলী ভাইজান বিয়েতে আমাকে নেয়নি কেন? ভাইজানের প্রতি আমার খুব রাগ হচ্ছে।

তাহেরা আলীর কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে আজ দুই সপ্তাহ হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে মুজাহিদরা অন্য দিনের মতো আজ ডাক নিয়ে এলো। ডাক পিওন মুজাহিদ চিহ্নিত ব্যক্তিগত চিঠিটি আলীর হাতে দিলো, আলী প্রথম দৃষ্টিতে দেখলো, তাহেরার হাতে লেখা।

www.nagorikpathagar.org

চুয়াল্লিশ

তাহেরা কুশল বিনিময়ের পর জানিয়েছে, নির্বিঘ্নে তারা প্রতিবেশী দেশে পৌঁছেছে। খলিলের ব্যাপারে জানালো, খলিল মাদরাসায়ই থাকে। খাওয়া দাওয়া তাহেরার বাসায় করে। আবদুর রহমানের নামেও তাহেরা আলাদা একখানা চিঠি লিখেছে।

এ দিকে আঞ্চলিক রুশ সেনাঘাঁটি এবং কাবুল সেনাসদর থেকে আলীকে একই সাথে জানানো হলো যে, আগামী দুই দিন পর তৃতীয় রাত্রে আপনার ক্যাম্পে স্পটনাজ হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আলী সেদিন রাত থেকেই আবদুর রহমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ ফোর্সকে ক্যাম্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত করলো। মোটরসাইকেল ফোর্স, অশ্বারোহী ইউনিট ও গাড়িবহরকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হলো। পুরো ক্যাম্পে পূর্ণ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো। যে কোন পোস্টে আক্রমণের খবর দ্রুত পৌঁছানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

আলী, আবদুর রহমান, মোহাম্মদ ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ দরবেশ খান সেদিন থেকেই অব্যাহত তিন রাত জেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে যে কোনো আক্রমণের সমুচিত জবাব দেয়া যায়।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত রাতের প্রায় ২টার সময় ক্যাম্প থেকে মাইল তিনেক দূরে হেলিকপ্টার থেকে স্পটনাজ সেনা অবতরণ শুরু হলো। আলী স্পটনাজ অবতরণের সাথে সাথেই সেনা অবতরণ স্থলের পূর্ণ বিবরণ পেয়ে গেলো। আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো, অবতরণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে। অশ্বারোহী ইউনিট ও মোটরসাইকেল ফোর্সকে পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো, কোনো স্পটনাজ সেনা যেনো জিন্দা ফিরে যাওয়ার অবকাশ না পায়। এছাড়া ক্যাম্পের সকল মুজাহিদেরই পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে, কোনো স্পটনাজ সৈন্য যেনো ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে। এছাড়াও ক্যাম্পের সকল মুজাহিদকে পূর্ণ সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেয়া হলো।

স্পটনাজ ফোর্স অবতরণ করে ওপেন ফায়ার চালিয়ে তিনদিক থেকে মুজাহিদ ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ওরা মুজাহিদদের নাগালে আসা মাত্র একেকজন মুজাহিদ ওদের ওপর ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং আকস্মিকভাবে ঝাপটে ধরে সাথে রাখা চাকু গলায় কিংবা গ্যাস নাকে ধরে হয়েনাগুলোকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করছিলো।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল রাত ২টার সময়, ৫টা পর্যন্ত তুমুল মোকাবেলা চলালো। একেকটা স্পটনাজ হিংস্র গণ্ডারের মতো গুলি উপেক্ষা করে গর্জে ওঠে ক্যাম্পের দিকে এগুচ্ছিলো। ৫টার পর একপর্যায়ে স্পটনাজ বুঝতে পারলো, লক্ষ্যে পৌঁছানো তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুজাহিদ মৃত্যুদূত হয়ে এদের সম্মুখে হাজির হচ্ছিলো। কিন্তু স্পটনাজ প্রশিক্ষণ এতোই দুর্ধর্ষ যে, পশ্চাদ্ধাবননীতি এদের যুদ্ধ নিয়মে নেই।

আবদুর রহমান তার বিশেষ ফোর্সের প্রতিটি সদস্যকে এভাবে তৈরি করেছিলো যে, তারা প্রত্যেকেই একই সাথে তিনটি কলাশনিকভ দিয়ে গোলাবর্ষণ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে দ্রুতগতিতে ঘোড়া কিংবা মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে পারতো। সেই সাথে চলমান অবস্থায় লক্ষ্যভেদী গুলিও চালাতে সক্ষম ছিলো। আলী স্পটনাজ সৈন্য অবতরণের পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ শেষে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে অনুনয়ের সাথে প্রার্থনা করছিলো : হে আল্লাহ! মুজাহিদদের ওপর তোমার সাহায্য না হলে যতো উন্নত প্রশিক্ষণই গ্রহণ করুক, কাজে আসবে না। হে প্রভু! স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় তুমি মুজাহিদদের সাহায্যে ফেরেশতা নাজিল করো। ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ওদের পলায়নপর অবস্থা দেখামাত্র পেছন দিক থেকে অশ্বারোহী ও মোটরসাইকেল বাহিনীকেও ওদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে, কোনো স্পটনাজ সৈন্য যেনো ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে।

সকালে সূর্য ওঠার পর স্পটনাজ সৈন্যদের মৃত দেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করা শুরু হলো। পুরো এলাকা খুঁজে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত আড়াইশ' লাশ পাওয়া গেল।

আলী স্পটনাজ সৈন্যদের মৃত দেহগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখলো, প্রকৃত পক্ষেই স্পটনাজ ফোর্স কল্পনাতীত দুর্ধর্ষ! ওদের লৌহস্তম্ভের ন্যায় শক্ত শরীর দেখেই এর সত্যতা আন্দাজ করা যায়। দাঁতগুলো জংলী জানোয়ারের মতো বড় বড়। কাঁচা গোশত খাওয়ার ফলেই হয়তো এদের দাঁতের অবস্থা এমন হয়েছে। গুলি এদের তেমন ঘায়েল করতে পারেনি। অধিকাংশের ঘাড়ই ছিল চাকুর দ্বারা কিংবা বিষাক্ত গ্যাসে চেহারা বিকৃত।

স্পটনাজ ফোর্সের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো ছিলো অতি অত্যাধুনিক। মৃত সৈন্যদের দেখার পাশাপাশি অপরিচিত এই অস্ত্রগুলোকেও মুজাহিদরা পূর্ণ কৌতূহল নিয়ে দেখছিলো।

স্পটনাজ মোকাবেলায় প্রায় পঞ্চাশ জন মুজাহিদ আহত এবং বিশজন শাহাদাত বরণ করে। বিশজন মুজাহিদের আত্মত্যাগের ফলে বর্বর রুশবাহিনীর কঠিন

www.nagorikpathagar.org

থাবা থেকে মুজাহিদ ক্যাম্প রক্ষা পেলো এবং দুশমনদের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

আহত মুজাহিদদের ক্ষত ও যখম মুজাহিদ ডাক্তারা ধরতে পারছিলেন না। এগুলো কী দাঁতের কামড় না গুলির যখম তারা নিশ্চিত না হয়ে ওষুধ দিতে দ্বিধা করেছিলেন। আবার কোনো কোনো মুজাহিদের শরীরে দাঁতের আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ ক্যাম্পে বন্দী রাশিয়ান ডাক্তার ডেকে আনা হলে সে জানালো যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে গুলি। স্পটনাজ ফোর্স ব্যবহৃত কিছু গুলি এমন রয়েছে, যা এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে। অতঃপর রুশ ডাক্তারের পরামর্শে তার ওষুধ দেয়া হলো। স্পটনাজ ফোর্সের ভয়াবহ ব্যর্থতা রুশবাহিনীর জন্য ছিলো কলঙ্কের অধ্যায়, পরাজয়ের শেষ পর্যায়। বিশজন সুশিক্ষিত মুজাহিদের শাহাদাতের মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্য যে গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়েছিলো এর জন্য তাদের মধ্যে যেমন ছিলো সফলতার সুখ, সেই সাথে শহীদদের জন্য ছিলো গভীর দুঃখবোধ।

এই অসীম দুঃখ ও আনন্দঘন মুহূর্তে সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে আলী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলো।

আলী তার ভাষণে বললো, ইসলামের বিজয়ী সেনানীরা! স্পটনাজ হামলার মোকাবেলার বিস্ময়কর এ বিজয়ে আমি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এ বিজয় সম্ভব ছিলো না। কমান্ডার আবদুর রহমান ও সকল মুজাহিদদেরকে বিশেষ মোবাবরকবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের ফলে এ বিজয় সম্ভব হয়েছে। আমার বিশ্বাস, স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয়ের পর রুশবাহিনী আফগানিস্তান থাকার চিন্তা ত্যাগ করবে। অতি শীঘ্র শ্বেত ভল্লুকদের অপবিত্র অবস্থান থেকে পবিত্র আফগান ভূমি মুক্ত করাই আমাদের ব্রত। আজকের এ বিজয়ের দিনে স্পটনাজ মোকাবেলা ও আফগান যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সকল মুজাহিদকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাদের প্রতি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সালাম।

যে সকল মুজাহিদ নিজের জীবন উৎসর্গ করে রুশদের স্পটনাজ ফোর্সের গর্ব চূর্ণ করে দিয়েছে, আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমু খেতে পারি আমাদের সকলেরই এই কামনা পোষণ করা উচিত। আমি শপথ করছি, মৃত্যু পর্যন্ত শহীদদের অনুসৃত পথে অবিচল থাকবো এবং এতেই আমাদের জীবন ও কর্মের সফলতা নির্ভরশীল।

আলীর অগ্নিঝরা বক্তৃতার পর সমবেত সকল মুজাহিদের সমবেতকণ্ঠে আল্লাহু আকবার, নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব শ্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত

www.nagorikpathagar.org

হয়ে উঠলো। এরপর স্পটনাজ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে যথাযথ সম্মানে দাফন করা হলো।

মুজাহিদরা যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে বিজয় উৎসব করছিলো, ওইদিকে রুশ কমান্ডার ক্যাপ্টেন জেবুনভ ও ক্যাপ্টেন অজিরফ তখন মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করে আলীর গ্রেফতারের অপেক্ষায় প্রহণ গুনছিলো।

ওদের ধারণা ছিল, কার্যকর কোনো বাধা ছাড়াই নির্বিঘ্নে স্পটনাজ ফোর্স ক্যাম্প দখলে সক্ষম হবে। উভয় রুশ জান্তা বিজয় সংবাদের অপেক্ষায় একত্রে বসে গ্লাসের পর গ্লাস ভদকা গিলছিলো। দুপুর গড়িয়ে যখন আসরের সময়। সামরিক হেলিকপ্টারে চার রুশ সেনাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালো যে, গিয়ে জিজ্ঞেস করো, মুজাহিদ ঘাঁটি পতনের পর এখন পর্যন্ত খবরটি আমাদের পাঠায়নি কেন?

হেলিকপ্টারবাহী রুশ সেনারা একেবারে মুজাহিদ ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে এসে অবতরণ করলো। হেলিকপ্টার থেকে নামা মাত্রই মুজাহিদরা চার রুশ সেনাকে গ্রেফতার করে ফেললো। পাইলট দ্রুত হেলিকপ্টার নিয়ে পলাতে চাইলে মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত রকেটের আঘাতে সে অবতরণে বাধ্য হলো। কমান্ডার আলী গ্রেফতারকৃত রুশ সেনাদের একজনের হাতে ক্যাপ্টেন অজিরফের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে পাঠাল :

কমান্ডার অজিরফ,

বিজয়ের সংবাদের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো। শুভ সংবাদ নেয়ার জন্য আরো চার সেনাকে পাঠিয়েছো। তবে শোন! যেসব রক্তপিপাসু হায়েনাদের তোমরা পাঠিয়েছো, যে স্পটনাজ ফোর্সের ওপর তোমাদের নির্ভরতা ও গর্বের অন্ত ছিলো না, আল্লাহর ফজলে মুজাহিদরা তোমাদের প্রশিক্ষিত গণ্ডারদের একটিও জ্যান্ত ছাড়েনি। ফলে তোমরা পরাজয়ের দুঃসংবাদটিও পাওনি। তোমরা হয়তো খুবই দুঃখ পাবে যে, তোমাদের সুশিক্ষিত রুশ হায়েনাগুলো সাধারণ ভদ্র মুজাহিদদের ক্ষতিসাধন না করতে পেরে ভেড়ার মতো নিহত হয়েছে। তোমাদের শক্তি ও গর্বের স্পটনাজ ধ্বংস করে আল্লাহ তাআলা আমাদের বিশেষ সাহায্যে পুরস্কৃত করেছেন, বিজয় দিয়েছেন।

আশা করি, এখন তোমাদের বোধোদয় হবে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকারীদের পরিণাম কখনো শুভ হয় না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আবরাহার মতো বিশাল শক্তিকে অতি ক্ষুদ্র আবাবিল দ্বারা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তোমাদের শক্তিশালী ট্যাংক, বিমান, মিসাইল, বোমা আল্লাহর শক্তির কাছে কোনো হিসাবের বিষয় নয়।

www.nagorikpathagar.org

এখনও সময় আছে। তোমাদের নেতাদের বলো, আফগান থেকে সকল রুশ সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে। অন্যথায় এমন দিন হয়তো বেশি দূরে নয়, যে তোমরা ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইবে, আর আমরা তোমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে মস্কো পর্যন্ত তোমাদের তাড়া করবো। মার্কিন ব্রিটিশের কোনো সপ্তম নৌবহরও তোমাদের পরাজয় ঠেকাতে পারবে না। হিটলারের বাহিনীর মতো সময়ও তোমাদের অনুকূলে থাকবে না। কারণ, সময় আল্লাহর নির্দেশে পরিবর্তনশীল এবং আল্লাহ মুজাহিদদের সাহায্য দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুত।

ইতি

তোমাদের প্রতিপক্ষ

কমান্ডার আলী।

পঁয়তাল্লিশ

স্পটনাজ ফোর্সের সাফল্য ও মুজাহিদ ক্যাম্পের ধ্বংসের খবর শোনার জন্য অজিরফের অফিসে রুশ অফিসারদের ভিড় নেমেছিল। কাবুল হেড অফিসও খবর শোনার জন্য ছিলো উদগ্রীব। রুশ সেনা আলীর চিঠি নিয়ে পৌছলে অজিরফের অফিসে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে এক অফিসার বললো : আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম, এটা আফগানিস্তান, পোল্যান্ড কিংবা চেকোশ্লাভিয়ার মতো এখানকার মানুষ স্পটনাজের কথা শুনলে প্রাণ ভয়ে পালাবে না।

স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংসের কথা বিস্তারিত শুনে রুশ অফিসারদের চেহারা আঁধারে ছেয়ে গেলো। অন্য এক অফিসার বললো : এতোদিন স্পটনাজ নিয়ে আমাদের একটু গর্ব ছিলো, আজ তা নিঃশেষ হলো। ইউরোপ, আমেরিকায় এ সংবাদ পৌছলে আমাদের আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না।

অন্য এক রুশ অফিসার বললো, আমি প্রশাসনকে প্রস্তাব করেছিলাম আলীকে উর্ধ্বতন সরকারি পদের লোভ দেখানো হোক। পদের লোভে অনেক বড় বড় ধর্মীয় দিকপালকেও বাগে আনা যায়। আলী আর কতো বড় মুজাহিদ নেতা।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় আর এক অফিসার বললো, আমার কথা মানলে আজকে রুশবাহিনীর এই মর্মন্তুদ পরাজয় ঘটতো না। আমি বলেছিলাম, কোন সুন্দরী রুশ মেয়েকে অত্যাচারিতের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে আলীর সাহায্যের জন্য পাঠাতে। মেয়েদের দ্বারা অনেক অসাধ্য কাজও নির্বিঘ্নে সমাধান করা যায়। মেয়ের ফাঁদে পড়ে না এমন পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে। মেয়ে হাতিয়ারের চেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার দ্বিতীয়টি আর নেই। মেয়ের ফাঁদে ফেলে শুধু আলীকেই ফাঁসানো যেতো না, হাজার হাজার মুজাহিদকে আলীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতো। কিন্তু আমার কথায় কর্তৃপক্ষ কোনো কর্ণপাত করলো না।

রুশ কমান্ডার জেভোনভ বললো, এসব কৌশল এখনও ব্যবহার করা যাবে। তবে আমার মনে হয় ওসবে কোনো উপকার হবে না। আমার কাছে আলী শুধু একজন বিচক্ষণ মুজাহিদ কমান্ডারই নয়, তার সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি। স্পটনাজ ফোর্সের মুকাবিলায় এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো শক্তি টিকতে পারেনি। তিনশত স্পটনাজ ফোর্স ইচ্ছে করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো কাবুলকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা আজ একটি সামান্য ক্যাম্প দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হয় আলীর নিকট স্পটনাজ ফোর্সের চেয়েও শক্তিশালী বাহিনী রয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি না, আলী কিভাবে এ অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী হলো। বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত আলী অকার্যকর করে দিলো।

কয়েক বছর কোটি কোটি রুবল খরচ করে যে স্পটনাজ ফোর্স গড়ে তুললাম, তাকে পর্যুদস্ত করে দিলো! দেড় হাজার ছত্রীসেনাও আলীর পতন ঘটাতে পারলো না। আমার মতে রুশ সরকারের কাবুল থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত।

এমনও হতে পারে যে কিছুদিন পর প্রত্যেকটি প্রদেশেই মুজাহিদ গ্রুপগুলো ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেবে।

উপস্থিত রুশ অফিসারদের উদ্দেশে অজিরফ বললো, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, বিগত আট বছরে আমাদের সৈন্যদলের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে তারা কতোটুকু হীনবল হয়ে গেছে।

আমাদের সেনাদের মনোবল এতোই দুর্বল হয়ে গেছে যে, ওরা আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও মুজাহিদদের গোলার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য উচ্চ দামে আফগান হুজুরদের কাছ থেকে কুরআনের আয়াত লেখা তাবিজ গলায় ঝুলাচ্ছে। কোনো সেনাবাহিনীর মনোবল এ পর্যায়ে উপনীত হলে ওদের পক্ষে কখনও বিজয় সম্ভব নয়। জেভোনভ বললো।

www.nagorikpathagar.org

অপর এক রুশ কর্নেল জেভোনভের প্রতিবাদ করলে কর্নেল জেভোনভ বললো, মাইডিয়ার অফিসার! তুমি নিজের বাম বাহুটাই একটু খুলে দেখাও না? তোমার বাজুতেও তাবিজ বাঁধা রয়েছে। তোমার মতো আরো অনেক উর্ধ্বতন অফিসারকে তাবিজ ব্যবহার করতে আমি দেখেছি। আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও অনেক সেনাসদস্য মুজাহিদ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের বক্ষে কুরআন রেখে দিয়েছে। আমার আশঙ্কা হয়; মুজাহিদদের ভয়ে আবার না রুশ সেনারা মুসলমান হতে শুরু করে! অবস্থা যদি এমনই হতে থাকে, তবে সমরকন্দ বুখারাও রক্ষা পাবে না।

যুদ্ধ যতোই দীর্ঘায়িত হবে রুশ সরকার ততোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গত বছর থেকে আমি রুশ কর্তৃপক্ষকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরামর্শ কেউ গ্রহণ করছে না। উর্ধ্বতন রুশ অফিসাদের মুখ থেকে এই প্রথম নিজেদের দুরবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া গেলো। কর্নেল জেভোনভকে এ স্বীকারোক্তির চড়া মূল্য দিতে হলো। পরদিনই রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে মস্কোতে নিয়ে গেলো। আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ যথাযথভাবেই কর্নেল জেভোনভ ও রুশ অফিসারদের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কর্নেল জেভোনভের গ্রেফতারির খরবও যথাসময়ে সে জানতে পায়।

ওবায়দুল্লাহ আলীকে এখানকার পরিস্থিতি ও জেভোনভের গ্রেফতারি সম্পর্কে অবহিত করলে আলী ওদের অর্বাচীন মন্তব্যে হাসলো। আবদুর রহমানের সাথে কথা প্রসঙ্গে আলী বললো, কর্নেল জেভোনভ এক বাস্তববাদী বিজ্ঞ অফিসার ছিলো। সে রুশবাহিনীর কল্যাণ করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলো।

রুশ সরকার ওকে মস্কো ফেরত না নিয়ে গেলে জেভোনভকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতাম। আমার বিশ্বাস, এখানে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে সে মুসলমান হয়ে যেতো। তাহলে আমরা একজন দক্ষ কমান্ডার পেয়ে যেতাম। আফসোস, যে ওর গ্রেফতারির খবর আমার কাছে অনেক বিলম্বে পৌঁছে। যখন আর কিছু করার সময় ছিল না।

বসন্তের এক বিকেল বেলা। আবদুর রহমান একটি পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে বসে আনমনে পানিতে কাঁকর ছুঁড়ছে। আলী আবদুর রহমানকে নীরবে বসে থাকতে দেখে চুপিচুপি তার পাশে এসে বসলো। আলী গভীরভাবে আবদুর রহমানের দিকে লক্ষ্য করে বুঝালো, আবদুর রহমান খুবই উদ্বিগ্ন।

আলী আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আবদুর রহমান তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?'

www.nagorikpathagar.org

না! তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই, একটু ভাবছি আর কী। আবদুর রহমান শুকনো জবাব দিলো। আলী গভীর সমবেদনার স্বরে বললো, এমন কী ব্যাপার যে, তোমাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। আমি ব্যাপারটি জানতে পারি না?

আবদুর রহমান : আজ রাতে আব্বা-আম্মাকে স্বপ্নে দেখলাম। এরপর থেকে মনটা তাদের জন্য তোলপাড় করছে। তাছাড়া আজকে যুবাইদার কথাও খুব বেশি মনে পড়েছে। যুবাইদাকে তাহেরার প্রতিচ্ছবি বলা যায়। রুশ সমাজের কোনো কুসংস্কারই ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। বৈরী পরিবেশেও নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে সে অনেক জ্ঞান রাখে। আসার সময় আমি ওর সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। তখন সে কোনো এক আত্মীয়ার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো।

আবদুর রহমানের মনোবেদনা শুনে আলী নীরব হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললো, আবদুর রহমান, তোমাকে যদি আমি আমু দরিয়া পার করে দেই, তাহলে নির্বিঘ্নে বাড়ি গিয়ে ফিরে আসতে পারবে?

বাড়ি যাওয়া আমার জন্য তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তবে আমি একা যেতে চাচ্ছি না। যদি তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে পারি তাহলে শত বাধার পথও আনন্দ বিহারে পরিণত হবে। আবদুর রহমান বললো।

আলী : রুশদের জীবনচিত্র নিজ চোখে দেখতে আমার খুবই মন চায়। তাছাড়া তোমার আব্বা আম্মার কথা শুনে তাদের সাথে দেখা করার আগ্রহও প্রবল। কিন্তু চিফ কমান্ডার ছুটি দিবেন কি না কে জানে। অবশ্য আগে আমাদের যেতে ক'দিন সময় লাগে তা হিসাব করা দরকার।

উভয়েই নিজ নিজ খেয়াল মতো সময় নির্ধারণে কতোক্ষণ ভাবলো।

আবদুর রহমান বললো : এক মাস সময় হলেই আমরা ঘুরে আসতে পারবো।

আলী প্রতিবাদ করে বললো, অন্তত আমাদের হাতে দুই মাস সময় নেয়া দরকার। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের জানা নেই। পথে কোথেকে কোন মুসিবতে আটকে যাই, এর কোনো নিশ্চয়তা আছে? শেষ পর্যন্ত দুই মাসের ব্যাপারে উভয়ে একমত হলো। আলী সে দিন রাতে চিফ কমান্ডারের সাথে ওয়ারলেসে ছুটির আবেদন ও রাশিয়া সফরের কথা জানালো।

চিফ কমান্ডার শুনে বললেন, এ মুহূর্তে রাশিয়া যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জেনে বুঝে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়াতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি। স্বেচ্ছায় নিজেকে বিপদে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

www.nagorikpathagar.org

রাশিয়া যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ তা আমি জানি। কিন্তু জীবন-মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে দুই মাসের ছুটি দিন।

ছুটি দুই মাস কেনো তিন মাসেরও দেয়া যাবে। কিন্তু রাশিয়ার পরিস্থিতি চিন্তা করে আমার ভয় হচ্ছে। এছাড়া মাত্র ক'দিন আগে তুমি বিয়ে করলে। ছুটিটা বরং তাহেরাকে নিয়ে কাটিয়ে এসো। চিফ কমান্ডার আলীকে আবারো বোঝালেন।

আলী বিনীত কণ্ঠে আরজ করলো, আমার মনে হচ্ছে, রাশিয়ায় আমাদের কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। আশা করি ওখানে আমরা মুজাহিদদের সহযোগী ও সহমর্মী পেয়ে যাবো। তাদেরকে আফগান জিহাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলে আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারবো। আর তাহেরার কথা বলছেন, সফরে তো আমাদের মাত্র দু'মাস সময় লাগবে। বাকি মাসটা তাহেরাকে নিয়ে কাটাবো।

আলী ছুটি মঞ্জুরের জন্য চিফ কমান্ডারকে নানাভাবে আবেদন নিবেদন করছিলো। আলীর বারবার আবেদনে চিফ কমান্ডার বললেন, ছুটির জন্য তুমি জেদ ধরেছো যখন, তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করছি। তবে আমার পরামর্শ থাকবে, সফরে খুবই সতর্ক থাকবে।

আলী চিফ কমান্ডারের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছুটি মঞ্জুরির জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো। অতি সঙ্গোপনে রাশিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলো আলী। কাউকে না জানিয়ে বাজার থেকে কাপড় এনে রুশ ডিজাইনের দু'জোড়া কাপড় তৈরি করিয়ে নিলো। পর্যাপ্ত পরিমাণ রুশ কারেনসি (রুবল) সংগ্রহ করলো। আলী মোহাম্মদ ইসলমাকে রাশিয়া ভ্রমণে সফরসঙ্গী হওয়ার কথা বললো। মোহাম্মদ ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে জানালো, আমি কী উদ্দেশ্যে রাশিয়া যাবো। আব্বা-আম্মা অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন। ভাই-বোনদের কেউ বেঁচে নেই। রাশিয়া আমি তখনই যাবো, যখন রাশিয়ায় মুসলমানরা বলশেভিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাবে। এখন আফগানিস্তানই আমার ঠিকানা। এখানেই আমি থেকে যাবো যদি কোনো রকম মুসলমানের দেখা পান বলবেন, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে অবগাহন করতে চাইলে আফগানদের মতো মৃত্যুর কঠিন পথ বেছে নিতে হবে। আলস্য ঝেড়ে পিঠ টান করে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতে হবে।

আলী ও আবদুর রহমানের রাশিয়া সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। আবদুর রহমান রাশিয়ান নাগরিক পরিচয়পত্র স্বযত্নে নিজ ব্যাগে রেখে দিলো, যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। আলী দরবেশ খানকে স্থলাভিষিক্ত কমান্ডার নিযুক্ত করে মুজাহিদদের ডেকে বললো, এক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে আমি বাইরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে দরবেশ খানের নির্দেশ সবাই মেনে চলবে।

www.nagorikpathagar.org

দরবেশ খানকে আলী বোঝালো, শত্রুপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখতে চেষ্টা করবেন এবং সকল ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সতর্ক থাকবেন। এমনও হতে পারে যে, শত্রুরা কোন সুন্দরী মেয়েকে মজলুমের ভূমিকায় নামিয়ে আপনার এখানে পাঠাবে। কখনও কোন মহিলাকে ক্যাম্পে ঠাঁই দেবেন না। এলেও তখনই বিদায় করে দেবেন।

মুজাহিদদের মধ্যে দরবেশ খান একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে খ্যাত। মুজাহিদরা তাঁকে লৌহমানব বলে অভিহিত করে। দরবেশ খানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা মুজাহিদ ক্যাম্পে সবার মুখে মুখে আলোচিত হয়ে থাকে।

একদিন ঘটনাচক্রে রুশবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলো দরবেশ খান। সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে রুশ অফিসারদের কাছে নিয়ে গেল। যে অফিসটিতে দরবেশ খানকে হাজির করা হলো, সেখানে তিনজন সিপাই ছাড়া আরো সাতজন রুশ অফিসার উপস্থিত। অফিসারদের নির্দেশে সিপাইরা দরবেশ খানের বন্ধন খুলে দিলো। এক পর্যায়ে রুশ অফিসাররা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অশালীন উক্তি করতে শুরু করলে রাগে-ক্ষোভে দরবেশ খান পাগলের মতো হয়ে ওঠেন। দরবেশ খান আকস্মিক থাবা মেরে এক সিপাইয়ের কালাশনিকভ ছিনিয়ে নেন। দরবেশ খানের হাতে বন্দুক দেখে অন্য দুই সিপাই নিজেদের বন্দুক মাটিতে ফেলে দেয়। দরবেশ খান অন্য বন্দুকগুলোকে এক পাশে রেখে ঘরের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। এরপর সিংহের মতো কারাতে মার দিয়ে ঘরের সিপাহি অফিসারসহ দশ শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসেন। দরবেশ খানের হাত লোহার হাতুড়ির চেয়েও শক্ত। মুজাহিদদের কাছে দরবেশ খান গম্ভীর, দৃঢ় ও ভদ্র। শত্রু ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

আলী, আবদুর রহমান ও আরো চার মুজাহিদ তিনটি মোটরসাইকেলে ক্যাম্প থেকে রওয়ানা হলো। পথে আবদুর রহমান আলীকে বললো, আমাদের হাতে সময় কম। পথে কোনো শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হলে মোকাবেলা এড়িয়ে চলে যেতে হবে।

একটানা চারদিন মোটর সাইকেল চালিয়ে আলীরা রুশ সীমান্তের নিকটবর্তী একটি মুজাহিদ ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো। ক্যাম্পটি ছিল আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত। মুজাহিদ ক্যাম্পের কমান্ডার যবান গুল খান আলীর পরিচিত। গুলখান কয়েকবার আলীর ক্যাম্পে গিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আলী গুল খানকে তার আগমনের কারণ সবিস্তারে জানিয়ে বললো, অন্য কোনো মুজাহিদকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাবেন না।

কমান্ডার গুলখান পরদিন তাদেরকে আমু দরিয়ার তীরে একটি বাগানে নিয়ে গেলো। বাগানের মালিক আহমদ খানকে বাগানেই পাওয়া গেল। আহমদ খান এ এলাকার এক ভূস্বামী হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের স্মাগলার। রাশিয়ান পণ্য আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে পাচার কাজে সে অত্র এলাকার অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্তি। সর্বমহলে তার সমান প্রতাপ। রাশিয়ার বড় বড় স্মাগলারদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক। কেজিবির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও তাকে জানে। মুজাহিদদেরও সে সহযোগিতা করে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণ আহমদ খানের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শেই হয়ে থাকে। মুজাহিদদের অস্ত্র সরবরাহেও তার অবদান অনস্বীকার্য।

কমান্ডার যবান গুল খান, আহমদ খানের কাছে আলীর আগমন ও রাশিয়া ভ্রমণের কথা জানালে আহমদ খান বললেন, রাশিয়ায় প্রবেশ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তবে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিছুদিন যাবৎ আমার স্টিমারটি নষ্ট। মেরামত চলছে। এখনই ওপারে যেতে হলে দরিয়া আপনাদের সাঁতরিয়ে পার হতে হবে। না হয় সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে।

ছিচল্লিশ

আহমদ খানের কথা শুনে আলী বললো, দরিয়া আমরা সাঁতরে পার হতে পারবো।

আহমদ খানের বিশাল বাগানের এক সুরক্ষিত গুপ্ত কক্ষে আলী ও সাথীরা রাত যাপন করলো। সকালে আহমদ খান মুজাহিদদের জন্য বাগানের নানা ধরনের তাজা ফল ও রান্না করা নাশতা নিয়ে এলেন ঘর থেকে। নাশতা খেতে খেতে আহমদ খান আলীর উদ্দেশে বললেন, দরিয়া পার হয়ে কয়েক মাইল হেঁটে গেলে তোমরা ইসমাঈল সমরকান্দির গ্রাম পাবে। এর মধ্যে আর কোনো জনবসতি তেমন নেই। সে এ অঞ্চলের বড় স্মাগলার এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি। কেজিবির শীর্ষ পর্যায়ে তার হাত আছে। তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে আমার কোন সুহৃদকে কিছুতেই অমর্যাদা করবে না, বরং সর্বাত্মক সাহায্য করবে।

www.nagorikpathagar.org

তার বাড়ি পর্যন্ত আগে কোনো রুশ পুলিশ, আর্মি কিংবা পাবলিক যদি তোমাদের পথরোধ করে কিংবা কোনো প্রকার হয়রানি করে, তাহলে বলবে, 'আমরা ইসমাঈল সমরকান্দির মেহমান। তার বাড়িতে যাবো।' এ বললেই আটকাবে তো দূরে থাক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ইসমাঈল সমরকান্দির ওখানে পৌছানোর পর সে-ই তোমাদের গন্তব্যে পৌছার যাবতীয় ব্যবস্থা এবং কাগজপত্র তৈরি করে দেবে। আর একটা কথা তোমাদের বলে দেই যে, 'কোন প্রশাসনিক কিংবা পুলিশি সমস্যার সম্মুখীন হলে ঘুষ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। রাশিয়ান পুলিশকে কুড়ি-পঁচিশ রুবল ঘুষ দিলে অনেক বড় কাজও আদায় করা যায়। আর ছোটখাটো কাজে ওদের দু-এক রুবল দিলেই হলো।'

একটু থেমে আহমদ খান আবার বললেন, আমার একটি কাজ করে দিলে খুবই উপকার হবে। ইসমাইল সমরকান্দী কিছু কুরআন শরীফের আবদার করেছিলেন। কয়েক মাসেও আমি তার এ কাজটুকু করতে পারিনি।

কুরআন শরীফের কথা শুনে আবদুর রহমান বললো, 'খান সাহেব! আমারও কয়েক জিল্‌দ কুরআন শরীফ দরকার।' আহমদ খান বললেন, 'কুরআন শরীফ তো ভাই এ এলাকায় পাওয়া মুশকিল। তোমাকে দিতে হলে শহর থেকে আনাতে হবে। তাতেও দু'দিন সময় লেগে যাবে।

কমান্ডার যবান গুল খান আবদুর রহমানের কুরআনুল কারীমের আবদার শুনে বললেন, দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে। না হয় আমি ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ আনিয়ে দিচ্ছি। এই বলে এক মুজাহিদকে মোটর সাইকেলে ক্যাম্পে পাঠালেন।

আহমদ খান বললেন, 'রাশিয়ার মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান উপহার কুরআন শরীফ। আমি অনেক বার দেখেছি, রাশিয়ায় কমিউনিস্টরাও নিজেদের ঘরে কুরআন শরীফ রাখে। মুসলমানদের কাছে ওরা দৈনিক পনের বিশ রুবল ফিস নেয়। রমযানের সময় ফিস আরো বেড়ে যায়। রুশ সমাজে এমন একটি ধারণা চালু আছে যে, যার ঘরে এক কপি কুরআন শরীফ আছে, জীবিকা নির্বাহে তার আর কাজের দরকার নেই। কমিউনিস্টরা কুরআন শরীফ দিয়ে এমন নির্মম ব্যবসা করে যে, কোন মুসলমানকে তা একটু দেখতে দিলেও দু-এক রুবল আদায় করে।'

আহমদ খানের কথা শুনে আলী প্রশ্ন করলো, মুসলমানরা এতো টাকা কি খরচ করতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

আহমদ খান বললেন, রুশ মুসলমানেরা কয়েক পরিবার মিলে একদিনের জন্য কুরআন শরীফ সংগ্রহ করে। একজনে দেখে তিলাওয়াত করে আর বাকিরা শুনে শুনে পড়ে।

আপনারা বেশি করে রাশিয়ায় কুরআন শরীফ সরবরাহ করতে পারেন না? আবদুর রহমানের প্রশ্ন।

আহমদ খান বললেন, হ্যাঁ। এ ব্যাপারে ইসমাইল সমরকন্দীর সাথে আমার কথা হয়েছে। একটি পাকিস্তানি প্রিন্টিং কোম্পানির সাথেও আলোচনা হয়েছে। রুশ ভাষায় তরজমাসহ কুরআন শরীফ রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।'

একটা ভালো উদ্যোগ। এতে আপনাদের প্রচুর টাকা যেমন আসবে, বিপুল সওয়াবের অধিকারীও হবেন, আলী বললো। এসব কিছু বিবেচনা করেই এ কাজে হাত দিয়েছি, আহমদ খানের স্বীকারোক্তি।

আলী বললো, আফগান রেডিও থেকেও রুশ ভাষায় একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আহমদ খান জানালেন, রাশিয়ার মুসলমানরা রেডিও আফগানিস্তনের ইসলামী প্রোগ্রাম খুব নিষ্ঠার সাথে শুনে থাকে। বিশেষ করে রুশ মুসলমান মেয়েরা আফগান মুজাহিদদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাপরায়ণ।

ইসমাইল সমরকন্দী একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা তো আফগান মুজাহিদদের জিহাদী প্রোগ্রামে এতোই প্রভাবান্বিত যে, আমাদেরকে রীতিমত জিহাদ শুরু না করার জন্য নিন্দা করে। ওরা বলে, নিরীহ আফগান মুসলমানরা যদি অপ্রতুল অস্ত্র-বারুদ দিয়েই রুশ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে, তোমরা (রাশিয়ার মুসলমানরা) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছো না কেন?

আলী শুনে বললো, এটা অত্যন্ত খুশির কথা। আল্লাহ অচিরেই হয়তো এমন সুযোগ করে দেবেন যে, রাশিয়ার মুসলমানরা আজাদির জন্য কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে।

খানিক পর ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে ফিরে আসল মুজাহিদ। সে বললো, অল্প সময়ের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে মাত্র তিন কপি পেয়েছি। আবদুর রহমান ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, ব্যস, এ তিন জিলদই যথেষ্ট।

আহমদ খান আলীকে তার পরিচিত আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঠিকানা বলে দিলেন। আর ইসমাইল সমরকন্দীর কাছে একটি চিরকুট লিখে দিলেন। আহমদ খান লিখলেন, 'এ যুবকরা আমার ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক জরুরি কাজে তারা

www.nagorikpathagar.org

শেরআবাদ পর্যন্ত যাবে। তাদের শেরআবাদ পর্যন্ত পৌছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।'

আলী ও আবদুর রহমান সাঁতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলো। তারা এমন এক জায়গা দিয়ে সাঁতার দেয়ার ইচ্ছা করলো, যে জায়গাটি রুশ সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে। আহমদ খান আলী ও আবদুর রহমানকে বললেন, 'এ দরিয়া খুব বেশি খরস্রোতা এবং গভীর, চওড়াও একটু বেশি। তোমরা সাথে করে মোটরের বা রাবারের টিউব আর প্লাস্টিক কনটেইনার নিয়ে নাও। মুজাহিদরা সাধারণত টিউব ও প্লাস্টিক কনটেইনারের সাহায্যেই দরিয়া পার হয়ে থাকে। বাগানে আমি হাওয়া ভর্তি টিউব আর কনটেইনার এ জন্যই রেখে দিয়েছি। কারণ, অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে গেরিলা অপারেশনে স্টিমার বা নৌকা দিয়ে সুবধি করা যায় না।

ক্যাম্প থেকে আসা আলীর সহযাত্রী মুজাহিদরা নদীর পাড় পর্যন্ত আলী ও আবদুর রহমানের আসবাবপত্র এগিয়ে নিয়ে গেলো। দরিয়ার তীরে কমান্ডার যবান গুল ও আহমদ খান আলীকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন।

প্রতিকূল পরিবেশের সাথে দীর্ঘ দিনের বীরত্বপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে আফগান মুজাহিদরা যে কোনো সমস্যাকে সহজে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছিলো। অত্যধিক শীত, তুষারপাত কিংবা মগজ উতলানো গরম আফগান মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারতো না। তদুপরি আলীর মনে হলো, দরিয়ার পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। দীর্ঘক্ষণ দরিয়ার গাঢ় নীল পানিতে সাঁতরিয়ে মনে হচ্ছিলো যে, সারা শরীর জমে গেছে।

রাবারের টিউব ও প্লাস্টিক কনটেইনার ব্যবহার করে আলী ও আবদুর রহমান আসবাবপত্র নিয়েই এক সময় ওপারে পৌছলো। এতোগুলো আসবাবপত্র নিয়ে আফগান মুজাহিদ ছাড়া আর কোন মানুষের পক্ষে সাঁতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এ সময়ে এ স্থান দিয়ে দক্ষ সাঁতারুকেও খালি গায়ে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিলেও নামানো যেতো না।

ক্যাম্প থেকে আসা মুজাহিদদেরকে আলী রুশ সফর শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত যবান গুল খানের ক্যাম্পে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বিদায় জানালো। তারা আল্লাহ হাফেজ বলে আলীকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এলো।

জনমানবহীন উষ্ণ মরু এলাকা পাড়ি দিয়ে আলী ও আবদুর রহমান গন্তব্যের পথে রওয়ানা হলো। মরুভূমির ধারালো কাঁকর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে পথ চলা ছিলো অত্যন্ত দুষ্কর। বারবার লতাগুলো পা পেঁচিয়ে যাচ্ছিলো। তীক্ষ্ণধার পাথরে আঘাত

www.nagorikpathagar.org

খেয়ে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিলো। এমতাবস্থায় সামনে পড়লো একটি মরু ঝর্ণা। ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি তীর থেকেই দেখা গেলো। অতি কষ্টে ও সতর্কতার সাথে তারা ঝর্ণার অপর তীরে পৌছলো।

ঝর্ণা পেরিয়ে তারা দেখলো, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ বৃক্ষতরুর সমারোহ। নয়নাভিরাম নানা রং ও বর্ণের বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত স্রোতস্বিনী মরু ঝর্ণা, ঘন বৃক্ষ ছায়ায় অজ্ঞাত অপরিচিত বহু বন্য জন্তুর আনাগোনা। নানা পাখির কল-কাকলিতে ঝর্ণা তীরবর্তী এলাকা মুখরিত। এ যেনো পাষাণ মরুর হৃদয় স্পন্দন।

আবদুর রহমান আলীকে বললো, পথে কোনো লোকের সাথে কথা বলবে না। কারণ তোমার রুশ ভাষা তেমন স্পষ্ট হয় না এবং যে পশতু ভাষা তোমাদের ওখানে বলা হয় তা থেকে এখানকার পশতুর মধ্যে ব্যবধান অনেক।

আবদুর রহমানের কৌশল আলীর পছন্দ হলো। সে বোবার অভিনয় করতে সম্মত হলো।

আলী ঝর্ণা তীরবর্তী প্রাকৃতিক নৈসর্গে ভরা সুন্দর জায়গা দেখে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আবদুর রহমান। এই সুন্দর জমিনে মুসলমানদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে আর কতোদিন লাগবে, এসব স্থানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মসজিদের সুউচ্চ মিনার, ইথারে ইথারে ভেসে বেড়াবে আজানের মধুর আহ্বান।'

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ সুনির্দিষ্টভাবে সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এসব এলাকায় পুনরায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। এ রাশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে, ধুলায় মিশে যাবে কমিউনিজমের সকল দুর্গ। সেদিন হয়তো এ দেশ হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এমনও হতে পারে যে, রাশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুর্কিস্তান মিলে একটি বৃহৎ ফেডারেল মুসলিম স্টেটে রূপান্তরিত হবে, আর সেই গ্রেট মুসলিম স্টেট সারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সেই মুসলিম রাষ্ট্রের গৌরব, মর্যাদা ও উন্নতি অগ্রগতিতে মার্কিন-ব্রিটেনের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যাবে। আমার তো খুবই ইচ্ছে হয়, এমন বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যদি নিজ চোখে দেখে যেতে পারতাম। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো আবদুর রহমান।

আলী বললো, আবদুর রহমান! তোমার চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু এসব এখন কল্পনাবিলাস বৈ কিছু নয়। বাস্তবে এমন ইসলামী স্টেট অনেক সময়ের ব্যাপার।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না যে, পৃথিবীর চোখধাঁধানো যতো বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে এগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার আগে কল্পনাই ছিলো। মনোশক্তি ও কল্পনাই সকল কর্মের উৎস। বললো আবদুর রহমান। একটা উষ্ণ আলাপচারিতার মধ্যে কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে আলী ও আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দীর গ্রামে পৌছে গেলো। তখন প্রায় তিনটা বেজে গেছে।

ইসমাইল সমরকন্দি অতিথিদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে কোলাকুলি করলো। আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দির সম্মানে আহমদ খানের প্রেরিত উপহার পবিত্র কুরআন শরীফের কপি ও চিঠি পেশ করলো। ইসমাইল সমরকন্দি আগে আহমদ খানের চিঠি পড়লো। অতঃপর কুরআন শরীফগুলো অত্যন্ত যত্নে বুকে চেপে ধরে বললো, 'আপনারা অনেক কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, এখন পানাহার শেষে বিশ্রাম করুন। আগামীকাল আপনাদের প্রয়োজনীয় কাজগপত্র তৈরি করে শেরআবাদ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌছার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরদিন ইসমাইল সমরকন্দি আলী ও আবদুর রহমানের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি কাগজপত্র তৈরি করার জন্য বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হলে আবদুর রহমান সমরকন্দির উদ্দেশে বললো, জনাব! কাগজ তৈরি করতে তো খরচপত্রের প্রয়োজন হবে, আমরা আপনাকে খরচের টাকা দিতে চাচ্ছি। এই নিন আমার কসমোসল কার্ড। এটা দেখালে পাসপোর্ট তৈরি করা অনেকটা সহজ হবে।

আবদুর রহমানের টাকা দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সমরকন্দি বললেন, আপনারা আহমদ খানের ছেলের বন্ধু আমার পুত্রের সমতুল্য। আপনাদের কাছ থেকে এই সামান্য খরচের জন্য টাকা নেয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর হ্যাঁ আমি তো মনে করেছিলাম, আপনারা উভয়েই আফগানি। আপনার কসমোসল কার্ড থাকলে তো কোন ঝামেলাই নেই। অতি সহজেই আমি কাগজ তৈরি করিয়ে নিতে পারবো। অবশ্য কাগজ তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও দু-একদিন লেগে যেতে পারে। (উল্লেখ্য সোভিয়েত আমলে দেশের এক অঞ্চল থেকে দূরের কোনো অঞ্চলে যেতে সরকারি অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হতো।)

অত্যাবশ্যকীয় সরকারি ছাড়পত্র পেতে দু'দিন লেগে গেলো। এ দু'দিন আলী ও আবদুর রহমান ইসমাইল সমরকন্দির বাড়িতে অবস্থান করলো। দু'দিন পর সবকিছু ঠিক করে আলীকে নিয়ে শেরআবাদের পথে রওয়ানা হলো আবদুর রহমান। রাত ন'টায় তারা শেরআবাদে পৌছে গেলো। বহুদিন পর নিজ শহরে পৌছে আবদুর রহমানের কাছে মনে হলো, সবকিছুই যেনো কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। বদলে গেছে শহরের সবকিছু। নিষ্প্রাণ মৃতপুরীর মতো লাগছিলো চোখধাঁধানো শেরআবাদ শহরটিও।

www.nagorikpathagar.org

শহরে পৌছে আবদুর রহমান আঁচ করলো, এখানে জনজীবনের গতি স্বাভাবিক নয়। ভয়াবহতার ছাপ স্পষ্ট। রাত ন'টায় সারা শহর নিঝুম নিঃস্তব্ধ। অথচ এক সময় গভীর রাত পর্যন্ত এ শহরের প্রতিটি গলি থাকতো কোলাহল ও জনরব মুখরিত। তার মানে প্রশাসন জনগণের ওপর সীমাহীন জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে এখন।

মেইন রোড এড়িয়ে নির্জন অন্ধকার রাস্তা ধরে আবদুর রহমান বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। যাতে পুলিশি ঝামেলার মুখোমুখি না হয়ে বাড়ি পৌছতে সহজ হয়। খুব সতর্কভাবে পা চালিয়ে আবদুর রহমান বাড়ির কাছে পৌছে দেখলো, তাদের বাড়ির সামনের দিকে দু-একজন লোক যাতায়াত করছে। তাই আলীকে নিয়ে সামনের দরজা এড়িয়ে ঘরের পেছনের দরজায় কড়া নাড়লো।

ঘরের দরজার সামনে গিয়ে আবদুর রহমানের দীর্ঘ দিনের বিরহ ব্যথা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। মা-বাবার সাথে মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় তার বুকের পাঁজরগুলো যেনো ভেঙে যাচ্ছিল। স্নেহময়ী মায়ের আদরের স্পর্শ থেকে দূরে থাকার কথা অনুভব করে দরদর করে দু'চোখে অশ্রু ঝরছিলো। যেনো এখন অঝোর ধারায় শুরু হয়েছে শ্রাবণের বর্ষণ। প্রথম কড়া নাড়ার পর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আবদুর রহমান আবার কড়া নাড়লো। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়লে ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠে ভেসে এলো, আসছি, কে?

এ আওয়াজ ছিলো আবদুর রহমানের স্নেহময়ী মায়ের চির পরিচিত আওয়াজ। তিনি দরজার কাছে এসে আবার বলেন, কে?

আবদুর রহমান দরজার কাছে মুখ নিয়ে ক্ষীণস্বরে বললো, মা! আমি, আবদুর রহমান।

আবদুর রহমানের ডাক শুনে মায়ের হৃদয় আনন্দে ভরে গেলো। তিনি দ্রুত দরজা খুলে আদরের পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন। সুখের আতিশয্যে মায়ের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

মা-পুত্রের আলিঙ্গনে আলীর হৃদয়পটে ভেসে উঠলো তার শাহাদতবরণকারী মায়ের কান্তিময় অবয়ব। আলীর মনে হলো, কালো, সাদা, গৌড় যাই হোক পৃথিবীর সব মায়েরই নিজ সন্তানের প্রতি দরদের কোনো পার্থক্য নেই। মা-পুত্রের আবেগময়তা স্বাভাবিক হয়ে এলে আবদুর রহমান আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলো। আলী তাঁকে বিনীত সালাম জানালো। আবদুর রহমানের মহীয়সী মা আলীকে মুবারকবাদ জানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

www.nagorikpathagar.org

পরিচয়ের পর মা তাদেরকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। আবদুর রহমান মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা! আব্বু কোথায়, দেখছি না যে?

মা বললেন, এই একটু আগে বাইরে গেছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। তোমরা বসো, আমি তোমাদের জন্য খানা তৈরি করি। তোমার আব্বু এলে সবাই এক সাথে বসে কথা বলবো।

আবদুর রহমানের মা আলীর উদ্দেশে বললেন, বেটা, আমার আবদুর রহমানের খাবারের পছন্দ-অপছন্দ আমি জানি। তবে তুমি কী খাবে? আজ আমি আমার পুত্রদের পছন্দের খাবার রান্না করবো।

আলী বললো, 'খালাম্মা, আজ আমি আবদুর রহমানের পছন্দের খাবারই খাবো। আগামীকাল আবদুর রহমান আমার পছন্দের খাবার খাবে। এতে আপনার সময়ও বাঁচবে, উভয়ের পছন্দের খাবারও খাওয়া হবে।'

আলীর কথা শুনে মা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়লেন। আবদুর রহমান মাকে ডেকে বললো, মা! আমাদের আসার খবর আব্বু ছাড়া আর কেউ যেনো না জানে। আমরা খুব গোপনে এসেছি।

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি, ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার সীমাহীন উদ্বেগ আলী ও আবদুর রহমানের দেহ-মনে, কষ্টের গভীর ছাপ সুস্পষ্ট। তারা উভয়েই ক্লান্তি দূর করবার জন্য ঠাণ্ডা পানিতে দীর্ঘক্ষণ গোসল করলো। তৃপ্তিময় গোসল সেরে জামা-কাপড় বদলিয়ে উভয়ে সটান বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বিছানায় পিঠ লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে গেলো।

ইত্যবসরে আবদুর রহমানের আব্বা ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে ডাকতে ডাকতে সোজা রান্না ঘরের দিকে যেয়ে বললেন, কি গো! এতো রাতে তুমি রান্না ঘরে কী করো?

ড্রয়িং রুমের লাইট অফ করে দিয়েছিলো আবদুর রহমান, আর তার আব্বু ঘরে ঢুকেছিলেন অন্য দরজা দিয়ে। আবদুর রহমানের মা ফাতেমা স্বামীকে বললেন, রান্না করছি। ড্রয়িং রুমে দেখো গিয়ে কে এসেছে।

আবদুর রহমানের আব্বা ধারণাই করতে পারছিলেন না যে, আবদুর রহমান আসতে পারে। তিনি দ্রুতপদে ড্রয়িং রুমে ঢুকে লাইট অন করলেন। আবদুর রহমানকে ঘুমন্ত দেখে তিনি যেই তার মাথা ধরে নিজের কোলে উঠাতে চাইলেন, তখন আলী ও আবদুর রহমান উভয়ের ঘুম ভেঙে গেলো। আবদুর রহমান উঠে তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরলো। বাবা পুত্রকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আদর করলেন আর অবচেতন মনে বলে গেলেন আবেগাপ্লুত কতো কথা।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান যখন বললো, 'ইনি কমান্ডার আলী, আমার পরম বন্ধু।' আবদুর রহমানের আব্বা আলীকেও এক হাতে বুকে চেপে বললেন, 'বেটা! তোমার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা তো ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো যুদ্ধে নিহত হয়েছো। আমি তোমার কমান্ডারের সাথে টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, তোমার কোনো খোঁজ নেই। একটি অপারেশন গ্রুপ থেকে তুমি হারিয়ে গেছো। এরপর আমরা তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলি। একমাত্র তোমার আত্মার শান্তির জন্য দু'আ করা ছাড়া আমাদের সান্ত্বনার কোনো পথ ছিলো না।

তোমার হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ আমি তোমার মাকে কখনও জানতে দেইনি। কিন্তু তোমার চিঠি আসা বন্ধ হতেই সে তোমার জন্য কাঁদতে শুরু করে। গত নভেম্বরে তোমার জন্ম দিনে তো এমন কান্নাকাটি শুরু করেছিলো যে, তাকে শান্ত করতে গিয়ে আমিও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।

পিতা-পুত্রের কথোপকথনের ফাঁকে আবদুর রহমানের মা খাবার নিয়ে এলেন। আবদুর রহমান বললো, আব্বু! সেদিন রাতে আমি আপনাদের স্বপ্নে দেখলাম। তখন থেকে বাড়িতে আসার জন্য আমার মন পাগল হয়ে উঠলো। কিছুতেই নিজেকে সামাল দিতে পারছিলাম না।

আপনাকে তো আমি বলেই গিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেবো। এতে আপনাদের এতো পেরেশান হওয়ার কী ছিলো। আফগানিস্তানে যদি কোনো মুজাহিদ শহীদ হয় তার বাপ-মা-ভাই-বোন শহীদকে নিয়ে গর্ববোধ করে। জিহাদে আত্মদানের জন্য আমি কোনো আফগানকে এতটুকু কুণ্ঠিত হতে বা দুঃখবোধ করতে বা কাঁদতে দেখিনি। আমার শাহাদতের জন্য আপনারা দুঃখ পেলে আমার খুব কষ্ট হতো।'

পুত্রের প্রতি-উত্তরে মা বললেন, 'বেটা তোমার শাহাদতের জন্য আমাদের কোনো দুঃখবোধ নেই। কিন্তু আমার তো আশঙ্কা ছিলো, তুমি হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। এখানে কমিউনিস্টরা এ কথা প্রচার করে যে, মুজাহিদরা কেনো রুশ সৈন্যকে ধরে নিলে আর জীবিত রাখে না। কমিউনিস্ট হোক আর মুসলমান হোক কোনো বিপক্ষের সৈনিক মুজাহিদের হাতে রেহাই পায় না। আমাদের আরো বেশি ভয় হচ্ছিলো এই ভেবে যে, তুমি রুশ ব্যারাক ছেড়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়ে না আবার মুজাহিদের হাতে নিহত হয়েছো। না বেটা, অপমৃত্যুর আশঙ্কা না থাকলে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে তুমি আমার একমাত্র পুত্র কেনো দশপুত্র শহীদ হলেও আমি একবিন্দু চোখের পানি ফেলবো না।

আবদুর রহমানের মায়ের কথা শুনে আলী বললো, খালাম্মা! এসব রুশ সরকারের প্রোপাগান্ডা। কেবল মুসলমানকে কেনো, অতি কমিউনিস্টকেও মুজাহিদরা

www.nagorikpathagar.org

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোনো শাস্তি দেয় না। এখনো আমাদের বন্দী শিবিরগুলোতে অসংখ্য রুশ বন্দী রয়েছে। আমরা বন্দী বিনিময় করতে চাই, কিন্তু রুশ কমান্ডাররা বন্দী বিনিময়ে রাজি হয় না।

রুশ কয়েদিরা মুজাহিদ বন্দী শিবিরে মুজাহিদদের আদর্শবাদিতায় ও সুন্দর আচরণে ইসলাম গ্রহণ করে রুশবাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, রুশ সরকারের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রচারযন্ত্র আছে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। আর আমাদের হাতে আধুনিক কোনো প্রচার মিডিয়া নেই, ইসলাম বৈরী আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো আমাদের কার্যক্রমের প্রকৃত চিত্র তুলে না ধরে বিকৃতভাবে প্রচার করে থাকে।

আমরা তো রুশ-কমিউনিস্টদের মধ্যে বসবাস করে ওদের প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ি। ওরা তো সবসময়ই প্রচার করে যে, মুজাহিদরা খুবই অত্যাচারী জালেম। কথাগুলো বললেন আবদুর রহমানের আম্মা। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ওহ! তোমাদের তো ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার রেখে আমরা গল্পে ডুবে গেছি। এসো, খেয়ে নাও।

আহারান্তে আবদুর রহমানের আব্বু বললেন, 'বেটা! এখন তোমাদের জিহাদের কথা ও মুজাহিদদের কার্যক্রম শোনাও।'

আব্বু! রাত বারোটা বেজে গেছে। আগামীকাল শুনলে হয় না? আপনার তো আবার রাত জাগলে অসুখ বাড়ে। বিনয়ের স্বরে বললো আবদুর রহমান।

বেটা! আমরা তো জিহাদী কার্যক্রম শোনার জন্য বেকারার হয়ে আছি। তোমরা পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের দরকার। তোমাদের কষ্ট হলে ভিন্ন কথা। যে পর্যন্ত আমি তোমাদের সকল কথা না শুনবো, ততোক্ষণ এমনিতেও ঘুম হবে না।

অগত্যা আবদুর রহমান আফগনিস্তানে তার যাওয়ার পর থেকে রুশবাহিনীর উপর্যুপরি ব্যর্থতা ও মুজাহিদের অব্যাহত সাফল্যের কথা বলতে শুরু করলো। রুশবাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা ও পূর্বাপর সংঘটিত রুশবাহিনীর ঘটনাবলী ও মুজাহিদদের কীর্তিগাথা সবিস্তারে বর্ণনা করলো।

সোভিয়েত বাহিনীর অকল্পনীয় জুলুম, নিরীহ আফগানদের ওপর পরিচালিত তাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মার চোখে পানি এসে গেলো। আবার ঈমানী শক্তিবলে বলীয়ান আফগান মুজাহিদদের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা, আল্লাহর রহমত ও মদদের কথা শুনে তাদের চোখ-মুখ খুশিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠলো।

www.nagorikpathagar.org

মা বললেন, দেখবে অচিরেই মুজাহিদদের বিজয় হবে। যাদের সাহায্যকারী প্রভু, তাদের পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

আবদুর রহমানের দীর্ঘ বর্ণনা শেষ হলে তার আব্বা বললেন, বেটা! রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার মুজাহিদদের জালেম, অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, ডাকাত, লুটেরা, খুনি বলে প্রচার করে। অথচ এখানকার মুসলমানরা মুজাহিদদের উত্তরোত্তর বিজয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছে। কমিউনিস্টদের সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়নে ওদের প্রতি জনগণ প্রচণ্ড বিতৃষ্ণ। তাদের ধারণা, রুশবাহিনীর ক্রমাবনতি ও পরাজয়ের কারণে সরকার মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ মুজাহিদ বাহিনীকে ঐশী সাহায্যে বলীয়ান মনে করে।

অনেককেই বলতে শুনেছি, মুজাহিদদের পরাজিত করা কোনো সামরিক শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজেও কয়েকজন আফগান ফেরত রুশ সেনা অফিসারের সাথে কথা বলেছি। গত বছর এক অফিসার আমাকে বললো, আমাদের সেনারা এক মুজাহিদকে বন্দী করে নিয়ে এলো। আমি আফগান মুজাহিদদের অনেক অলৌকিক কাহিনী সেনাদের কাছে শুনেছি। তবে এসব কখনই বিশ্বাস করিনি।

মুজাহিদকে বন্দী অবস্থায় পেয়ে আমার মনে ওদের ঐশ্বরিক শক্তি পরীক্ষা করার কৌতূহল জাগলো। আমি বন্দী মুজাহিদকে বললাম, তোমরা নাকি পাথর নিক্ষেপ করে ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিতে পারো? ও বললো, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি ওকে বললাম, এখন যদি তার প্রমাণ দিতে পারো, তবে তোমাকে ছেড়ে দেবো। সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো, হ্যাঁ! আল্লাহর ইচ্ছা হলে পারবো।

সে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক ঘটি পানি চাইলো। উপস্থিত এক সিপাই এক ঘটি পানি এনে দেয় ওকে। দেখলাম, হাত মুখ পা ধুয়ে একবার মাথায় হাত বুলালো। (অর্থাৎ অজু করলো) এরপর কী যেনো পাঠ করে রাস্তা থেকে কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে আমাদের একটি ট্যাংকে ছুঁড়ে মারলো, আর সাথে সাথেই দাউ দাউ করে ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো।

দু'মাস আগে অনুরূপ আরেক রুশ অফিসারের সাথে আমার দেখা। আফগানিস্তানে মারাত্মক আহত হয়ে কিছুদিন আগে সে দেশে ফিরে এসেছে। সেও বহু অলৌকিক ঘটনা শুনিয়েছে। অফিসারটি বলেছিলো, সে দেশে ফিরে আসার ক'মাস আগে নাকি দু'টি রুশ কনভয় একটি মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করতে গিয়ে একজনও ফিরে আসতে পারেনি। এমনকি ওদের কোন চিহ্নও রুশবাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। এভাবে দু'তিনটি কনভয় পাঠানো হলো। কিন্তু একজন রুশ সেনাকেও খুঁজে পাওয়া গেলো না। রুশবাহিনীর কনভয়গুলো কি আকাশে মিলিয়ে গেলো না জমিনে ধসে গেলো কিছুই বোঝা গেলো না।

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য শুনলাম কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও আমাদের জেলা সেক্রেটারির কাছে। সেক্রেটারি সাহেব ক'দিন আগে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁকে বিমর্ষ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে যে! তিনি বললেন, আমি কেন দেশের সকল নেতৃবৃন্দই খুব উদ্বিগ্ন। যে ব্যাপারটি রাশিয়ার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তা তোমাকে শোনালে তুমিও চিন্তিত হয়ে পড়বে।

আবদুর রহমানের আব্বু বললেন, আমি কিছুক্ষণ আগে এক বৈঠক থেকে এসেছি। বৈঠকটি ছিলো সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর উঁচু অফিসারদের পর্যালোচনা সভা। সে বৈঠকের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিলো সদ্য আফগান সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পেশকৃত রিপোর্ট। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আফগানিস্তান সফর করে এসে রুশ সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অনুকূলে সংঘটিত দু'টি ঘটনাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে।

ঘটনার একটি হলো- রুশবাহিনীর দু'টি কনভয় মুজাহিদদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে পুরো দু'টি কনভয় অদৃশ্য হয়ে যায়। কনভয়ে অংশগ্রহণকারী রুশ সেনাদের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো, ঐ কমান্ডার কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার রহস্য উন্মোচনের জন্য পরিচালিত অপারেশন। আমাদের এরিয়া কমান্ডার কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর উর্দ্দিষ্ট মুজাহিদ ক্যাম্প আক্রমণের জন্য যেখানে তিনশ' স্পটনাজ সেনা পাঠায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে স্পটনাজ সেনারাও জীবন্ত ফিরে আসতে পারেনি।

অথচ স্পটনাজ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিশ্বাস যে, স্পটনাজ পৃথিবীর যে কোনো দুর্ধর্ষ বাহিনীকেও পরাস্ত করতে সক্ষম। প্রতিটি স্পটনাজ সৈন্য একশজন উঁচুমানের প্রশিক্ষিত ছত্রীসেনাকে অবলীলায় হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে।

রুশ সুপ্রিম কাউন্সিল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর রিপোর্ট শুনে যখন জানতে পারলো, তিনশ' স্পটনাজ সেনাও এক মুজাহিদ বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেনি, তখন অনেকের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করে। সবার চেহারায় ধরা পড়ে অজানা শঙ্কাবোধ। এক কাউন্সিলর তো শঙ্কাবোধ চেপে রাখতে না পেরে বৈঠকেই বলে ফেললো, তাহলে তো দেখা যায় মুজাহিদদের হাতে আমরাও নিরাপদ নই। ওরা যদি দুর্ধর্ষ স্পটনাজ সেনাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তবে তো, রাশিয়ায় এসে

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিতে পারে। কী বলেন? ভয়াবহ খবর নয় কি এটি?

আবদুর রহমানের আব্বু কথা শেষ করলে আলী স্মিত হেসে বললেন, চাচাজান! কনভয় দুটো গায়েব করে দেয়া এবং স্পটনাজ সেনাদের ধ্বংস করে দেয়ার এ বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী আপনার ছেলে আবদুর রহমান।

– না আব্বু! এসবই আলীর কমান্ডিং ও বিচক্ষণতার ফল। আবদুর রহমান বললো।

আবদুর রহমানের আব্বু বললেন- এটা তো আমার জন্য চরম গর্বের বিষয়, কৃতিত্ব যারই হোক তোমরা উভয়েই আল্লাহর পথের সৈনিক ও আমার পুত্র।

ছেলের বিস্ময়কর কৃতিত্বের কথা শুনে পাশে বসা আবদুর রহমানের আম্মা উঠে এসে উৎফুল্লচিত্তে আবদুর রহমানের কপালে চুমু খেলেন; পরম আনন্দে প্রিয়পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আলীর মাথা-মুখে আদুরে হাত বুলিয়ে বললেন, প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের দু'জনকে শান্তিতে রাখুন। নিত্য যেনো সাফল্য তোমাদের পদচুম্বন করে, সবসময় পরওয়ারদিগারের দরবারে এ কামনাই করি।

জিহাদের কাহিনী বলতে বলতে রাত পেরিয়ে ফজরের সময় হয়ে গেলো। ঘড়িতে সময় দেখে আলী ও আবদুর রহমান নামাজের অজু করতে উঠে গেলো। নামাজ শেষে সবাই নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি দূর করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল ১০টায় ঘুম থেকে উঠে সবাই নাশতা খেয়ে নিলো। নাশতা শেষে আলী ও আবদুর রহমান আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বেলা যখন দুপুর ছুঁই ছুঁই করছে তখন আবদুর রহমান ঘুম থেকে উঠলো। তার মা তখনও রান্নার কাজে ব্যস্ত। অনেক দিন পর একমাত্র আদরের পুত্র বাড়ি এসেছে, মায়ের মায়াবী মনের কোণে পুত্রের প্রিয় খাবারের যতোসব নাম আছে সব একসাথে রান্না করতে ইচ্ছে করছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা রাঁধবেন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে আবদুর রহমান এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির।

মায়ের কাছে গিয়ে এ কথা সে কথা বলার পর আনমনে এক ফাঁকে মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, যুবাইদার কি কোনো খবর আছে? সে কোথায়?

আবদুর রহমান যে যুবাইদার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই আরো কিছু অনাবশ্যক কথার অবতারণা করেছে, মায়ের খেয়াল সে দিকটা এড়িয়ে গেলো না। রাশিয়ায়

www.nagorikpathagar.org

প্রেম বিয়ে এসব ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা মা বাপের সাথে কথা বলতে কোন প্রকার দ্বিধা করে না। কিন্তু মা তা-ও অনুধাবন করলেন যে, আবদুর রহমানের মধ্যে কেমন যেনো একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছে।মা বললেন, বেটা! জুবাইদা আগের মতোই আছে। ও তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। আমাদের মতো যুবাইদাও তোমার কুশল-চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

মা! যুবাইদার সাথে দেখা করা যাবে কি? ওরা বাড়িতেই আছে তো? আবদুর রহমান বললো।

কেনো দেখা করা যাবে না। কোনো অসুবিধা নেই। বেটা, সে ব্যবস্থা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। মনে রেখো, যে মা তার সন্তানের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে না, সে মা হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

আমি তোমার বলার আগেই তোমার আব্বুকে বলে দিয়েছি, অফিস থেকে ফেরার পথে যুবাইদাদের বাড়ি হয়ে ওকে নিয়ে আসার জন্য। তাছাড়া এতো দিন পরে তুমি বাড়ি এসেছো, তোমার সব পছন্দের খাবার আমি একা রাঁধতে পারবো না। তুমি যেমন অনেক দিন পর মায়ের কাছে এসেছো, তোমার বন্ধু আলীও তো ওর মায়ের কাছ থেকে এসেছে অনেক দিন হলো। আমি এমন ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে উভয়েই নিজ ঘরের আহারাদি করতে পারো।

বেটা! আমি রোগে-শোকে এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি। এ জন্য তোমরা ততোদিন এখানে থাকবে ততোদিন যুবাইদা আমার কাজে সহায়তা করবে। আমি অবশ্য এ কথাও ঠিক করে রেখেছি যে, তুমি বাড়ি এলেই যুবাইদার সাথে তোমার বিয়ের কাজটি সেরে ফেলবো। বিয়ের পর ওকে তুমি সাথে নিয়ে যাবে এটাও আমার সিদ্ধান্ত। বেচারি তোমাকে ছাড়া একাকী এখানে কষ্টে ছটফট করবে, মা হয়ে আমি তা সহ্য করব কিভাবে!

মায়ের কথা শুনে খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আবদুর রহমান মায়ের কপালে চুমু খেলো। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আবদুর রহমান মাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মা! তুমি যা চিন্তা করেছো ভালো, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে একটু ভাবতে হবে। কথা শেষ করে আবদুর রহমান আলীর কাছে চলে এলো।

অফিস ছুটির পর আবদুর রহমানের আব্বা সোজা যুবাইদাদের বাড়ি এলেন। এ সময় যুবাইদা বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো আবদুর রহমানের কথা। কিছুদিন যাবৎ যতোসব উল্টো-পাল্টা খবর আসছে আফগানিস্তান সম্পর্কে। আবদুর রহমান ভাই কোথায় আছে, কী করছে কোনো খবর নেই অনেক দিন যাবৎ, মানুষটা একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে না।

www.nagorikpathagar.org

মামণি কেমন আছো? আবদুর রহমানের আব্বার কণ্ঠস্বর শুনে যুবাইদার ভাবনায় ছেদ পড়লো। হুড়মুড় করে উঠে সালাম জানালো। অভিমানী স্বরে বললো, মামা কী পথ ভুলে এদিকে এসেছেন?

পথ ভুলে নয় মা! সময়ের অভাবে আসতে পারি না। তা যাক, এখন জলদি করো, তোমার মামীমা তোমার পথ চেয়ে বসে আছে, এখনই তোমাকে যেতে হবে।

এমন কী দরকার পড়লো যে, আমাকে এখনই যেতে হবে? তাছাড়া মা বাড়িতে নেই, পাশের বাড়িতে একটা দরকারে গেছেন। মা বাড়ি না এলে তো আর যাওয়া হচ্ছে না।

তা সে আসুক। এর মধ্যে তুমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। বেশ কিছুদিন থাকতে হতে পারে, দরকারি সব জিনিস ব্যাগে ভরে নাও। আর হ্যাঁ তোমার মামীমা বলতে নিষেধ করেছে, এ জন্য বলছি না। নিজেই তোমাকে বিষয়টা জানাতে চায়। তোমার একটা বড় খুশির খবর আছে মা।

মামার কথায় যুবাইদা মুচকি হেসে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গোছাতে লেগে গেলো। ইত্যবসরে যুবাইদার মা-ও এসে গেলেন। ভাইকে কুশল জিজ্ঞেস করে ব্যাগে কাপড়পত্র গোছাতে দেখে যুবাইদাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বেটী! এসব কী হচ্ছে। যুবাইদা মায়ের উদ্দেশে বললো, 'আমি জানি না আম্মু! মামাকে জিজ্ঞেস করুন।' আবদুর রহমানের আব্বা যুবাইদার আম্মা রুখসানাকে বললো, যুবাইদাকে কয়েক দিনের জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন আমাদের বাড়িতে থাকবে। তুমি কি বলো?

ভাইজান, আপনি নিয়ে যাবেন, এতে আবার আমার কী বলার আছে। যতো দিন ইচ্ছা আপনারা ওকে রাখুন। ও তো বরং ভাবীর কাছে গেলে বেশি ভালো থাকে। কথা বলার এক পর্যায়ে যুবাইদার আম্মা রুখসানা বললেন, ভাইজান! আবদুর রহমানের কী কোন খবর আছে? অনেক দিন যাবৎ কোন খবরা-খবর পাচ্ছি না।

আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ খবর আছে। কিছুদিনের মধ্যে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে।

যুবাইদার পিতা ছিলেন একজন কট্টর কমিউনিস্ট। এ জন্যে রুখসানা নিজের বোন হলেও তার ওপর এতোটা আস্থা রাখতে পারছিলেন না আবদুর রহমানের আব্বা। তা ছাড়া যুবাইদা ছাড়া আবদুর রহমানের আগমনের খবর বেশি মানুষে জানুক, এ ব্যাপারটি যথাসম্ভব সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

যুবাইদা যখন আবদুর রহমানদের বাড়ি পৌছলো, তখন আবদুর রহমানের আম্মা

www.nagorikpathagar.org

উঠানে কাজ করছিলেন। তাঁকে সালাম দিয়ে যুবাইদা ঈষৎ মায়াবী স্বরে বললো, মামীমা! বলুন তো এমন কী সুখবর দেয়ার জন্য আমাকে এতো তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন?

আবদুর রহমানের আম্মা বললেন, মামণি তুমিই বলতো দেখি, এ বাড়িতে তোমার সবচেয়ে খুশির খবর কী হতে পারে?

মামীমা। এটা অবশ্য আপনি খুব ভালোই জানেন, কিন্তু মুখের কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেলো, জুবাইদার দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো, সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। আবদুর রহমানের আম্মা তাঁকে ধরে ঘরে এনে বসালেন এবং বললেন, মামণি! তুমি এখানে একটু বসো! আমি এখনই তোমার খবর নিয়ে আসছি।

আবদুর রহমানের ঘরে গিয়ে মা তাঁকে ডেকে বললেন, বেটা! যুবাইদা আমার ঘরে বসে আছে, তুমি ওর সাথে কথা বলো। আবদুর রহমান চকিতে আলীকে বললো, দোস্ত! আমি আসছি।

আবদুর রহমান যখন জোবাইদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল যুবাইদা তাকে দেখে বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলে উঠলো, আ-প-নি, আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো!

না, না, স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই দেখছো। আমিই তোমার আবদুর রহমান! তোমার পাশে জীবন্ত দাঁড়ানো।

অনেকদিনের জমাট বাঁধা বিরহ-যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের বন্যায় যেনো ভেসে যেতে লাগলো। সুখের আতিশয্যে যুবাইদার দু'চোখ উপচে উঠলো আনন্দাশ্রুতে। বাঁধভাঙা জোয়ারে পানির মতো সমস্ত দুঃখ অনুতাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যুবাইদার হৃদয়ে শুরু হলো মহাপ্লাবন। কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে এলো, কী দিয়ে অভিবাদন জানাবে ভাষা না পেয়ে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলো। যুবাইদার কান্নায় আবদুর রহমানেরও দু'চোখ ভিজে এলো।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর নিজেকে সামলে নিয়ে যুবাইদা বললো, আপনি বাড়ি আসার আগে আমাকে খবর দিলেন না কেনো? এভাবে আমাকে এখানে আনলেন, যেনো আমি কোনো ব্যারাক পালানো অপরাধী সৈনিকের সাথে গোপনে দেখা করতে এসেছি।

তুমি ঠিকই বলেছো যুবাইদা। আমি সত্যিকার অর্থেই একজন ব্যারাক পালানো সৈনিক। রুশ পক্ষ ত্যাগ করে আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। আবদুর রহমান বললো।

এটা তো আমার জন্য আরো খুশির ব্যাপার। আপনি জানেন না এখানে মুজাহিদদের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। আমার তো ইচ্ছে করে

www.nagorikpathagar.org

আফগানিস্তান গিয়ে মুসলমান ভাইদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে। তাদের সেবা করতে।

চমৎকার! খুব সুন্দর চেতনা তোমার যুবাইদা। আল্লাহ তোমাকে জিহাদে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুন। এ মানসিকতার জন্য তোমাকে একটা উপস্থিত প্রতিদান দিতে ইচ্ছে করছে। মুচকি হেসে কথাটি বললো আবদুর রহমান।

যুবাইদা ভাবছিল হয়ত আবদুর রহমান তার এ কথায় ঠাট্টা করছে। যুবাইদা বললো, আপনার মুখে তো ইসলামের কথা খুবই শুনি কিন্তু আমি একটু বললেই এ নিয়ে ঠাট্টা করেন বুঝি।

না যুবাইদা! আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। সত্যিই আফগানিস্তান সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি আমাকে খুবই উজ্জীবিত করেছে।

আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি আপনার মুখে আফগানিস্তান ও মুজাহিদদের পরিস্থিতি সবিস্তারে শুনতে চাই। প্রস্তাব করলো যুবাইদা।

আবদুর রহমান যুবাইদাকে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির কথা জানালো।

যুবাইদা আফগান পরিস্থিতি জানার পাশাপাশি যখন জানতে পারলো, একজন আফগান মুজাহিদ কমান্ডার আবদুর রহমানের বন্ধু এবং সে তার সাথে এখানেও এসেছে তখন মুজাহিদ কমান্ডারকে দেখা ও তার সাথে কথা বলার জন্য বায়না ধরলো যুবাইদা।

আবদুর রহমান যুবাইদাকে জানালো, 'আফগানিস্তানের সমাজে ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ওখানে কোনো মহিলা অপরিচিত পরপুরুষের সাথে দেখা করে না। আমি এক আফগান মেয়েকে বোন বানিয়েছি তারপরও সে আমার মুখোমুখি হয়ে কথা বলে না, কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলে।'

আমি কি নগ্ন নাকি। রাশিয়ায় কোনো মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি পর্দানশিন পাবেন না। নারীত্ব ঢেকে রাখার জন্য বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে পর্যন্ত। কিন্তু তবুও আমি ওদের মতো মিনি স্কার্ট কখনও পরি না।

আবদুর রহমান বললো, রাশিয়ায় ইসলামী বিধি-নিষেধের কোনো চর্চা নেই। সঠিক ইসলামী আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই রাশিয়ার মুসলমান সমাজ ইসলামী বিধান মেনে চলে না। তদুপরি আছে সরকারি নিষেধাজ্ঞা। আর আফগানিস্তান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে পারিবারিকভাবেই ছেলে-মেয়েরা ইসলামী পরিবেশে বেড়ে ওঠে, ঘরোয়া পরিবেশেই শিখতে পারে শরিয়তের অনেক কিছু। যাক, তুমি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নাও, মাথা মুখ ঢেকে নাও। আমি আলীকে নিয়ে আসছি।

www.nagorikpathagar.org

যুবাইদা রাশিয়ার এমন এক সমাজের মেয়ে যেখানে অশ্লীলতা নগ্নতাকে মনে করা হয় প্রগতির প্রতীক। যে সমাজে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, অবাধ যৌনাচার প্রশংসনীয়, নাচ-গান, মদ হলো স্বাভাবিক সামাজিক ব্যাপার। কুরআনুল কারীম যে দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি। তথাপি যুবাইদা চরম বৈরী পরিবেশেও নিজেকে যথেষ্ট শালীনতার সাথে টিকিয়ে রেখেছে। শুধু যে যুবাইদা একা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তা নয়, আরো অসংখ্য এমন যুবাইদা রাশিয়ার ঘরে ঘরে রয়েছে, যারা ইসলামের পবিত্র ছোঁয়ায় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে উদগ্রীব। কিন্তু কে দেবে তাদের ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দাওয়াত?

আটচল্লিশ

রাশিয়া এমন এক শাসনব্যবস্থার অক্টোপাসে আবদ্ধ, যেখানে মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ। মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। মুসলমান পর্দানশিন মহিলাদের বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে জোর করে তাদের দেহ থেকে শালীন পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়। মুসলমানকে ইসলামী আকিদার বিশ্বাস ও শরয়ী নির্দেশ পালনের অপরাধে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যে সামাজে পর্দা রাষ্ট্রীয় আইনে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সেখানে যুবাইদার মতো ভদ্র শালীন মেয়ের অস্তিত্ব বিরলই নয়, বিস্ময়করও বটে।

আবদুর রহমান আলীকে বললো, বন্ধু আলী! যুবাইদা তোমার কাছ থেকে আফগানিস্তান সম্পর্কে মুজাহিদদের কাহিনী জানতে উদগ্রীব। তুমি যুবাইদার সাথে কথা বলো। আলী ও আবদুর রহমানকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আলীর সালাম দেয়ার আগেই যুবাইদা আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম জানালো এবং আলীকে সম্বোধন করে বললো, 'কেমন আছেন ভাই আলী!'

সালামের জবাব দিয়ে আলীও যুবাইদার কুশল জিজ্ঞেস করে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির বিবরণ শোনালো। এ সময় আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মাও এসে আলীর কথা শোনার জন্য হাজির হলেন।

আলীর মুখে জিহাদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি শোনার পর যুবাইদা জানালো যে, রাশিয়ার মুসলমান মহিলাদের মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে। মুজাহিদদের বীরত্ব ও বিস্ময়কর সাফল্যে তারা অভিভূত এবং রুশবাহিনীর অত্যাচারে অত্যন্ত মর্মাহত।

www.nagorikpathagar.org

যুবাইদা বললো, আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের মুখে মুখে মুজাহিদ বাহিনীর বিস্ময়কর ঘটনাবলি আলোচিত হয়ে থাকে। আমার এক বান্ধবী তিন মাস আগে মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে বলেছিলো, তার এক সৈনিক ভাই ভারদাক প্রদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে গল্প করেছিলো যে, রুশ কমান্ডার একদিন তাদের নির্দেশ দিলো একটি কবরস্থান বুলডোজার দিয়ে সমান করে সেখানে রুশবাহিনীর ক্যাম্প তৈরি করার জন্য। সৈন্যরা যখন বোলডোজার নিয়ে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হলো। তখন বুলডোজার বহরের প্রথমটি কবরস্থানে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলো অমনি বিরাট শক্তিশালী বুলডোজারটি বিকট শব্দে দু'টুকরা হয়ে গেলো।

আমাদের অফিসার মনে করলো, হয়তো বুলডোজারটি খারাপ ছিল এ জন্য এমন হয়েছে, না হয় বুলডোজারটি এভাবে ভেঙে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এরপরেই ছিলাম আমি। আমার বুলডোজারটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন, আধুনিক ও বেশি শক্তিশালী। ভেঙে যাওয়া বুলডোজারটি এড়িয়ে যেই সামনে অগ্রসর হলাম হঠাৎ বিকট শব্দ করে দু'দিকে ভেঙে পড়লো বুলডোজারটি। আমি দূরে ছিটকে পড়লাম। অথচ এখানে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা মাইন, বোমার কোনো চিহ্নই ছিলো না। ছিটকে পড়ে যতো না আহত হলাম এর চেয়ে বেশি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর চলে এলাম ব্যারাকে। অসুস্থতার কথা জানিয়ে দরখাস্ত লিখলাম ছুটির জন্য। কমান্ডার আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে বাড়িতে আসার সুযোগ দিলেন।

আর বান্ধবী বললো, তার আপন ভাই কিছুদিন আগে আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে। সে বলেছে, মুজাহিদরা শহরে ও রুশ ক্যাম্পে হামলা করে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যে, কেউ তাদের খুঁজে পায় না। বান্ধবীর ভাইটি বলেছে, একদিন তারা একটি গ্রামে আক্রমণের জন্য যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে তিনজন মুজাহিদ দেখতে পেয়ে তারা মুজাহিদদের গুলি করলো। মুজাহিদরাও পাল্টা গুলি করলে রুশবাহিনীর তিনজন নিহত হলো।

এরপর তারা এক সাথে সবাই মুজাহিদের প্রতি গোলাবর্ষণ করলো। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিন মুজাহিদ মাটিতে পড়ে গেলে রুশবাহিনী যখন মুজাহিদের লাশ ও বন্দুক ছিনিয়ে আনতে গেলো তখন ওই স্থানে তারা কোনো মুজাহিদের লাশ পেলো না। অনেক অনুসন্ধান করেও উদ্ধার করতে পারলো না মুজাহিদের মৃতদেহ। এরপর একটু অগ্রসর হলে আরো তিন মুজাহিদদের মুখোমুখি হলো। আবার তারা গুলি করলো মুজাহিদদের লক্ষ্য করে। মুজাহিদরাও তাদের উদ্দেশে পাল্টা জবাব দিলো। এতে তাদের চারজন সৈন্য নিহত হলো। রুশবাহিনীর গোলা বর্ষণে মুজাহিদরাও পড়ে গেলো মাটিতে। কিন্তু অকুস্থলে গিয়ে তাদের কোন

www.nagorikpathagar.org

চিহ্ন পেলো না সৈন্যরা। কিছুক্ষণ পর আরেকটু অগ্রসর হলে অনুরূপ আবার তিনজন মুজাহিদকে দেখতে পেলো তারা এবং পূর্বের মতোই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সবশেষে তারা একটা নালা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিন সৈন্য নালার পানিতে নামা মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এরপর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামে হামলার পরিকল্পনা ত্যাগ করে সৈন্যরা ক্যাম্পে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এ ধরনের বহু অলৌকিক ঘটনা দেশে ফিরে আসা সৈন্যদের মুখে শুনে মেয়েরা হরহামেশাই সে কথা সাথীদের সাথে আলোচনা করে।'

যুবাইদার বর্ণনা শুনে আলী বললো, কবরস্থানের ঘটনাটি অবশ্য আমিও এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, মুজাহিদদের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই, তারাও রুশদের মতো সাধারণ মানুষ। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মৃত্যুকে রুশদের মতো ভয় করে না। অবশ্য এ কথা ঠিক, আল্লাহ মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। আল্লাহর মদদ না হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুজাহিদরা অব্যাহতভাবে সাফল্য লাভে সক্ষম হয় কিভাবে!

আলীর কথা শেষ হলে আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, যেসব রুশ সৈন্য আফগান রণাঙ্গন থেকে দেশে ফিরে আসে, এদের মুখে মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয়ের কাহিনী শুনে রুশ সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কমিউনিস্ট নেতা তো এই ভেবে ভীত যে, অব্যাহত বিজয় ও উত্থানে মুজাহিদরা আফগানিস্তান রুশমুক্ত করার পর সমরকন্দ বুখারা বিজয়ের জন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরেও হামলা করতে পারে।

আলী বললো, চাচাজান মোটেই অকল্পনীয় কিছু নয়। আমরা তো এ আশাই পোষণ করি যে, জিহাদ শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের ওপর বিধর্মীদের নির্যাতন চলছে সেখানেই কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের হয়ে জিহাদ করবে আফগান মুজাহিদরা। মুসলমানদের সার্বিক আজাদির জন্য বিশ্বের প্রতিটি জনপদেই সম্প্রসারিত হবে আফগান জিহাদ। পৃথিবীর সকল মুসলমানের পূর্ণাঙ্গ আজাদি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ক্ষান্ত হবে না।

বেটা! তুমি ঠিকই বলেছো। রুশ নেতারা সে জন্য ইউরোপ ও মার্কিনিদের ভয় দেখাচ্ছে যে, আফগান মুজাহিদরা শুধু রাশিয়ারই শত্রু নয়, ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী ভূমিকায় তোমরা ইসরাইল সমর্থক হওয়ার কারণে তোমাদেরও প্রতিপক্ষ। এজন্য রুশ মার্কিন নেতারা আফগানিস্তানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জহির শাহের মতো তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আসীন করাতে তৎপর। যারা

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতায় গিয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। সে লক্ষ্যে তারা মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছে। রুশ-মার্কিন পরাশক্তির কেউই চায় না আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় নির্ভেজাল মুজাহিদ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

আবদুর রহমানের পিতা আলীর কথা সমর্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।' এ পর্যায়ে আলাপচারিতায় সমাপ্তি টেনে আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে আলী বললো, 'আবদুর রহমান ভাই, আমরা আফগানিস্তান থেকে যা কিছু জিনিসপত্র এনেছিলাম এগুলো একটু আনো তো।' আবদুর রহমান তাদের ব্যাগ এনে সবার সম্মুখে খুললো।

আলীর নিজ হাতে তার সংগৃহীত কয়েকটি উলের চাদর, পশমি স্যুয়েটার ও কয়েকটি থ্রিপিস যুবাইদা ও আবদুর রহমানের আব্বা আম্মাকে উপহার দিলো। রাশিয়া রওয়ানা হওয়ার আগে আলী পাকিস্তান থেকে এ দামি কাপড়গুলো সংগ্রহ করেছিলো।

অত্যন্ত দামি ও চমৎকার এসব কাপড় পেয়ে আবদুর রহমানের আব্বা আম্মা খুব খুশি হলেন, যুবাইদা কোন সংকোচ না করে বলেই ফেললো যে, আলী ভাই! রাশিয়া এ কাপড় তৈরির কথা কল্পনাই করতে পারে না, সারা রাশিয়ার বাজারে খুঁজলেও এতো দামি ও সুন্দর কাপড় বর্তমানে পাওয়া যাবে না। আমার অনেক দিনের শখ ছিলো দেশের বাইরের দামি থ্রিপিস পরবো, আপনি সে আশা পূর্ণ করলেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আমিও অল্পকিছু এনেছি, সব ধন্যবাদটুকু খরচ না করে আমার জন্যও কিছু রেখে দিও। এ বলে আবদুর রহমান অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়ানো একখানা কুরআন শরীফ বের করে তাদের হাতে দিলো। কুরআন শরীফ পেয়ে সবাই আলীর লোভনীয় উপহারের কথা ভুলে গেলো। সবাই পবিত্র কুরআনুল কারীমকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনে নিয়ে চুমু দিতে লাগলো।

আলী এ দৃশ্য দেখে বললো, অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম রাশিয়ায় মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফের চেয়ে বেশি মূল্যবান উপহার আর দ্বিতীয়টি নেই।

বেটা! শুধু রুশ মুসলমানদের জন্য নয়, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কাছেই কুরআনুল কারীম সর্বাধিক মূল্যবান উপহার। রুশ মুসলমানদের কাছে তো পবিত্র কুরআন হীরা-পান্নার চেয়েও দামি। সরকার তাদের সমর্থিত আলেমদের সহায়তায় কুরআন শরীফ ছেপেছে বটে, তবে এগুলোতে শুধু মূল আরবি আয়াত বিকৃত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তরজমা তাফসীরেও ব্যাপক বিকৃতি সাধন করেছে। এসব বিকৃত কুরআন পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। বললেন আবদুর রহমানের পিতা।

www.nagorikpathagar.org

যুবাইদা বললো, রাশিয়ায় মুসলমান ছাত্রীরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন শরীফ স্পর্শ করে কিংবা পাঠ করে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খুব ভালো হয়। আমার বান্ধবীরা যদি জানতে পারে যে, আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে তবে ওরা আমার কাছে ভিড় করবে।

তবে কুরআন শরীফ আমার মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে তোমার কাছে এসেছে তা কখনও প্রকাশ করবে না, তাহলে আব্বা আম্মার সাথে তোমারও বিপদ হতে পারে। যুবাইদাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো আবদুর রহমান।

এবার আলী আবদুর রহমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, তাহেরার কথা কি ভুলে গেলে? ওর পক্ষ থেকেও যে যুবাইদাকে উপহার পাঠানো হয়েছে।

আলীর মুখে তাহেরার নাম শুনে আবদুর রহমানের আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, তাহেরা কে আবদুর রহমান?

মায়ের জিজ্ঞাসার জবাবে আবদুর রহমান বললো, মা সে এক গর্বিত মায়ের মহীয়সী কন্যা। ওহ! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আফগানিস্তানে আমি একটি মেয়েকে বোন বানিয়েছি। জানো মা! এই তাহেরা নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলো।

আবদুর রহমানের আম্মা বিস্ময়াবিভূত হয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলিস কি বাবা! ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বল।

আবদুর রহমান যুবাইদা ও মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো তাহেরা ও তাদের পরিচয়ের পুরো কাহিনী।

তাহেরার ঘটনা শুনে আবদুর রহমানের আব্বা, আম্মা ও যুবাইদা চরম বিস্মিত হলেন। আবেগাপ্লুত হয়ে আবদুর রহমানের আব্বা স্বগতোক্তি করলেন, হায়! এমন সোনার মেয়েটি যদি আমার কন্যা হতো। পিতার স্বগতোক্তি শুনে আবদুর রহমান বললো, আব্বা! আমার বোন কি আপনার কন্যা নয়?

'ওহ! ভুলে গেছি বাবা ঠিকই তো, যে মেয়েকে তুমি বোন হিসেবে গ্রহণ করেছো, তাছাড়া যে নিজ জীবন বাজি রেখে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে, সে অবশ্যই আমার কন্যা, ঔরসজাত কন্যার চেয়েও আরো কাছের। আবদুর রহমানের আব্বা বললেন।

যুবাইদা বললো, আমি বিস্মিত, কোনো মেয়ে ধর্মের জন্য নিজের আপন ভাইকেও হত্যা করতে পারে। সত্যিই তাহেরা অসাধারণ মেয়ে। অনেক উঁচু মানের ঈমানদার। যদি তাঁকে আপনি সাথে করে নিয়ে আসতেন তাহলে আমরাও তাঁকে

www.nagorikpathagar.org

দেখে ধন্য হতাম, পরিচিত হতাম। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, আমার জন্য কেনা আংটিটি এই ক্ষণজন্মা মুজাহিদ মহিলাকে উপহার দেয়া হয়েছে এবং বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদ মহিলার পক্ষ থেকেও আমি মূল্যবান উপহার পেয়েছি।

আলী যুবাইদাকে জানালো, তাহেরা আবদুর রহমান ভাইকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে সে নিজেই তোমাদের সাথে দেখা করতে রাশিয়ায় আসবে।

আবদুর রহমান জানালো যে, আফগানিস্তানে সত্যিকার অর্থেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে জিহাদ চলছে। ইসলামের স্বার্থে সেখানে পিতা কন্যাকেও ক্ষমা করে না। মা ছেলের কুফরি মতবাদকে কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করে না। আফগান মেয়েরা জিহাদে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

আমি প্রথমে আফগানিস্তান গিয়ে জানতে পারলাম, কিছুদিন আগে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা বাবরাক কারমালের বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলে তাদের কাছে কোনো পতাকা ছিল না। এর মধ্যে এক মেয়ে নিজের স্কার্ফ খুলে একটি লাঠির মতো কাঠে বেঁধে উপরে উড়িয়ে দিলো। মেয়েরা মিছিলের এক পর্যায়ে কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালে মিছিলকারীদের ওপর রুশবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। কয়েকজন ছাত্রী গুলির আঘাতে শহীদ হলেন, বহু আহত হলেন। কিন্তু গুলিবর্ষণের পর ছাত্রীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দেখা গেলো, যে মেয়েটি নিজের স্কার্ফকে পতাকা বানিয়ে বহন করছিলো, গুলি লেগে তার একটি হাত ভেঙে গেছে, তবুও সে অপর হাতে পতাকা ধরে রাখলো। পতাকাবাহী মেয়েটির অপর হাতটিও ভেঙে গেলে সে দু'হাতের বাহু দিয়ে পতাকা বুকে চেপে ধরলো। এভাবে পথ অগ্রসর হওয়ার পর মেয়েটি যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছিলো তখন অন্য একটি মেয়ে এসে পতাকাটি নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলো। ওই দিন বহু মেয়ে নিহত ও আহত হয়েছিলো।

সৈন্যরা সেনাবাহিনীর গাড়িতে উঠিয়ে আহত ছাত্রীদের হাসপাতলে নিতে চাইলে ওরা রুশ সৈন্যদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করছিলো এবং এই বলে ধিক্কার দিচ্ছিলো যে, আমরা মরতে রাজি কিন্তু নাপাক কাফেরদের সেবা গ্রহণ করতে রাজি নই। কোনো কাফের আমাদের গায়ে হাত দেবে না।

আফগান মেয়েদের ঔদ্ধত্যের জন্য সেদিন পিশাচ রুশ কামান্ডার সকল আহত ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো।

এ নির্মম কাহিনী শুনে অজান্তেই যুবাইদার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আবদুর রহমানের আম্মা বললেন, আফগান মেয়েদের অসংখ্য সালাম

www.nagorikpathagar.org

জানাই, যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন ও ইসলামের জন্য কোরবানির কঠিনতম নজির স্থাপন করেছে।

এ সময় আলী নিজের পকেট থেকে দেড়শ' রুবল আবদুর রহমানের আম্মার হাতে দিয়ে বললো, এ দিয়ে যুবাইদার জন্য একটি ভালো উপহার কিনে দেবেন। যুবাইদাকে একটি বিশেষ উপহার দেয়ার জন্য আমরা তাহেরার কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আপনি আবদুর রহমান ও আমার পক্ষ থেকে এ ওয়াদা পূরণ করবেন। সময়ের অভাবে ও নিরাপত্তার জন্য আমরা উপহারটি সাথে করে নিয়ে আসতে পারিনি।

এই আলোচনার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবদুর রহমানের মা যুবাইদাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মা এখন ক্ষান্ত থাকো, চলো আমরা রান্না ঘরে গিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি। বাকি কথা পরে শুনবো। ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলি শোনার একান্ত আগ্রহে ছেদ দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও যুবাইদা উঠে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

পরদিন আবদুর রহমানের আব্বা জানালেন যে, কমিউনিজমের বেড়ি ভেঙে মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক সশস্ত্র জিহাদী কার্যক্রমের সূচনাস্বরূপ আমু দরিয়ার তীরবর্তী একটি পাহাড়ে গোপন ক্যাম্প স্থাপন করে সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ অধ্যাপকের নাম আইয়ুব বুখারী। শেরআবাদে মাহমুদ নামে তার এক ধনী বন্ধু আছেন, তিনি মুজাহিদদের আস্থাভাজন একান্ত বন্ধু লোক।

উনপঞ্চাশ

মাহমুদ বুখারী তুর্কী মুজাহিদ বাহিনীর একজন রাশিয়ান প্রতিনিধি। সে বাহ্যত কমিউনিস্ট। যখন সে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে, সে মুজাহিদ বাহিনীতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আগ্রহী, তখন সে অতি সতর্কতার সাথে পাহাড়ের গহীন জঙ্গলে আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এই মুজাহিদ বাহিনীর পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশিক্ষিত মুজাহিদ তৈরির পর রাশিয়ার অভ্যন্তরেও তারা সশস্ত্র জিহাদী তৎপরতা শুরু করবে।

আলী বললো, মাহমুদ বুখারীর সাথে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ করা যাবে?

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ যাবে। যে কোনো দিন তাকে চায়ের দাওয়াত দিলে আমার বাড়িতে আসবে। তখন একান্তভাবে যে কোনো ধরনের আলোচনা তোমরা করতে পারবে।

আবদুর রহমানের আব্বা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে আরো বললেন, আফগান মুজাহিদরা এ শতাব্দীর মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে।

সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে রাশিয়ার মতো একটি পরাশক্তিকে লজ্জাজনকভাবে পরাস্ত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের দর্প চূর্ণ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে বহু দেশ ও মানুষকে রক্ষার মন্ত্র শিখিয়েছে। বিগত কিছুদিন ধরে মস্কো, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ শুরু হয়েছে। এসবই আফগান মুজাহিদদের সফল জিহাদের ইতিবাচক প্রভাব। আফগান মুজাহিদদের অব্যাহত সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানদেরও শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে উৎসাহিত করছে।

এর একদিন পর মাহমুদ বুখারীর সাথে আলীর সাক্ষাৎ হলো। রাশিয়ার কোনো প্রভাবশালী মুক্তিকামী নেতার আফগান মুজাহিদদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সূত্রপাত আলী ও মাহমুদ বুখারীর মাধ্যমেই শুরু হলো। দীর্ঘ একান্ত আলোচনায় মাহমুদ বুখারীর পরিকল্পনা জেনে আলী খুবই খুশি হলো। উভয়ের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেলো। রুশ আফগান প্রসঙ্গ ছাড়াও নানাবিধ বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। একপর্যায়ে আলী আইয়ুব বুখারীর গোপন ক্যাম্পে যাওয়ার পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলো। মাহমুদ বুখারী আইয়ুব বুখারীর নামে আলীর পরিচয় দিয়ে একটি চিঠিও লিখে দিলেন। দেখতে দেখতে দশ দিন চলে গেল। আলী আবদুর রহমানকে বললো, ভাই! এখন আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।

আবদুর রহমানের আম্মা আলীদের চলে যাওয়ার কথা জেনে বললেন, বাবা মাত্র ক'দিন হলো তোমরা এলে এখনও তো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি, আর দু'চারটা দিন থেকে যাও। আবদুর রহমানের আম্মার কথা রক্ষার্থে আলী আরো চারদিন থেকে যেতে রাজি হলো। আবদুর রহমানের আম্মা যুবাইদাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। যুবাইদাও আবদুর রহমানের সাথেই আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য জেদ ধরেছিলো। একপর্যায়ে যুবাইদা আবদুর রহমানকে এ আভাসও দিলো যে, সে কিছুদিন আফগানিস্তানে থেকে পাকিস্তানে তাহেরার কাছে চলে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান যুবাইদা ও তার মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো আম্মা! আপনি জানেন, যুবাইদাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এবং যুবাইদারও উচিত হবে না আমার ভালোবাসায় কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা। তাহেরা আফগানি মেয়ে সে অন্যান্য শরণার্থীদের মতো পাকিস্তানে রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু যুবাইদা রাশিয়ান, কেজিবি যখন এ কথা জানতে পারবে, যুবাইদা মুজাহিদদের পক্ষাবলম্বনকারিণী তখন পাকিস্তান সরকারের ওপর ওকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবে। এরপর আপনার ওপরে কী নির্যাতন নেমে আসবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আর পাকিস্তানে গিয়ে কেজিবির দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা যুবাইদার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই বলছি, যুবাইদার আমার সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আশা করি দু-এক বছরের মধ্যে আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমি এসে যুবাইদাকে নিয়ে যাবো, আর যদি আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আরো বিলম্বিত হয় তবুও আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, দু'বছর পর আমি নিজে এসে যুবাইদাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। তখন আপনি ও যুবাইদার আব্বা-আম্মার ওপর কেনো বিপদাপদ আসার আশঙ্কা থাকবে না।

আবদুর রহমানের আব্বা পুত্রের কথায় সমর্থন জানালেন। যুবাইদার হৃদয়-মন যদিও আবদুর রহমানের সাথে গিয়ে আফগানি যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলো, কিন্তু সবাই আবদুর রহমানের যুক্তি ও আপত্তিকে সমর্থন করায় সেও নীরব হয়ে গেলো।

ইতোমধ্যে রাশিয়ায় আলী ও আবদুর রহমানের দুই সপ্তাহ কেটে গেলো। আবদুর রহমান আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। একমাত্র ছেলের বিয়োগ বিরহে আবদুর রহমানের আব্বা-আম্মা কাতর হয়ে পড়লেন, যুবাইদা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সন্তানের বিচ্ছেদ-বিরহ চেপে রেখে যুবাইদাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুর রহমানের পিতা বললেন, বেটী! দুঃখ আমাদেরও কম নয় কিন্তু তারপরও আমরা কান্না ভুলে একমাত্র সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়ার জন্য খুশি মনে বিদায় দিচ্ছি। দুঃখ না করে তুমিও আবদুর রহমানকে খুশি মনে বিদায় করো এবং এ দু'আ করো যে, দ্রুত যেনো আল্লাহতায়ালা আফগানিস্তান স্বাধীন করে দেন।

মামা! আমি আবদুর রহমান ভাইয়ের বিদায়ে কাঁদছি না বরং এ জন্য কাঁদছি যে, আবদুর রহমান ভাইয়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে না। এ দুর্ভাগ্যের জন্যই আমার কান্না আসছে। যুবাইদা এভাবেই তার বিরহ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো।

www.nagorikpathagar.org

আলী যুবাইদাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো, বোন যুবাইদা! পুরুষরা বেঁচে থাকতে মেয়েদের ওপর জিহাদী কর্তব্য বর্তায় না। মুজাহিদদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করাই তোমাদের বড় জিহাদ। জিহাদী প্রেরণায় তোমার চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুও মুজাহিদের রক্তের মতো পবিত্র ও মূল্যবান।

আবদুর রহমানের আম্মা তাহেরার জন্য অনেকগুলো মূল্যবান উপহারসামগ্রী আলীর হাতে দিয়ে বললেন, বেটা! আমার মেয়েকে আদর দিও এবং বলবে, তোমার আরেক মা রাশিয়া থেকে তোমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ দু'আ করছে।

যুবাইদাও তার মনের মতো বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর উপহার তাহেরার জন্য আলীর হাতে তুলে দিলো এবং শুভেচ্ছাসহ তা পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করলো।

সবাইকে সালাম জানিয়ে আলী ও আবদুর রহমান আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। আবদুর রহমানের আব্বা তাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য সাথে চললেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দেড় শ' মাইল আসার পর একটি মোড়ে এসে আলীর বহনকারী প্রাইভেট মোটরগাড়ি থেমে গেলো। আবদুর রহমানের আব্বা বললেন, মাহমুদ বুখারীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে যেতে হলে বামের পথ ধরে যেতে হবে। আলী ও আবদুর রহমান গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় বাজারে কিছু কেনাকাটা করলো। আবদুর রহমান তার আব্বাকে বললো, আব্বু! আমরা এখন অতি প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছি আর বাকি জিনিসপত্রগুলো আপনি ইসমাইল সমরকন্দির কাছে রেখে বাড়িতে চলে যাবেন। আমরা ফেরার পথে ইসমাইল সমরকন্দির কাছ থেকে এগুলো নিয়ে যাবো। আবদুর রহমানের পিতা আলী ও আবদুর রহমানকে বিদায় জানিয়ে তাদের আসবাবপত্র নিয়ে ইসমাইল সমরকন্দির বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন।

তিন ঘণ্টা পর আলীদের গাড়ি একটি জঙ্গলের পথ ধরে চলতে লাগলো। ঘন জঙ্গলের ভেতর একটি রাস্তা দিয়ে তারা এগোতে লাগলো। আলী ও আবদুর রহমান যতোই অগ্রসর হচ্ছিলো ততোই যেনো জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসছিলো। জঙ্গলের ভয়াবহ ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে পথ আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা এক ঝর্ণার তীরে এসে পৌঁছলো, রাস্তা এখানে এসে ঝর্ণার তীর ঘেঁষে আরো সরু হয়ে গেলো। গাড়ি নিয়ে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। অগত্যা তারা গাড়ি সেখানে রেখে হেঁটে চললো। ঝর্ণাটি যেমন ছিলো খুবই অপ্রশস্ত তেমনই স্রোতস্বিনী, পানি প্রবাহের শব্দ জঙ্গলের গাছপালার দেয়াল পেরিয়েও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। আলী ও আবদুর রহমান লক্ষ্য করলো, ঝর্ণার তীর ঘেঁষে পথটি কিছুদূর এগিয়ে আবার ঘন জঙ্গলের

www.nagorikpathagar.org

দিকে চলে গেছে। তারা এ পথ ধরেই সামনে যেতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সামনে পথ দেখা যায় না। আলী ও আবদুর রহমান একটি বড় গাছের নিচে রাত যাপন করলো। সতর্কতামূলক পালাক্রমে একজন পাহারা ও অন্যজন ঘুমালো। ফজরের নামাজান্তে আবার চলতে শুরু করলো। এভাবে দুই দিন চলে গেলো। আলী আবদুর রহমানকে বললো, মাহমুদ বুখারী যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন তাতে তো কোনো ভুল হওয়ার কথা নয়, আমরা তো তার দেয়া নকশা অনুযায়ী এসেছি। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিনের দুপুর গড়িয়ে গেলো। ঝর্ণাটি আবার তাদের পথের সাথে মিলিত হয়ে ডানে চলে গেলো আর তাদের পথ বাঁক নিলো বাম দিকে। মোড় নিয়ে আবদুর রহমান বললো : আমরা ক্যাম্পের সীমনায় এসে গেছি। এ দিকটায় গাছ খুব পাতলা ও খোলা আকাশ। কিছুক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি লোককে একটি বড় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে দেখলো। লোকটির হাতে একটি কুড়াল। কাছে আসলে লোকটি কুড়াল হাতে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? কোথায় যেতে চান?

আবদুর রহমান : তুমি কেনো জিজ্ঞেস করছো, কী জানতে চাও ?

লোকটি বললো : আমি তোমাদের অবহিত করতে চাই যে সামনে হায়েনাদের এলাকা।

আবদুর রহমান : এ এলাকায় হায়েনা কোত্থেকে আসলো? এসব ছিল সাঙ্কেতিক পরিচয়। তুর্কি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও মুজাহিদ প্রতিনিধিদেরকেই শুধু এ সঙ্কেত জানিয়ে দেয়া হতো। ঐ লোকটি যখন বুঝতে পারলো, এরা মুজাহিদ তখন বললো ; আপনারা ডানের রাস্তা ছেড়ে বামের পথ ধরে এগোবেন।

তিন মাইল পর আলী দেখতে পেলো, একটি গাছের নিচে চারজন লোক বসে আছে। তারা কাছে পৌঁছতেই একজন উঠে এসে আলী ও আবদুর রহমানের সাথে কুশল বিনিময় করে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? আবদুর রহমান বললো বুখারা থেকে।

লোকটি বললো : আগুন চা পান করুন।

আবদুর রহমান জবাব দিলো, যারা আমু দরিয়ার পানি পান করে এসেছে তারা এসব চা পানে স্বাদ পায় না। এসব ছিলো মুজাহিদদের পারস্পরিক পরিচিতিমূলক সাঙ্কেতিক কথা। তারা চারজন যখন নিশ্চিত হলো যে, এরা উভয়েই মুজাহিদ তখন অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে তকবির দিতে লাগলো। মুজাহিদিনে ইসলাম জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার বলতে বলতে তারা আলী ও আবদুর রহমানকে নিয়ে চললো। চারজনের মধ্যে একজন তাদের

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলো। প্রায় দেড়ঘন্টা হাঁটার পর তারা একটি ছোটখাটো ময়দান দেখতে পেলো। ময়দানটির বুক চিরে বয়ে গেছে একটি সরু নালা। নালার দুই ধারে অনেক উঁচু উঁচু সবুজ বৃক্ষরাজি। মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে মনোরম সুন্দর ফুল গাছের সমারোহ। শাক-সবজি ও ফসলে ভরা মাঠ পেরিয়ে পথটি ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলেই তাদের নজরে পড়লো কয়েকটি তাজি ঘোড়া ও সতর্ক কয়েকজন মুজাহিদ গেটে দাঁড়ানো। গেট পেরিয়েই তারা দেখলো, পাহাড়ের টিলা খুঁড়ে মজবুত ব্যাংকার তৈরি করা হয়েছে। আলী তুর্কি মুজাহিদদের ক্যাম্প দেখতে আবদুর রহমানকে বললো, এরা তো দেখি আমাদের চেয়েও শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে। সাথের লোকটি বাংকারের ভেতরে চলে গেল।

একটু পর সে প্রায় ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক শ্বেতশুভ্র শুশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তিকে সাথে করে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো। বয়সের ভার এখনো মানুষটিকে কাবু করতে পারেনি।

শরীরের শক্ত বাঁধন, চেহারার ঔজ্জ্বল্য আর দৃঢ়তা থেকে সহজেই বোঝা গেল, এ এক অসাধারণ ব্যক্তি। লোকটি এসে নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী। তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আলী ও আবদুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানালেন। বোখারী আলীকে বললেন, আপনাদের আগমনবার্তা আমি ক'দিন আগেই পেয়েছি। আপনাদের সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। বড় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম আপনাদের জন্য। অধ্যাপক বোখারী আলীর দিকে চেয়ে বললেন সম্ভবত আপনিই কমান্ডার আলী।

আলী জবাবে বললেন, জি হ্যাঁ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী বললেন, আমার খুব আশা ছিলো একজন আফগান মুজাহিদের সাথে কথা বলবো, তার নিকট হৃদয়ের অনেক জমানো কথা ব্যক্ত করবো, আফগান জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, আজ আপনি আমার সে আশা পূরণ করতে এলেন। আপনাদের অনেক অনেক মোবারকবাদ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীর হাত ধরে বাংকারের তীরে নিয়ে গেলেন। বাংকারটি ছিলো অনেক বড় ও প্রশস্ত। বাংকারটিতে বিছানা ও গালিচা বিছানো ছিলো। বোখারী তাদেরকে গালিচা পাতা ঠাঁইটুকুতে বসতে বললেন। আলী আইয়ুব বোখারীকে লেখা মাহমুদ বোখারীর চিঠিটি দিলেন। বোখারী চিঠি পড়া শেষ করে বললেন : আপনারা অনেক দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। আগে অজু-গোসল সেরে কাপড় পাল্টিয়ে আহারাদি সেরে বিশ্রাম করুন। রাত্রে আপনাদের সাথে কথা বলবো।

www.nagorikpathagar.org

এশার নামাজের পর আলী অধ্যাপক আইয়ুব বোখারীকে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পটভূমি এবং আগ্রাসন পরবর্তী জিহাদী কার্যক্রমের বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ শোনালো। আলাপকালে আলী অধ্যাপক বোখারীর নানা প্রশ্নের জবাবও দিলো।

আফগান জিহাদের বিস্তারিত কাহিনী শুনে অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীকে বললেন যে, আপনাদের সৌভাগ্য, আফগানি আলেমদের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সকল সমবেত উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ আমাদের বাপ দাদা ও পূর্বসূরিরা যখন রুশ কমিউনিস্ট ফেডারেশন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে ছিলো, তখন এখানকার অধিকাংশ আলেম জিহাদের বিরোধিতা করেছিলেন। অনেক প্রভাবশালী ও বড় বড় আলেম কমিউনিজমকে ইসলামের উত্থান বলে কমিউনিস্ট আগ্রাসনে শক্তি জুগিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের জিহাদ শুরু করার পথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কয়েকজন আলেম লেনিনকে একজন নিষ্ঠাবান নেতা এবং খলিফা উমর (রা.)-এর পর্যায়ের জনসেবক আখ্যা দিয়েছিলেন। কোনো কোনো মুফতি এমন ফতোয়াও ঘোষণা করেছিলেন যে, আরবে যেভাবে মুহাম্মদ (সা.) মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, রাশিয়ায় লেলিন সেভাবে মানুষের কল্যাণ ও বর্তমান সমাজের শান্তি স্থাপনে আবির্ভূত হয়েছেন। লেনিন যা বলেন এবং করেন এসবই নাকি ইসলামেরই বাস্তবায়ন।

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত একদল মুসলমান যখন রাশিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলো, তখন রাশিয়ার অধিকাংশ আলেম ছোট ছোট মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মধ্যে শতধা বিভক্ত ছিলেন। সামান্য শরিয়ী মতবিরোধের প্রতিপক্ষকে কাফের ঘোষণা করতেন। আলেমদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের এমন পর্যায়ও ছিলো যে, পায়জামা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা হবে না ওপরে থাকবে, পাগড়ির নিচে টুপি থাকবে কি থাকবে না, খাবার আগে হাত একবার ধোবে না তিনবার এসব- বিষয়েও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো প্রচণ্ড মতবিরোধ। সচেতন আলেমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ তাদেরকে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য পরিহার করে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সকল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল আলেমকেই মুজাহিদদের সহযোগিতা করা দরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বহুধা বিভক্ত আলেমগণ তখন জিহাদী প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবনকারী সচেতন আলেমদেরকে চক্রান্তকারী বিদেশী এজেন্ট বলে অপপ্রচার করতেন। তারা যুক্তি দেখাতেন, ঈমান ঠিক না হলে জিহাদ করে কোনো উপকার হবে না। এভাবে

www.nagorikpathagar.org

আলেমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত করেছিলেন। তাদের কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টি নিয়ে মেতে থাকাই ছিলো জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

আলেমদের ক্ষুদ্র অংশটি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ যাতনা, অত্যাচার নির্যাতন বরণ করে নিলেন। বহু আলেমকে কমিউনিস্টরা জ্যান্ত কবর দিলো, অনেককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলো, অনেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে শহীদ করলো। তবুও সত্যাশ্রয়ী আলেমগণ জিহাদ থেকে বিচ্যুত হননি। সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হকপন্থী আলেমগণ জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। অথচ আলেমগণ যদি আত্মকলহ পরিহার করে জিহাদে শরিক হতেন, কমিউনিস্টরা কোনোভাবেই মুসলমানদের সাথে মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারতো না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, রাশিয়ার সত্যাশ্রয়ী আলেমদের তপ্ত খুনে বুখারা-সমরকন্দ থেকে আমু দরিয়া পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জমিন রঞ্জিত হয়েছিলো। রাজপথের ধারে এমন কোনো গাছ শূন্য ছিলো না, কোনো আলেমের লাশ ওখানে না ঝুলেছে। কিন্তু এতো ত্যাগ, রক্তবন্যা, অসহ্য নির্যাতন আর জুলুম সবই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো যখন মুসলমানদের বেশির ভাগ আলেমের জিহাদবিরোধী প্রচারণা কম্যুনিজমের সমর্থন জোগাচ্ছিলো।

অধ্যাপক বুখারী বলেন, মুজাহিদদের সাথে তাদের মা, বোন, যুবতী কন্যা, ছোট ছোট সন্তানরা পর্যন্ত বীরবিক্রমে জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলো। যার দৃষ্টান্ত বর্তমান আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে নেই। অধ্যাপক বুখারী বলেন, আফগানিস্তানে রাশিয়ার লাল ফৌজ যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, আমাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছিলো এর চেয়েও ভয়াবহ। হাজার হাজার মুসলমান যুবতীকে কমিউনিস্ট পশুরা গণধর্ষণে হত্যা করেছিলো।

রাশিয়ায় এমন কোনো মুসলমান ঘর ছিলো না যার আঙিনা মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হয়নি। এমন কোনো গলি পথ ছিলো না যেখানে নিহত মুসলমানের তপ্ত খুনের স্রোত বয়ে যায়নি। লাখ লাখ মুসলমানকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু করেছিলো। ঘরছাড়া মুসলমানদের আশ্রয় শিবিরগুলো তারা অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। লাখ লাখ মুসলমানকে দিনের পর দিন মরুভূমিতে অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। হাজার হাজার মুসলমানকে একত্রিত করে জীবন্ত পেট্রোলের আগুনে পুড়িয়ে কমিউনিস্ট পিশাচেরা নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠতো।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী বললেন, আজ আমরা যে পাহাড়ে বাংকার করেছি, মুজাহিদরা এই পাহাড়েই আশ্রয় নিয়েছিলো। অসম যুদ্ধে একের পর এক মুজাহিদ প্রাণত্যাগ করার ফলে যখন পুরুষশূন্য হয়ে পড়ছিলো তখন তাদের

www.nagorikpathagar.org

দেখাদেখি শিশুসন্তানেরাও জিহাদে সশস্ত্র মোকাবেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। অবস্থা এমন ছিলো যে, পুরো মুজাহিদ ক্যাম্পগুলো পুরুষশূন্য হয়ে যাওয়ার পরও এখানকার একটি দুধের শিশুকে পর্যন্ত জীবিত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি রেড আর্মিরা।

পঞ্চান্নাশ

এক দুধের শিশুকে পিঠে বেঁধে এক মহিলা যুদ্ধে আহত হন। এমতাবস্থায় কমিউনিস্টরা তাঁকে গ্রেফতার করলো। তারা মহিলাটিকে বললো, শিশুটি আমাদের কাছে দিয়ে দাও, এর কোনো অনিষ্ট করা হবে না। মহিলা ওদের তিরস্কার করে বললেন : 'আমি কখনও চাই না, আমার পেটে ধারণকারী এ শিশুটি তোমাদের কাছে গিয়ে কাফের হয়ে বেঁচে থাকুক। আমি কাফেরের মা হতে রাজি নই। এই বলে খরস্রোতা নদীতে শিশুটিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহিলা। তবুও কাফেরদের হাতে নিজের ইজ্জত ও সন্তানের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেননি। অধ্যাপক বুখারী থেমে গেলেন। অশ্রুভেজা চোখ হাতের রুমাল দিয়ে মুছলেন তিনি। রুশ মুসলমাদের করুণ কাহিনী শুনে আলী ও আবদুর রহমানের দু'চোখ অশ্রুসজল হলো। তারাও চোখ মুছলো।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন : জানেন, কে ছিলো ঐ মহিলার কোলের শিশুটি? ওই দিনের এই শিশুই আজ আপনাদের মুখোমুখি বসা প্রফেসর বুখারী। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আম্মা অতি কষ্টে তীব্র স্রোতের মধ্যে আমাকে উপরে তুলে ধরে কোনমতে পানির ওপর ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নদীর তীব্র স্রোত এক পর্যায়ে আম্মাকে অপর তীরে ঠেলে দিলো। আম্মা আমাকে নিয়ে কূলে উঠলেন। সেদিন অলৌকিকভাবেই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম জালেম কমিউনিস্টদের অত্যাচার থেকে।

এখনও বেঁচে আছেন আমার আম্মা। প্রতি বছর একবার এখানে এসে আমার আব্বার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আব্বা বলতেন : আমার রক্তধারার একটি বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলবে। আমার বংশের কোনো পুরুষ কাফেরদের মোকাবেলায় অস্ত্র ত্যাগ করে ময়দান ছেড়ে যাবে না। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করা অনেক উত্তম। আব্বা বলতেন, আমার এ কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, রাশিয়ায় মুসলমানদের ঈমান, ইসলাম ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আমার বংশের সকল লোক শেষ হয়ে যাবে, তবুও তারা জিহাদবিমুখ হবে না। দুর্ভাগ্যবশত আমার বংশের কোনো

www.nagorikpathagar.org

রক্তধারা জিহাদ বিমুখ হয়ে যাবে এ কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। এমন হলে আমার আত্মা পরপারেও শান্তি পাবে না। আমার আম্মা বলেন, তিনি সর্বদাই তাঁকে বলতেন, 'তুমি আমার সন্তানদেরকে জিহাদের দীক্ষা দিও। ওরা কখনও যেনো কাফেরের সাথে আপস না করে।'

আমার দশ বছর বয়সে আব্বা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু আম্মা এখনও প্রতি বছর এখানে এসে আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে যান। আমি আমার সন্তান ও নাতি নাতনীদেরকে আব্বার অসিয়ত পালনে উজ্জীবিত করছি। প্রফেসর বুখারী আরেকবার দু'চোখ মুছে বললেন: বেটা! একজন ত্যাগী মুজাহিদ মায়ের অতীত স্মৃতি ও অকুতোভয় পিতার কথা স্মরণ হলে, অতীতের মুসলমানদের ওপর বয়ে যাওয়া রুশদের অত্যাচারের কথা উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী, আলী ও আবদুর রহমান সবার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো। প্রফেসর বুখারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন : ভাই আলী! আফগান মুজাহিদদের চরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শুরু থেকেই তারা পাকিস্তানের মতো একটি অকুণ্ঠ সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সর্বময় সহযোগিতা পেয়ে আসছে। অসামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের জনগণ মুজাহিদদের অব্যাহত সমর্থন ও সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের সার্বিক সমথর্ন ও সহযোগিতা আফগান মুজাহিদদের শক্তি জোগাচ্ছে। 'শত্রুর শত্রুই বন্ধু' নীতিতে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিও মুজাহিদ বাহিনীকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লব বিরোধী রুশ-তুর্কী মুজাহিদদের বেলায় বিশ্ব পরিস্থিতি এমন ছিলো না, প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্র একবারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেনি। মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও তখন হ-য-ব-র-ল। টালমাটাল উসমানিয়া সালতানাত। আরব বিশ্ব তখন ছিলো দৈন্যদশায় জর্জরিত।

তদুপরি কমিউনিস্ট অপশাসন মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসার সুযোগ পেতো না যদি রাশিয়ার অপরিণামদর্শী আলেমদের কর্মকাণ্ড লাল বিপ্লবের রসদ না জোগাতো। আফগান শাসক আমানুল্লাহ নাদির শাহ আফগানিস্তানে স্বাধীনতা ও ঈমানের বিনিময়ে রুশ কমিউনিস্টদের গোলামি খরিদ করার সঙ্গিন তোমরা জিয়াউল হকের মতো তেজোদীপ্ত ঈমানদার সহযোগী পেয়েছো। যিনি নিজের সৎ সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দ্বারা নিজ দেশের মানুষকেই সহযোগী করেননি, পুরো মুসলিম বিশ্বকে আফগানদের সাহায্যে টেনে এনেছেন। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। মুসলিম বিশ্বের কোনো নেতা আমাদের পক্ষে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

www.nagorikpathagar.org

১৯৮০-এর প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের রেডিও ভাষণে শুনতে পেলাম। তিনি বললেন : রাশিয়া বুখারা ও সমরকন্দ শক্তির দাপটে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। সমরকন্দ, বুখারা মুসলমানদের পবিত্র ভূমি। এসব স্থান দখল করার কোনো বৈধতা কমিউনিস্টদের নেই। জিয়াউল হকের ভাষণ শুনে এই প্রথম বুঝতে পারলাম বিশ্বে আমাদের পক্ষে কথা বলার মতো শক্তিশালী ব্যক্তি অন্তত একজন হলেও আছেন। তার ভাষণ শুনে দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম যে, সত্তর বছর পর আমাদের কথা একজন রাষ্ট্রপ্রধান স্মরণ করলেন।

জিয়াউল হকের পক্ষে আমাদের জন্য সরাসরি কোনো সাহায্য করার সুযোগ ছিলো না। দুদিক থেকে দুশমন তাঁকে অক্টোপাসের মতো আটকে রেখেছে, একদিকে হিন্দু পৌত্তলিক ভারত তার মাথার ওপর সঙ্গিন উঁচিয়ে রেখেছে, অপরদিকে দৈত্যের মতো রুশ লাল ফৌজ ঘিরে আছে আফগান সীমান্ত। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই আমরা চিন্তিত। আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি, আল্লাহ যেনো পাকিস্তানকে উভয় দৈত্যের কবল থেকে রক্ষা করে আরো শক্তিশালীরূপে গড়ে তুলেন।

রুশ মুসলমানদের দুরবস্থার কথা উচ্চারণ করা জিয়াউল হকের জন্য ছিলো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এটা ছিলো বিশ্ব নেতৃত্বের গালে এক যথার্থ চপেটাঘাত। কোনো মুসলমান নেতার মুখে রুশ মুসলমানদের কথা সত্তর বছর পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। এমন একটি আহ্বান শোনার জন্য রুশ মুসলমানরা সত্তর বছর পর্যন্ত চরম অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। জিয়াউল হকের ভাষণ শুধু রুশ মুসলমানদেরকেই উজ্জীবিত করেনি। সারা বিশ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে। চেতনাবিস্মৃত রুশ মুসলমানরাও হারানো অনুভূতি ফিরে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে যে, সত্যিই রাশিয়ায় মুসলমানরা আজাদি হারিয়ে কতো জঘন্য দাসত্ব বরণ করেছে।

সোভিয়েত সরকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের এ ঘোষণায় আঁতকে উঠেছিলো। সোভিয়েত শাসকবৃন্দ প্রেসিডেন্টের ভাষণকে বিশ্বের সুপার পাওয়ার রাশিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করেছিলো। সোভিয়েত পত্রিকা গুলো পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিলো। বর্তমানে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জিয়াউল হক রুশ শাসকদের আরাম হারাম করে দিয়েছেন।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সম্মিলিতভাবে আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। উভয়ের সহযোগিতা পেলে আমরাও রাশিয়াকে আমাদের আবাসভূমি থেকে দখলদারিত্ব ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে পারবো।

www.nagorikpathagar.org

আলী প্রফেসর বুখারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো : আপনার সাথে আলোচনা করে রুশ মুসলমানদের পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়েছে। আমি রুশ আফগান মুজাহিদদের অভিন্ন মনে করি। ভৌগোলিক অবস্থানে ভিন্নতা থাকলেও চেতনার দিক থেকে আমরা অভিন্ন। আজ আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর রাশিয়ার যে অত্যাচার চলছে, এ জুলুম অত্যাচার রুশ মুসলমানদের লাশ মাড়িয়েই আফগানিস্তানে পৌঁছেছে। আপনাদের ওপর কমিউনিস্ট রাশিয়া যে প্রক্রিয়ার নির্যাতনের সূচনা করেছিলো, বর্তমানে আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর তারই অনুশীলন চলছে। অতীতের আফগান সরকার সোভিয়েত আগ্রাসনের মোকাবেলায় আপনাদের সহযোগিতা না করার জন্য আফগান জনসাধারণ মোটেও দায়ী নয়। তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষতাই এর জন্য দায়ী। শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষতার মূল্যই আজকের আফগান জাতির বিপুল রক্তের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

আইয়ুব বোখারী আলীর কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো বেটা! রুশ মুসলমানদের অনেকেই তৎকালীন আফগান সরকারের অসহযোগিতাকে তাদের পরাধীনতার জন্য দায়ী করে থাকে। আবেগের বশীভূত হয়ে আমি এ কথা বলে ফেলেছি। তবে সত্য ও আমার সঠিক অবস্থান হলো, আফগান মুজাহিদদেরকে আমরা জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। মুজাহিদদের বিজয় ও পরাজয়কে নিজের বিজয় পরাজয় মনে করি। আমরা রুশ মুসলমানরা তো আফগানদের বিজয়ের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ মুক্তির স্বপ্ন দেখছি।

একটু থেমে প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন, আলী! আমি অকপটে তোমাকে জানাচ্ছি যে, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমরা রাশিয়ার মুসলমানদেরকে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছি এবং সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করেছি। জীবনের শুরু থেকেই কমিউনিজম বিরোধী জনমত গঠনে আমি কাজ করেছি। কিন্তু ক্যাম্প স্থাপন করে দস্তুরমতো যথার্থ জিহাদের সূচনা আফগানদের দেখেই শুরু করেছি। বর্তমান এই ক্যাম্পে শতাধিক মুজহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার মুজাহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব স্ব পেশায় ফিরে গেছে।

রাশিয়ায় কমিউনিজম বিরোধী মুজাহিদ রিক্রুট করা খুবই কঠিন ব্যাপার। একে তো সিংহভাগ মুসলমান স্বাধীন চেতনা হারিয়ে বসেছে, দ্বিতীয়ত কেজিবির কঠিন জাল ভেদ করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণে যোগদান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। এখানে পৌঁছতে একজন মুজাহিদকে বহু ঘাঁটি ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। বহু বাধা তাকে ডিঙাতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

এখানে আমরা প্রত্যেক মুজাহিদকে ছয় মাসের সামরিক ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্ব স্ব কর্মে ফিরে যেতে নির্দেশ দেই। অবশ্য তাদের প্রতি অনুরোধ থাকে, বছরের একটি মাস অন্তত প্রত্যেক মুজাহিদকে ক্যাম্পে কাটাতে হবে এবং বাকি এগারো মাস সে নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে সর্তকতার সাথে সাংগঠনিক কাজ করবে আর জিহাদের ফান্ড সংগ্রহ করবে। সদস্য সংখ্যা বাড়ানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন, আমাদের কাছে জিহাদ পরিচালনার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রসামগ্রী বলতে গেলে কিছুই নেই। আমরা একান্তভাবে কামনা করি যে, আফগান মুজাহিদরা আমাদের সাহায্য করবে। অর্থাৎ যেসব অস্ত্র তারা রুশবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এসব থেকে আলাদা কিছু দেবে। এর জন্য আমরা উচিত মূল্য অবশ্য পরিশোধ করবো। এর সাথে সাথে আমরা অন্য একটি তাকিদ খুব বেশি অনুভব করছি, আশা করি আফগানি মুজাহিদরা এ অভাবটুকু পূরণেও আমাদের সাহায্য করবে। তাহলো, রুশ ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও দুর্লভ পুস্তকাদি ছেপে সরবরাহ করা এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য প্রদান।

আলী প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর প্রত্যাশার জবাবে বললো, রাশিয়ায় রুশ ভাষায় বই-পুস্তক সরবরাহের কাজ আহমদ খান নামের এক লোক করছেন। পাকিস্তানে রুশীয় ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রিন্টিংয়ের কাজ চলছে। অচিরেই আশা করা যায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য রুশ মুসলমানদের জন্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

আমার মনে হয়, রুশ মুসলমানদের ইসলামী পুস্তকাদির প্রয়োজন অস্ত্রের চেয়েও বেশি। আপনি যে তিনটি চাহিদার প্রস্তাব করেছেন আমি আফগানিস্তান গিয়ে আমার চিফ কমান্ডারের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবো। আপনার প্রস্তাবিত প্রয়োজন ছাড়াও সম্ভব সব ধরনের সহায়তা করতে আমরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ। অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। আলোচনার বিরতি টেনে প্রফেসর বুখারী বললেন, আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, আগামীকাল বাকি কথা হবে।

পরদিন প্রফেসর আইয়ুব বুখারী আলী ও আবদুর রহমানকে ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখালেন, ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত সুবিধার কথাও বুঝিয়ে বললেন। ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত বিষয়ে আলী বেশকিছু পরামর্শ দিলো। প্রফেসর বুখারী সাথে সাথে আলীর কথাগুলো নোট করে নিলেন। ক্যাম্পের স্থাপনা, বাংকার আলী ও আবদুর রহমানকে দেখানোর পর নিজ আস্তানায় ফিরে এসে প্রফেসর বুখারী সকল মুজাহিদের উদ্দেশে নির্দেশ পাঠালেন, আজ সন্ধ্যায় সকলে আবার বাংকারে সমবেত হবে।

www.nagorikpathagar.org

সকল মুজাহিদ প্রফেসর বুখারীর বাংকারে মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে বসলো। আইয়ুব বুখারী সমবেত মুজাহিদের কাছে আলী ও আবদুর রহমানের পরিচয় দিয়ে আলীকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে উপস্থিত মুজাহিদদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করলেন।

আলী রুশ মুসলমান মুজাহিদদের কাছে আফগান জিহাদের বিস্তারিত বর্ণনা শেষে বললো, আমি মুজাহিদদেরকে ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত ও আবদ্ধ করার পক্ষে নই।

মুজাহিদের বড় পরিচয় সে মুজাহিদ। সে আফগানী হোক, রুশীয় হোক, ফিলিস্তিনি, কাশ্মীরি, আরাকানি সবাই মুজাহিদ, সবাই ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, আজাদির সৈনিক। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিভক্তি টানা উচিত নয়। এসব চিন্তা মুজাহিদদের মধ্যে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বিভক্তি সৃষ্টি, নেতৃত্বের মোহ এবং জাগতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটায়। এমনটি আল্লাহর পথে খাঁটি জিহাদের পরিচায়ক নয়। প্রকারান্তরে, যারা এ ধরনের চিন্তা করে তারা মুসলমানদের দুশমন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লক্ষ্য সকল পরাধীন মুসলমানের আজাদি পুনরুদ্ধার করা। ভৌগোলিক বিভক্তি সৃষ্টি দ্বারা কখনও বিশ্বের সকল পরাধীন মুসলমানকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল মুজাহিদকে এক ও অভিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে জিহাদ করতে হবে।'

আসল বক্তৃতা শেষ হলে সমবেত সকল রুশ মুজাহিদ উচ্চ আওয়াজে তাকবির ধ্বনি দিলো। আহারান্তে আলীকে মুজাহিদরা জিহাদ, বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা এবং আফগান জিহাদ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করে। আলী সুন্দরভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। সবাই আলীর জবাবে সন্তুষ্ট হয় এবং আলীর আগমনে নিজেদের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে ধন্যবাদ জানায়। গভীর রাত পর্যন্ত মুজাহিদদের সাথে আলীর মতবিনিময়ের পর্ব চললো।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর অনুরোধে আলী ও আবদুর রহমান এক সপ্তাহ অবস্থান করে এখানের মুজাহিদদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। আইয়ুব বুখারীকে বহু দরকারি পরামর্শ দেয়।

এক সপ্তাহ কাটানোর পর আলী আইয়ুব বুখারীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। আইয়ুব বুখারী ভরাক্রান্ত দরদি কণ্ঠে বললেন, ভাই আলী! আশা করি আফগানিস্তান যেয়ে আমাদের ভুলে যাবে না।

আলী তাকে আশ্বাস দিলো, কখনও ভুলবো না। ইনশাআল্লাহ দেখবেন, কয়েক মাসের মধ্যে ইসলামী বইপুস্তক আসতে শুরু করেছে। বিদায় বেলা সকল মুজাহিদ সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তির জন্য মোনাজাত করলো

www.nagorikpathagar.org

এবং তাকবিরে তাকবিরে মুখরিত করে আফগান কমান্ডার আলী ও আবদুর রহমানকে বিদায়ী অভিবাদন জানালো।

আলী ও আবদুর রহমানের সফর সহজ হওয়ার জন্য প্রফেসর বুখারী কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'টিতে তারা আরোহণ করে অন্যগুলোতে ক'জন সাথী মুজাহিদ পাঠালেন ঘোড়াগুলো ফেরত এবং যাত্রাপথ নিষ্কন্টক করে তাদের নিরাপদ স্থানে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য। ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা দিয়ে এক দুপুরেই আলী ও আবদুর রহমান মেইন সড়কের কাছে রাখা তাদের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেলো। সাথী মুজাহিদদের বিদায় দিয়ে গাড়ি নিয়ে আলী ইসমাইল সমরকন্দির বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। অনেক রাতে তারা ইসমাইল সমরকন্দির বাড়িতে হাজির হয় এবং সেখানেই থাকতে মনস্থ করে।

ইসমাইল সমরকন্দি আলীকে জানান, আপনাদের যাত্রা অনেক সুগম হয়েছে, স্টিমার এসে গেছে। স্টিমারেই আপনারা ফিরতে পারবেন।

পরদিন ইসমাইল সমরকন্দি তার নিজস্ব গাড়িতে করে আলী ও আবদুর রহমানকে আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন এবং স্টিমারে আরোহণের সকল ব্যবস্থা নিজে থেকেই তদারকি করলেন।

একান্ন

দরিয়া পার হয়ে আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে আহমদ খানের বাগানে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। আহমদ খানের অনুরোধে তাদের রাত এখানেই কাটাতে হলো। আহমদ খান রাশিয়ার পরিস্থিতি জানতে চাইলেন।

আলী সফরের মোটামুটি একটি চিত্র তার সামনে তুলে ধরে অনুরোধ করলো, আপনি খুব শীঘ্রই রুশ ভাষায় ছাপানো ইসলামী বই-পত্র ওপারে পাঠানোর চেষ্টা করুন। ওখানে ইসলামী বইয়ের তীব্র প্রয়োজন আর এর পাশাপাশি রুশ মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে।

অনেক যুক্তি-তর্কের পর আহমদ খান বই-পুস্তক এবং অস্ত্র রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য রাজি হলেন।

দ্বিতীয় দিন তারা কমান্ডার যবান গুল খানের ক্যাম্পে পৌঁছে এবং রাশিয়া সফরের রোমাঞ্চকর কাহিনী মুজাহিদদের শোনায়। মুজাহিদরা আলীর রাশিয়া সফরের বর্ণনা শুনে আরো উজ্জীবিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যবান গুল খানের ক্যাম্প হয়ে দ্রুত আলী নিজ ক্যাম্পে পৌঁছলো এবং সর্বাগ্রে দরবেশ খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হলো। এক দেড় মাসের মধ্যে দরবেশ খান বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন। আলীর অনুপস্থিতিতে দরবেশ খান তার যাবতীয় কার্যক্রমের বর্ণনা দিলে আলী তার সুষ্ঠু কমান্ডিংয়ে অভিভূত হয়ে দরবেশ খানকে ধন্যবাদ জানায়।

এক সপ্তাহ আলী ক্যাম্পে অবস্থান করে সকল অধীনস্থ মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শে বসে। তারপর আবদুর রহমানকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা হয়।

হেডকোয়ার্টারে এসে আলী তার রাশিয়া সফরের বিস্তারিত ঘটনাবলি সম্পর্কে চিফ কমান্ডারকে অবহিত করে। চিফ কমান্ডার আলীর দুঃসাহসিক রাশিয়া সফরের কাহিনী শুনে দারুণ অভিভূত হন। তিনি আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাশিয়ায় প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর মতো বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আমরা অনেকদিন থেকেই অনুভব করছি। তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এসেছো। আমরা শীঘ্রই আইয়ুব বুখারীকে সব ধরনের সহযোগিতা দানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

চিফ কমান্ডার আলীকে বললেন, তুমি অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছো। তাহেরাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে আর খোঁজ নেয়ার সময়ও পাওনি। এখন ওর সাথে দেখা করে এসো।

পাকিস্তান থেকে এসে আইয়ুব বুখারী সম্পর্কে কি করা যায়, সে ব্যবস্থা তোমাকেই নিতে হবে। আগ্রহী হলে আবদুর রহমানকেও তোমাদের সাথে পাকিস্তান নিয়ে যাও! পাকিস্তানে রুশ ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানেই আমরা রুশ মুজাহিদদের দিয়ে জরুরি পুস্তকাদি ছাপানোর ব্যবস্থা নেবো।

চিফ কমান্ডারের নির্দেশে আলী আবদুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্তানে এলো। তাহেরা, খলিল ও তাহেরার আম্মা আলী ও আবদুর রহমানের আগমনে যারপরনাই খুশি হলো। যুবাইদা ও আবদুর রহমানের আম্মার পাঠানো উপহার তারা সানন্দে গ্রহণ করলো।

তাহেরা আবদুর রহমানকে বললো : ভাইজান! আমার পক্ষ থেকে কি যুবাইদাকে কিছু দেয়া হয়েছিলো?

আবদুর রহমানের পক্ষে আলী তাহেরার জবাবে বলে : কেবল একটি নয়, অনেকগুলো দামি ও পছন্দনীয় উপহার তোমার পক্ষ থেকে যুবাইদাকে এবং আবদুর রহমানের আম্মাকে দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কুশল বিনিময়ের পর তাহেরা আলী ও আবদুর রহমানের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

আবদুর রহমান তাহেরার মায়ের সাথে বিগত দিনের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছে, এর ফাঁকে আলী খলিলের লেখাপড়া এবং তার মাদরাসার হালহকিকত জেনে নিলো। এক সকাল। আলী ও আবদুর রহমান নাস্তা করছে।

আবদুর রহমান বললো, আলী! রণাঙ্গন ছেড়ে এলাম এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলো! শুধু বসে বসে দিন কাটছে, আম্মা ও তাহেরার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিলো তা তো হয়েছে। তাছাড়া আমার এখানে থাকার তো কোনো দরকার নেই। তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়া উচিত।

একটু দূরে বসে তাহেরা রুটি সেঁকছিলো। আবদুর রহমানের কথা শুনে তাহেরা বললো, ভাইজান! আমার আদর- যত্নে কোনো ত্রুটি হয়েছে নাকি! আসলেন এক সপ্তাহ হলো না; আপনি চলে যাওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছেন! পুরো মাস থেকে না গেলে আমি মনে করবো, হয়তো আদর- যত্নে কোনো ত্রুটি হয়েছে অথচ আমার এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের প্রতি আপনার মনে আদৌ দরদ নেই। আবদুর রহমান বললো :

না তাহেরা! এমন মনে করার কোনো অবকাশ নেই। তোমার মতো বোনের কাছে হাজার বছর থাকলেও আদর-যত্নের ঘাটতি হবে না। তাছাড়া মন তো চায় তোমার কাছে অনেক দিন থাকি, কিন্তু ভাই! কোনো মুজাহিদের পক্ষে জিহাদের ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও মন টেকার কথা নয়, তা তো তুমি অবশ্য বুঝো!

আলী বললো, আবদুর রহমান! আমারও কেমন জানি একঘেয়েমি লাগছে। আমার হাতে খুজলি দেখা দিয়েছে। বহুদিন হয়ে গেল বন্দুক ব্যবহার করতে পারছি না। হাত পা ছমছম করছে। আমার ইচ্ছে করে আমি এখনই রণাঙ্গনে ফিরে গিয়ে জিহাদে শরিক হই।

অনতিদূরে একটি মোড়ায় বসে খলিল তাদের কথা শুনছিলো।

সে আবদুর রহমানের উদ্দেশে বললো : আবদুর রহমান ভাই! আমার কাছে একটি প্রস্তাব আছে, এটা গ্রহণ করলে আপনার সময়ও কেটে যাবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও হয়ে যেতে পারে।

কী প্রস্তাব তোমার খলিল!

জানার আগ্রহ দেখে খলিল বললো : পাকিস্তানে ব্যাপক চোরাগোপ্তা হামলা এবং বোমাবাজি হচ্ছে। এসব অপকর্মের সাথে কিছু বিভ্রান্ত লোক জড়িত, যদিও কাজটি রুশ গোয়েন্দারাই পরিচালনা করছে। এসব চোরাগোপ্তা হামলায় শরণার্থী

www.nagorikpathagar.org

ও পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে নির্মূল করতে পারলে পাকিস্তানি সুহৃদ এবং আফগান উদ্বাস্তু মুজাহিদ উভয়েরই উপকার হবে। আমার মনে হয়, আপনি এদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই সফল হবেন এবং রুশ গোয়েন্দাদেরও পাকড়াও করতে পারবেন।

ওহ! খুব ভালো একটা প্রস্তাব তুমি করেছো খলিল! তবে কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। একটু ভেবে বললো আবদুর রহমান।

আলী এতোক্ষণ খলিল ও আবদুর রহমানের কথা শুনছিলো। এক পর্যায়ে আলী বললো : খলিল যা বলেছে, তা নিঃসন্দেহে একটা রূঢ় বাস্তবতা।

মুজাহিদ নামধারী কতিপয় গাদ্দার পার্থিব স্বার্থে কেজিবির চরবৃত্তি শুরু করেছে। যার ফলে পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এরাই ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বোমাবাজি ও চোরাগোপ্তা হামলার ক্রীড়নক হিসেবে। এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কী আবদুর রহমান!

ওরা যে শুধু শরণার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তা নয়। পাকিস্তানে অবস্থানরত মুজাহিদ নেতাদের গুপ্ত হত্যায় ওদের হাত রয়েছে। হ্যাঁ, আজ থেকেই আমরা এদের দমন কাজ শুরু করবো। আবদুর রহমান দৃঢ়কণ্ঠে বললো।

আবদুর রহমানের সুদৃঢ় সংকল্প শুনে আলী বললো, আবদুর রহমান! তুমি খলিলকে নিয়ে এ কাজ শুরু করতে পারো। আমি এখানে মুজাহিদ ইনচার্জের সাথে আজই কথা বলবো।

মুজাহিদ ইনচার্জকে বলতে হবে, আমাদের এ পরিকল্পনা যেনো ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। আবদুর রহমান আলীকে সতর্ক করে দিলো।

রাতে আলী ও আবদুর রহমান গভীরভাবে ভেবেচিন্তে দু'জনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলো। আলী বস্তি, দোকানপাট ও বাণিজ্যিক এলাকায় অনুসন্ধান চালাবে, দুষ্কৃতিকারীদের কোন ক্লু পাওয়া যায় কি না। আর আবদুর রহমান সরকারি অফিস, হাসপাতাল, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধানে করবে।

খলিল পড়ার ফাঁকে উভয়ের কাজে সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে শুরু করলো।

দু'সপ্তাহ অনেক অনুসন্ধান চালানোর পরও তারা কোন ক্লু বের করতে পারলো না। এদিকে রণাঙ্গন ছেড়ে তাদের পাকিস্তানে চব্বিশ দিন গত হয়েছে। তাদের কাজের কোনো কিনারা হলো না। সারাদিন গভীর মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করে রাতে তিনজন কাজের পর্যালোচনা করে পরদিন আবার বেরিয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

মোটামুটি সন্ধ্যার পরপরই যে যেখানেই থাকুক সবাই বাসায় ফিরে আসে। আজ আলী ও খলিল সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু আবুদর রহমান এখনও ফিরে আসেনি। আলী আবদুর রহমানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেলো। আবদুর রহমান ফিরছে না। অথচ পাকিস্তানের এ সীমান্ত অঞ্চলটি মোটেই নিরাপদ নয়। গোত্রশাসিত এ অঞ্চলে রাতে আনাগোনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্রধারী পেশাদার ডাকাতরা হর-হামেশা পথ চারীদের ওপর আক্রমণ করে। রাত্রে কেউ একাকী তো দূরের কথা, দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায়ও বাইরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে না। যে কোনো সময় ওঁৎ পেতে থাকা ডাকাত দল অতর্কিত হামলা করে অস্ত্র-সম্পদ সবই ছিনিয়ে নিতে পারে। এ অঞ্চলে এই ট্র্যাজেডি শত বছরের পুরনো। একথা ভেবে বাসার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো। অস্থিরভাবে ঘরের মেঝেতে পায়চারি করছিলো আলী।

এক পর্যায়ে আলী তার মুজাহিদ এজেন্সিতে ফোন করলো। কিন্তু সেখানে আবদুর রহমানের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

বিষণ্ন মনে আলী তাহেরার কাছে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বললো, তাহেরা! আমার ভয় হচ্ছে যে, আবদুর রহমান রাশিয়ান এ কথা যদি কেজিবির পাকিস্তানি এজেন্টরা জেনে ফেলে, তাহলে ওরা আবদুর রহমানকে অপহরণ করতে পারে।

তাহেরা ও তার আম্মা আবদুর রহমানের অমঙ্গল চিন্তায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আলীর মুখে আশঙ্কাজনক কথা শুনে তাহেরা অনুযোগের স্বরে বললো : আপনি ঘরে টহল দেবেন, না কিছু করবেন? অনুগ্রহপূর্বক আমার ভাইয়ের জন্য কিছু একটা করুন, আল্লাহ না করুন তার কিছু...। আলী মুজাহিদ অফিসে টেলিফোন করে একটি গাড়ি আনলো। দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদকে বললো গাড়িতে থাকতে। খলিলকে সঙ্গে করে নিজে গাড়ি চালিয়ে সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ করলো। কিন্তু আবদুর রহমানকে পাওয়া গেলো না। মুজাহিদ অফিসের গেটকিপার বললো, আবদুর রহমান সাহেব অন্যান্য দিনের মতো অফিস বন্ধ হওয়ার সময়েই চলে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন এমন কোনো সন্ধান করো কাছে পাওয়া গেলো না। রাত সাড়ে দশটায় ভগ্নমনে আলী বাসায় ফিরে আসে।

তাহেরা আবদুর রহমানের নিখোঁজ সংবাদে ভেঙে পড়ে। তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অজস্র অশ্রু।

আলী তাহেরাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তাহেরার কান্না আরো বেড়ে যায়। সে এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে।

তাহেরার কান্না দেখে আলীও ভড়কে গেলো। ভেবে পাচ্ছিলো না, যে মেয়ে আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেললো না,

www.nagorikpathagar.org

এতোটুকু দুঃখ প্রকাশ করলো না, আর সেই মেয়ে পাতানো ভাইয়ের জন্য এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

আলী একটু কঠিন হলো। বললো, তাহেরা! আবদুর রহমান কোনো অবুঝ শিশু নয়। যদি ওকে কেজিবি অপহরণ করে থাকে, তবে যেভাবেই হোক আগামীকালের মধ্যে আমি ওকে মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। যেখানেই থাক না কেনো, ওকে আমি খুঁজে বের করবোই করবো।

আবদুর রহমান যদি আমার আপন ভাই হতো, তাহলে সে শহীদ হলেও আমি এতোটুকু বিচলিত হতাম না, কিন্তু সে আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও পরম আত্মীয়। যে পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমাকে বোন হিসেবে গ্রহণ করেছে, পরদেশী হয়েও আমাদের স্বাধীনতা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে জিহাদ করছে, নিজের মা-বাবা, প্রেমিকার স্নেহ-মায়া ভালোবাসা উপেক্ষা করে দ্বীনের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, মৌখিক ডাকের বোন হলেও ভাই হিসেবে আমাকে যে স্নেহ দিয়েছে, পৃথিবীতে এর নজির খুবই কম পাবেন।

আমি তার কেনো অনিষ্ট কল্পনাও করতে পারছি না। তাছাড়া সে আমাদের মেহমান, তার সকল শুভ দিক হেফাজত করা আমাদের দায়িত্ব। আমি আর ভাবতে পারছি না। খোদার কসম! আপনি ওর জন্য কিছু একটা করুন।

তাহেরার মা আলী ও তাহেরা উভয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন আর বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের পেরেশানি নিয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

আলী রিসিভার উঠালেই ওপাশ থেকে আবদুর রহমানের কণ্ঠ ভেসে এলো। মুহূর্তের মধ্যে চেহারার সকল দুশ্চিন্তা খুশির আভায় তলিয়ে গেলো।

আলী উচ্চস্বরে বলে উঠলো : আবদুর রহমান! তুমি কোথায়? কোত্থেকে বলছো? এতো রাত হলো এখনও তুমি বাসায় ফিরলে না। তোমাকে সারা শহর খুঁজে আমরা হয়রান। বাসায় কারো পানাহার নেই। কাঁদতে কাঁদতে তাহেরার অবস্থা একেবারে বেহাল!

ভাই আলী! আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। তাহেরাকে আমার কুশল জানাও, আম্মাকেও বলো। আর হ্যাঁ, তুমি এক্ষুনি মুজাহিদ দফতরে এসো। আমি মুজাহিদদের দু'টি গাড়ি পাঠিয়েছি। আসার সময় পথে যেসব মুজাহিদ অবস্থানরত আছে সবাইকে নিয়ে এসো। তবে বাসায় দু'জন সশস্ত্র পাহারাদার রেখে আসতে ভুল করো না। আলী : কোনো গোয়েন্দা আড্ডার সন্ধান পেয়েছো মনে হয়?

আবদুর রহমান : হ্যাঁ।

www.nagorikpathagar.org

তাহেরাকে দু'কথা বলে শান্ত করো যে, তুমি ভালো আছো, নিরাপদে আছো, সুস্থ আছো।

তাহেরা দ্রুত আলীর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে ভূমিকা ছাড়াই বললো : ভাইজান! আপনি আমাদের অনেক পেরেশান করেছেন। সেই সন্ধ্যা থেকে আমরা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি। আপনি এর আগে একটি টেলিফোন করলেই পারতেন।

আবদুর রহমান বললো : বোন আমার! আমি দুঃখিত। তোমাদের বড় কষ্ট দিয়েছি। অতোটা ভাবনার কী আছে। আমি ছোট্ট শিশু নাকি? আমাকে কারো পক্ষে ধরে নেয়া কি অতো সহজ?

এতোটা দেরি হয়ে যাবে তা আগে বুঝতে পারিনি, এ জন্য টেলিফোন করার প্রয়োজন বোধ করিনি। আর যখন দেরি হয়ে গেছে, তখন আর টেলিফোন করার সুযোগ ছিলো না। তোমাদের পেরেশানির কথা শুনে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আগামীকাল ভোরে যখন বিলম্বের কারণ জানতে পারবে, তখন যেরূপ পেরেশান হয়েছো ঠিক তদ্রূপ খুশি হবে।

আলীকে খাইয়ে আমার খানাও ওর কাছে দিয়ে দিও। রাতে আর বাসায় ফেরা সম্ভব হবে না হয়তো।

তাহেরা : ভাইজান! কোন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নয় তো?

আবদুর রহমান : মুজাহিদ কোনো আশঙ্কাকে ভয় করে না। তোমার মুখে এসব আশঙ্কার কথা মানায় না তাহেরা! আর কখনও এমন কথা বললে কিন্তু আমি ভীষণ কষ্ট নেবো।

খলিল ও অন্য মুজাহিদকে আলী পাহারা দেয়ার জন্য রেখে গোলো পাকিস্তান থেকে আগত মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন শিবির থেকে জাগিয়ে গাড়িতে তুলে নিলো। পনের বিশজন মুজাহিদকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আলী মুজাহিদ দফতরে পৌঁছালো। মুজাহিদ দফতরটি ছিল সীমান্ত শহরের এক পাশের আবাসিক এলাকার বাইরে বিচ্ছিন্ন একটি পুরাতন বাড়িতে। সেটির সন্নিকটে শহরের বড় কবরস্থান। এ কবরস্থানে শহীদের অসংখ্য কবর। নতুন কবরগুলোতে লাল নিশান রাতের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে। দফতরের পাশের একটি খোলা জায়গায় মুজাহিদদের গাড়ির গ্যারেজ এবং ঘোড়া খচ্চরের আস্তাবল। আলী দফতরে ঢুকেই দেখলো, দফতরের এক কোণে এক যুবতী মহিলা মুখ নিচু করে বসে আছে। তার হাত পেছন থেকে বাধা। মহিলাটির পাশেই এ দফতরের বায়তুল মালের ইনচার্জ আসফ খান। তারও হাত পা শক্তভাবে বাঁধা। বিমর্ষ আসফ খান। আসফ খান ও মহিলার অবস্থা দেখে আলী বুঝতে পারলো, এদের খুব পেটানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আলী লক্ষ্য করলো, দফতরটি বেশ জমকালো। পুরো বাড়িটি দামি কার্পেটে সজ্জিত। দফতরের দেয়ালের একদিকে বড় এক আফগান মানচিত্র। অপর দিকে মুজাহিদদের দলীয় পতাকা সুদৃশ্য একটা ফ্রেমে বাঁধানো। তাছাড়া কয়েকটি তেল রঙের পোর্ট্রেটও রয়েছে।

আবদুর রহমান আলীকে বললো : আসফকে তুমি জানো? এ মহিলা ওর স্ত্রী। ওদের কাছ থেকে দেড় দু'ঘণ্টায় আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। খুব দ্রুত অপারেশন চালাতে হবে। আপাতত এদের দলনেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। বিস্তারিত পরে বলবো, এখন চলো।

দু'জন শক্তিশালী ও চৌকস মুজাহিদকে এদের পাহারায় বসিয়ে দফতরের মেইন গেটে তালা লাগিয়ে গেটের বাইরে দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদ এবং বাড়িটির ছাদের ওপরেও একজন অস্ত্রধারী মুজাহিদকে নিয়োজিত করলো যে কোনো ধরনের বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। এরপর আলী ও আবদুর রহমান বারোজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে ইপ্সিত লক্ষ্যে বের হলো।

শহরটি ছিলো সীমান্ত প্রদেশের একেবারে আফগান মুক্তাঞ্চলের গা-লাগানো। এখানকার অধিবাসী বিশ হাজারের বেশি নয়। কিন্তু উদ্বাস্তু শরণার্থীদের আগমনে শহরে বাসিন্দা বেড়ে গেছে। এছাড়া শহরটি সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবসা কেন্দ্রও বটে।

রাতের সুনসান পথঘাট। কোথাও জনবল নেই। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো গাড়ির লাইটে পড়ে ভয়ার্ত ঘেউ ঘেউ শব্দে নিশির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিলো। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে বন্য জানোয়ারের আনাগোনাও চোখে পড়লো। কয়েকটি গলি চক্কর দিয়ে শহরের অপর প্রান্তে একটি সরু গলিতে এসে আবদুর রহমান গাড়ি থামালো। গাড়ি থেকে নেমে আবদুর রহমানের ইঙ্গিতে মুজাহিদরা অগ্রসর হলো। এক জায়গায় এসে আবদুর রহমান দুই মুজাহিদকে বললো : তোমরা ডান দিকের গলিতে প্রবেশ করে অগ্রসর হয়ে প্রথম বায়ের গলিতে ঢুকে সামনের মসজিদের পাশে দাঁড়াবে। সেখানে পৌঁছে ডানে বাঁয়ে কোনো মানুষকে যেতে দেবে না। যদি কেউ ছাদের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে গলির অবস্থা দেখতে চায়, তাঁকে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা করে দেবে। অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে আবদুর রহমান বাঁয়ের গলিতে অগ্রসর হলো। একটু অগ্রসর হলেই সামনে পড়লো এক বিশাল বাড়ি। আবদুর রহমান আলীকে বললো, এটাই সে বাড়ি যেটা অত্র এলাকার 'খাদ'-এর দফতর।

বাড়িটি ছিলো যথেষ্ট সুরক্ষিত। ভেতরে প্রবেশ করা ছিলো দুরূহ ব্যাপার। কিভাবে ভেতরে ঢোকা যায়, এ ব্যাপারে দু'জন পরামর্শ করে ঠিক করলো,

www.nagorikpathagar.org

পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করবে। লাগোয়া বাড়িটির দরজায় কড়া নাড়লো আলী। বাড়িওয়ালা মেইন দরজা না খুলে একটি খিড়কি খুলে হাঁক দিলো, কে?

লোকটির হাঁক শুনে আলী বুঝতে পারলো, আরে! এতো পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার। তার বিশ্বস্ত বন্ধু উমর সাইয়্যাদ। আলী নিজের নাম বললো আমি কমান্ডার আলী, দরজা খুলুন। আপনাকে ভীষণ প্রয়োজন। আলী পরিচয় দিলে উমর সাইয়্যাদ দরজা খুলে তাদের ঘরে আসতে আহ্বান করলো। আবদুর রহমান চার মুজাহিদকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বাইরে সর্বতো সতর্ক অবস্থায় রেখে বাকিদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

উমর সাইয়্যাদ এতো রাতে দলবলসহ আলীকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জানতে চাইলো- 'কমান্ডার আলী!

এতো রাতে কী দরকার হয়ে পড়লো?

বাহান্ন

আলী তাদের অপারেশন ও পটভূমি বিস্তারিত বললো।

উমর আলীকে সমর্থন করে বললো : আলী, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সন্দেহ করছিলাম যে, এই এলাকায় কোনো গুপ্ত দল ক্রিয়াশীল। আমি ঊর্ধ্বতন মহলে লিখিতভাবেও আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা বললো, উদ্ভট চিন্তা না করে নিজের দায়িত্বে মনোযোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার কোনো কোনো বন্ধু অফিসার এও বললো যে, এ এলাকায় অধিকাংশ নিরপরাধ মুজাহিদরা থাকে। তাছাড়া এ বাড়িটিও ব্যবহার করে মজলুম মুজাহিদরা। শধু শুধু নিরপরাধ মানুষদের ধরে এনে হয়রানি করার কোনো অর্থ হয় না। এদের এসব কথাবার্তায় সমর্থন না পেয়ে আমি আর সন্দেহটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারলাম না।

বুঝা গেলো, কতিপয় পাকিস্তানি অফিসারও এই শত্রু পক্ষের সাথে আঁতাত করেছে– আলী বললো।

উমর সাইয়্যাদ বললো : স্বাধীনতাবিরোধী গাদ্দার ছাড়া নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ধ্বংসাত্মক কার্মকাণ্ড বাইরের লোকেরা এসে করতে পারে না। এরাই টাকার লোভে দুশমনদের সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করে। যার ফলে শান্তিকামী

www.nagorikpathagar.org

মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও চোরাগোপ্তা হামলা কোনোভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না।

উমর সাইয়্যাদ মুজাহিদদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নিজের বন্দুক এনে দিলো এবং ছাদের ওপরে উঠে 'খাদ' দফতরে হানা দেয়ার সম্ভাব্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা দিলো। উমর সাইয়্যাদের সহযোগিতার ফলে অনায়াসে মুজাহিদরা ছাদ টপকে 'খাদ' দফতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। এখানে কেউ হানা দিতে পারে এ ব্যাপারে দুষ্কৃতকারীরা ছিলো সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। যার ফলে এরা সার্বক্ষণিক কোনো পাহারাদার নিযুক্তির প্রয়োজন বোধ করেনি। নিশ্চিন্তে সবাই ঘুমাচ্ছে। আর ঘুমের মধ্যেই ওরা আবদুর রহমান ও আলীর হাতে ধরা পড়ে। দুষ্কৃতকারীদের দলনেতা আফগান কমিউনিস্ট সরকারের সেনা অফিসার মেজর গুল খানও ধরা পড়লো। এদের হাত-পা বেঁধে সারা ঘর তল্লাশি করা হলো। একটি শক্তিশালী ওয়ারলেস সেটসহ অনেকগুলো ওয়াকিটকি, হাত ও টাইম বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, অস্ত্র, আফগান মুজাহিদ স্থাপনা ও পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনার নকশা খাদের নীল নকশার লিটারেচার, রিভলবার এবং হেরোইনের বিরাট মজুদ ওদের ঘরে পাওয়া গেলো। ওয়ারলেস সেটটি ছিলো এমনই শক্তিশালী যে পাক সরকারি ইনফরমেশন ফাঁকি দিয়ে অতি সহজে কাবুল পর্যন্ত খবর অনায়াসে পৌঁছাতে ওদের কোনো বেগ পেতে হতো না। আলী ওদের প্রণীত পরিকল্পনায় চোখ বুলিয়ে দেখলো, এদের পাকিস্তানী শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে পরস্পারিক বিরোধ সৃষ্টির পরিকল্পনাও রয়েছে। এ থেকে বোঝা গেলো ওরা পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা সৃষ্টির অন্তরালেও সক্রিয়।

আবদুর রহমান চারজন মুজাহিদকে এখানে থাকতে বললো, যাতে সকালে বাড়িটি ব্যাপক তল্লাশি করে দেখা যায়, কোথাও লুকানো গোপন গোলা বারুদ ও অস্ত্র আছে কিনা।

উমার সাইয়্যাদ কয়েদিদের মুজাহিদ দফতরে পৌঁছানোর জন্য নিজের গাড়ি দিয়ে সহযোগিতা করলো। আলী উমর সাইয়্যাদের উদ্দেশে বললো, আপাতত পাক সরকারি কর্তৃপক্ষকে আমাদের অপারেশন সম্পর্কে অবহিত না করাই ভালো হবে। সরকারি কর্তৃপক্ষ জেনে ফেললে, এদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপ আসতে পারে, তখন সকল আয়োজনই পন্ড হয়ে যাবে। উমর সাইয়্যাদ আলীর কথায় একমত হলো।

মুজাহিদ দফতরে নিয়ে সব বন্দীকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হলো। ইত্যবসরে চা পান করতে করতে আবদুর রহমান আলীকে বললো, গত ক'দিন যাবৎ আসফ খানের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। সন্দেহকে নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি ওর গতিবিধি ও বাসস্থানের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখছিলাম। যে এলাকায় সে থাকে,

www.nagorikpathagar.org

সেখানকার এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মুহাজিরও আসফের কর্মকাণ্ডে সন্দিহান ছিলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম আসফের স্ত্রী ছিলো কাবুল ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্রনেত্রী। সে ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দিতো। সে কাবুলে ফেরার হওয়ার খবর প্রচার করে এখানে এসে আসফকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। সে পড়াশোনা করাকালীন সময়েই তাদের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলো। আসফকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য ছিলো মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছার পথ সুগম করা। আসফ একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হওয়ার পরও তৈরি ফাঁদে ফেঁসে যায় এবং একসময় উচ্চ অর্থের টোপ গিলে সে-ও খাদের সদস্য হয়ে যায়। স্ত্রীর সুপারিশে খাদ কর্তৃপক্ষ আসফকে অফিসার পদে নিযুক্ত করে। বর্তমানে পাকিস্তানে তাদের যে কয়টি অফিস আছে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। আসফ, তার স্ত্রী ও মেজর গুল খান খাদের অফিসার। তন্মধ্যে আসফের স্ত্রী খাদের প্রভাবশালী অফিসার। কেবল সীমান্ত এলাকায় পঞ্চাশের বেশি বেতনভুক্ত চর আছে এদের। তা ছাড়া সারা পাকিস্তানে রয়েছে হাজার হাজার অনুচর।

লাগাতার কয়েকদিন অনুসন্ধান করার পর গ্রেফতার শেষে ওদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও তথ্য বের করতে আমাকে অবশ্য কঠিন পন্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। সাধারণত 'খাদ' প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে, আমি এদের ব্যাপারে তাই প্রয়োগ করেছি। এরা যে ধরনের কঠিন শত্রু এদের মুখ খোলাতে এমন কঠিন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গতি ছিলো না আমার। চা পান শেষে মেজর গুলখানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ কক্ষে নিয়ে আসা হলো। অনেক চেষ্টা করার পর মুখ খুললো এবং সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলো। এভাবে প্রত্যেক বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এদের দেয়া তথ্য একটি রেজিস্টারে রেকর্ড করার সাথে সাথে টেপ করা হলো।

বন্দীরা শহর ও শহরতলির যেসব এজেন্টের নাম প্রকাশ করছে, তাদের গ্রেফতার করার জন্য কয়েকটি মুজাহিদ দল রাতেই পাঠানো হলো। অধিকাংশ অনুচরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেও কিছু সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর যেসব এজেন্ট শহরের বাইরে অবস্থান করে এবং সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত এদের লিস্ট তৈরি করে পাকিস্তানি সরকারি কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

অপারেশন শেষ হওয়ার পর আলী আবদুর রহমানকে বললো, তুমি অবশিষ্ট এজেন্টদের গ্রেফতার শেষ হলেই ওদের নিয়ে আফগানিস্তানে চলে যাবে। অন্যথায় পাক সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি জেনে গেলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছবো।

আবদুর রহমান প্রায় দুপুরে ঘুম থেকে উঠলো। ইতোমধ্যে আরো ডজনখানেক 'খাদ' এজেন্টকে গ্রেফতার করে মুজাহিদরা নিয়ে এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

তাহেরা ও খলিল আবদুর রহমানের বিস্ময়কর গোয়েন্দা অপারেশনে খুব খুশি হলো। খলিল আবদুর রহমানকে বললো, ভাইজান! আমি বলেছিলাম না দেখবেন আপনার সময়ও কেটে যাবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজও হবে। এখন তো আমার কথাই সত্যি হলো, সময় তো আপনার কাটলোই বিরাট কাজও করে ফেললেন।

হ্যাঁ ভাই! এ কাজের সকল কৃতিত্ব তোমার। তুমি না বললে এ ভাবনা আমাদের মাথায় আসতো না। আবদুর রহমান খলিলকে উৎসাহিত করার জন্য এ কথা বলে। আসরের সময় আবদুর রহমান তাহেরা ও তাহেরার মায়ের কাছে আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার কথা জানালো। হঠাৎ করে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাহেরা খুব বিচলিত ও মর্মাহত হলো। স্বভাবগত অনুরোধ জানিয়ে বললো, ভাইজান! আর কয়েকটা দিন থেকে যান।

আবদুর রহমান তাহেরাকে এখনই আফগানিস্তান যাওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা বিস্তারিত বললো। তাহেরা আর বাধা দিতে পারলো না। তবুও বললো : রণাঙ্গনে গিয়ে আমার কথা ভুলে যাবেন না; যখনই সুযোগ পাবেন, অমনি সোজা এখানে চলে আসবেন। আমরা আপনার সার্বিক মঙ্গল ও সফলতার জন্য সবসময় দোয়া করছি।

আসফের স্ত্রীসহ খাদ-এর গ্রেফতারকৃত সব বন্দীকে কয়েকটি সামরিক ট্রলিতে করে একদল মুজাহিদের প্রহরায় আবদুর রহমান আফগান হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এলো।

আবদুর রহমান, খলিল ও আলীর অপারেশনের বিবরণ শুনে চিফ কামান্ডার খুব খুশি হলেন আর তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের এ অপারেশন মুজাহিদদের সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

কয়েকদিন পর আলী হেডকোয়ার্টারে পৌছলো। চিফ কামান্ডার আলী ও আবদুর রহমানের পরামর্শে মুজাহিদদের মধ্যে শত্রুপক্ষের অনুচর অনুপ্রবেশ রোধ ও ওদের দুষ্কৃতি প্রতিরোধে তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আলী ও আবদুর রহমান একসপ্তাহ হেডকোয়ার্টারে কাটিয়ে নিজ ক্যাম্পে রওয়ানা হলো।

নিজ ক্যাম্পে পৌছলে আলীকে দেখামাত্র মুজাহিদরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়লো, আলীর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানালো এবং নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে পুরো ক্যাম্প মুখরিত করে তুললো।

আলী সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে অফিসে গিয়ে বসলে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার দরবেশ খান আলীকে গত এক মাসের কার্যক্রমের বিবরণ দিলো। আলী দরবেশ

www.nagorikpathagar.org

খানের কার্যক্রম শুনে অত্যন্ত খুশি হলো। আলীর সাথে প্রয়োজনীয় কথা শেষে দরবেশ খান আবদুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, ভাই আবদুর রহমান। আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাতে ভুলে গেছি। দু'সপ্তাহ আগে রাশিয়া থেকে যুবাইদা নামে এক তরুণী এখানে এসেছে। বললো, সে আত্মীয় সূত্রে আপনার পরিচিত, এমনকি ফুফাতো বোন। আমরা তাঁকে মেহমানখানায় রেখেছি।

তিপান্ন

আলী ও আবদুর রহমান যুবাইদার আগমনে চিন্তিত হলো। উভয়ে তাড়াতাড়ি মেহমানখানার দিকে পা বাড়ালো। যুবাইদা তাদের দেখে প্রথমে অত্যন্ত আনন্দিত এবং পরক্ষণেই বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে লাগলো। আবদুর রহমান যুবাইদার অবস্থা দেখে অমঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ভাবলো, অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। না হয় যুবাইদা এখানে একাকী আসার প্রশ্নই আসে না। শুধু আমার জন্য যদি যুবাইদা দেশ ত্যাগ করে চলে আসতো তবে আমাকে পেয়ে তো তার কান্নার কথা নয়।

আলী যুবাইদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, যুবাইদা! ধৈর্য ধরো, বলো কী কারণে হঠাৎ তোমাকে একাকী এ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

যুবাইদা নিজেকে শান্ত করে বললো : আপনারা আসার দুই সপ্তাহ পর মামা ও মামীকে কেজিবির গোয়েন্দারা ধরে নিয়ে গেছে। জানি না কেমন করে কেজিবি আপনাদের সম্পর্কে জানতে পারলো।

দুই সপ্তাহ পর্যন্ত মামা-মামীর সাথে কাউকে দেখা করতে দেয়নি। এবং জানার উপায়ও ছিলো না যে, তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। অনেক সুপারিশ ও টাকা খরচ করার পর আব্বু দুই সপ্তাহ পর তাদের অবস্থান জানতে পারেন।

আমি যখন জেলখানায় তাদের দেখতে যাই তখন দেখেছি অত্যাচার ও নির্যাতনে তাদের শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। মামার ডান হাতের হাড় ওরা ভেঙে ফেলেছে। তাদের ওপর এমন জুলুম অত্যাচার করেছে যে, প্রথমে মামাকে আমি চিনতে পারিনি। মামার সাথে বেশি কথা বলতে ওরা আমাকে সুযোগ দেয়নি। মামা কঠোর পাহারাদারির মধ্যেও আমার কানে কানে বললেন, মা! তুমি আবদুর রহমানের কাছে চলে যাও, এখানে তোমার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। মা! এই

www.nagorikpathagar.org

কেজিবি বন্য জানোয়ারের চেয়েও বেশি হিংস্র, অসভ্য। আমি মোটেও ভাবতে পারি না যে, ওদের নাপাক অত্যাচারের হাত তোমার অমলিন শরীর স্পর্শ করুক।

শেষে মামা বললেন, তুমি আগামী পরশু আবার আসবে, আমি তোমাকে আফগানিস্তানে পৌঁছার গাইডলাইন জানিয়ে দেবো।

একদিন পর তিন চারজন কমিউনিস্ট নেতার সুপারিশে আমি মামার সাথে আবার সাক্ষাৎ করতে গেলাম। কড়া প্রহরা ও নজরদারির ফলে মামা আমার সাথে ফ্রি কথা বলার সুযোগ পেলেন না। মামা শুধু আমার কানে কানে বললেন, মা তুমি আফগানিস্তান গিয়ে আবদুর রহমানকে আমাদের শুভাশিস জানিও এবং বলো আমাদের গ্রেফতারি অথবা শাহাদাতে যেনো ও অশ্রু না ফেলে । বরং সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং জিহাদী মিশন যেনো অব্যাহত রাখে।

বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এরপর মামা আমার কানে কানে একটি ফোন নম্বর জানালেন। বললেন, এই নম্বরে মাহমুদ বুখারীর সাথে যোগাযোগ করবে। মাহমুদ বুখারীকে বলবে, তোমাকে আইয়ুব বুখারী ও ইসমাইল সমরকন্দির কাছে পৌঁছে দিতে। ইসমাইল সমরকন্দিকে বলবে, তিনি যেনো আফগাস্তিানে আহমদ গুল খানের কাছে তোমাকে পৌঁছিয়ে দেন।

আমি মামার দেয়া ফোন নম্বর ও নামগুলো মুখস্থ করে নিলাম এবং কারাগার থেকে বেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় এসে সাঙ্কেতিকভাবে ফোন নম্বর ও নামগুলো নোট করে নিলাম। পরদিনই আমার এক বিশ্বস্ত বান্ধবীর ঘর থেকে মাহমুদ বুখারীকে ফোন করলাম এবং টাউন পার্কে বিকেলে মিলিত হওয়ার সময় নির্ধারণ করলাম।

সাক্ষাতে আমি মাহমুদ বুখারীকে পরিস্থিতি জানালাম। তিনি বললেন, আমার জানা মতে কেজিবি তোমাদের পরিবারের পেছনেও লেগেছে। ওরা তোমাদের প্রতি নজর রাখছে, যে কোনো সময় তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। কাজেই আগামীকাল তুমি আমাকে ফোন করো না। অবস্থা স্বাভাবিক মনে হলে আমিই তোমার সাথে যোগাযোগ করবো।

এক সপ্তাহ পর ছোট্ট একটি বালক একটি প্যাকেট নিয়ে আমাদের বাড়ি এলো। প্যাকেটটি পোস্ট অফিস হয়ে আসেনি দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি আমার কক্ষে নিয়ে প্যাকেটটি খুললাম। দেখলাম, প্যাকেটে এক সেট নতুন কোট প্যান্ট। আর একটি চিরকুটে লেখা, 'আগামী কাল সকাল সাতটায় সিটি হোটেলের কাছে।

www.nagorikpathagar.org

গভীর রাত পর্যন্ত আব্বা-আম্মার সাথে আমি কথা বলছিলাম। কথায় কথায় আমি আব্বাকে বললাম, শুনলাম কেজিবি নাকি আমাদের গতিবিধি সেন্সর করছে আব্বু। যুবাইদার আব্বু বিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা তোমাকে কে বললো? বললাম, আমাকে যেই বলুক, আপনি বলুন কথাটি ঠিক নয় কি?

বেটি! তথ্য নির্ভুল। কেজিবির সন্দেহ আবদুর রহমান এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুমি জানো। আব্বার কথায় আমি জিজ্ঞেস করলাম 'তাহলে ওরা আমাকে গ্রেফতার করছে না কেনো?

বেটি! তোমাকে গ্রেফতার করার পথ বন্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেছি, কিন্তু মা! কেজিবি এত ধূর্ত যে, ওরা আমাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছে। বেটি! রাশিয়ায় বসবাস করা বিষাক্ত সাপের সাথে বসবাস করার মতো। সাপকে যতো সেবা যত্নই করো না কেনো, সুযোগ পেলে সে ঠিকই ছোবল মারবে। আমার নিজের জীবন নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বেটি! তোমার নিরাপত্তা নিয়েই আমার যতো ভাবনা। কখন ওরা তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, জানা নেই। আমি তোমার কোনো ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা ভাবতে পারি না।

আবদুর রহমান যখন এসেছিলো, তোমাদের উচিত ছিলো আমাকে অবগত করানো। তাহলে আমি তোমাকে আবদুর রহমানের সাথে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তোমরা কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। আমি কম্যুনিস্ট বটে, তবে তোমার আর আবদুর রহমানের শত্রু নই। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস না করলে আজ তোমার মামা-মামীর এ দুরবস্থা হতো না। মুজাহিদদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে কারাগারের অন্ধ কুটিরে যেতে হতো না তাদের।

আমার ভাইয়ের না হয় ভুল হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমার মেয়ের জীবন বাঁচাতে তো একটা কিছু করবে? উদ্বেগের স্বরে বললেন জুবাইদার মা।

চুয়ান্ন

যুবাইদার আব্বু হতাশা ব্যক্ত করে বললেন, 'খুবই কঠিন কাজ। আমি সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই করেছি। জানো, রাশিয়ায় নামমাত্র মুসলমান হওয়াও অমার্জনীয় অপরাধ। তাছাড়া রুশ সরকার কোনো তুর্কিকে বিশ্বাস করে না। তুর্কিদের সামান্য ত্রুটিও ওরা রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করে। রুশরা মনে করে তুর্কিদের আচরণে মুসলমানদের মধ্যে সরকারবিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে এবং যে কোনো সময় মুসলমানরা রাশিয়ায় আফগানদের মতো আজাদির জিহাদ শুরু করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

আমি বললাম : আব্বু, রাশিয়ার অভ্যন্তরে যদি জিহাদ শুরু হয়ে যায় তবে আপনি কাদের পক্ষাবলম্বন করবেন, রুশ কমিউনিস্টদের না মুজাহিদদের? তিনি বললেন- বেটি স্বাধীন দেশের কোনো বিকল্প নেই। আজ আমরা স্বাধীন থাকলে তোমার মামা-মামীর এ করুণ অবস্থা হতো কি?

জীবনভর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পক্ষে খাটলাম, শেষ ভাগে শুধু সরকারের কাছে একটি মাত্র আরজি করলাম, আর তখনই আমাকে বলা হলো যে, মনে হয় তুমিও মুজাহিদদের পক্ষে। যদি স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, মনে হয় স্বাধীনতাযুদ্ধ অনতিবিলম্বেই শুরু হবে, তবে অবশ্যই আমি মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করবো এটাই আমার বাকি জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার।

আম্মু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, তোমরা কি শুধু গল্প করেই সময় নষ্ট করবে। মেয়ের জীবন বাঁচতে কী করছো তা বলো।

আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিলো তা আমি করছি। এখন একটাই পথ আছে, যুবাইদা কোনোভাবে দেশের বাইরের চলে যাবে। এ চেষ্টাও আমি করেছি, কিন্তু ওকে বাইরে কোনো দেশের ভিসা দেয়া হবে না। অত্যন্ত অনুতাপের স্বরে বললেন আব্বু।

আব্বুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আম্মু বললেন, তাহলে তুমি যুবাইদাকে আবদুর রহমানের কাছে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দাও না কেনো?

মুজাহিদদের সাথে আমার কোনো ধরনের যোগাযোগ থাকলে আমি নির্দ্বিধায় মেয়েকে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দিতাম।

এ বলে আব্বু আমাকে গলায় জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, মা তুই জানিস না, আমি যে তোকে কতো স্নেহ করি। তুই নিজেই জানিস না যে কতো মুসিবতে ফেঁসে গেছিস।

আমি বললাম, আব্বু। আমি নিজ চেষ্টায় যদি আফগানিস্তান চলে যাই তবে আপনারা নাখোশ হবেন না তো?

বেটি! আবদুর রহমান যদি তোমাকে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য গাইডলাইন বলে গিয়ে থাকে, তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। বেটি! বলো, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কি সহযোগিতা করতে পারি। তোমার নিরাপত্তার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু আপনাদের দোয়া চাই। আমি নিজেই যাবার সব ব্যবস্থা করতে পারবো।

আব্বু, আমি আগামীকাল সকালেই রওয়ানা হচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনে আব্বু ও আম্মু উভয়ে স্বগতচিত্তে বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আব্বু বললেন, বেটি! জানো না গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি যে কী নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, তুমি আমার কাছে নিজ জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। এ পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা করে আমি তোমাকে কেজিবির গ্রেফতারি থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কেজিবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সরাসরি নির্দেশ নিয়ে এসেছে তোমাকে গ্রেফতারের জন্য। তোমার গ্রেফতারির কথা ভাবলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তোমাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে সেদিন ঘুমুচ্ছিলাম। ঘুমে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলাম যে, তোমাকে একদল হিংস্র কুকুর আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করছে। এ দৃশ্য দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। সে রাতে আমি প্রথম আল্লাহর কাছে করজোড় প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! যদি তোমার অস্তিত্ব সত্য হয়ে থাকে, তবে যে করেই হোক তুমি আমার মেয়েকে রক্ষা করো। আজ থেকে আমি ওয়াদা করছি, মেয়ে যদি জীবনে রক্ষা পায়, বাকি জীবন আমি তোমার অনুগত বান্দার মতো ইসলামের সকল নির্দেশ মেনে চলবো।

মুনাজাত করে আবার আমি শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম, বিশাল এক বাঘ এসেছে আর বাঘ দেখে তোমাকে আক্রমণকারী হিংস্র কুকুরগুলো দ্রুত পালিয়ে গেলো। তখন তুমি একটি সুন্দর বাগানে আড়াল হয়ে গেলে। এরপর আমি মনে একটু প্রশান্তি পেলাম। আমি নিশ্চিত, আবদুর রহমানের কাছে তুমি চলে যেতে পারবে মা! আল্লাহ যেনে সবসময় তোমাকে সুখে রাখেন। তুমি সুখে থাকলেই আমরা সুখী হবো।

আমার চলে আসার কথা শুনে আম্মু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আব্বু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এখন কান্নার সময় নয়; বরং তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যিনি তোমার আদুরে মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি ভেঙে পড়লে মেয়েটি সাহস হারিয়ে ফেলবে, ওকে সাহস দেয়া দরকার। যাত্রা খুব কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল।

আব্বু আম্মুকে বললেন- আমার মনে হয়, আবদুর রহমানের জিহাদ এবং তার বাবা-মায়ের ত্যাগের কারণেই যুবাইদার প্রাণ বাঁচানোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এখন কান্না থামাও। শান্ত মনে মেয়েকে বিদায় দাও। ওর মঙ্গলের জন্য দু'আ করো।

গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলার পর আমরা সবাই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আম্মার সাথেই ঘুমাতে চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘুম হলো না। আফগানিস্তান যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনা আর আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে আসার কষ্ট আমাকে অস্থির করে তুললো।

www.nagorikpathagar.org

আব্বা-আম্মার অবস্থাও ছিলো তাই। শেষ রাতে দেখি, আব্বু বিছানা ছেড়ে মেঝেয় একটা চাটাই বিছিয়ে সেজদায় পড়ে অঝোরে কাঁদছেন। আম্মুও আব্বুর পাশে বসে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছেন। তার গণ্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রুতে বুক ভিজে গেছে। সেদিনই আমি প্রথম অনুভব করলাম, আব্বা আম্মা আমাকে কতো ভালোবাসেন। আরো বুঝতে পারলাম প্রকৃত অর্থে তারা নাস্তিক ছিলেন না। রুশ সরকারের নির্যাতনের ভয়েই তারা নাস্তিকতার ভান করতেন মাত্র।

পাঁচটার আগেই আমি বিছানা ছেড়ে আমার কক্ষে গিয়ে সফরের প্রস্তুতি নিলাম। আব্বা-আম্মা আমার ঘরে এলেন। আমাকে পুরুষদের বেশে দেখে আব্বা-আম্মা চিনতেই পারছিলেন না। ছদ্মবেশ ধারণের কৌশলটি তাদের বললে উভয়ে খুব বিস্মিত হলেন। আসার আগে আমি আপনার উপহার দেয়া কুরআন শরীফটি আব্বুকে দিলাম।

আব্বু আমার হাত থেকে কুরআন শরীফটি হাতে নিয়ে চুমু দিলেন, কপালে চোখে মুখে লাগালেন। স্বগতস্বরে বললেন হায় আফসোস! আমরা যদি কম্যুনিজমের পেছনে জীবন বিসর্জন না দিয়ে এ পবিত্র কিতাব অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম তাহলে আজকের এ অবস্থা হতো না। আসার আগে আলী ভাই আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলেছিলেন সব আব্বা আম্মাকে বললাম। তারা এতে উৎসাহ বোধ করলেন এবং আমার সিদ্ধান্তের জন্য খুশি হলেন।

সকাল সাড়ে ছ'টার সময় ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা। সাড়ে ছ'টার সময় অবিকল আমার মতো চেহারা এবং একই পোশাক পরে একটা ছেলে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢুকেই সে একটি চাবি দিয়ে বললো, আপনার সময় হয়ে গেছে। ছেলেটি আরো বললো : আপনার মতো একই পোশাক পরে এ জন্য এসেছি, যাতে কেউ মনে করতে না পারে যে, আপনি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন।

আপনাদের বাড়ির পেছনের রাস্তায় নীল রঙের গাড়িটিই আপনার। এটিই আমু দরিয়া পর্যন্ত আপনার বাহন।

আমু দরিয়ার কথা শুনে আব্বু বললেন, আমু দরিয়ার তীরেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি, তার নাম ইসমাইল সমরকন্দি। আবার আব্বু স্বগতোক্তি করলেন : অবশ্য বিপদে কোনো বন্ধু কাজে আসে না। ঠিক আছে, তুমি নিজের মতো করেই যাও। এমনও তো হতে পারে যে, সে তোমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

আমি আব্বুকে বললাম, ইসমাইল সমরকন্দি সাহেবই আমাকে আমু দরিয়া পার হওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

আমার কথা শুনে আব্বু একটি সোনার হার আমার হাতে দিয়ে বললেন, ইসমাইল খুব স্বার্থপর মানুষ। তুমি এটা তাঁকে দিয়ে বলো, আমার পক্ষ থেকে তাকে

www.nagorikpathagar.org

উপহার দিয়েছি। আর একটি চিরকুট লিখে দিলেন। চিরকুটে আব্বু লিখলেন–

প্রিয় বন্ধু

এই প্রথম আমি তোমার কাছে একটা আবেদন করছি। আশা করি নিরাশ করবে না। আমার কলিজার টুকরো মেয়েটিকে সযত্নে গন্তব্য পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তোমার এই অনুগ্রহ জীবনে কখনও বিস্মৃত হবো না।

রওয়ানা হওয়ার জন্য আমি ঘড়ি দেখলাম। আব্বু আদর ও স্নেহমাখা অশ্রু ঝরিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। আম্মুকে বিদায়ের কথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মা আজকের এ বিদায়কেই মনে করো বিয়ের বিদায়। আব্বু বহুকষ্টে আম্মুকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। আমি শেষবারের মতো আব্বু-আম্মুকে চুমু খেয়ে বেরিয়ে এলাম। আমারও দু'চোখ ভিজে যাচ্ছিলো। কোনো মতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। গাড়ি সিটি হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই দু'জন লোক এগিয়ে এসে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে গাড়িতে উঠে বসলো এবং আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে একটি নোট দিলো। নোটটিতে লেখা, এ দুজন তোমার সফরসঙ্গী, ওরা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে আইয়ুব বুখারীর কাছে চলে যাবে। তুমি নিঃসন্দেহে এদের সাথে চলে যাও।

আইয়ুব বুখারী

আমি নিঃসংকোচে ড্রাইভিং করতে লাগলাম। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি কয়েক মাইল নিয়ে এসেছি। একজন বলেন, বোন যুবাইদা! তুমি পেছনের সিটে একটু আরাম করো। এখন থেকে আমরা পালাক্রমে গাড়ি চালাবো। রাস্তায় কোনো লোক কিছু জিজ্ঞেস করলে বোবার অভিনয় করবে। কথা বললে তারা প্রথমবারেই বুঝে যাবে যে তুমি মহিলা। তাতে সমস্যা হবে। কারণ, তোমার রোড পার্মিটসহ যাবতীয় পরিচয়পত্র পুরুষের নামে। পথে দু'তিনবার কাগজপত্র পুলিশ চেক করেছে। কিন্তু সবকিছু এতো নিখুঁত ও উভয় সাথীই এতো হুঁশিয়ার ছিলেন যে, কেউ আমার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ পেলো না।

বেলা ডোবার আগেই আমরা ইসমাইল সমরকন্দির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ইসমাইল সমরকন্দির কাছে পৌঁছে আমার পরিচয় দিলাম। আপনার কথা উল্লেখ করলাম। এবং আহমদ গুলখানের ওখানে পৌঁছে দেয়ার কথা জানালাম।

আমি আব্বুর দেয়া চিরকুট ও হারটি তাকে দিলাম। চিরকুট পড়ে হারটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সমরকন্দি বললেন : তোমার আব্বা মনে করছেন, এখনও আমি আগের মতোই স্বার্থপর রয়ে গেছি। হ্যাঁ, এক সময় আমি স্বার্থপর ছিলাম বটে, তবে মুজাহিদদের তোমরা যেমন ভালোবাসো, আমিও প্রাণাধিক ভালোবাসি।

www.nagorikpathagar.org

তোমার বাবা এ হার উপহার দেননি, দিয়েছেন আমাকে ঘুষ হিসেবে, আমার অতীতের চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে।

তোমার বাবা হয়তো জানেন না যে, স্মাগলারদেরও একটা নীতি আছে। আমরা আমাদের সুহৃদের উপকারে অনায়াসে নিজেদের জীবন দিতে পারি। যুবাইদা! তুমি তোমার বাবার কাছে যেমন আদরের কন্যা, আমার দৃষ্টিতেও তুমি কন্যার মতো। বেটি! তুমি জাহান্নাম থেকে পালিয়ে মুজাহিদদের আশ্রয়ে জান্নাতের পথে যাত্রা করেছো। জীবনে পুণ্যকাজ খুব কমই করার সৌভাগ্য হয়েছে। আল্লাহ এবার একটু নেক কাজ করার সুযোগ দিলেন, আর সেটিও তুমি ছিনিয়ে নিতে চাও? বেটি! এ হার তোমার গলায় খুব মানাবে। তুমি এটি রেখে দাও।

যুবাইদা! যেদিন আফগানরা রুশ আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গর্জে উঠলো : পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক বললেন, রাশিয়া সমরকন্দ বুখারাকেও অন্যায়ভাবে দখল করেছিলো, সেদিন থেকেই আমাদের মনের গহীনে আজাদির আগুন জ্বলছে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে একটা কিছু করার জন্য মনটা সবসময়ই সুযোগ খুঁজে ফিরছে। আফগান জিহাদের শুরু থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করছি। আশা করি, এ পথ ধরে আমাদের স্বাধীনতা আমরা ফিরে পাবো।

পরদিন আমার সফরসঙ্গী দুই মুজাহিদ বিদায় নিয়ে আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে রওয়ানা হলো। তারা যাওয়ার সময় বললো- বোন যুবাইদা! তুমি সার্থক। মুজাহিদদের দেশে যাচ্ছো। যারা একমাত্র ঈমানী শক্তিতে আগ্রাসী রাশিয়াকে পরাস্ত করছে। তুমি তাদেরকে আমাদের অভিনন্দন ও সালাম জানিও। আর বলো, আমরাও তুর্কিস্তানে তাদের মতো জিহাদের সূচনা করছি, ইনশাআল্লাহ অনতিবিলম্বে তুর্কিস্তান তাদের স্বাগত জানাবে।

আমি দুই দিন ইসমাইল সমরকন্দীর বাড়িতে থাকলাম। তার এক মেয়ে আছে আমার মতো। মেয়েটি মুজাহিদদের সম্পর্কে জানে এবং জিহাদী তৎপরতাকে ভালোবাসে। আমি একদিন তাঁকে বললাম, তারা তোমাদের বাড়িতে ছিলো, তখন সে খুব আফসোস করলো। বললো : দুঃখিত, আমি জানতে পারিনি। যদি আব্বু মুজাহিদ আগমনের কথা জানাতেন, তবে আমি তাদের দেখে ভাগ্যবান হতাম, তাদের দু'আ নিতে পারতাম।

মেয়েটি আমাকে বললো : বোন! তুমি আফগানিস্তান পৌঁছে তাদের বলো, রাশিয়ায় তোমাদের সুহৃদ বোনেরা তোমাদের জিহাদী তৎপরতা এবং অব্যাহত বিজয়ে অত্যন্ত আশাবাদী, তারা তোমাদের আত্মদানে গর্ববোধ করে। তোমাদের বিজয় সংবাদে তাদের মন খুশিতে নেচে ওঠে, তোমাদের কোনো দুর্ঘটনায় তাদের অশ্রু ঝরে, দুঃখ যন্ত্রণায় মন কেঁদে ওঠে। আর তোমাদের সুসংবাদে তারা আল্লাহর কুদরাতি পায়ে সিজদা দিয়ে শুকরিয়া জানায়।

www.nagorikpathagar.org

মেয়েটি অনুরোধের স্বরে বললো : বোন, তুমি আবদুর রহমান ভাইকে বলবে, তুর্কিস্তানের অসংখ্য বোন তোমাদের মতো বিজয়ী মুজাহিদদের অভ্যর্থনা জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর মোনাজাত করছে সেই সোনালি দিনের যে দিন তোমরা রাশিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে মুসলিম বোনদের ঈমান ইজ্জত সুরক্ষার জিহাদে বিজয়ী হবে।

বিদায়ের সময় ইসমাইল সমরকন্দী ও তার মেয়ে আমাকে অনেকগুলো দামি উপঢৌকন দিলো । ইসমাইল সমরকন্দী বিদায় বেলা বললেন- বেটি! তুমি আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কন্যা এবং এক মুজাহিদের পবিত্র আমানত। আমার ইচ্ছে হয় ঘরের সব সম্পদ তোমাকে উপহার দিতে। তুমি এমন এক যুবক কাফেলার কাছে যাচ্ছো, যারা রাশিয়ার ঘুমিয়ে পড়া মুসলিম চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এ সামান্য উপহারগুলো গ্রহণ করো আর টাকাগুলো মুজাহিদদের দিও। আর তাদের বলো, তারা যেনো আমার হেদায়েতের ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে। আর হ্যাঁ, আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, ক'দিনের মধ্যেই আমি শায়রাবাদ যাবো। যদি তোমার মামা-মামী জেল থেকে ছাড়া পান, তবে তাদের এখানে এনে দরিয়া পার করে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দেবো।

পঞ্চান্ন

আমু দরিয়া পার হওয়ার পর আমি গুল খানের বাড়িতে এক সপ্তাহ ছিলাম। গুলখানও নিজ কন্যার মতোই আমাকে যত্ন করলেন। তিনিই আমাকে কমান্ডার যবান গুল খানের ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন। এরপর দুই সপ্তাহ আগে তাদের সহায়তায় এখানে পৌঁছলাম। পথে পথে আফগানিস্তানের যেখানেই অবস্থান করেছি, বয়স্করা আমাকে মেয়ের মতো মমতা আর যুবক তরুণরা বোনের মতো স্নেহ-সমীহ দৃষ্টিতে নজর নিচু করে নিয়েছে।

আলী ও আবদুর রহমান সব ঘটনা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলো, বিষাদে ভরে উঠলো তাদের হৃদয়-মন যখন জানতে পারলো যে, যুবাইদার মামা মামীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে। আবদুর রহমান মা-বাবার করুণ অবস্থার কথা শুনে কেঁদেই ফেললো।

আলী ত্বরিত নিজেকে সামলিয়ে আবদুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো : ভাই জিহাদের ময়দানে এ ধরনের কঠোর অনুভূতির শিকার প্রতিদিনই মুজাহিদরা হয়ে থাকে। আরো কঠিন খবর শুনতে হয়। সবুর করো.. ধৈর্য ধরো।

www.nagorikpathagar.org

মা-বাবা এবং ফুফার জন্য দু'আ করো। আল্লাহ যেনো তাদের কঠিন পরীক্ষায় সফল করে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এরপর বেশ ক'দিন কেটে গেলো। যুবাইদা আলীর ক্যাম্পের মেহমানখানায় দিনযাপন করতে লাগলো। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আলী একদিন যুবাইদা ও আবদুর রহমানের বিয়েপূর্বক কাজ সম্পাদন করালো। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের বিয়ের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হলো। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে নেতৃস্থানীয় বহু মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পর যুবাইদা ও আবদুর রহমানের আবাসনের বিষয়টি সামনে এসে গেলো। তাৎক্ষণিকভাবে যুবাইদাকে পাকিস্তানে পাঠানো সম্ভব ছিলো না। আলী একটু ভেবে-চিন্তে ঠিক করলো, ক্যাম্পের অদূরে কোনো গ্রামের বাড়িতে যুবাইদার জন্য সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করবে। হেডকোয়ার্টারে চিফ কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করলে চিফ বললেন : আপাতত নিকটবর্তী কোনো গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করো। মাত্র এদের বিয়ে হয়েছে। আবদুর রহমানের সংস্পর্শে থাকুক, এরপর সুবিধামতো সময়ে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া যাবে।

'পাকিস্তানে ঘাঁপটি মেরে থাকা কেজিবি যদি জানতে পারে, তাহলে রুশ সরকার পাক সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এদের রাশিয়া ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।' আলী চিফ কমান্ডারের কাছে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করলো। চিফ কমান্ডার বললো- তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। সময় মতো আমি পাক সরকারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে নেবো। কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে তক্ষুনি আমি যুবাইদাকে আফগানিস্তান ফিরিয়ে আনবো। এছাড়া বিকল্প একটা ব্যবস্থার কথা ও আমি ভাবছি। আলী কমান্ডারকে বললেন, বিকল্প ব্যবস্থার কথাটা জানতে পারি কি?

চিফ কমান্ডার বললো- যুবাইদা ও আবদুর রহমান যদি হেডকোয়ার্টারে আসতে রাজি হয়, তাহলে কাছেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। আবদুর রহমান ও যুবাইদা মিলে রুশ ভাষায় ইসলামী লিটারেচার তৈরির কাজ তদারকি করবে, আর আমাদের রেডিও বহিঃসম্প্রচার রুশ ভাষায় রাশিয়ান মেয়েদের জন্য উপযোগী অনুষ্ঠান, কথিকা প্রচার করবে। চিফ কমান্ডারের এ প্রস্তাবে আলী বললো, উত্তম ধারণা, চমৎকার পরিকল্পনা আপনার। চিফ বললেন, ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, আমিও ভাবছি। তবে অন্তত তিন চার মাস তোমার ক্যাম্পের ধারে-কাছেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

আলী ক্যাম্পের পাদদেশে বাংকার করে ওখানে যুবাইদা আবদুর রহমানকে থাকতে বললো। জায়গাটি চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে রক্ষিত করা হলো। ঘর-

www.nagorikpathagar.org

সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হলো। নিরাপত্তা ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক যুবাইদার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হলো।

মুজাহিদ ও রুশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনেভা চুক্তি হলো। রাশিয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলো এবং আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলো।

ইতোমধ্যে রাশিয়া সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছে। পলায়নপর হানাদার বাহিনীর ওপর মুজাহিদরা কয়েকটি সফল অপারেশন করে প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করলো। কিন্তু চিফ কমান্ডারের অনুরোধে পলায়নপর রুশ সৈন্যদের ওপর মুজাহিদরা আর কোনো হামলা না করার সিদ্ধান্ত নিলো।

তখন জুন মাস। রাত ন'টা। কাবুল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে ওয়ারলেসে বুরো চিফ বললো : এই মাত্র আমি জানতে পারলাম, রাশিয়া থেকে দশ শীর্ষ কেজিবি অফিসার কাবুল এসেছে। ভারত থেকে প্রায় কুড়িজনের মতো 'র' এর সিনিয়র অফিসার এসেছে এবং ইসরাইলের ডেপুটি গোয়েন্দা প্রধানও কাবুল পৌঁছেছে। অনুরূপ আরো কয়েকটি কমিউনিস্ট দেশের বড় বড় গোয়েন্দা অফিসাররা এখন কাবুলে সমবেত হয়েছে। ওদের তৎপরতা লক্ষ্য করছি। নতুন কোনো খবর পেলে তখনি জানাবো।

আবদুর রহমান বিস্মিত হলো। যখন রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছে, সে সময় ভয়ঙ্কর সব গোয়েন্দা প্রধানের কাবুল সমবেত হওয়ার রহস্য কী? আবদুর রহমান ভাবছিলো রাশিয়া হয়তো নতুন করে আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণের পাঁয়তারা করছে। নতুন কৌশল বের করার জন্যই হয়তো এরা কাবুল এসেছে।

কিন্তু আলী ভাবছিলো গোয়েন্দা প্রধানরা সৈন্য প্রত্যাহারের পাশাপাশি আফগানিস্তানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করছে কিংবা মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে বিভেদ-ভাঙন সৃষ্টি করে আত্মঘাতী যুদ্ধে জড়াতে চাইছে। অথবা ভারত আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণের সুযোগ খুঁজছে।

ষড়যন্ত্র যাই হোক, আমরা বিজয় নস্যাৎ হতে কখনো দেবো না। যদি সৈন্য প্রেরণ করে তবে ওদের এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনাগত প্রজন্মকেও আগ্রাসনের পরিণতি স্মরণ করতে হবে। দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে আবদুর রহমান বললো।

দুই দিন পর আবার কাবুল থেকে ওয়ারলেস মেসেজ এলো, গোয়েন্দা প্রধানদের মিটিংয়ে ড. নজিবুল্লাহ নিজেও উপস্থিত ছিলো। 'র' প্রধান, কেজিবির ডেপুটি ডিরেক্টর ও অন্যান্য কমিউনিস্ট বলয়ের শীর্ষ গোয়েন্দা মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত কী হয়েছে, তা বিস্তারিত এখনও জানতে পারিনি। শুধু এতটুকু জানতে পেরেছি, ওরা ভয়াবহ অপারেশনের পরিকল্পনা করেছে।

www.nagorikpathagar.org

আলী চিফ কমান্ডারের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললো। চিফ বললেন, এরা হয়তো ভারতের সৈন্য নামাতে চাচ্ছে, না হয় মুজাহিদ লিডারদের হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটছে। চিফ কমান্ডার আলীকে আশ্বস্ত করে বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই আলী! দশ বছর আল্লাহ আমাদের শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাহায্য করেছেন। আগামীতেও করবেন ইনশাআল্লাহ। দেখবে শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

আঞ্চলিক প্রাদেশিক ও রাজধানীর রুশক্যাম্প আক্রমণের ইচ্ছা ছিলো আলীর কিন্তু চিফ কমান্ডার তাতে সায় দিলেন না। বললেন, আলী! ওদের যেতে দাও, পালানোর পথে আক্রমণ করার দরকার নেই। বরং যেসব মুজাহিদ শুধু গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে, ওদের তুমি আর্টিলারি ট্রেনিং দিতে শুরু করো। ক্যাম্পে যেসব আফগান সরকারি আর্মি অফিসার আছে, ওদেরকে বুঝিয়ে ট্রেনিংয়ে লাগিয়ে দাও। আর সরকারি সেনা ছাউনিগুলোর কমান্ডারদের পয়গাম পাঠাও ওরা যেনো মুজাহিদদের বিজয় মেনে নেয়। তাতে রক্তপাত হ্রাস পাবে এবং সহজেই শহরগুলোতে মুজাহিদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি উর্ধ্বতন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ কী সিদ্ধান্ত নেন তার অপেক্ষা করো। ভাবাবেগে কিছু করা এ মুহূর্তে ঠিক হবে না। চিফ কমান্ডারের পরামর্শ আলীর খুব পছন্দ হলো। আলী কমান্ডারের নির্দেশ বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করলো। ক্যাম্পে অবস্থানরত সকল মুজাহিদকে আর্টিলারি ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করলো। আলীর ক্যাম্পে আটক নজিবুল্লাহ সরকারের চার আর্মি অফিসার কর্নেল আফজাল খান, ক্যাপ্টেন জামাল মুহাম্মদ ও মেজর উমর খানকে দায়িত্ব দিলো, মুজাহিদদের নিয়মিত সামরিক কোর্সের ট্রেনিং দিতে।

আলী নজিবুল্লাহর অনুগত সেনা ছাউনিগুলোতে পয়গাম পাঠালো, তোমরা যদি মুজাহিদদের বিজয় মেনে নিয়ে আমাদের সহযোগিতা করো, তবে তোমাদের বর্তমান পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার পরও মুজাহিদ সরকারে তোমাদের আরো সম্মান ও পদোন্নতি দেয়া হবে।

১৫ আগস্ট কাবুল থেকে খবর এলো যে, গত জুন মাসে কেজিবি, মোসাদ ও খাদ গোয়েন্দা প্রধানদের যে বৈঠক হয়েছিলো, অনুরূপ আরো ক'টি বৈঠক গত ১২ আগস্ট কাবুলে হয়েছে। জানা গেছে, গত জুনের বৈঠকে যে ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার নাম দেয়া হয়েছে জেড অপারেশন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম, পরিকল্পিত জেড অপারেশনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

আলী ভেবে পাচ্ছিলো না, জেড অপারেশনের কী অর্থ হতে পারে? আলী পাশে বসা মোহাম্মদ ইসলাম ও আবদুর রহমানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান বললো, 'জেড' অর্থ জুলফিকার হতে পারে। কেজিবি সৃষ্ট জুলফিকার নামের একটি দুষ্কৃতিকারী দল পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। কেজিবি ও খাদ-এর সহায়তায় এরা অপকর্মে লিপ্ত। সম্ভবত পাকিস্তানে কোনো ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা ওরা 'জেড অপারেশন' নামে জুলফিকার নামক দুষ্কৃতিকারী দলের হাতে ন্যস্ত করেছে।

মোহাম্মদ ইসলাম বললো- জেড ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ অক্ষর। হতে পারে জেড দিয়ে ওরা সর্বশেষ অপারেশনের কথা বুঝাচ্ছে অথবা এমনও হতে পারে যে, জেড দিয়ে ওরা সর্বশেষ টার্গেটটাকে চিহ্নিত করছে।

আলী বললো, এ জেড অর্থ জিয়াউল হক হতে পারে কি? আবদুর রহমান বললো, আপাতদৃষ্টিতে এ অর্থই বেশি মিলে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশ গত কিছুদিন যাবৎ অব্যাহতভাবে জিয়াউল হককে শিক্ষা দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। আর এ লক্ষ্যে তারা জুলফিকারকে ব্যবহার করতে পারে। অতীতে বেশ কয়েকবার এই সন্ত্রাসী গোপন দলটি জিয়াউল হককে হত্যা করার চেষ্ট করে ব্যর্থ হয়েছে।

আলী : এটা একটা ভয়ানক আশঙ্কা। আমাদের উচিত দ্রুত চিফ কমান্ডারকে এ ব্যাপারে অবহিত করা। আবদুর রহমানও তাকিদ দিয়ে বললো, হ্যাঁ, মোটেই বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

১৭ আগস্ট। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। স্নিগ্ধ সমীরণ বইছে। আকাশে অসংখ্য তারা মিটিমিটি জ্বলছে। এইমাত্র একাদশী চাঁদ পূর্বাকাশে উঁকি দিয়েছে। আলী ও দরবেশ খান পাহাড়ের চূড়ায় বসে গল্প করছে। অদূরেই শত্রু চেক পোস্ট। হঠাৎ করে শত্রু নিরাপত্তা চৌকি থেকে ফাঁকা ফায়ারের শব্দ ভেসে এলো। একটু পরই দেখা গেলো, চতুর্দিক আলোকিত করে রঙিন গোলার আলো ঝলকানিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। আলী আশঙ্কা করছিলো, শত্রু পক্ষ হয়তো আমাদের ওপর বড় ধরনের কোনো আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু আলী বুঝতে পারছিলো না, হামলার আগে ওরা এমন ধুমধাম শুরু করলো কেনো।

দরবেশ খান বললেন, এটা নিশ্চয়ই ওদের কোনো কূটচাল। আফগান সরকারি বাহিনীর ধুমধামের সাথে আক্রমণ করার সময় এটা নয়। অবশ্যই এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সমবেত সবাই একেক ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছিলো। এরই মধ্যে আবদুর রহমানকে আসতে দেখা গেলো। তার সাথে কয়েকজন আরব মুজাহিদ। আফগান জিহাদে বিভিন্ন আরব দেশের বহুসংখ্যক মুজাহিদ অংশ নিয়েছে। আলী তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ঘাঁটি তৈরি করিয়ে দেয়। আরবিদের গ্রুপ কমান্ডার ছিলো মিশরি এক যুবক, নাম তার আবু হামেদ। ইরানি, তুর্কি, শ্রীলঙ্কান, আরাকানি, ফিলিস্তিনি, হিন্দুস্তানী, কাশ্মিরি, ফিলিপিনি, কুর্দিসহ অন্যান্য দেশের মুজাহিদদের আরবদের

www.nagorikpathagar.org

সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছিলো। বিদেশী মুজাহিদের এ ঘাঁটির নাম ছিলো ইমাম শামের ঘাঁটি।

গত এক মাস ধরে আবদুর রহমান সন্ধ্যার আগেই বাসায় চলে যেতো। সন্ধ্যার পর আবদুর রহমানকে ফিরে আসতে দেখে আলী চিন্তিত হলো।

আবদুর রহমান ও আবু হামেদসহ আগন্তুক অন্যান্য মুজাহিদ আলীর কাছে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে গেলো। কেউ সালাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। আলী তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সবার চেহারায় গভীর উদ্বেগের ছাপ। এদের অবস্থা দেখে আলীর সাথীরা পেরেশান হলো। উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলো, আবদুর রহমান খবর কী?

আবদুর রহমান তখনও চুপ। আলী প্রতি-উত্তরে কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে কোনো কথা বেরুলো না। আবু হামেদ! কী ব্যাপার, কেউ কিছু বলছো না কেনো, কী হয়েছে? আলী গভীর উৎকণ্ঠা জড়িত কণ্ঠে বললো।

আলীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবেও কেউ কথা বললো না। তারা সবাই বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু অত্যধিক শোকাতুর হওয়ার ফলে কারো কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরুচ্ছিলো না।

আলী চিৎকার দিয়ে বললো, কী ব্যাপার? তোমরা কেউ কথা বলছো না কেনো? আলীর চিৎকারের পরও কারো মুখে কথা ফুটলো না। সবার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। আবদুর রহমান আলীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। অন্যরাও শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলো।

আলী ও তার সাথীরা এখনো কিছু আঁচ করতে পারেনি। আলী আবদুর রহমানকে অনুরোধ করে বললো ভাই আবদুর রহমান! বলো, কী হয়েছে? শুধু একা একাই কাঁদবে না আমাদের বলবে কী হয়েছে। যুবাইদার কিছু হয়নি তো? আবদুর রহমান ধরা গলায় অস্পষ্ট আওয়াজে বললো, না ওর কিছু হয়নি। আলী : তাহলে হয়েছেটা কী বলো!

আবদুর রহমান : শত্রুরা আমাদের সবচেয়ে বড় সুহৃদকে শহীদ করেছে।

আলী ভাবলো, রুশবাহিনী হয়তো কোনো মুজাহিদ নেতাকে খুন করেছে।

আলী জিজ্ঞেস করলো- রুশবাহিনী কি কোনো মুজাহিদ নেতাকে শহীদ করছে?

আবদুর রহমান বললো: হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় নেতাকেই শহীদ করেছে।

কোন সে নেতা? বলো, আলীর প্রশ্ন।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান : প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বিমানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। জিয়াউল হকের সাথে আরো কয়েকজন পাকিস্তানি জেনারেলও নিহত হয়েছেন। দেখতে পাচ্ছো, রুশবাহিনী জিয়ার মৃত্যুতে উল্লাস করে ফাঁকা ফায়ার ও রঙিন গোলা নিক্ষেপ করেছে।

খবরটি ছিলো মুজাহিদদের জন্য বজ্রপাতের মতো। জিয়াউল হকের মৃত্যুর সংবাদে সবাই মুষড়ে পড়লো। সবার চোখে অশ্রু। সবাই শোকে পাথর হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে অশ্রুপাত করলো মুজহিদরা। কান্নার জোয়ার কিছুটা স্তিমিত হলে আলী পাহাড় চূড়া থেকে নেমে নিজ কক্ষে চলে গেলো।

এককান দু'কান হয়ে জিয়াউল হকের মৃত্যুসংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে সারা ক্যাম্পে ছড়িয়ে গেলো। মুজাহিদরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পড়লো। এক দু'করে কিছুক্ষণের মধ্যে আলীর কক্ষের সামনে কয়েক শ' মুজাহিদ সমবেত হলো। কক্ষের ভেতরে আলী, আবদুর রহমান, দরবেশ খান, আবু হামেদ বসে আছে। সবাই নীরব। কারো মুখে কথা নেই। নীরবে কারো কারো গণ্ডদ্বয় বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আর বাইরে তখন হাজার মুজাহিদের সমবেত হু হু ক্রন্দনরোল। কোনো কোনো মুজাহিদ তো উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কাঁদছে।

এমন শোকাতুর দৃশ্য হয়তো পৃথিবী কমই প্রত্যক্ষ করেছে। যে দৃঢ়চেতা সাহসী মুজাহিদরা নিজেদের মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে চোখের সামনে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করতে দেখেছে, তদুপরি তাদের মন এতোটা ভেঙে পড়েনি অথচ আজ ভিন দেশের একজন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে তাদের মাঝে শোকের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। জিয়াউল হকের মৃত্যুতে শেরদিল আফগান বীর মুজাহিদদের কঠিন মজবুত অন্তরগুলো দুঃখে, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ছে। শুধু আলীর ক্যাম্পে নয়, সারা আফগানিস্তানের মুজাহিদদের মাঝে জিয়াউল হকের মৃত্যু গভীর শোকের মাতম সৃষ্টি করেছে। মুজাহিদ নেতারা আফগান জিহাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা জানতেন, জিয়ার মৃত্যু মানে মুজাহিদের যাবতীয় সহযোগিতার দ্বার ব্যবস্থা-রুদ্ধ হয়ে যাওয়া, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বাধাগুলো আরো প্রকট রূপে দেখা দেয়া।

বৃদ্ধ মুজাহিদ আলীর কক্ষে প্রবেশ করে আলীকে সম্বোধন করে বললেন, কমান্ডার সাহেব, জিয়াউল হক সাহেবের মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা, তা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু বাইরে সাধারণ মুজাহিদদের অবস্থা খুব করুণ। ওরা দায়িত্বজ্ঞান ভুলে গিয়ে যেমনটা করছে, আপনাকে এ সময় তাদের মতো কাতর হলে চলবে না। ওদের সান্ত্বনা দিয়ে সামলাতে না পারলে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পাছে এই সুযোগে শত্রুরা না আবার আক্রমণ করে বসে।

www.nagorikpathagar.org

ফয়েজ বাবা! আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি ওদের কী বলে সান্ত্বনা দেবো। ওদের মন ভরে কাঁদতে দিন, দুঃখ যন্ত্রণা শোকেও ওরা কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলো। ওদের কাঁদতে দিন কাঁদুক! এই বলে আলী দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ঢুকরে কেঁদে উঠলো।

হায় আল্লাহ! জীবনে কখনও এমন দেখিনি। দশ বছর ধরে আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলতে দেখেছি। নিজ হাতে ছিন্নভিন্ন লাশের পাহাড় অপসারণ করেছি। তাদের কবর দিয়েছি। শত শত মানুষ মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখেছি। আফগানদের রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু শেরদিল আফগানদের তো কখনও এভাবে কাঁদতে দেখিনি। বৃদ্ধ মুজাহিদ ফয়েজ স্বগতোক্তি করে এ কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

চিফ কমান্ডার ওয়ারলেসে আলীকে কল করলেন। ওয়ারলেস সেটের কাছে যে মুজাহিদ বসা ছিলা সে রিসিভ করে আলীকে বললো, কমান্ডার সাব! চিফ কমান্ডার আপনার সাথে কথা বলবেন।

আলী চিফ কমান্ডারের পয়গাম শোনার জন্য রিসিভার তুললো।

চিফ কমান্ডার বললেন : তোমার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে, জিয়ার মৃত্যুসংবাদ তোমার ক্যাম্পেও পৌঁছে গেছে। এ জন্যই আমি তোমাকে ওয়ারলেস করলাম। সংবাদটা শুনে আমি এতোই বিমূঢ় হয়ে পড়েছি যে, জীবনে কখনও আমি এমন শোকাতুর হইনি। জিয়ার মৃত্যুতে আমার সকল প্ল্যান-প্রোগ্রাম এলোমেলো হয়ে গেলো। আমার এখানেও পুরো ক্যাম্পে শোকের মাতম নেমেছে। সবাইকে ডেকে সমবেত করে ঘণ্টাব্যাপী আমি তাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছি। তবু এখনো অনেকের মন ভারাক্রান্ত। সকল মুজাহিদ ক্যাম্পে একই অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান থেকে এইমাত্র খবর পেলাম, ওখানকার অবস্থাও অনুরূপ। উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। একটা প্রকট আশঙ্কা বিরাজ করছে আশ্রয় শিবিরগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে।

আমি আশা করি, তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। হিম্মত হারালে চলবে না। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। তুমি সাহস হারিয়ে ফেললে মুজাহিদরা বিভ্রান্ত হবে। তাতে করে দুশমনদের পরিকল্পনাই সফল হবে। ধৈর্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দুশমনদের যাবতীয় কূটচাল আমাদের ছিন্ন করতেই হবে। তোমার তো অবশ্যই স্মরণ আছে, ওহুদের যুদ্ধে শয়তানি চক্র যখন নবীজি (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব মুসলমান শিবিরে ছড়িয়ে দিলো তখন অনেক সাহাবী বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই জিহাদের বিরতি টানার ইচ্ছে করছিলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে এ মুহূর্ত খুবই অপছন্দনীয় হয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

জিয়া আমাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু সহযোগী ছিলেন। আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করছি। যে আল্লাহ জিয়াকে আমাদের সহযোগী বানিয়েছিলেন, তিনি এখনও আছেন এবং চিরদিন থাকবেন। যে আল্লাহ জিয়াকে আমাদের সুহৃদ বানিয়েছিলেন, তিনিই আবার অনুরূপ কাউকে আমাদের সহযোগী বানিয়ে দেবেন।

কাজেই হতাশ হবার কিছু নেই। নিজকে দৃঢ় করে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করো। এদিকে গভীর মনোযোগ দাও, যাতে অভ্যন্তরীণ কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। ক্যাম্পে কুরআনখানি শুরু করে দাও।

অন্যান্য ক্যাম্পেও আমাকে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। আগামীকাল জিয়ার জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য আমি ইসলামাবাদ যাচ্ছি। ফিরে এসে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।

চিফ কমান্ডারের সাথে কথা বলে আলীর মন অনেকটা হালকা ও দৃঢ় হলো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে শত শত মুজাহিদ অপেক্ষা করছিলো।

আলীর মনে হলো যে, ক্যাম্পের কোথাও দায়িত্বে কোনো মুজাহিদ নেই। ক্যাম্প অরক্ষিত। সবাই এখানে এসে গেছে। সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে আলী হাঁক দিলো। আলীর আওয়াজ শুনে মুজাহিদদের অনেকে চিৎকার করে কান্না শুরু করলো। পরিস্থিতি এমনই দুঃসহ বেদনা কাতর ছিলো যে আলী কিছুই বলতে পারছিলো না। অবস্থা বেগতিক দেখে মোহাম্মদ ইসলাম কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলো। কুরআনের বাণী মুজাহিদের মধ্যে অনেকটা স্থিরতা এনে দেয়। তিলাওয়াত শেষ হলে আলী জলদগম্ভীর ভাষায় ভাষণ শুরু করলো।

প্রিয় বীর মুজাহিদ সাথীরা!

পরিস্থিতির আকস্মিকতায় আমি বাকরুদ্ধ। জানি না কোত্থেকে কথা শুরু করবো। জিয়াউল হক আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। শতাব্দীতে এমন দু-একজন সাহসী পুরুষের জন্ম হয়। জিয়া তার প্রজ্ঞা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা, সততা, ধর্মনিষ্ঠা ও সাহসিকতার দ্বারা শত বাধা প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রাশিয়াকে আমাদের মতো সহায় সম্বলহীন মানুষেরা চরমভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হচ্ছি। কমিউনিস্ট উত্থানের পর প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে আমাদের হাতেই প্রথম ওদের চরম পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে হলো।

জিয়াউল হক রুশ-ভারতের আক্রমণের হুমকি পরোয়া না করে আমাদের সবধরনের সাহায্য করেছেন, তিনি আমাদের শুধু সামরিক সহযোগিতাই

www.nagorikpathagar.org

করেননি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দক্ষ কূটনৈতিক চালে রাশিয়ার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এবং সমগ্র মুসলিম ও আরব বিশ্বকে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। যার ফলে সারা মুসলিম বিশ্বের সবখানেই আমাদের প্রতি সাহায্য, সহযোগিতা, সমর্থন, সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধুগণ! রাশিয়া ও নজিবুল্লাহর শেষ টার্গেট সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পেরেছিলাম কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি দুশমনরা ওদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সফল হবে তা ভাবতে পারিনি।

বন্ধুগণ! আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, শহীদ জিয়াউল হকের মতো মর্দে মুমিন প্রেসিডেন্ট এ শতাব্দীতে দু-একজন জন্মেছে বৈকি! জিয়া উপমহাদেশের দ্বিতীয় আওরঙ্গজেব, আফগানিস্তানের জন্য শিহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রতীক ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য সালাউদ্দিন আউয়ুবীর মতো আশীর্বাদ হয়ে এসেছিলেন। আমি আজ আপনাদের জানাচ্ছি যে, এ মর্দে মুমিন শুধু আমাদের সহযোগিতা করে ক্ষান্ত থাকেননি, সশরীরে বহুবার আফগানিস্তানে একাধিক অভিযানে শরিক হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

দুই বছর আগে আমি যখন খোস্ত বিজয় অভিযান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলাম হঠাৎ একদিন সেখানে জিয়া উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা ও কৌশল নির্ধারণে অপূর্ব সহযোগিতা করেছিলেন। তার প্রতিটি নির্দেশনাই ছিলো ফলপ্রসূ ও বাস্তবসম্মত। হঠাৎ একদিন আমি চিফ কমান্ডারের মেসেজ পেলাম। তিনি জানালেন তোমার ওখানে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আসছেন। রাস্তায় পর্যাপ্ত পাহারার জন্য জায়গায় জায়গায় মুজাহিদ নিয়োজিত করো। পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প অফিস, সেখানে তুমি ছাড়া আর কোনো মুজাহিদকে থাকতে দেবে না। কেউ যেনো জানতেও না পারে যে, তোমার এখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি আসছেন।

আমি ভাবলাম, হয়তো কোনো মুজাহিদ নেতা আসবেন! আমি সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে পাহাড়ের ওপর বসে একটি দূরবীন দিয়ে আশপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। অনেক দূরে দেখা গেলো, ঘোড়ায় আরোহণ করে কয়েকজন লোক এদিকে আসছে। দেখতে দেখতে তারা আমাদের ক্যাম্পের চেকপোস্ট পর্যন্ত এসে গেলো। ঘোড়া থেকে নেমে আগন্তুক সকলে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলো।

আমি পাহাড় থেকে নেমে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে সবাইকে আফগান মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আগত বিশেষ ব্যক্তি যখন আমার সাথে মুসাফাহ করলেন, বিস্ময়ে অভিভূত হলাম, আরে ইনি যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক! পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শত্রুর মুখোমুখি ভয়ঙ্কর এ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে হাজির হবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।

www.nagorikpathagar.org

জিয়া নিজ সন্তানের মতো আমার সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন, জিহাদে আমার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আলোচনায় আমি যখন তাঁর কাছে জিহাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পেশ করলাম, তিনি খুবই প্রীত হলেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। যাবার আগে তিনি আমাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে বললেন, আমাকে যদি অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে না হতো তাহলে তোমার যাবতীয় কার্যক্রম বিস্তারিত শুনতে পারতাম। দু'আ করি, আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করুন। কমান্ডার আলী! জীবনের কোনো মুহূর্তেই হিম্মত হারাবে না। বিজয় ওই ব্যক্তির পদচুম্বন করে, যে আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয় এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো প্রতিবন্ধকতার তোয়াক্কা করে না।

জিয়ার কথাগুলো আজো আমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান মুসলিম বিশ্বে জিয়ার মতো আরো দু'চার জন প্রেসিডেন্ট থাকলে বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের অবস্থা এতো করুণ হতো না।

এ পর্যন্ত বলে আলী বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তার মুখ থেকে আর কথা বেরুলো না। দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো। আবারো মুজাহিদরা উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দিলো।

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য এবার আবদুর রহমান দাঁড়িয়ে বললো, বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে জিয়াউল হককে হত্যা করেছে, যাতে আমাদের দুর্বল করতে পারে। তোমরা এভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে দুশমনদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যাবে। আমরা বিজয়ের দ্বার প্রান্তে এসে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হবো।

দেখতে পাচ্ছো, দুশমনরা আনন্দে মেতে উঠেছে আর আমরা এখনও শোকে কেঁদে মরছি। জিয়াউল হক জীবনের চূড়ান্ত নজরানা জিহাদের পথে নিবেদন করে আপন মঞ্জিলে পৌঁছে গেছেন। জিয়ার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার দাবি হচ্ছে, জীবনবাজি রেখে কাবুল বিজয়কে ত্বরান্বিত করা। এরপর অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। বন্ধুগণ! আমাদের শত্রুপক্ষ খুবই দুর্বল মনোবলের অধিকারী। ওরা যোগ্যতা, সাহসের দ্বারা আমাদের সাথে না পেরে আমাদের বন্ধুকে অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রক্রিয়ায় হত্যা করেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হবে শহীদ জিয়াউল হকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে শত্রুদের সকল দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেয়া।

আবদুর রহমানের পর দরবেশ খান দাঁড়িয়ে বললেন : বন্ধুগণ! আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি; প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়ার খুনের প্রতিশোধ নেয়া

www.nagorikpathagar.org

আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আগামী প্রজন্ম অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। এ খুনের বদলা আমাদের নিতেই হবে।

এ সময় এক মুজাহিদ দাঁড়িয়ে বললো : কমান্ডার সাহেব! দুশমনরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করে উল্লাস করছে। ওদের প্রতিটি ফাঁকা আওয়াজ আর রঙিন গোলা আমাদের কলিজা বিদীর্ণ করছে। আমাদের অনুমতি দিন, আমরা দুশমনদের আজ রাতেই উল্লাস করার মজা মিটিয়ে দিই। এতে করে আমাদের দুঃখ হালকা হবে। মুজাহিদদের কথার সমর্থনে সমবেত মুজাহিদরা উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তাকবির দিয়ে সারা ক্যাম্প কাঁপিয়ে তুললো।

আলী বললো : বন্ধুরা! আমি তোমাদের দাবি সমর্থন করি, কিন্তু আমাদের ভাবতে একটু সময় দাও। আপাতত সবাই নিজ নিজ ছাউনিতে দায়িত্বে ফিরে যাও। আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আজ রাতে হামলা না হলেও আগামীকাল ঠিকই দেখবে দুশমনদের আমরা রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে ছাড়বো।

ক্যাম্পের সকল বিভাগীয় প্রধান, গ্রুপ কমান্ডার ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের জরুরি এক সভায় ডাকা হলো। ভাবগম্ভীর পরিবেশে বৈঠক বসলো। বৈঠকে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল শত্রুপক্ষের ওপর হামলা হবে এবং আশপাশের অন্যান্য ক্যাম্পকেও আক্রমণে শরিক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

পরদিন সূর্যাস্তের পরপরই দু'হাজার চৌকস মুজাহিদের একটি দক্ষ বাহিনী তৈরি হলো। তারা শত্রু ছাউনির তিন দিক থেকে এক সাথে আক্রমণ করলো। মাত্র একদিক শত্রুবাহিনীর পলায়নের জন্য খোলা রাখলো।

মুজাহিদরা এত ক্ষিপ্রগতি ও অতর্কিতে হামলা করেছিলো যে, শত্রুবাহিনী হামলা মোকাবেলা করার কথা ভাবতেও পারেনি। ওরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে রাত বারোটার দিকে ক্যাম্প ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। প্রহরায় যারা ছিলো ওদের পক্ষ থেকেও আসা জবাবী গোলা নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেলো। মুজাহিদরা আরো কিছুক্ষণ গোলা নিক্ষেপ করে হামলায় বিরতি টেনে অতি সতর্কাবস্থায় সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। ছাউনির পাশে গিয়ে আলী বললো, বেলা ওঠার আগে কোন মুজাহিদ শত্রু ছাউনিতে প্রবেশ করবে না। হয়তো শত্রুবাহিনী কোনো কূটচাল চালতে পারে। বোকার মতো এতে ফেঁসে যাওয়া ঠিক হবে না।

সকালবেলা মুজাহিদরা যখন শত্রু ছাউনিতে প্রবেশ করলো, দেখতে পেলো, চতুর্দিকে শত্রুসৈন্যদের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। তবে প্রায় দু'শোর মতো শত্রুসৈন্য কংক্রিটের তৈরী বাংকারে লুকিয়ে ছিলো, ওরা মুজাহিদদের দেখামাত্র হাতিয়ার ফেলে সারেন্ডার করলো।

www.nagorikpathagar.org

শত্রুবাহিনীর পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হলো এবং শতাধিক আহত হলো।

মুজাহিদ সমর্থক ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার কয়েকজন সরকারি সেনা অফিসার নিয়ে আলীর সামনে এসে বললেন, আপনাদের পক্ষ থেকে হামলার খবর শুনে এরা অনেক কাজ করেছে। এরা আমাদের আক্রমণ শুরু হবার পর সরকারি বাহিনীর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

সরকারী সেনা অফিসারদের একজন বললো, রাত বারোটার সময় আমরা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আফগান অফিসার রুশ জেনারেল ও কর্মকর্তাকে বললাম, অবস্থা বেশি ভালো দেখা যাচ্ছে না, আপনারা নিরাপদ স্থানে চলে যান, আমরা মোকাবেলায় কোনো ত্রুটি করবো না। এভাবে শীর্ষ কমান্ডারদের সদর দফতর থেকে সরিয়ে দেয়ার পর অধঃস্তন রুশ অফিসাররা ভীত হয়ে পালাতে শুরু করে।

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আরো বললো জিয়াউল হক- এর শাহাদাতের খবর পেয়ে নজিবুল্লাহ্ সরকারের সেনাবহিনী ও রুশ সৈন্যরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। রাতব্যাপী শহরের সবখানে মদ্যপ-মাতালদের হৈ হুল্লোড় বেলেল্লাপনা ও নাচগান চলে। কমিউনিস্টদের আমি ইতঃপূর্বে কখনও আনন্দ উৎসব করতে দেখিনি। জিয়ার মৃত্যুকে মুজাহিদ সমর্থক সিপাহি অফিসারদের চোখে ঘোর অমানিশা নেমে আসে, অনেকে রাতভর দু'আ করেছে, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় কেঁদে রাত কাটিয়েছে। আর কম্যুনিস্টরা জিয়ার মৃত্যুতে বিজয় উৎসব ও মদ-মাতলামির উন্মত্ততায় মেতে ওঠে।

মুজাহিদদের পরিকল্পনা ছিলো সম্মুখ সমরে পলায়নরত কুচক্রী রুশবাহিনী চক্রান্তের মাধ্যমে জিয়াকে হত্যার পর যে উল্লাসে মেতেছে এর একটা উপযুক্ত জবাব দেয়া। যাতে এরা উপলব্ধি করে মুজাহিদরা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাতুর হলেও হীনবল ও পশ্চাদপদ হয়নি।

অনায়াসলব্ধ ক্যাম্পের পতন তাদেরকে অতিরিক্ত সাফল্য এনে দিলো, হস্তগত হলো বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। আশাতীত বিজয়ে মুজাহিদরা ছিলো আনন্দিত।

এ লড়াইয়ে সামরিক অস্ত্রের পাশাপাশি মুজাহিদদের হাতে কয়েকটি হেলিকপ্টার অর্ধশতাধিক তেলভর্তি ট্যাংকার এবং কয়েকশ' খাদ্য বোঝাই লরিও দখলে এলো।

রাতের অপারেশনে মুজাহিদরা ছিলো ক্লান্ত, আলী কয়েকজনকে পাহারায় দায়িত্ব দিয়ে বাকিদের বিশ্রাম করার নির্দেশ দিলো। ক্লান্ত হলেও আশাতীত সাফল্যে মুজাহিদরা ছিলো উজ্জীবিত। অনেকেই সাগ্রহে ঘুরে ফিরে দেখছিলো রুশবাহিনীর

www.nagorikpathagar.org

তৈরি বিশাল বিশাল অস্ত্রাগার ও সামরিক সরঞ্জামাদি। আর অনেকেই ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিয়েছিলো উন্মুক্ত ময়দানে সুবিধা মতো জায়গায়।

তখন বেলা এগারোটা। হঠাৎ করে ডজন খানিক বোমারু বিমান মুজাহিদদের ওপর বোম্বিং শুরু করলো। বোম্বিং তো নয় যেনো বোমাবৃষ্টি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শত্রু বাহিনী বিরতিহীনভাবে বোম্বিং করলো। অপ্রস্তুত মুজাহিদরা ভয়াবহতার আকস্মিকতায় আত্মরক্ষা করবে না মোকাবেলা করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য রুশবাহিনীর পরিত্যক্ত বাংকারগুলো নিরাপদ ছিলো না। যার ফলে তাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বোমাবৃষ্টির মধ্যে বিমান বিধ্বংসী কামান দাগিয়ে হামলা মোকাবেলার চেষ্টা হচ্ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুজাহিদরা পাঁচটি বিমান ভূপাতিত করে।

রুশবাহিনী ওদের পরিত্যক্ত ছাউনি ছাড়াও আশপাশের গ্রামগুলোতে অগণিত বোমা নিক্ষেপ করে তছনছ করে দেয়ায় নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে নিরাপদ বেসামরিক মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। নিহত হলো সহস্রাধিক নারী, শিশু ও বয়স্ক লোক। ধ্বংসের ব্যাপকতার তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো কম তদুপরি শতাধিক মুজাহিদ শহীদ ও শ' ছয়ের মতো আহত হলো। তখন হঠাৎ করে একটি বোমার খণ্ডাংশ এসে আলীর গায়ে পড়লো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো আলী।

সন্ধ্যার পর শত্রুবাহিনীর বোম্বিং ক্ষান্ত হলো বটে, কিন্তু চতুর্দিকে আহত ও স্বজনহারা মানুষের আর্তচিৎকারে কেয়ামত নেমে এলো।

অঝোরধারায় রক্তপাতের কারণে আলীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে লাগলো। শত্রু ছাউনি অপরিকল্পিতভাবে দখলে নেয়ার জন্য আলীর মনে প্রথম দিকে অনুশোচনা জেগেছিলো। অনুশোচনা নিজে আহত হওয়ার ফলে নয়, যন্ত্রণাটা ছিলো বিপুল পরিমাণ নিরপরাধ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধের জন্য আলী দ্রুত ক্যাম্প ছেড়ে সবাইকে মুজাহিদ ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। বললো, তোমরা দুশমনদের সকল বাংকার ও ক্যাম্প ধ্বংস করে দিয়ে রাতারাতি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও।

আহত আলীকে ক্যাম্পে পৌছানোর পথে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে বেঁহুশ হয়ে গেলো। মুজাহিদ ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে তারা আলীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। টানা দু'দিন আলী বেহুঁশ অবস্থায় কেটে যাওয়ায় ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। জিয়ার শাহাদতের পর আলীর আহত হওয়া এবং দুইদিনের মধ্যে চেতনা ফিরে না পাওয়ায় মুজাহিদদের মধ্য হতাশার আঁধার নেমে আসে। তারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে আলীকে সুস্থ করে দেয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে আলীকে

www.nagorikpathagar.org

সুস্থ করে দেয়ার জন্য অহর্নিশি আল্লাহর দরবারে আকুতি মিনতি করে মোনাজাত করছে। ক্যাম্পের সকল মুজাহিদ আলীর জন্য দু'আ করছে। জুবাইদা আলীর অসুস্থতায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রাতভর আলীর সুস্থতার জন্য জায়নামাযে দু'আয় মগ্ন থাকে। আলীর অকৃত্রিম বন্ধু আবদুর রহমানের সামনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

আলীর অসুস্থতা জনিত কারণে অথবা যে কোনোভাবে আলী দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে আবদুর রহমান সে দায়িত্ব পালন করবে তা আগেই নির্ধারিত ছিলো। তিনদিন যাবৎ আবদুর রহমান কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছে।

কমান্ডার আবদুর রহমান আলীর শয্যা পাশে উপবিষ্ট। কাছেই বসা মোহাম্মদ ইসলাম, দরবেশ খান, আবু হামেদ, ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার। সবার হৃদয় ও মুখে একই অভিব্যক্তি, একই কামনা, হে আল্লাহ আলীকে সুস্থ করে দাও!

আলী চেতনা হারানোর চতুর্থ দিন। এমন সময় চিফ কমান্ডার ও খলিল একই সাথে আলীর কক্ষে প্রবেশ করেন।

আলী আহত হওয়ার খবর শুনে চিফ কমান্ডার দ্রুত আলীর অবস্থা দেখার জন্য ছুটে আসেন। খলিল আলীর জন্য সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছিলো, কিন্তু আলী আহত হওয়া ও চারদিন যাবৎ চেতনাহীনতার খবর শুনে সুসংবাদের কথা খলিল ভুলে গেলো। তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়তে লাগলো শোকাশ্রু। চিফ কমান্ডার তার অনুমতি ছাড়া শত্রু ছাউনি দখলে ঝুঁকিপূর্ণ হামলার জন্য রাগান্বিত ছিলেন। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি ও আলীর অবস্থা দেখে তিনি নিজের ক্ষোভ চেপে রেখে উদ্বেগাকুল মুজাহিদদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চেয়ে দেখো আমাদের চেয়ে দুশমনদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি। জিহাদের ময়দানে এমন দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। ময়দানে শত্রুদের কোমর ভেঙে গেছে, এরা প্রাদেশিক কর্তৃত্বে ফিরে আসতে পারবে না। এই অভিযানের ফলে আমাদের কাবুল আক্রমণের পথ প্রশস্ত হলো। অচিরেই দেখবে, কাবুল দখল করে দুশমনদের চিরতরে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম দিনে আলী আস্তে আস্তে চোখ মেললো। আলীর পাশে সমবেত মুজাহিদদের অন্তর খুশিতে ভরে উঠলো। আলীর পাশে বসা চিফ কমান্ডারকে দেখে খুব ক্ষীণস্বরে বললো, মাননীয় কমান্ডার সাহেব আমি খুব লজ্জিত! আমার জন্য মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো।

চিফ কমান্ডার বললেন, বেটা আলী! আমি তো তোমাকে অবিস্মরণীয় বিজয়ের মোবারকবাদ জানাতে এসেছি। তোমার এই অভিযানে কাবুল কমিউনিস্ট সরকারের কোমর ভেঙে গেছে। সাফল্যের তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি নয়। এখন ওসব কথা থাক। আগে তোমার শরীর সুস্থ হোক।

www.nagorikpathagar.org

অদূরে দাঁড়ানো খলিল আলীকে কথা বলতে দেখে আলীর কাছে অগ্রসর হয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো, ভাইজান, শরীরটা এখন কেমন লাগছে।

'তুমি কখন এলে খলিল! তুমি এসেছো খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের দেখার জন্য আমার মনটা ছটফট করছিলো। এ কথাটি শেষ করতে না করতেই আবার আলী অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

ঘন্টাখানিক পর আলী আবার চোখ খুললো। অন্যান্য মুজাহিদদেরকে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বললো। চিফ কমান্ডার আবদুর রহমান ও খলিল ছাড়া সবাই কক্ষের বাইরে চলে গেলো।

আলী খলিলের হাতটি টেনে নিজের হাত নিয়ে বললো খলিল তোমরা কেমন আছো, তাহেরা ও আম্মি কেমন আছে?

খলিল : ভাইজান! আমি আপনার জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।

আলী : কী সংবাদ?

খলিল : আমি চাচা হয়েছি। ভাবীর একটি সুন্দর ছেলে জন্ম নিয়েছে।

আলীঃ আলহামদুল্লিাহ, কবে তুমি চাচা হলে, কী নাম রেখেছো তোমার ভাতিজার?

খলিল : হাসান মোহাম্মদ।

আলী : সুন্দর নাম রেখেছো। ফিরে গিয়ে তাহেরাকে আমার মোবারকবাদ ও আম্মিকে আমার সালাম জানিও।

চিফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পুত্রসন্তান লাভে আলীকে মোবারকবাদ জানালেন।

এ সময়ে আলীর দু'চোখ বন্ধ হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে চিফ কমান্ডারকে ইঙ্গিতে কাছে আসার অনুরোধ করলো।

চিফ কমান্ডার ঝুঁকে আলীর মুখের কাছে মাথা এনে তার মাথায় হাত রেখে বললেন : আলী!

কমান্ডার সাহেব! আপনি শুরু থেকেই আমাকে আপন সন্তানের মতো আদর স্নেহ দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে আমি কি দিয়ে যে আপনাকে শুকরিয়া জানাবো জানি না। বললো আলী।

বেটা আলী! ধৈর্য হারিও না! আগে তোমার অসুখ ভালো হোক। সব মুজাহিদ তোমার অসুস্থতায় কাতর। তোমার সুস্থতার জন্য সবাই দু'আ করছে।

কমান্ডার সাহেব! আমার শেষ মঞ্জিল খুব কাছে এসে গেছে, যে মঞ্জিলের জন্য আমি অনেক দিন থেকে আশান্বিত হয়ে আছি। আমি দুনিয়ায় আপনাদের মতো

www.nagorikpathagar.org

মূল্যবান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে ক'বছর কাটাতে পেরেছি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার অবর্তমানে একমাত্র ছোট ভাই খলিল, বন্ধু আবদুর রহমান, জুবাইদা ও তাহেরা যেনো আমার শূন্যতায় কষ্ট না পায়, এদিকে আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। এদের মান ইজ্জতের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। এরপর চিফ কমান্ডারকে সামরিক বিষয়ক কয়েকটি গোপন তথ্য জানিয়ে মুহূর্তের জন্য আলী নীরব হয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ পর আবদুর রহমানকে বললো, বন্ধু! তোমার বোনের কাছে গেলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ দিও। ওর প্রতি খেয়াল রেখো আর বলো, সে যেনো হাসানকে একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে জীবন দিয়ে চেষ্টা করে।

জীবনের অন্তিত মুহূর্তে তাহেরাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি। তবে এতোটুক সান্ত্বনা পাচ্ছি এই যে, ওর কোলজুড়ে হাসান নামের যে সন্তান এসেছে ওকে বুকে নিয়ে সে দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারবে।

একটু থেমে খলিলের প্রতি ইশারা করে তাকে আরো কাছে আসতে বললো। খলিল বিষণ্ন মনে আলীর মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে। আলীর কথা পূর্ব থেকেই অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো। এখন অস্পষ্টতা আরো বেড়ে গেলো। আওয়াজ খুব ক্ষীণ হয়ে পড়লো।

খলিল কথা বোঝার জন্য কানের কাছে মাথা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আলী খুব কষ্ট করে ক্ষীণ আওয়াজে খলিলের হাতটি বুকে নিয়ে বললো, ভাইয়া! তুমি জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য খুব আগ্রহী ছিলে। আমি তোমার উপকারার্থে আগে অনুমতি দেইনি। এখন আমার সময় শেষ। আমার পরে তুমি সক্রিয়ভাবে জিহাদে যোগদান করবে। আমি একান্তভাবে কামনা করি, সবসময়ের জন্য আমার বংশের কেউ না কেউ জিহাদের ময়দানে সক্রিয় থাকুক।

মনে রেখো ভাইয়া! জিহাদের ময়দানে খুব কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কখনও হিম্মত হারাবে না। পরম ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে। দেখবে সাফল্য সবসময়ই তোমার পদচুম্বন করবে।

ছোট্ট ভাই! তোমার ভাবীর প্রতি সুনজর রেখো। আর আবদুর রহমানকে আপন ভাই মনে করে তার নির্দেশ মতো চলবে।

অনেক কষ্টে কথা কয়টি বলে আলী চোখ মুদলো। পাশে বসা সবাই মনে করেছিলো আবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আলী। শরীরটা একটু কেঁপে

www.nagorikpathagar.org

ঝাঁকুনি দিলো। নীরব নিঃসাড় হয়ে গেলো তার শরীর। কিছুক্ষণ পর আলীর ঠোঁট কেঁপে উঠলো খুব বিধ্বস্ত আওয়াজে আলীর মুখ থেকে শোনা গেলো, হে আল্লাহ, আপনি মুজাহিদদের বিজয় দিন, সাহায্য করুন! আল্লাহু... আকবার ... লা .... ইলাহা ... ইল্লাল্লাহু... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এক অপার্থিব নীরব নিস্তব্ধতায় ভরে গেলো আলীর কক্ষ। উপস্থিত সবাই যেনো হারিয়ে ফেললো বাহ্যিক চেতনা।

একটা অলৌকিক মোহমায়া তাদের আবিষ্ট করে ফেললো। মনোমুগ্ধকর মিষ্টি সৌরভে ভরে গেল কক্ষটি। কিছুক্ষণ মোহাবিষ্ট সময় কাটানোর পর কক্ষে অবস্থানকারী চিফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পরস্পর জিজ্ঞাসু নেত্রে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ততোক্ষণে কক্ষের ভেতরের বিস্ময়কর সৌরভ, সুবাস ছড়িয়ে পড়লো কক্ষের বাইরে। কক্ষের বাইরে অপেক্ষমাণ মুজাহিদরা পরস্পর জিজ্ঞেস করছিলো, এ আশ্চর্য সুঘ্রাণ কোত্থেকে আসছে! এ গন্ধ তো দুনিয়ার কোনো সুগন্ধির মতো মনে হয় না। এক মুজাহিদ বললো, আমরা বংশ পরম্পরায় সুগন্ধি ব্যবসায়ী, পৃথিবীর সব সুগন্ধি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, কিন্তু এমন গন্ধ কখনও শুঁকিনি। আমি নিশ্চিত এ ঘ্রাণ অপার্থিব।

যে ডাক্তার আলীর চিকিৎসা করছিলেন, তিনি আলীর হাত ধরে পালস দেখছিলেন। ডাক্তার হাত ছেড়ে দিলেন। বিমর্ষ হয়ে গেলো ডাক্তারের চেহারা। দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন ডাক্তার। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দর দর করে। অবস্থা অনুমান করতে পেরে খলিল আবদুর রহমানের বুক ভেঙে কান্না বেরিয়ে এলো। চিফ কমান্ডার নিজের দুঃখবোধ অনেক কষ্টে চেপে রেখে আবদুর রহমান ও খলিলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললেন, প্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা কেঁদো না, দেখছো না শহীদদের আত্মা আর অসংখ্য জান্নাতি ফেরেশতা শহীদ আলীর আত্মাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। ওরা জান্নাতি খুশবু ছড়িয়ে সারা পৃথিবী গুলজার করে আলীর আত্মাকে মহাসমারোহে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এ সময় না কেঁদে খুশি মনে আলীকে বিদায় দাও এবং তার অনুসৃত পথে চলার শপথ নাও।

আলীর শাহাদাতের খবর যখনই কক্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো দফতর থেকে ক্যাম্প, ছাউনি সর্বত্র আহাজারি, কান্নার রোল পড়ে গেলো। এ কান্না শোক থামানোর জন্য আলী শত্রুক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আলীর মৃত্যুতে মুজাহিদদের সেই শোক যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেলো। কমান্ডার আলীর শাহাদাতে আবদুর রহমান আলীর স্থলাভিষিক্ত হলো, খলিলকে নিযুক্ত করা হলো গোয়েন্দা

www.nagorikpathagar.org

বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। তাহেরা আলীর বিরহ ব্যথাতুর মনে শপথ নিলো, হাসানকে তার পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলাতেই হবে। যুবাইদা ও তাহেরা মহিলা ফ্রন্টে কাজ করতে লাগলো।

আলীর শাহাদাত আফগান জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। সে সূচনার ভিত্তি আলীর মতো দক্ষ ও সাহসী মুজাহিদরাই।

www.nagorikpathagar.org

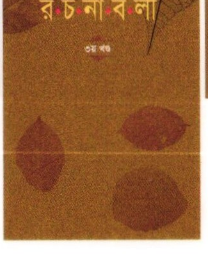

দেশজ প্রকাশন

Motiur Rahman Mollik
Rachanabali- 3rd Part
Published on September 2024
Price: 630 Tk only

ISBN: 978-984-98985-6-6